শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবনচিত্র

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

মূল্য – পাঁচ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমতিলাল সরকার
নন্দী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২২৭, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা

উপহার

মহামান্য শার্দ্দূলপ্রতাপ

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা মহোদয়—

অশেষগুণনিলয়েষু—

এঁকেছি জীবন ছবি মুকুর আকার—

বারেক চাহিয়া দেখ রূপ আপনার।

শ্রীশ্রীমা

একটি কথা

কবি শ্রীঅপরাজিতা দেবীর সঙ্গে অনেকে আমাকে ভুল করেন। ইহা স্বাভাবিক। নাম পরিবর্ত্তনের উপায় নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া অপরের নামে পরিচিত হইবার অগৌরব আমাকে সহিতে হইবে। কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা এই যে কবি শ্রীঅপরাজিতা দেবী গদ্য লেখেন না।

আমি কবি নই—আমি বনবাসী।

১

অফিসের বন্ধুরা বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া পড়িলেন—একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মুখে বলিলেন—'হেতু ?'

—'হেতু এই যে, ছুটীর একটি দিন আরামে কাটাব।'

—'বেশ—বেশ, কবে খাবেন বলুন।'

—'এই সামনের রবিবার—কিন্তু বাজারের কেনা মাংস নয়—'

বিশ্বকর্ম্মা লোকজন,—বন্ধু বান্ধব লইয়া মজলিস করিতে অদ্বিতীয়। একা বসিয়া দু'খানা গরম লুচিও তাঁহার বিস্বাদ লাগে!—কিন্তু বন্ধু বা অতিথি আগন্তুকের সহিত বসিলে আধ দিস্তা ঠাণ্ডা লুচি অবাধে উঠিয়া যায়। এজন্য প্রায়ই অফিস ফেরৎ দু' একজন সহকর্ম্মীকে সঙ্গে আনেন—এবং রাত্রি-ভোজের পর বিদায় দেন।

বিশ্বকর্ম্মার প্রধান কর্ম্মস্থান সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে। তবে মাসের মধ্যে দিন দশ পনের সহরে ছুটিতে হয়। অন্য দিন নিজের অফিসেই কাজকর্ম্ম করেন।

বিশ্বকর্ম্মার অন্য নাম আছে,—সুধাকর কি নিশীথ রঞ্জন, এমনই একটা নাম। কিন্তু সর্ব্বদা তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত—এজন্য নাম—'ব্যস্ত বাগীশ।'

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু স্বভাব, এ জন্য—'ব্যাঘ্র মহাশয়।' আর যে কাজে হাত দেন, তাহাই পণ্ড করেন—(সাংসারিক কাজ।) এ জন্য নাম হইয়াছে 'বিশ্বকর্ম্মা।' বলা বাহুল্য, নামকরণ করিয়াছেন তাঁহার গৃহিণী।

অন্য দিকে যাই হোক বিশ্বকর্ম্মা কার্য্যদক্ষ অফিসার। চাকরী করেন বটে—কিন্তু কোনরূপ নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজে যেটা ভাল বুঝিবেন, তাহা হইতে তাঁহাকে টলাইবার সাধ্য কাহারও নাই। একবার একটা নির্দ্দোষী লোককে বাঁচাইতে গিয়া নিজের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন—কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। কারণ—চাকরীকে তিনি 'থোড়াই কেয়ার' করেন।

বিশ্বকর্ম্মার অনেক গুণ—সে সব ক্রমে জানিতে পারিবেন। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম—তাহাই বলি।

২

সেদিনটা ছিল মঙ্গল কি বুধবার। বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন—'শুনেছ? রবিবার ক'জন লোক এখানে খাবেন।'

পত্নী সুরুচি বলিলেন—'কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হলো?'

—'আহা, আমি কি বলেছি? তারা নিজমুখে খেতে চাইলে।'

—'কবে? ক'জন বললে?'

—'এই রবিবার। জন চার পাঁচ হবে।'

'মোটে চার পাঁচ জন। তারি এত গল্প?'

—'এখানকার দু' একজনকেও বল্‌তে হবে।'

—'আচ্ছা।'

বিশ্বকর্ম্মা চুপি চুপি একটি পাঁঠা কিনিয়া আনাইয়া অনুচরের জিম্মা করিয়া দিলেন, এবং গোপন রাখিতে বলিলেন।

রবিবার সকাল বেলা মাইল খানেক দূরে এক বন্ধুর পুষ্করিণীতে মাছের জন্য লোক পাঠানো হইল। এদিকে বেলা সাতটাব সময় নিমন্ত্রিতদিগের নিকট হইতে খবর আসিল,—আজ তাঁহারা আসিতে পারিবেন না, জরুরি কাজে আটক পডিতে হইয়াছে। পবেব রবিবার আসিবেন।

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। সুরুচি বলিলেন—'কত কাল সাক্ষাৎ হয না? ও ববিবাব তো আসবে।'

বেলা প্রায় এগারটার সময় একটা বড রুই মাছ আসিয়া হাজির। বিশ্বকর্ম্মা মৎস্য দর্শন করিয়া বলিলেন—'আস্‌তেই হবে তাদের—লোক পাঠাচ্ছি।'

—'তবে যোগাড যন্ত্র করি?'

—'ভাবি সাডে তিনজন মানুষ—তার জন্যে এখন থেকেই ধূমধাম কিসের? তিনটের গাডীতে খবব নিযে ফিববে—তখন কোরো।'

বারটাব ট্রেণে একজন আবদালী সহরে চলিয়া গেল।

খবব জানিযা সুরুচি কাজে হাত দিবেন। দই মিষ্টান্নের জন্য লোক পাঠাইতে হয়। কিছুই পারিতেছেন না—উদ্বিগ্ন ভাবে সময় কাটিতেছে। বিশ্বকর্ম্মার কাছে এক কথা দু'বাব জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই—ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। সুরুচির নিজের বুদ্ধিতে কুলায় না। একবার ভাবেন—'আনাইয়া রাখি'—আবার মনে হয—'যদি তাঁরা নাই আসেন তবে অনর্থক খরচ।'

বাডীর সম্মুখে তৃণাচ্ছন্ন ভূমি—পাঁঠাটি চরিয়া খাইতেছে। সুরুচি বাহিরে আসিয়া পাঁঠা দেখিয়া বলিলেন—'এটা কাব পাঁঠা—এখানে বাঁধা কেন?'

পাঁঠার রক্ষক গিবি জবাব দিল—'আমাদেরি।'

—'আমাদের আবার পাঁঠা ছিল কবে?'

—'বাবু পরশু দিন কিনে এনেছেন।'

—'বুঝেচি, এই বন্ধু-ভোজের জন্যে—আচ্ছা !'

বেলা তিনটার গাড়ী চলিয়া গেল। ষ্টেশন আধ মাইল দূরে—কিন্তু বাড়ীর সামনে একটু দূর দিয়াই গাড়ী যায়। বাড়ীর সামনে খোলা মাঠ—ওপারে রেল লাইন। সাড়ে তিনটা—ক্রমে চারিটা বাজিল। কারো দেখা নাই—কোন খবর নাই।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এলে এতক্ষণ আসতো—আর আস্‌বে না।

সুরুচি বলিলেন—'যে তাঁদের আন্‌তে গেল—সে তো ফিরবে ?'

'সে হয়তো টাউন দেখে বেড়াচ্চে—আসবে রাত্রের ট্রেণে। ব্যাটা আহাম্মক !'—

অত্যন্ত বিমনাভাবে বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। সুরুচি গেলেন গা ধুইতে।

কিন্তু কপাল আর কাহাকে বলে ? ঘণ্টা দুই পরে দু'জন ভদ্র মহিলা আসিলেন বেড়াইতে,—সুরুচি তাঁহাদের কাছে বসিয়াছেন—সন্ত্রস্ত গিরি আসিয়া বলিল—'বাবু ডাক্‌ছেন মা—'

সুরুচি বাহিরে আসিয়া দেখেন—দূরে আবছায়া একটি শুভ্র বস্ত্র দেখা যাইতেছে, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বোঝা গেল—বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ;—বলিলেন—'কি ?'

'ওঁরা—ওঁরা সবাই এসেছেন।'

'কে ওঁরা ?'

—'যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম।'

'এখন ? এত রাত্তিরে ? কটা বেজেছে ?'

—'আট্‌টার গাড়ীতে এলো।'

'এত রাত কেন ? আরদালী আসেনি ?'

—'সেই ব্যাটা যত অনিষ্টের মুল। বারটার গাড়ী ফেল করে ষ্টেশনে পড়ে ঘুমিয়েছে। চারটের গাড়ীতে গেছে। ট্রেণ ফেল করলি,—বুদ্ধি

করে বাইকে গেলে দুটোর মধ্যে খবর নিয়ে ফিরে আসতো। যাক্ গে—যখন সব এসে পড়েছে—বন্দোবস্ত কর।

'তা করছি—কিন্তু রাত হবে। শেষে যে দশটা না বাজতে তুমি লাফালাফি করবে—সে হবে না।'

'না।'

—'সব শুদ্ধ ক'জন ?'

—'দশ বারো জন।'

সুরুচি ফিরিয়া ভিতরে গেলেন।

একটু পরে গিরি আসিয়া বলিল—'ভাল একটা দা' চাই।—'

সুরুচি চম্‌কাইয়া বলিলেন—'দা কি হবে ?,

—'পাঁঠা কাট্‌বো।'

—'বটে ! তা বই কি ?—আমাকে কেটে ফেল তার চেয়ে—'

বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকা হইল। সুরুচি বলিলেন—'পাঁঠা কাটবে কি ? কোন্ দিন বাড়ীতে পাঁঠা কাটা হয় ? সে হবে না—ও সব কাটাকুটি চল্‌বে না ! এ রকম দুর্ম্মতি কেন হলো আজ ?—'

—'অন্য জায়গা থেকে কেটে আসুক না—'

'না না—ও শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। একটা জীবকে এনে ঘাস খাইয়ে পুষে তারপর কেটে খাওয়া—মানুষে পারে ?'

—'ওরা বলেছিল কেনা মাংস নয়—তাই। যাক্ গে—ভাল ব্যবস্থা কর।'

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন। ব্যাপার দেখিয়া প্রতিবেশিনীরাও উঠিয়া পড়িলেন। একটি লণ্ঠন তাঁদের সঙ্গে গেল, আর দুইটি লইয়া একজন বাজারে ও অন্যজন গোয়ালা বাড়ী গেল। ঠাকুর বলিল—'এই গিরি—জল আন্—আর একটা উনান ধরা—এই সুরেন—বাটনা বাট্ আগে—'

সুরুচি বলিলেন—'পাঁঠা ঘরে বেঁধে রেখে আসুক আগে—কেউ চুপি চুপি কাট্‌বে না ত ?'

'আমাদের পাঁঠা কে কাট্‌বে মা ?—

বিশ্বকর্ম্মার নিজস্ব অফিস গৃহ বাসা হইতে কিছু দূরে। বাড়ী অফিস দুইই একটা বিস্তীর্ণ লোহার তার ঘেরা মাঠের মধ্যে। অফিসের সম্মুখে টেবিল পাতিয়া সকলে হাস্যালাপে মগ্ন।

বিশ্বকর্ম্মার তিন ভ্রাতুস্পুত্র কাছেই থাকে। সম্প্রতি সরোজ একা আছে। সে বেড়াইতে গিয়াছিল। বলিল—'খুড়ীমা—লোক কম নয় কিন্তু।' বাড়ী হইতে সংখ্যা স্পষ্ট দেখা যায়—মানুষ চেনা যায় না। সুরুচি চুপ করিয়া গেলেন। লোকের সংখ্যা যে কম নয়—সে তিনিও বুঝিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।—'শীগ্‌গীর কর—শীগ্‌গীর কর।'

'এই বুঝি তাগাদা সুরু হলো ?—'

—'না—না, এখন চা খাবার দাও—'

'দিচ্ছি—আনতে গেছে।'

বর্ষাকাল—এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অতিথিরা অফিসের বারান্দায় দুই ভাগে দুই টেবিল লইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। একজন আরদালী তাঁহাদের খবরদারীতে নিযুক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ঠাকুর চায়ের জল চড়াও।'

ঠাকুর মৃদুস্বরে যা বলিল—তার মর্ম্মার্থ এই—দুইটা উনানই বন্ধ। কাঠের উনান জ্বালিয়া জল চড়াইতেছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ষ্টোভ—ষ্টোভ কি হলো ?'

—'ষ্টোভটা জ্বলছে না ক'দিন ধরে। বৃষ্টির জন্যে সারাতেও পারছি নে।'

—'বাঃ—খুব গিন্নীপনা।'

—'তা কি করবো। নীহার নেই—কে দেখে—কে কি করে—'

—'সে আর আসবে না—এতদিন হয়ে গেল—আর কি আসে? কৈ খাবার দিচ্ছ না যে? দাও—

'কে নিয়ে যাবে? ওরা নেই—'

—'ঠাকুর—ঠাকুর দেবে।'

তাহলে রান্নার দেরি হয়ে যাবে। এলো বলে ওরা।'

—'কেন এমন অসময়ে বাজারে পাঠানো? আগে আনিয়ে রাখতে পারনি? জানাই আছে যে সব আস্‌বে।'

ভাবনা চিন্তার সুরুচির সময় নাই। তবু বলিলেন—'এত তাগাদা করলে কি হয়? কিচ্ছু তো জানা ছিল না।'

বিশ্বকর্ম্মা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—'যাও—যাও, অত কথায় কাজ নেই, তুমি কিছু না পার—শুয়ে থাকগে যাও। যা পারি আমরা করে নেবো।'

বলিয়া অবশিষ্ট লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান!

নীরবে সহ্য করিবার লোক সুরুচি নহেন। তবে এখন দারুণ ভাবে চিন্তিত। এদিক ওদিক চাহিলেন। বাতাসে দেয়াল গিরি জ্বলে না। টেবিল ল্যাম্পের চিমনীটা গিন্নির হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সব চেয়ে বড় আলোটি অফিসে গিয়া জ্বলিতেছে। রান্নাঘরে ছাড়া বাড়ীতে আর আলো নাই। ঘরে—দুয়ারে ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার,—কিছু দেখা যায় না। তদুপরি বৃষ্টি। সুরুচি আঁধারেই ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যে নিমন্ত্রিতদের জন্য পূর্ব্ব দিবস কিছু কিছু দ্রব্যাদি গোছানো হইয়াছিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেগুলি কতক আবিষ্কার করিয়া লইয়া রান্নাঘরে গেলেন।

ঠাকুর কাপড় চোপড় আঁটিয়া ভীমবেশে রান্নায় ব্যস্ত। বাজার হইতে জিনিস ও লোক এবং লণ্ঠন আসিয়া পড়িল! অবিলম্বে দুই তিনটি থালা ও ট্রের ওপর চা ইত্যাদি রওনা হইয়া গেল। অফিস হইতে বাড়ী—

বাড়ী হইতে অফিস—অবিরত আরদালীদের যাতায়াত। তারপর পান—সিগারেট !—

বিশ্বকর্ম্মা দেখা দিলেন। অত্যন্ত নরম সুরে বলিলেন—'আমি কিছু খাইনি—'

দিন কয়েক আগে পেটের অসুখে ভুগিয়াছেন। তাছাড়া বাজারের খাদ্যাদি স্পর্শ করিতে চান না। সুরুচি খাবার আনিয়া দিলেন। এবং সিগারেট বাহির করিয়া সামনে রাখিলেন। সিগারেট বিশ্বকর্ম্মার নিজ আয়ত্তাধীন থাকিলে অত্যন্ত বেশী খরচ হয়। এ জন্য কৌটা সরাইয়া রাখার নিয়ম।

বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধরাইতেছেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন—হু হু শব্দে আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। দেশলাইয়ের বাক্স প্রায় খালি হইয়া গেল—তবু সিগারেট ধরিল না। গামছা মাথায় সুরুচি রান্না ঘর হইতে আসিয়া দেখেন—অসংখ্য দেশলায়ের কাঠি মাটাতে ছড়ানো। বিশ্বকর্ম্মা রাগিয়া বলিতেছেন—'কি ছাই জিনিসপত্র পয়সা দিয়ে কিনে আনা হয়—'

—'একটু সরে দাঁড়ালে তো হয়—অত বাতাসে কখনো কাঠি জ্বলে ?'

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সহজে এবার সিগারেট ধরিল। সুরুচিকে কথা বলিতে দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভরসা পাইলেন। দেশলাইটা সুরুচির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—'তুমি ভিজোনা, ভিজোনা, শেষে জ্বর হবে। এইখানে বসে বলে দাওনা কেন ?'

'সে হয় না—পেরে উঠবে না ঠাকুর—'

—'কেন পারবে না ? মাইনে নিতে পারবে তো ?'

—'আচ্ছা—আজকের দিনটা করি—পরে দেখা যাবে।'

'তবে ছাতা নাও না, গামছায় কি বৃষ্টি মানে ?'

'ছাতায় একটা হাত জোড়া থাকে,—বৃষ্টি কমে গেছে।'

—'যা খুসী কর। ঐ তোমার দেশলাই—শেষে বল্‌বে আমি হারিয়েছি।'

সুরুচি রান্না ঘরে আসিয়া এবার কাঠের উনানটার কাছে বসিলেন। দশটা বাজিতে দেরি আছে। রান্না প্রায় শেষ। পোলাও চড়িয়াছে।

গিরি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল—'মা বাবু খাবার দিতে বললেন।'

'আর একটু দেরি—বলগে।'

বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত!—'শীগগীর দাও—নইলে ওরা ট্রেন ফেল করবে।'

সুরুচি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'ট্রেন কিসের?'

—'এগারটার ট্রেন—'

—'তা কেন, সেদিন তুমি বললে—রাত্রে এখানে থাক্‌বেন—সকালে যাবেন—'

'কিন্তু ওঁদের যে মফঃস্বলে যেতে হবে এই ট্রেনে—'

'—না গেলে হয় না?'

'অসম্ভব। জরুরি কাজ—সাহেব সন্ধ্যাবেলা চলে গেছে—ওঁরা যাবেন তবে কাজ আরম্ভ হবে। এই জন্যে ত আজ আসতে চায়নি পরের রবিবার দিন করেছিল।'

—'রান্না যে হয়নি?'

—'অ্যাঁ,—হয়নি? সেরেছো! একেবারেই সেরেছো!'

—'আমি সেরেছি না তুমি সেরেছ? তখন বললে—'হোক রাত—ক্ষতি নেই।' আগে যদি জানাতে—এত রান্না না হতো। সাড়ে আটটায় খবর পেয়েছি—এখন কটা?'

'দশটা বাজে—'

—'তবে? বেশি দেরি করেছি কি?'

বিশ্বকর্ম্মা নরম হইয়া বলিলেন—'না, তবু দাও—হয়নি?'

"হয়েছে প্রায়—"

—'তবে দাও শীগ্‌গীর—'

"দিচ্ছি।"

বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মার প্রিয় অনুচর নীহার বাড়ী গিয়াছে। সে ভিন্ন সংসার অচল। তাই পদে পদে বিশ্বকর্ম্মাকে অসুবিধা সহিতে হয়—সব দেখিতে হয়, তবু ঠিকমত হয়না।

বাহিরের বারান্দায় খাওয়া হইবে। বিশ্বকর্ম্মা আবার দেখা দিলেন। 'কৈ—দাওনা কেন? ওরা কিন্তু চলে যেতে চাইছে'—

সুরুচি সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন—'ঠাকুর—শীগ্‌গীর যাও—'

সরোজ ঘরে আসিয়া এটা ওটা গিন্নীপনা করিতেছিল। বলিল 'ঠাকুর এক কাজ কর—তোমার জন্যে সব আলাদা রেখে দাও—খুড়ীমা সাজিয়ে দিন তুমি পরিবেশন কর—তা হলে শীগ্‌গীর হবে।

ঠাকুর আর এক হাঁড়ি চড়াইয়া হাত পা ধুইয়া পরিচ্ছন্ন প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

—'ঠাকুর একা পারবেনা—আমি আস্‌ছি'—

—'তুমি বস্‌বেনা ওঁদের সঙ্গে? সে কি?'

'না—ওদের যে তাড়া—খাওয়া নাম মাত্র!—তাড়াতাড়ি না করলে হবে না।'

সরোজ ও ঠাকুর পরিবেশন করতে আরম্ভ করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আমাকে কিছু দিচ্ছ না কেন?'

সুরুচি একটা ব্যঞ্জন পাত্র ও চামচ বিশ্বকর্ম্মার হাতে তুলিয়া দিলেন।

বিষম ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। নিমন্ত্রিতদের ট্রেনের তাগিদ—ষ্টেশন একটু দূরে—একটু আগে যাইতে হইবে। এদিকে সবে ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে চা জলযোগ হইয়াছে—মোটেও ক্ষুধা নাই। আবার পাতে নানা সুগন্ধি

সুখাদ্য। দারুণ অবস্থা সঙ্কট উপস্থিত। ডান হাত মুখে ওঠে—বাঁ হাতে সকলে ঘড়ি দেখেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং অবতীর্ণ। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে বাঘের মত ভয় করে, যতটা পারে দূরে দূরে থাকে। সেই তিনি আজ তাহাদের সঙ্গে কাজে নামিয়াছেন। তাহাদের অবস্থাটা—

না যাইলে রাজা বধে,—যাইলে ভুজঙ্গ,
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

—'এই বেকুব উল্লুক—ঐ রকম করে পরিবেশন করে? কারো পাতে কিছু নেই—তাকে দিচ্ছনা,—যার খাওয়া হয়নি তারি সামনে ধরে বিরক্ত করছ! নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না,—ব্যাটা গাধা!—যাও—যাও—মাছ নিয়ে এসো বেশী করে—'

এক ফাঁকে বিশ্বকর্ম্মা রান্না ঘরে আসিয়া বলিলেন—"দেখ কম পড়বে না ত?"

—'না—ও হাঁড়িও নামবে এক্ষুণি—'

অর্থাৎ নিমন্ত্রিতেরা উনিশজন—তা ছাড়া স্থানীয় লোকজনও আছে। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত।

—'কৈ দেখি—দেখি'—বিশ্বকর্ম্মা দমে বসানো পোলাওয়ের হাঁড়ির মুখের ঢাকনী তুলিয়া দেখিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিলেন।

'যা—যাঃ করলে কি? ছুঁয়ে ফেলে দিলে? এখনো এ হাঁড়িতে ঢের রয়েছে। ওটা দেখবার কি দরকার ছিল? কত কষ্ট করে রাঁধলে ঠাকুর—খেতে পাবে না।'

অপ্রতিভ বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর চারটি রেঁধে নিক্না—'

—'পোলাও রান্না খুব সোজা কিনা,—সাতবার চড়াক আর কি।'

সরোজ আসিয়া শূন্যপাত্র রাখিয়া বলিল—'চাট্নী চাই—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এখনি চাট্নী? নিশ্চয় ভাল করে দিস্নি'—

—'দিয়েছি, আর কিচ্ছু লাগ্‌বে না।'

—'কখনো দিস্‌নি, তোরা আবার পরিবেশন জানিস্‌। বুদ্ধি চাই—বুদ্ধি চাই! ফ্রাই—কারী কিচ্ছু লাগ্‌বেনা? দাও তুমি কোর্ম্মাটা আমায় বেশী করে দাও—আমি দেখছি লাগ্‌বে কিনা।'

বিশ্বকর্ম্মা পরিবেশন করিতে গেলেন। সরোজ বলিল—'উনি এত বেশী করে দিয়েছেন—সব্বার পাতে একরাশ করে রয়েছে!

ঠাকুর আসিয়া বলিল—'এবার মিষ্টি দিন'—

বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া পড়িলেন—তাঁহার হাতের ধাক্কায় সুরেনের হাতের জলের ঘটি পড়িয়া গেল। পায়ের ধাক্কায় বারান্দার একটা বালতী উল্টাইয়া গড়াইয়া গেল।

—'তুমি রাখো ঠাকুর—সন্দেশ আমি দেবো। তোমরা তো গুণে দুটো করে দেবে। এতদিন ধরে করছো—তবু কিছু শিখ্‌লে না!—'

বলিয়া পোলাওয়ের পাত্র লইয়া বিশ্বকর্ম্মা ছুটিলেন। গিরি সাবান তোয়ালে লইয়া যাইতেছিল, অর্দ্ধ পথে দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে একরূপ পিষিয়া বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

পরিবেশনে ফেল করিয়া সরোজ ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছে। সরোজ বলিল—'ঠাকুর সন্দেশ তুমিই নিয়ে যাও—শেষে দেওয়াই হবেনা—উনি তো—'

বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ—এবং চাট্‌নী লইয়া প্রস্থান। তাঁহার সামনে পড়িয়া একজন ছুটিয়া সরিয়া বাঁচিল। আর একজন হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

ওদিকে অতিথিগণ উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—মিষ্টি, মিষ্টি দেওয়া হয়নি—

—'এতক্ষণে? আঃ গাধা-উল্লুক!'—সরোষে গর্জ্জিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এতক্ষণ কেন দাওনি?'

'আপনি দেবেন বল্‌লেন—'

অতিথিরা বলিলেন—'থাক্ থাক্—মিষ্টি আর খাবার যো নেই।'

'বটে! আপনাদের জন্যে আনা—না খেয়ে যেতে দিচ্ছি আর কি?'

অগত্যা কেহ মুখ ধুইতে ধুইতে, কেহ দাঁড়াইয়া, ডান হাতে, বাঁ হাতে যে যেমন সুবিধা পাইলেন, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। বাদানুবাদ করিতে যে সময় যাইবে—তার চেয়ে সন্দেশ খাওয়াই ভাল। চাক্‌রীর জ্বালা—বড় জ্বালা।

গিরি-সুরেন জল ঢালিয়া দিতেছিল—কিসের সাবান, কিসের তোয়ালে, কোন মতে হাত মুখ অর্দ্ধ ধৌত করিয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে সকলে ষ্টেশনাভিমুখে ছুট দিলেন। সুরেন পানের রেকাবী হাতে দাঁড়াইল। তাহাকে ডিঙ্গাইয়া সকলে চলিয়া গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'এগিয়ে যা, পান দিয়ে আয়।'

সুরেন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া গিয়া পান দিয়া আসিল।

যেন একটা প্রবল ঝড় থামিল। দারুণ গুমোট গরমে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে সকলে অবসন্ন। বিশ্বকর্ম্মা ইজিচেয়ারে হাত পা এলাইয়া দিলেন।

উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—আমাদের পাঁচজনকে এখন দাও।'

—'আর চারজন আবার কে?—'

—'ওরা এখানকারই—গিরিজা, ধীরেন, কেশব, সত্যেন।'

—'বলেছিলে দশ বারো জন, হয়ে গেল চব্বিশ পঁচিশ জন'—

'ও রকম হয়ে থাকে। কম পড়বে কি?'

'না বোধ হয়। চিনিনে তোমাকে '

—'তবে আর কি—দাও আমাদের—তোমরাও বসো।'

বাহিরে বিশ্বকর্ম্মা সকলকে লইয়া বসিলেন। ভিতরে সরোজ বসিল। সুরুচি বলিলেন—'দেখলি কাণ্ড! এমন করে নেমন্তন্ন করে? আর রবিবার এলে কেমন ভাল হতো—'

সরোজ বলিল—চাকরীর চিন্তা! গাড়ী ফেল করে থাকলে আরো মজা!—

৩

বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী যাইবেন।

বাড়ী অনেক দূরে—পদ্মা পাড়ি দিয়া যাইতে হয়। অবশ্য সাঁতার দিয়া নয়,—ষ্টীমারে।

বেলা আড়াইটার ট্রেন। সুরুচি বাক্স লইয়া বসিয়াছেন—পূর্ব্বদিন রাত্রে।

বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন।—'বেশী কিছু নিয়োনা—বেশী কিছু নিয়োনা, পথে ঘাটে বোঝা আমি টানতে পারবো না।'

'তুমি কেন টানবে? ও সব কুলীদের কাজ।'

দেখা শোনা করতে হয়না বুঝি?'

'সে ওরা দেখবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা যা দেখে, তা আমার খুব জানা আছে। শেষে সব চাপে আমার ঘাড়ে। তোমার তো দেখতে হয় না—তাই মনের সাধে বাক্স বোঝাই করছো। বেশী হয়, ষ্টেশনে ফেলে রেখে যাব—কিন্তু।'

সুরুচি বলিলেন—'আমার বাক্স একটা, সরোজের একটা, তোমার বড় সুটকেশটা—'

'ওতে সব ধরেছে ? কি কি দিয়েছ ?'

'পাঞ্জাবী চারটে, গেঞ্জি চারটে, রুমাল ছ'খানা, ধুতি আটখানা, ঢাকাই চাদর দু'খানা—'

—'এতে একমাস চল্‌বে ? এই গরমের দিনে পাঞ্জাবী মোট চারটে ?'

—'গরদ মটকার দুটোও দিয়েছি।'

'তা হোক—সাদা পাঞ্জাবী আর দুটো দাও। খদ্দরের মুগা পাড় চাদরটা দাও নি ? গরমের দিনে রুমাল একটা এক দিনের বেশী চলে না। ঢাকাই ধুতি জোড়া দিয়েছ ?

'না, সরোজ বললে ফরাসডাঙ্গা শান্তিপুর দিতে।'

'তবে তো খুব দিয়েছ! দাও—আর দু'খানা ধুতি দাও। লুঙ্গী বোধ হয় একটাও দাও নি ? গেঞ্জি আর দুটো দাও—হাফ সার্ট দাও দুটো—রুমাল দাও বেশী করে।'

যা যা দেওয়া হয় নাই—সেগুলি দিয়া সুরুচি আর একটা বাক্স বোঝাই করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আয়না চিরুণী সাবান ?'

'এই যে'—সুরুচি একটা ছোট্ট এটাচি কেস খুলিয়া দেখাইলেন। তন্মধ্যে প্রসাধন ও ঔষধাদির নানাবিধ ছোট বড় শিশি কৌটা ইত্যাদি।

'যাক্‌গে, গরম জামা একটাও দাওনি কি ? বৃষ্টি হলে কি ঠাণ্ডা পড়লে পরবো কি ?'

'তা দিচ্ছি।'

'তার পরে কোট কই ? প্যাণ্ট বেল্ট কিছুই দেখছিনে যে ?'

'যাচ্ছ ছুটীতে, বাড়ীতে আফিস করবে নাকি ?'

'বলা যায়কি কখন দরকার হয় ? সঙ্গে থাকা ভাল। ও সব দাও।'

এবার একটা বাক্স হরেক রকম সুটে বোঝাই হইল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কিন্তু রাস্তায় এ বাক্সগুলো খোলা হবে না, পূরো দুটো দিন পথে থাকা। ষ্টীমারে স্নান করবো সকালে নৌকোয় বিকালে।

—'কবে আবার তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দাও ?'

'চিরকাল,—যেবার না দিই সেবার দুর্গতির একশেষ। কলেজে যখন পড়তাম—বাড়ী আসবার সময় এমন করে গুছিয়ে এনেছি—সবাই দেখে অবাক—'

সুরুচি খুব বিশ্বাস করেন না বিশ্বকর্ম্মার কথা। কিন্তু এখন বাদানুবাদে বিবাদ বাধিয়া গেলে আসল কাজ নষ্ট। সুতরাং হাতের কাজে মন দিলেন।

—ভোর রাত্রে বিশ্বকর্ম্মা সকলকে ডাকিয়া তুলিলেন। সুরুচি না উঠিয়া বলিলেন—'যাব দুটোর গাড়ীতে—এখন উঠবো কেন ?'

'তোমার স্নান করতে দশটা বাজবে—দেরি তো তুমি কর। ওঠো ওঠো—উঠে সব ঠিক করে ফেল। ট্রেনে মজা করে ঘুমিয়ো এখন।'

বিরক্ত চিত্তে সুরুচি উঠিয়া পড়িলেন। বিশ্বকর্ম্মা আরদালীকে গাড়ী ঠিক রাখিতে বলিলেন এবং বারান্দায় বসিয়া অবিরাম আদেশ উপদেশ দিয়া সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শুধু কি আদেশ ? আদেশ আর তিরস্কার ! উপদেশ এবং অনুযোগ।

নয়টার মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার স্নান ও বেশভূষা শেষ। তিন মিনিটে খাইয়া উঠিয়া সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন—'গাড়ীতে ওঠো।'

—'সে কি ? দুটোর গাড়ী না ?'

'রাখ তোমার দুটো ! ষ্টেশনে যাওয়া—জিনিষপত্রের গতি করা—সঙ্গে নেবো কি উইথ গার্ড যাবে, টিকেট করা—কম সময়ের কাজ ? শেষে ট্রেন ফেল করে সব শুদ্ধ ফিরে আসি। সরোজ ! সরোজ ! ঘরের ভেতর করিস কি ?'

সরোজ কেশবিন্যাস করিতেছিল। বিশ্বকর্ম্মার গলা পাইয়া ওদিকের দরজা দিয়াই গিয়া গাড়ীতে বসিল।

বিশ্বকর্ম্মা আবার হাঁকিলেন—'ঠাকুর ! গিন্নি !'

তাহারা খাইতে বসিয়াছিল। পাত্রস্থ অন্ন গো গ্রাসে গিলিয়া উঠিয়া পড়িল। সুরুচি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিল।

ওয়েটিং রুমে বিশ্বকর্ম্মা কাগজ এবং সুরুচি বই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সরোজ ইচ্ছামত ষ্টেশনে বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া উঠিয়া সুরুচি দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা নাই, তাঁহার ত্যক্ত কাগজ খানা সরোজ পড়িতেছে। সুরুচি বলিলেন—'ট্রেন কি আজ আস্‌বে না?'

সরোজ বলিল – 'দেরী আছে।'

বিস্তর ট্রেন যাতায়াত করিতেছে। সুরুচি বলিলেন—'এর একখানায় উঠে পড়িগে যাই—আর বসে থাকতে পারা যায় না।'

বিশ্বকর্ম্মা দেখা দিলেন।—'কোন ক্লাশের টিকিট করবো?'

সুরুচি বলিলেন—'মাল গাড়ীর।'

'কেন?'

'খরচ বাঁচবে।'

'সোজা কথা বলতে শেখনি না? খরচ তো তুমি কর। তোমার হাত দিয়ে জলের মত টাকা উড়ে যায়। নাও ওঠো এখন, চল প্লাটফর্ম্মে'—

সুরুচি বলিলেন—'ও বল্‌লে এখনো ঢের দেরী।'

বিশ্বকর্ম্মা সরোজের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কে তোকে বলেছে ঢের দেরী? ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে গেল ও দিকে।'—

সরোজ প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বকর্ম্মা কুলী ডাকিয়া জিনিস পত্র তুলিয়া সুরুচিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। বলিলেন—দেখেছ ভিড়? শীগগীর চল।'

প্লাটফর্ম্মে আসিবা মাত্র ট্রেন আসিয়া পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা ছুটিবার উপক্রম করিতেই আরদালী বলিল—'ই টিরেন নেহী।'

'নয়? ঠিক জান তুমি?'

'জী হুজুর।'

ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারীর নিকট ভালরূপ জানিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা নিঃসন্দেহ হইলেন।

অতঃপর দুপুর বেলার রৌদ্রে প্লাট ফরমে সকলে দগ্ধ হইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা পদ চারণা করিতেছেন।

সরোজ রৌদ্রে ঝলসিয়া বিরক্তচিত্তে হাত মুখ ধুইতে পা বাড়াইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—'যাস্ কোথা?'

'এই—কলে।'

'কি দরকার পড়ল কলে? এদিক ওদিক যাও—ট্রেণ এসে পড়্ক—আর তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে ট্রেন ফেল করি।'

সরোজ ফিরিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন আসিল। বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না।

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচিকে তুলিয়া দিয়া নিজে দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং চেঁচা মেচি আরম্ভ করিলেন, 'বেডিং পড়ে রইলো যে? ছোট—'ছোটটা তোল শীগগীর! টিফিন বাস্কেট—কই সেটা?'

সরোজ বলিল—'তুলেছে সেটা।'

'তুলেছে না ওয়েটিংরুমে ফেলে এসেছে?'

'তুলেছে—এই যে—'

'ছাতা?'

'ঐ যে ব্রাকেটে—'

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া ছাতাটা দেখিয়া লইলেন। আবার আরম্ভ করিলেন—'এই ঠাকুর! সংয়ের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ট্রেন ছেড়ে দিক্—থাক প্লাটফর্ম্মে পড়ে! জিনিষ তুলছে কুলীরা—তোমরা গাড়ীতে বসো গে না।'

ঠাকুরেরা গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কুলীরা জিনিষপত্র ঠিক ঠাক করিয়া নামিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'দে ভাড়া মিটিয়ে। নে—শীগগীর গাড়ীতে ওঠ—গাড়ী ছাড়বে এক্ষুনি।'

সরোজ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

বিশ্বকর্ম্মার মনে হইল ওয়েটিং রুমে নিশ্চয় কিছু পড়িয়া আছে। আসার সময় দেখিলেন এত বাক্স, বিছানা জিনিসপত্র, আর এখন এত কম হইয়া গেল? হয় জুতার বাক্স, নয় হলদে ট্রাঙ্কটা, কি বাড়ীর জন্যে যে সব জিনিসপত্র লইয়াছেন তাহারি একটা, অথবা ফলের ঝুড়ি—নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পড়িয়া আছে। জিনিষপত্র দুই গাড়ীতে ভাগ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দ্রব্যাদির স্বল্পতা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা যতই ভাবিতে লাগিলেন—ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন—ট্রেন ছাড়িতে মিনিট দশেক দেরী,—পাঁচ মিনিটে ঘুরিয়া আসিবেন।

যেমন সঙ্কল্প—অমনি গাড়ী হইতে অবতরণ। চলিলেন ওয়েটিং রুমের দিকে।

সুরুচি বলিলেন—'যাও কোথা?'

'ওয়েটিং রুমটা দেখে আসি—কিছু পড়ে আছে কিনা'—

'কিছু নেই—আমরা দেখেছি।'

বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বাস হইল না। ওয়েটিংরুম দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছেন—তখন ট্রেনের কাছে বিষম ভিড়—ইতিপূর্ব্বে ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখে পড়িয়াছিল ফিমেল কামরাগুলি। সেগুলি অতিক্রম করিয়া আর ট্রেন ধরিতে পারিলেন না। উচ্চস্বরে সুরুচিকে বলিয়া দিলেন—'কোন ভয় নেই—পরের ট্রেনে আস্‌ছি '

সমস্ত রাত্রি তো সকলের বিনিদ্র কাটিল, চিন্তার সঙ্গে উৎকণ্ঠা··· বিশ্বকর্ম্মা যদি ট্রেন ধরিতে না পারিয়া থাকেন পরের থানাও?

পরদিন ভোরে ট্রেন গোয়ালন্দ পৌঁছিল। সঙ্গে অনেক দেশীয ভদ্রলোক সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'চলুন ষ্টীমারে।'

সুরুচি বলিলেন—'না। কখন ট্রেন আসবে ?'

'ঘণ্টাখানেক পরে।'

'তবে এইখানে থাকি। তিনি এলে একসঙ্গে ষ্টীমাবে উঠবো। না এলে আজ গোয়ালন্দে থাকতে হবে।

ষ্টীমারে যাইবার পথের ধারে দলবল সহ সুরুচি অপেক্ষায় রহিলেন। সহযাত্রীরা চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার যাত্রীদল ষ্টীমারেব দিকে যাত্রা কবিল। সুরুচি সেইদিকে দেখিতেছেন,—দেখিলেন বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছেন।

কাছে আসিয়া বলিলেন—'এখানে কেন ? ষ্টীমাবে যাওনি কেন ?'

'তুমি আস কি না আস, তাই ভেবে– '

'বুদ্ধি দে'—আসবো না তবে যাব কোথা ? কুলী কই ? এই কুলী। নে সব তোল্—শীগ্গীর চল্—নইলে ষ্টীমার ফেল করবি। তুমি আমাব হাত ধব—চট্‌পট চলে এসো। এতক্ষণ ষ্টীমাবে গিযে ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে বসা উচিত ছিল ! এখন গিয়ে দেখো জায়গা নেই !'

দীর্ঘরাত্রি কাটাইয়া দিয়াছেন—সঙ্গে না একটা বিছানা, না একটু জল বা খাদ্য। ভাগ্যে টাকার ব্যাগটি পকেটে ছিল—তাই বক্ষা।

৪

বিশ্বকর্ম্মার ঘড়ী আছে। একটা দামী চেনঘড়ি,—একটা রিষ্টওয়াচ—সর্ব্বদা হাতে বাঁধা থাকে। আর একটা সরোজদের দখলে।

সুরুচি বলিলেন—'আমার একটা ঘড়ি চাই।'

বিশ্বকর্ম্মা খুসী হইয়া উঠিলেন,—"কি, রিষ্টওয়াচ ? ফার্ষ্টক্লাশ একটা এনে দেবো।'

'নাঃ, সে আমি ভাল বাসিনে। অল্প দামের একটা এনে দাও।

'বাক্সেরটা বার করে নাওনা।'

'হ্যাঁ অত দামী জিনিস বার করে রাখি—আর চুরি যাক্। নয়ত সারাদিন বসে পাহারা দি ! আর একটা চাই। সময় ঠিক পাইনে—এদিকে তুমি হুলুস্থূলু বাধিয়ে দাও ’

'আচ্ছা—একটা এনে দিচ্ছি দাঁড়াও।'

কলিকাতা প্রায়ই লোকে যাতায়াত করে। বিশ্বকর্ম্মা একজনের কাছে ঘড়ি আনিতে দিলেন। বলিয়া দিলেন—অল্প দামের ঘড়ি। ঠিক কত দামের সেটা উল্লেখ করিলেন না।

কয়েকদিন পরে ঘড়ি আসিল। যথা সম্ভব অল্প দামের ঘড়িই কিনিয়া আনিযাছে সে। ঘড়ি এবং বাকী টাকা দিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা ডাকিলেন—'শীগগীর এসো—শীগগীর !'

সুরুচি আসিয়া বলিলেন—'কি ?'

'নাও তোমার ঘড়ি।'

সবুজ কাগজের বাক্স খুলিয়া বিশ্বকর্ম্মা ঘড়ি দেখাইলেন ;

'দাম কত ?'

'দু টাকা।'

'নিশ্চয় খেলনা ঘড়ি। গ্যারান্টি দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কত দিনের ?'

'এক বছরের।'

'তবে একমাসের বেশী চল্‌বেনা।'

'খুব চল্‌বে দেখো।'

ঘড়ি চলিতে লাগিল। পরদিন ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়া সভয়ে সুরুচি ঘড়ি রাখিয়া দিলেন। স্প্রীং অত্যন্ত কড়া—প্রাণপণ জোরে ঘুরাইতে হয়।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ঘড়িতে চাবি দিতে জাননা ?'

'না।'

'আমি দিচ্ছি দেখ, নতুন ঘড়ির স্প্রিং একটু কড়া হয়ে থাকে '

পরদিন দেখা গেল—ভোর চারিটা বাজিয়া ঘড়ি বন্ধ হইয়া আছে। সুরুচি বলিলেন—'এখন ?'

'ও ঠিক হয়ে যাবে।' বলিয়া চাবি দিলেন।

তারপর দিন রাত্রি দুইটা সাত মিনিট হইতে ঘড়ি অচল হইয়া রহিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ভাল করে চাবি দাও—চল্‌বে।

সুরুচি রাগ করিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

—'আমার রিষ্ট ওয়াচটা করলে কি ? টেবিলে দেখাছনে যে ?'

'কাল সারতে গেছে।'

'সারতে ? তুমি ভেঙ্গেছিলে বুঝি ? তোমার তো ঐ কাজ—'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে এসে জামা খুলতে ধপাস করে পড়ে গেছ্‌লো আমারি হাত থেকে,—নয় ? হাতের ঘড়ি খুলে বুক পকেটে রাখে কেউ ?'

'ওঃ—তা বটে, কাল অফিসে গিয়ে দেখি ঘড়ি পনের মিনিট শ্লো। দিলাম মিলিয়ে আনতে,—আসবার সময় পকেটে—'

'আছাড় খেতে খেতেই ওটা গেল! চোদ্দবার সারানো হয় বছরে। ঘড়ি শুদ্ধ জামা ইস্ত্রী করতে দাও,—জামা খুলতে —পকেট থেকে পড়ে যায়—

'এ সব দেখা তো তোমার কাজ—'

'আমি কি তোমার সঙ্গে অফিস যাব না কি ?'

'পতিব্রতা স্ত্রী তা করে।'

—দরকার নেই আমার অত পতিব্রতা হয়ে—পতিব্রতা মানে তো এক নম্বরের বাঁদী ?—

'তা আমি বুঝতে পারছি—ভাবভঙ্গী দেখছি আজকাল'…

'দেখছো তো বয়ে গেল—সুরুচি স্থান ত্যাগ করিলেন।

৫

দিন কয়েক হইল বৃষ্টি নামিয়া শীত পড়িয়াছে। এই হঠাৎ ঠাণ্ডার ফলে অনেকেরই অসুখ বিসুখ হইতেছে। সুরুচির পাঁচ ছয় দিন হইল জ্বর। ফণীও দিন দুই হইল জ্বরে পড়িয়াছে। আবার গত রাত্রে বিশ্বকর্ম্মার জ্বর। আজ তিনি নিরাহারে লঙ্ঘন দিয়া আছেন।

গিবি নাই—নীহার নাই—আছে নিশি। নিশি বৈকালে বাজার গিয়াছিল। সস্তায় পাইয়া একটা বড় ইলিশ আনিয়াছে। বাড়ী শুদ্ধ —জ্বর—তাই ফল মূলগুলি টেবিলে রাখিয়া কুণ্ঠিতভাবে সুরুচিকে জানাইল।

সুরুচি বলিলেন—'বেশ তো।' মাছের কথা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'খিচুড়ী হোক।'

বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিছানা ছাড়িয়া একটা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। সুরুচি বলিলেন…তুমি খাবে না কি ?

'নিশ্চয়—আমার তেমন কিছু হয় নি।'

বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশ্য—একটু বেড়াইবেন। বৃষ্টির জন্য সারা দিন ঘরে বন্ধ আছেন। নহিলে যত অসুখই হোক—সহজে শুইয়া থাকিবার পাত্র নন।

ঠাকুর আসিয়া বলিল—'মা—নিশি ইলিশ মাছ কাটতে পারে না।'

ইলিশ মাছ কাটা একটু কঠিন। অনেকেই ভাল পারে না। তার উপর বাড়ীর কর্ত্তা যত অসুস্থই হন—তিনি নিজ মুখে কিছু খাইতে

চাহিলে বাড়ীর মেম্বারগণ উৎসাহের আধিক্যে নববলে বলীয়ান হয়। অপকার অনিয়মের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সুরুচি বলিলেন—'আমি কেটে দিচ্ছি!'

বৃষ্টি একটু ধরিয়া ছিল—আবার নামিল। সুরুচি উঠিয়া একটা ছাতা খুঁজিলেন—পাইলেন না। একটা কাপড় ভাঁজ করিয়া মাথায় দিয়া রান্না ঘরে গেলেন। কয়লায় আগুন দিয়া নিশি বিষম চিন্তিত মুখে মাছের কাছে বসিয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মা যে বিলাসী—মাছেব চেহারা বিন্দুমাত্র খারাপ হইলে নিশির দফা রফা! ভাবনায় তার কুল কিনারা নাই।

সুরুচিকে দেখিয়া ভরসা পাইয়া নিশি উঠিয়া আলো সাফ করিতে বসিল।

বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে যাইতে পারেন নাই, কিছুক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিয়া ভিতরে আসিলেন! রান্নাঘরের বারান্দায় সুরুচিকে মাছ কুটিতে দেখিয়া বলিলেন—'হচ্ছে কি? তোমার হচ্ছে কি?'

'মাছ কাট্‌ছি।'

'সে তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার না চার পাঁচ দিন জ্বর?' স্বর বিষম কঠোর।

'ইলিশ কাট্‌তে ওরা জানেনা—সেই জন্যে—'

'জানেনা? ব্যাটারা আছে কি করতে? আলবাৎ জান্‌তে হবে। তুমি উঠে এসো।'

সুরুচি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'এই এলাম আর দেরী নেই।'

'কি? তবু উঠবেনা? কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? সব তা'হলে নর্দ্দমায় ফেলে দেবো বল্‌ছি। ভাল চাওতো ওঠো।'

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'তবু এলে না? আচ্ছা!'

বিশ্বকর্ম্মা দ্রুত রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর মাছ কাটা দেখিতে ছিল—ঘরের ভিতর পলায়ন করিল। নিশি চিমনী ফেলিয়া

ছুটিল। সবেমাত্র মাছের আঁশ ছাড়ানো হইয়াছে,—বিশ্বকর্ম্মা মাছটার লেজ ধরিয়া টানিয়া লইলেন এবং প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

সুরুচি নিরুত্তরে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চেয়ারে বসিলেন এবং শয্যা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'কেবল জেদ!—কেবল জেদ্!—স্ত্রীলোকের এত জেদ! একি ভাল? ঘোর অমঙ্গলের লক্ষণ। পঞ্চাশ বার বললাম—উঠে এসো। তা শোনা হলোনা। মানুষ বলে গ্রাহ্য করা হয় না আমাকে? ভয়ঙ্কর কু-অভ্যাস হয়েছে কথা না শোনা! নিজের স্ত্রী কথা শুনবে না? কি হবে অমন স্ত্রী দিয়ে? জ্বরে উঠতে পারেন না, আবার গেছেন গিন্নী পনা করতে! এর পর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেশী হোক্ আর আমি হতভাগা ভুগে মরি। আবার বলা হয়—'আমি সাগু খাব না। কুইনিনে চিনি মেখে দাও!'

নিঃশব্দে সুরুচি কম্বল মুড়ি দিয়া আছেন।

বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ কঠোর স্বরে আরও কিছুক্ষণ শাসাইলেন—বিদ্রূপ করিলেন—বক্তৃতা দিলেন, স্বভাব বিশ্লেষণ করিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষের কোনরূপ সাড়া না পাইয়া উৎসাহ ক্রমেই মন্দা হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে থামিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া আবার বাহিরে গেলেন। সে অবসরে পাচক দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'কি রান্না হবে মা?'

'খিচুড়ী চড়াওনি?'

—'হ্যাঁ—হয়ে এলো।'

'ঘরে কি আছে?'

'আলু, পটল আর ডিম'—

—'আলু ভাজা, পটল ভাজা, ডিম ভাজা। চাটনী করতে ভুলে যেয়োনা।'

'ডিমের কারী করবো না ?'

'না। দেরি হয়ে গেলে খাওয়াই হবে না। দুটো ডিম সিদ্ধ করে দাও, সেই বেশ হবে।'

এ দিকে বিশ্বকর্ম্মা ছাতা মাথায় দিয়া খিডকী দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। প্রশ্ন করিলেন—'মাছটা কোন দিকে পড়েছিল রে ?'

নিশি দেখাইয়া বলিল—'এই দিকে।'

'দেখতো খুঁজে—পাস না কি ? আলো নিয়ে আয়।'

লণ্ঠন আনিয়া নিশি মাছ খুঁজিতে লাগিল। ছোট ছোট জঙ্গল—ঘাসে জল ছপ্ ছপ্ করিতেছে। নিশি সমস্ত ঝোপ ঝাড, গাছের তলা, পথের ধার—প্রাচীরের কিনারা—সর্ব্বত্র পাতি পাতি করিয়া প্রাণপণে খুঁজিল, কিন্তু মাছ পাইল না। নিরাশ হইয়া বলিল—"নিয়ে গেছে, কি শেয়াল কুকুরে।"

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোদের মত গাধা যেখানে থাকে—সেখানে এমনি হয় ! উল্লুক বাঁদর ! সেই সময় মাছটা খুঁজে দেখ্‌লিনে কেন ? আমি ফেলেই দিয়েছি—তুলতে বারণ করিনি তো ? এতক্ষণ কখনো থাকে ? নেবে না বিড়ালে ? হতচ্ছাডা শয়তানের দল ! এখন ছাই খাও !'

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া সুরুচি কম্বলের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

'নিশি—রান্না হয় নি কি ?'

'আজ্ঞে—হয়েছে।'

—তবে দেরি কেন ? কি ছাই করেছে আন্‌তে বল্‌না ? রাত দুপুর করছে কেন ? না—না চাইলে পাওয়া যাবে না ? এক পাল অমানুষ জুটেছে আমার কপালে !'

ঠাকুর খাবার আনিল। বিশ্বকর্ম্মা ভোজনে বসিলেন। যদিও মাছটা

গিয়াছে—কিন্তু আয়োজন মন্দ হয় নাই। তথাপি অনেক দিন পর ভাল ইলিশ পাওয়া গিয়াছিল, তাই বার বার শোকটা নূতন হইয়া জাগিতে ছিল। দুরদৃষ্ট আর কি!

অন্য মনস্ক বা অশান্তির জন্যই বোধ হয় আহারের মাত্রাধিক্য ঘটিল। যাই হোক্ নির্ব্বিঘ্নে ভোজন সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা ঘরে আসিলেন। জানালা খুলিয়া দিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন। বৃষ্টি থামিয়াছে, হালকা মেঘের আড়ালে চাঁদ উকি দিতেছে। বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা—কিন্তু মৃদু।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'শুন্‌ছো ?'

একটু অপেক্ষা করিয়া বলিলেন—'দেখ কি সুন্দর জোছনা উঠেছে, জলে ধোয়া গাছ-পালা কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

—'দেখবে না ? শীগগীর এসো।'

কোন সাড়া শব্দ নাই। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ঘুমিয়েছ ?' জবাব নাই।

'উঁহু,—ঘুম নয়!' বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে উঠিয়া সুরুচির কম্বল সরাইতে গেলেন,—সুরুচি এক ধাক্কায় তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিয়া আবার ভাল করিয়া ঢাকা দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা বিছানায় বসিলেন। 'রাগ করেছ ? তোমার বড রাগ! স্ত্রীলোকেব এত রাগ ভাল?—খুব খারাপ লক্ষণ! এই দেখ—তোমায় আমায় কি তফাৎ! তুমি আমার হাত ছুঁডে ফেলে দিলে, তবু কথা বলছি। তুমি হলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে।'

কোন উত্তর বা প্রতিবাদ হইল না।

—'শোন, শোন, আর রাগ করতে হবে না। একটা কথা কি মনে করে রাখতে হয় ? তুমি ওঠো—খিচুড়ী খাও না ? দিতে বলি ? বেশ রান্না হয়েছে। কিছু হবে না। ওঠো'—

সুরুচি মুখ খুলিয়া বলিলেন—'না না, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না—শুধু একটু চা'—

'শুধু চা ? আর কিছু না ?'

'না আদা দিয়ে চা'—

'তবে দিয়ে যাক্—নিশি !'—

৬

ভাদ্র মাস যায়।

সুরুচি কিছুদিন জ্বরে ভুগিলেন। এবার তালের পিঠে হয় নাই। সরোজ সুধীর রোজ তাগাদা করে। সেদিন বাজার থেকে সরোজ তাল কিনিয়া আনিল।

দিনটা রবিবার। বেলা গোটা দুয়েকের সময় বিশ্বকর্ম্মাকে ধড়া চূড়া পরিতে দেখিয়া সুরুচি প্রশ্ন করিলেন—'যাবে কোথা ?'

'টি পার্টি আছে।'

'ঠিক দুপুরে টি-পার্টি ?'

'অফিসে একটু কাজ আছে—সেটা সেরে পার্টিতে যাব।'

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

ভাদ্র মাসের দারুণ গরম। দুপুর বেলাটা বাদ দিয়া বৈকালে বারান্দায় তোলা উনানে পিঠের আয়োজন হইল ! জ্বলন্ত আঁচে বার বার কড়া উঠানো নামানো, সুরুচির দুর্ব্বল হাত। সরোজ ধরিল সাঁড়াশী। এ সব কাজে সরোজ বেশ পটু। উৎসাহও খুব।

কয়েক খোলা ভাজা হইলে তিন ভাই ভাগ করিয়া লইল। সুরুচি বলিলেন—'আমি একটু জিরিয়ে নি।'

এমন সময়ে বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব !

প্রশ্ন—'ও কি হচ্ছে ?'

'তালের পিঠে।'

'এখন ?'—অগ্রসর হইয়া বলিলেন 'তোমার কোন কাজের ধরণ নেই,

কিছু নেই ! সন্ধ্যো বেলা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসেছ কেন ?'

দিনে বড্ড গরম'—

'কি দরকার ছিল এ সবের ?' বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া ঘরে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টাই খুলিলেন, সার্ট-কোট খুলিলেন। বলিলেন —'এই জন্যে ঘর এত গরম হয়েছে। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একে এই গরম তায় বারান্দায় আগুন জ্বালা !'

সুধীর চুপি চুপি বলিল—'এক কোণে উনান, এ আঁচ ঘরে লাগ্‌বে কেন ?'

ক্ষণকাল পাদ চারণা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা আবার বারান্দায় উঁকি দিলেন। —'বন্ধ কর—বন্ধ করে ফেল।'

সুরুচি প্রমাদ গণিলেন। এখনো সবই বাকী। বলিলেন—'বেশী দেরী হবে না—তুমি বাইরের বারান্দায় বসো না।'

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—'সন্ধ্যাবেলা এ রকম কুকাণ্ড কেন করতে বস্‌লে ? তোমার যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে যেতে হবে আমাকে।'

বলিয়া ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিলেন। নীহার জুতা মোজা খুলিয়া লইল।

সুরুচি অনুচ্চস্বরে বলিলেন—'পিঠে করলে যে লোক পাগল হয়ে বনে চলে যায়—তা জানতাম না !'

প্যাণ্ট ছাড়িয়া লুঙ্গী পরিযা বিশ্বকর্ম্মা আবার দেখা দিলেন। ফণী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া গেল। মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'এখনো বন্ধ করনি ? ভাল চাও তো আগুন নেভাও, নইলে লাথি মেরে সব ফেলে দেবো। শাগ্‌গীর বন্ধ কর। এ রকম খামখেয়ালী লোক জীবনে দেখিনি'—

গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বিশ্বকর্ম্মার বাথরুমে প্রবেশ।

এই অবসরে নীহার পিঠের সমস্ত সরঞ্জাম তুলিয়া লইয়া গেল। এবং

ছাই ঝাড়িয়া উনান নিভাইয়া ফেলিল। সরোজ বলিল—'খাও পিঠে!'—সুধীর বলিল 'চমৎকার!' সুরুচি বলিলেন—'ভাজবোনা না কি?'

'ঠাকুর করবে।' সুরুচি বলিলেন—'পারবে?'

'ঠিক পারবে—আমি দেখিয়ে দেবো। সব তো তৈরী আছে। যান্ আপনি ঘরে যান।'

স্নানান্তে বেশ বাস পরিয়া বিশ্বকর্ম্মা শান্তভাবে বলিলেন—'নীহার খেতে দে।'

কিছুক্ষণ পরে সুরুচি একটা প্লেটে পিষ্টকাদি আনিয়া পাতের কাছে রাখিয়া গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা বক্র কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া প্লেটটা টানিয়া লইলেন, বার কয়েক দুয়ারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তারপর জল পান করিয়া উঠিয়া প'ড়িলেন।

বিছানায় বসিয়া বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধ্বংস করিতেছেন। ক্রমে বাড়ী নিস্তব্ধ হইল। বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—সুরুচি একা অন্ধকারে বসিয়া আছেন।

নিকটস্থ হইয়া বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত নম্রস্বরে বলিলেন—'ঘরে এসো—ঠাণ্ডা লাগবে।'

সুরুচি কথা বলিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—'এখানকার শিশির ভাল নয়।'

সুরুচি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

তখন হাতের সিগারেট টুকু ফেলিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির হাত ধরিয়া ঘরে আনিলেন।

সুরুচি সক্রোধে বলিলেন—'তোমার জ্বালায় কোথাও থাকবার যো নেই। একে যা ইচ্ছে বল্‌বে—একটু যে একা থাক্‌বো—সেও দেবে না! কি তোমার মনের ইচ্ছে খুলে বল না? সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে একা থাক্‌বে? বেশ—বেশ! কালই আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি।'

—'তুমি এই কথা বল্‌লে? আমি তাই মনে করি? 'ভার্য্যা চ অপ্রিয় বাদিনী—যথারণ্যং তথা গৃহম্'—এমন বাক্য যন্ত্রণা সয়ে থাকার চেয়ে বন গমন আমার শত গুণে শ্রেয়।'

'যাওনা বনে—কে বারণ করছে? তোমার বনে যাওয়াই উচিত। তোমার মত মানুষ আর আছে নাকি? এই একটি গড়ে ভগবান ভুল বুঝতে পেরেছেন। আর গড়েন নি।'

—'আর তোমাকে?'—বিশ্বকর্ম্মার চক্ষু কৌতুকে নৃত্যপরায়ণ।

—'আমাকে? আমি বলেই তোমার এমন বাড়াবাড়ি! আর কেউ হলে দিতো আক্কেল! সব বাড়ীতে পিঠে করে—বাড়ীর কর্ত্তা কেন খুঁজে বেড়াবে কে কোথায় কি করছে না করছে? কোন্ বাড়ীতে এমন কাণ্ড হয়? করবো আর আমি কোন দিন কিছু! বলো দেখি আমায় —'অমুকের জন্যে এটা কর—সেটা কর!''

'করবেনা?'

'যদি মানুষ হই—তা হলে আর না।'

৭

বিশ্বকর্ম্মা সদর কোর্টে যাইবেন।

জরুরি কেস্। রাত্রি থাকিতে উঠিলেন। সুরুচিকে ডাকিয়া বলিলেন —'শীগ্‌গীর ওঠো—আমায় আজ যেতে হবে—ভুলে গেছ না কি?'

সুরুচি বলিলেন—'ছ'টার গাড়িতে?'

'না—তার পরেরটায়।'

আটটায় একটা ট্রেন আছে। যেদিন আটটার গাড়ীতে যান, ছ'টার সময় সেদিন আহারে বসেন। সাতটা বাজিয়া গেল—তথাপি বিশ্বকর্ম্মাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সুরুচি বলিলেন—'যাবে না?'

'যাব না কে বললে?'

'সাতটা বাজলো যে ?'

'যাব গোটা আষ্টেকের সময়—কাজটা সেরে নি।' বিশ্বকর্ম্মা অফিসের কাগজ লইয়া বসিয়াছেন।

'আটটায় গিয়ে আটটার গাড়ী ধরবে কি করে ?'

'আটটায় গাড়ী নয়—ন'টায় !'

'ন'টায় তো কোন গাড়ী নেই ?'

'আছে—ভুলে যাও কেন ?'

'দশটা দু' মিনিটের গাড়ী ? তাই বল ! রান্না সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আবার রাঁধতে বলি। তোমার সব অদ্ভুত। তবে রাত থাকতে ডেকে তুললে কেন ?'

বিশ্বকর্ম্মা সরোজকে বলিলেন—'আমার ঘড়িটা ঠিক আছে তো'—

সরোজ বলিল—'আমি ষ্টেশন থেকে মিলিয়ে আনি।' পড়া ছাড়িয়া সে ঘড়ি লইয়া গেল।

আটটায় বিশ্বকর্ম্মা স্নানে গেলেন। সুরুচি চমকিয়া বলিলেন—'এখনি স্নান করবে ?'

'নিশ্চয়—ট্রেন-ফেল করলে সর্ব্বনাশ।'

ঠাকুর সবে দ্বিতীয় বার হাঁড়িতে চাল ছাড়িয়াছে। উনানে বাতাস দিতে দিতে হাত ব্যথা হইয়া গেল। স্নান করিয়া বিশ্বকর্ম্মা এক সেকেণ্ড দেরী করিতে পারেন না। খান অতি অল্প। কিন্তু চাহিবা মাত্র চাই। নচেৎ মেজাজ আগুন হইয়া যায়। এটি চিরকালের স্বভাব। তবে স্নানের পর প্রসাধনের সময় টুকুতে একটা ব্যঞ্জন নামিয়া যায়। কিন্তু আজ চট্ করিয়া সব শেষ করিয়া বলিলেন—কৈ ?'

বিশ্বকর্ম্মা আহারে বসিলেন। উত্তপ্ত অন্ন ব্যঞ্জন আলাদা পাত্রে ঠাণ্ডা করিয়া সুরুচি তাঁহাকে দিতেছেন।

আহার নাম মাত্র। মিনিটে দশবার বলেন—'ওরে ঘড়ীটা—দেখ্—দেখ্ কাগজ নিয়ে বসে আমার দেরী হয়ে গেছে।'

ঘরের ভিতর হইতে সরোজ বলিল—'আটটা এগারো।'

'মোটে ? নিশ্চয় বেশী। ঘড়ি বন্ধ ছিল বোধহয় ?'

'ষ্টেশন থেকে মিলিয়ে আনলাম।'

'গিয়েছিলি ষ্টেশনে ? কখন গেলি ? যাসনি ?

'—গিয়েছিলাম,—মিলিয়ে এনে'ছি।'

'শ্লো নয় তো ?'

'না—এক মিনিটও না।'

'মোটে আটটা এগারো ? ভুল হয়নি ?'

—'না।'

'দেখি ?'

'এই দেখুন'—সরোজ সামনে ঘড়ী আনিয়া ধ'রিল।

বিশ্বকর্ম্মা একটু ক্ষীণ দৃষ্টি। চক্ষের অতি নিকটে, ঈষৎ দূরে—নানা প্রকারে ঘড়িটি ধরিয়া বার বার দেখিয়া তবে নিঃসন্দেহ হইলেন—আট্টা বারো বটে।

সুরুচি বলিলেন—' এখন নিশ্চিন্ত হয়ে খাও।'

'নিশ্চিন্ত হয়ে ও বেলা এসে খাব।'

'ও কি ? উঠোনা—উঠোনা, সব যে পড়ে রইলো ?

'থাক্‌গে্—আমার সময় নেই।'

'যা খুসী কর—' বিরক্ত সুরুচি সরিয়া গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মা অফিসের বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। চেয়ারে—টেবিলে—শয্যায়—খাটের রেলিংয়ে—টিপয়ে সদ্য ধোপ দস্ত পাট ভাঙ্গা সব পোষাক ইচ্ছা মত—বাছিয়া লইয়া পরিতেছেন,—কোনটার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিলেন, কোনটা তুলিয়াই আবার রাখিয়া দিলেন। একটা অর্দ্ধেক পরিয়া আবার খুলিয়া ফেলিলেন। অপর একটা হাতে করিয়া দেখিতেছেন সেটা পরিবেন কিনা।

যাই হোক—সার্ট তো পরা হইল, তারপরে নেকটাই বাঁধিতে ও খুলিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গেলেন—তবু বাঁধা হয় না।

সশব্দে একখানা ট্রেণ চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন—'সর্ব্বনাশ! ট্রেণ বুঝি এলো।"

সরোজ বলিল—'এটা মাল গাড়ী—এক ঘণ্টা পরে আপনার ট্রেন।'

'ঠিক্? জানিস্? দেখেছিস?'

'দেখেছি—ঢের দেরি আছে।'

বিশ্বকর্ম্মা আবার টাই বাঁধিতে লাগিলেন।

'কটা বাজলো?'

'আটটা চল্লিশ।'

'তোর খুড়ীমাকে ডাক্।'

সুরুচি আসিয়া বলিলেন—"সেই থেকে টাই বাঁধছো?"

'দেখনা, গ্রহ আর কি! রোজ টপ্ করে বাঁধা হয়—আজ দিন বুঝে ভুতে পেয়েছে।'

বিস্তর চেষ্টায় টাই বাঁধা হইল। অন্য দিনের মত পরিপাটী নিখুঁত হইল না। বিরক্ত হইয়া 'থাকৃগে' বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কোট গায়ে চড়াইলেন। সুরুচি বলিলেন—"পান খাও নি?"

বিশ্বকর্ম্মার মন সহরে—অফিসে। দেহ এখানে। বলিলেন—"পান?—কই পাণ? দিয়েছ না কি?'

"দেখনি?"

বিশ্বকর্ম্মা একবারে দু'টা পান মুখে ফেলিলেন,—"চূণ কই? চূণ দাও।—পান সাজা ভাল হয় না—এজন্যে খেতে ইচ্ছে করে না। দাও চূণ,—চূণ নেই, সুপারি নেই, খয়ের নেই! এর নাম পান সাজা!"

'চূণ খয়ের সুপারী নেই—তবে সেজেছি কি দিয়ে?'

পান না চিবাইয়াই চূণ খাইলেন। এবং পর মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিলেন—

'উঃ হু—হু—মুখ একেবারে পুড়ে গেল।—আঃ—একেবারে জিভ্ শুদ্ধ—ইস্!—'

'তোমার কাণ্ড দেখে কি বলি। চূণ লাগবে কিনা—বুঝে খেতে হয় না? আর একটা পান দি—'

—'যাক্‌গে—যাক। টাকা দিয়েছ?—"

'দিয়েছি—ঐ তো ব্যাগ।'

সজ্জা শেষ হইয়াছে। এবার আয়নায় দেখিতে দেখিতে বলিলেন——'কটা বেজেছে?'

'ন'টা পাঁচ।'

—'যাক্—ঘড়ি দে।' ঘড়ি হাতে বাঁধিলেন—সিগারেট ধরাইলেন। তারপর ফাউণ্টেন পেন, চশমা মনি-ব্যাগ সিগারেট কেস, রুমাল, দেশলাই এবং নোট বুক পুরিয়া কোট ও প্যাণ্টের পকেটগুলি বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

এখন যাত্রা করিবেন স্বরজ্ঞানানুসারে। যথা নিয়মে সে সব ঠিক করিয়া বলিলেন—'আজ কোথায় পা দিয়ে যেতে হয়?'

সুরুচি বলিলেন—'আমার মাথায়।

বিশ্বকর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'বল—বল, শীগ্‌গীর বল—ট্রেণ ফেল করবো না কি?'

'পা নয়। হাত। আজ কি বার? 'কর্ণোপরি'—কানে হাত দিয়ে যাত্রা'—

বিশ্বকর্ম্মা ইষ্ট স্মরণ ও কর্ণ ধারণ করিয়া বাহির হইলেন। সম্মুখে পূর্ণ কুম্ভ! নীহার রাখিয়া দিয়াছে। টুপি মাথায় দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

কিছু দূর গিয়া গাড়ী থামিল।—বিশ্বকর্ম্মা শশব্যস্তে বলিলেন—"কাগজ

—কাগজ,—টাইপ করা খান কয়েক কাগজ পিণে গাঁথা, টেবিলে রয়েছে, —যাঃ,—আসল জিনিসই ফেলে যাচ্ছিলাম।'—

আরদালীরা 'পড়ি কি মরি' ছুটিয়া আসিল। টেবিলে কাগজ নাই। বসিবার ঘরে—শোবার ঘরে—গোল,—লম্বা,—চৌকা,—অষ্ট কোণ,—ছোট, বড় কোন টেবিলেই কোন কাগজ নাই।

বিশ্বকর্ম্মা অধীর হইয়া চীৎকার করিলেন—'কই ?'

কাগজ পাওয়া গেল। পরিত্যক্ত সার্ট,—সকালে যেটা পরা ছিল, তাহারই বুক পকেটে।

খানিক দুর গিয়া আবার গাড়ী থামিল। এবার ড্রাইভার ছুটিয়া আসিয়া দূব হইতেই বলিয়া উঠিল—"বাবুর আংটী—"

মুহুর্ম্মুহু আদেশের অপেক্ষায় সকলেই বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। আবার বাথ রুম হইতে সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আংটি পাওয়া গেল বারান্দার জানালার উপর।

অতঃপর আর কোন বিঘ্ন হইল না।

৮

দুপুব বেলা। বৃষ্টি ও বাতাস। সকলেই বিছানা লইয়াছে। ঘুমের ঘোরে চট, কম্বল, সার্ট, কাপড—যে যা হাতের কাছে পাইয়াছে—মুড়ি দিয়াছে।

জানালা দরজা বন্ধ। ঘরে বিশ্বকর্ম্মা নিদ্রিত। প্রথমে সোজা হইয়া শুইয়াছিলেন। ক্রমশঃ শীত বোধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলাকৃতি হইলেন।

সুরুচি সাবধানে একটি কাপড় তাঁহার গায়ে দিয়া দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন—'আঃ, ঘুমটা নষ্ট করে দিলে ?'

সুরুচি চমকিয়া বলিলেন—'কি ঘুম! কত আস্তে কাপড়টা

দিলাম। ভাল করতে নেই লোকের। আমার কানের কাছে বাজনা বাজ্‌লেও ঘুম ভাঙ্গেনা।'

'তুমি কুম্ভকর্ণের বোন—তোমার মত কে? শুধু শুধু আমার ঘুম মাটী করলে। কে বলেছিল আমার গায়ে কাপড় দিতে!—'

বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন—বৃষ্টি খুব কম। ছাতা লইয়া বেশ বাহির হওয়া যায়। মুখ ধুইয়া সিগারেট ধরাইলেন। বলিলেন —"ছাতাটা কই?"

"বারান্দায়।"

সমস্ত বারান্দা বিশ্বকর্ম্মা ছাতা খুঁজিলেন। তাবপর ঘরে আসিয়া দেখিলেন। আবার বারান্দায় গেলেন, 'কই ছাতা? কোথায় আমার ছাতা? দেখ দেখি, আমার ছাতা কোথা গেল। কি যন্ত্রণা! আর পারা যায় না। এত অশান্তি ভাল লাগে কার?'

সুরুচি বই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন। বারান্দায় একটা বেতের টেবিলে নানা টুকি টাকি জিনিস থাকে—সেই টেবিলের গায়ে ছাতাটা হেলানো, ছাতার মাথায় বিশ্বকর্ম্মার তোয়ালে চাপা।

'এই তো ছাতা?'

'কই? দেখিনি তো? ওখানে কখনো ছিল না, তুমি কোথা থেকে এনে রাখলে—'

'এইখানেই ছিল—এক্ষুনি তোয়ালে রেখেছ—আর বাড়ী মাথায় করছো।'

কাজ কর্ম্ম সারিয়া বৈকালে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। বেড়াইতে বাহির হইবেন, এমন সময় বৃষ্টির বেগ বাড়িল।

চেয়ারে বসিয়া বিশ্বকর্ম্মা বৃষ্টি ছাড়িবার অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই চারিদিক ঘোর করিয়া মুষলধারা আরম্ভ হইল।

বারান্দায় জলের ছাঁট আসিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা ঘরে আসিয়া বলিলেন—'হারমোনিয়ামটা দিতে বল—'

দুই দিক হইতে গিরি ও নীহার ছুটিয়া আসিল। প্রভুর স্বর কাণে যাইবা মাত্র তাহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ছোটে। পভু যে কি বলিলেন—সেটা বুঝিবার অবসর হয় না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'হারমোনিয়াম দে—'

বিশ্বকর্ম্মা সুকণ্ঠ। মৃদু মৃদু সুন্দর গাহিতে পারেন। কিন্তু স্বর উঠে না। হারমোনিয়াম বাজাইতে পারেন না। অনেক মাষ্টার ফেল পড়িয়া গিয়াছে। গান তাঁহার মনে থাকে না। স্বরলিপি একেবারেই না। আজও সারেগামা ঠিক্ হয় নাই। এ জন্য কালী দিয়া প্রত্যেক রীডের উপর লেখা রহিয়াছে।

প্রথমটা এক চোট তালে বেতালে বাজাইয়া বিশ্বকর্ম্মা একটা গান আপন মনে ঠিক করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে

এমন সময়ে রস ভঙ্গ হইয়া গেল! আর মনে নাই! উচ্চ কণ্ঠে সুরুচিকে ডাকিলেন—'তারপরে কি? কি সুন্দর গাইছিলাম!—'

সুরুচি বলিলেন—

তুমি অভাগারে চেয়েছ—

বিশ্বকর্ম্মা গাহিলেন—

তুমি অভাগারে চেয়েছ।

বলিলেন—'তারপর? নাঃ এ গানটা ভাল না।—

—যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকাধারা'—এই বেশ,—তোমার মনে আছে সবটা?'

'লিখে দিচ্ছি—'

একটা কাগজে পরিষ্কার করিয়া গানটি লিখিয়া দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মার বাজনার জোরে ঘরখানি মুখর হইয়া উঠিল। হারমোনিয়মটা প্রাণপণে তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সরোজরা পড়া ফেলিয়া উঠিয়া বাহিরে গেল।

এদিকে বিশ্বকর্ম্মা বিপদে পড়িলেন। কাগজের দিকে নজর রাখিলে আঙ্গুল ঠিক পড়ে না—আবার বাজনার দিকে মন দিলে গান গাহিতে পারা যায় না। একটা লাইন যদি তালমান কিছু ঠিক হইল—তো পরের লাইনটি এমনি বেঠিক হয়—যে বিশ্বকর্ম্মার নিজের কানেই বেসুরা বাজে।

ঘণ্টা খানেক অক্লান্ত শ্রম করিয়া বিরক্ত চিত্তে অবশেষে গায়ক বাদ্য যন্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, একটা করুণ তীক্ষ্ণ ধ্বনি করিয়া সেটা নীরব হইল।

বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলেন। বৃষ্টি থামিয়া আধ জ্যোৎস্নার আলো ফুটিয়াছে। সরোজদের ঘরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে—কেহ নাই।

'এরা গেল কোথা ?'

গিরি ছিল। বলিল—'ঐদিকে বেড়াচ্ছেন।'

'পড়া ফেলে বেড়াতে যাওয়া ? এক একজন যা হবেন—বুঝতে পারা যাচ্ছে।'

ঠাকুর এই সময় একটু বাহিরে আসিয়াছে। দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'রান্না হয়েছে ?'

সে বেচারী প্রভুকে দেখিতে পায় নাই। চমকিয়া বলিল—'হয়েছে।'

'যাও—খাবার দাও।'

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে আসিলেন। খাবার দেওয় হইল।

বলিলেন—'ওরা আসেনি এখনো ?'

সুরুচি বলিলেন—'এসেছে।'

'খাবে না ?'

'খাবে পরে !'

'আবার পরে কেন ? ডাক !'

নিরুপায় সরোজরা আসিয়া বসিল—'বিশ্বকর্ম্মার সামনে কেহ সহজে আসিতে চায় না। তাঁর কাছে বসিয়া খাওয়া যে কত কঠিন সে তারাই বোঝে।

বিশ্বকর্ম্মা চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। সরোজকে বলিলেন—'খেতে ঐ রকম শব্দ হচ্ছে কেন রে ? খেতেও শিখিস নি ?'

অতঃপর সরোজ নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।

ও পাশে বসিয়াছে ফণী,—বলিলেন—'আর কিছু নিচ্ছিস্ নে কেন ?'

'না আর চাইনে।'

'কেন ? চেহারা হচ্ছে কি ? যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত চেহারা। দুবার মুখে দিলেই খাওয়া হয়ে গেল !—কৈ তুমি বস্‌লে না যে ?'

'না।'

'না কেন ? শুনি না ?—কারণটা কি ? নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। ভাল মন্দ আলাদা কিছু রান্না হয়েছে বুঝি ?—'

'পরে খাব—তোমার সামনে বস্‌লে গলায় বেধে যায়।'

বিশ্বকর্ম্মা ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'রোজ খাও—আজ কি হলো ?'

'এক একদিন বাদ দিতে হয়।'

সুধীর একটু দূরে বসিয়াছিল। সে দূরেই বসে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ওকে মাছ দিলে না ?'

সুরুচি বলিলেন—'ও মাছ খায় না।'

'মাছ খায় না ! বাঙ্গালীর ছেলে—মাছ খাস্ না ! এক একজন এক এক সং—'

'যার যার পছন্দ মত তো খাবে ? ঐ জন্যে তোমার কাছে বস্‌তে চায় না।'

'কেন? আমি ওদের মুখ ধরে রাখি? দেখি, একটা কাঁচা লঙ্কা দাও—'

লঙ্কা ভাঙিয়া লইয়া বলিলেন—'কে এনেছে এ লঙ্কা?'

'গিরি।'

'বুঝতে পেরেছি। নীহার যায়নি কেন বাজারে?'

'জুতোগুলো সাফ করলে—রোদে দিলে,—সময় পায়নি।'

'এ কি লঙ্কা? এ গুলো হাতী শুঁড়ো। সূর্য্যমুখী লঙ্কা আন্‌তে পারে না? তিরিশ দিন বলেও হলো না।'

ঠাকুর আবার লুচি আনিল।

'ইঃ—একি ভাজা হয়েছে? আর একটু কড়া হবে। আমি তাগাদা করিনি—কেন কাঁচা ময়দাগুলো খাওয়াচ্ছ? যাও—কড়া করে ভেজে আনো।'—

হাত দিয়া বিষম চটিয়া উঠিলেন—'এ যে আগুন? মানুষে পারে এ রকম গরম খেতে? খেতে দেওয়া না পুড়িয়ে মারা?'

'লুচি জুড়িয়ে গেলে—'

'না—না—না, এ রকম আগুন আমি খেতে চাইনে। হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। হাত কি আমার লোহার?'

সকলে সভয়ে নিঃশব্দে রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'সন্দেশ করেছে কে?'

সুরুচি বলিলেন—'আমি।'

'মিষ্টি আর একটু কম দিতে হয়—সেদিন দ্বিজেশের ওখানে সন্দেশ খেলাম, কি চমৎকার করেছে—'

'তার বৌ নেই এখানে। নিজে করেছে না কি?'

'কে জানে! সুন্দর সন্দেশ। তোমরা তেমন পার না?'

'না—'

'ঠাকুরটা কোন কর্ম্মের নয়। পরাণবাবুর ঠাকুর সব খাবার তৈরি করে। এরা দুটো চাল সিদ্ধ করতে হয়রাণ হয়ে যায়।'

'—তুমি যে এক একদিন বল—সবাই খেয়ে খুব সুখ্যাতি করে ঠাকুরের রান্না?'

'দৈবাৎ—দৈবাৎ—বেশীর ভাগই খারাপ!'

যাই হোক—আহার সমাধা হইল। টেবিলে কৌটা হইতে এলাচ লইয়া মুখে ফেলিয়া বলিলেন—'এ নির্য্যাস বার করা এলাচ!'

দারচিনি ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন—'তেমনি দারচিনি! এ সব পয়সা দিয়ে আনা—না বিনে পয়সায়?'

সুরুচি বলিলেন—'যা চালান আসে—তা ছাড়া কি পাবে?'

'কে বললে এমন ছাই মাটী চালান আসে? অন্য লোক পায় কি করে? এই যে লোকের বাড়ী পান টান দেয়—কি সুন্দর মশলা—যেমন সুগন্ধি—তেমনি সরস—'

'পরের বাড়ীর সব ভাল—নিজের বাড়ীর সব মন্দ! নিজের বৌ মন্দ—রান্না মন্দ—জিনিস মন্দ!—তা কি করবে? বদ্‌লে ফেল না? তা হলে তুমিও বাঁচ—আমরাও বাঁচি—'

'থাক্ আর স্পীচ ঝেড়ো না। একটু লেবুর রস দিয়ে জল দাও—খাওয়াটা বেশী হয়ে গেছে।'

'লেবু নেই।'

'কেন নেই?' যা দরকার—কোন দিন পাব না—এ বরাবর দেখ্‌ছি! তোমাদের রকমটা কি? ভেবেছ কি?'

'তুমি ভেবেছ কি? দুটো মাথা হলো তোমার জুতোয়—একটা মাথলে গায়ে। এ বেলা বিষ্টির জন্যে বাজারে যায় কি করে? সব জিনিস সব সময় থাকে ঘরে?—এটা কি দোকান?'

সরোজ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল যে, বিশ্বকর্ম্মা সরিয়া গিয়াছেন

কিনা। তারপরে বলিল—'কাকা টের পান কি করে?—যে দিন যে জিনিসটি থাকে না—ঠিক সেইটে সেদিন চেয়ে বস্‌বেন।'

নীহার বলিল—'সূর্য্যিমুখী লঙ্কা কি রকম?'

ফণী বুঝাইতে বসিল—'দেখিসনি? বাড়ীতে আছে (দেশের বাড়ী), ওপর দিকে খাড়া হয়ে থাকে?'—

'দেখেছি—দেখেছি।'

'সেই সূর্য্যমুখী—সূর্য্যের দিকে থাকে। খুব ঝাল।'

'আর হাতী শুঁড়ো?'

সে পাতার নীচে হাতীর শুঁড়ের মত ঝুলে থাকে—আগা একটু বাঁকানো। সে তেমন ঝাল না।'

'তা অনেক সময় লঙ্কা দেখে চেনা যায় না। এবার লঙ্কায়ালাদের বল্‌বো—গাছ শুদ্ধু উপ্‌ড়ে আন্‌তে! আমরা বেছে নেবো।'

সুরুচি বলিলেন—'ওঁর চেয়ে আমরা ঝাল খাই বেশী! অনেক বেশী। কথ্‌খনো ত মনে হয় না চন্দ্রমুখী না সূর্য্যমুখী।'

ফণী বলিল—'আপনি কিছু চেনেন না জানেন? জানলে তো বলবেন? যে চেনে—সে বলে।'

—'থাক্ আমার চিনে কাজ নেই। লঙ্কা চিনিনে—সেটা খুব পাপের কথা নয়।'

৯

বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে যাইবেন।

'দেখি একটা জামা—'

সুরুচি একটা ধোয়া জামা আনিয়া দিলেন।

'ওটা নয়—ওটার ঝুল দেখ্‌ছো ? যেন সেমিজ ! ওটা কাট্‌তে দিতে হবে।'

দ্বিতীয়টা আসিল।

'এইটে ? এটা তো ছোট,—বোতাম পরানো যায় না—কতকাল ছেড়েছি—'

তৃতীয়টার আগমন।

'অবশেষে ঐটে ? কি রকম হাতা আঁট্‌—দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই ?'

চতুর্থটা আসিল।

'এটা আলখাল্লা—ছি—ছি কি বিশ্রী তৈরি ! দুটোর কাপড় একটায় দিয়েছে। এ সব গুলো পাঠাতে হবে কাট্‌তে।'

সুরুচির নিরুত্তরে প্রস্থান।

ইতিমধ্যে নীহার আসিয়া উপস্থিত। এক প্রস্থ বাহির করিয়া দেখায়—আবার সেগুলি রাখিয়া আর এক প্রস্থ আনে।

তখন বিশ্বকর্ম্মা ইচ্ছা মত বেশ পরিধান করিয়া বাহির হইলেন।

নীহার বলিল—'বাবুর যে জামা কাপড় আছে—দশ বছর আর করতে হবে না—তা কি বাবু পরবে ? খালি বাক্স বোঝাই। গুছিয়ে সারতে পারিনে।—

পোষাক পরিচ্ছদে বিশ্বকর্ম্মা বড় বিলাসী। সর্ব্বদা তৈরী হইতেছে—দর্জি দশবার আসে, দেখায়—তবু যেন তৈরী হইয়া আসিলে বিশ্বকর্ম্মার চোখে ভাল লাগে না। একটা না একটা খুঁত বাহির হয়।

রাত্রে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'কলকাতা যাব—জামা কাপড় মোটে নেই। সেই আর বছর সব করেছিলাম।—তোমার কাপড়ও নেই—এক সাড়ী পরে বেড়াতে দেখি।'

'রোজ একখানা নতুন পরতে হবে ?'

'তা মন্দ কি ? লোকে বলবে আমি কাপড দিতে পারিনে। চল না সবশুদ্ধ যাই —পছন্দ করে আন্‌বে।'

'আমি এখন যেতে পারবো না—মহিলা সমিতির মিটিং—এ মিটিংটা একটু কাজের—থাকতে হবে।'

একা একা বিশ্বকর্ম্মা কোথাও যাইতে নারাজ। অথচ না গেলে নয়। বিস্তর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, ভাবিতে গেলে সে অভাব ক্রমেই বাড়ে। ঘড়ি সারানো, ভাল জুতা নাই,—বড় একটা ট্রাঙ্কের কথা নীহার প্রায়ই বলে—কাপড ধরে না। টি সেট পুরাণো হইয়া গিয়াছে। ইত্যাদি—ইত্যাদি। ইহা ছাডা কলিকাতার কথা মনে পডিলেই বহু জিনিসের অভাব যেন ভিড করিয়া আসে।

যাক্—পরের দিন যাত্রা করিলেন।

ঠিক তার পরের দিন আসিয়া উপস্থিত,—সন্ধ্যার পরে। বোঝা গেল—দুই দিনের মাত্র দুইটি বেলা অবিরাম ঘুরিয়াছেন।

তিলেক বিশ্রাম না করিয়া দারুণ উৎসাহে নূতন কেনা ট্রাঙ্ক খুলিয়া নব ক্রীত জিনিসগুলি দেখাইতে বসিলেন।

'চা খেয়ে নাওনা আগে—পরে দেখি—'

'চা আমি খেযেছি। দেখ দেখি—কি সুন্দর সাড়ী—'

বিশ্বকর্ম্মার পছন্দ মত জিনিস সুরুচি পরিতে নারাজ। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে অনেক সময় বাধে।

তিনখানা দামী সাডী—একটি বেনারসী ব্লাউজ, সাডার দু'খানা সাদা ও গেরুয়া রং—একখানি গাঢ় হলদে—ব্লাউজ গাঢ় গোলাপী।

'দেখেছ ? জিনিস দেখেছ ?'

'গোলাপী আর হল্‌দে আমি কোন দিন ভালবাসিনে, তাই আন্‌লে ? যাক্ গে—তোমার জামার কাপড কই ?'

'সাডী পছন্দ করতে দিন গেল—সময় পেলাম কই ?'

পরদিন দর্জিকে নূতন জামার অর্ডার এবং পুরানোগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া দিবার জন্য দেওয়া হইল। একজন প্রতিবেশীর কাছে হল্‌দে সাড়ী ও ব্লাউজটি বিক্রী করা হইল। এবার চক্ষুলজ্জা কিম্বা বিশ্বকর্ম্মার বিরক্তির ভয়েও সুরুচি এত অপছন্দের জিনিস রাখিলেন না।

প্রতিবেশীর স্ত্রীটি ভাল মানুষ। কাপড় কার,—কোথা হইতে আনা—এ সব খবর জানা দবকার মনে করেন না—স্বামী আনিয়া দিয়াছেন—সেই যথেষ্ট। দিন কয়েক পবে তিনি বেড়াইতে আসিলে সুরুচি বলিলেন—'আপনি বড্ড হল্‌দে রং ভালবাসেন না?'

'এ দিদি উনি ভালবাসেন। এই দেখুন না, কে একজন বাবু তাঁর বৌয়ের জন্যে এই সাড়ী কলকাতা থেকে এ'নছেন—তাঁর বৌ পছন্দ করলেন না, তাই উনি কিনে এনেছেন আমার জন্যে।'

সুরুচি চমকিত হইয়া দেখেন—সেই লাল জরির পাড চওডা আঁচলা গাঢ় হলুদ বর্ণ সাড়ী। অত্যন্ত হাসি পাইল—হাসি চাপিয়া বলিলেন—'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'না—ভাই, না।'

এবার হাসি রাখা গেল না। বাললেন—'কি করবেন—এটা পরুন। এর পর নিজেব পছন্দ ছাড়া সাড়ী নেবেন না।'

১০

'নীহার—'

'নেই, বাজারে গেল।'

'এই ভোরে? এমন অসময়ে বাজারে?'

'গিরির জন্যে রুটি আন্‌তে গেছে।'

'সে বেটার না জ্বর?'

'বার্লী খেতে চায় না।'

'নবাবী! বার্লী খাবেন না? জ্বর হলো কেন? রেখে দাও ও সব,—শোন।—আমি মফঃস্বল যাব।

'সেরেছো! কখন?

'একটা তুটোর সময়—'

'ট্রেনে?' 'না মোটরে।'

উদ্যোগ আরম্ভ হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—প্রত্যেকবার একটা না একটা ভুল হয়। আর অসুবিধার যন্ত্রণা আমার।—একটা বারও যদি ঠিক মতন সব দিতে পার।'—

বেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার তাগাদা ও ব্যস্ততা বাড়িতে লাগিল। এমন প্রায় প্রতিদিন একটা না একটা হুজুগ আছে। তার উপর মফঃস্বল যাইবার কি জরুরি কাজে অফিসে যাইবার দিন সবার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। সরোজ যতক্ষণ পারিল চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু এত' আটটার গাড়ীতে যাওয়া নয় যে, তিনি চলিয়া গেলে তবে উঠিবে। বরং কখন্ বেলা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকার জন্য তর্জ্জন করিবেন কে জানে? অতএব নিঃশব্দে ও ধীরে উঠিল এবং ঘাড়টি লইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেল। এই একটি কাজ বিশ্বকর্ম্মাকে সন্তুষ্ট করিবার উপায়। তা ভিন্ন এই সময় যতটা বাহিরে থাকা যাইতে পারে—তাই ভাল।

নীহার পরিয়া যাইবার পোষাক ঠিক করিয়া বাক্স গুছাইতেছে। সুরুচি পথের টিফিন তৈরীতে নিযুক্ত। ঠাকুর রান্না শেষ করিযা মফঃস্বলের চাল ডাল বাঁধিতে ব্যস্ত। আরদালীরা লণ্ঠন ওয়াটার প্রুফ ছাতা ঘটি প্রভৃতির কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেননা মফঃস্বলে বাড়ীর কাহাকেও না পাইয়া সমস্ত ঝাল তাদের ও নীহারের উপর বর্ষণ হয়।

প্রত্যূষে ক্ষৌরকার্য ও স্নানান্তে বিশ্বকর্ম্মা বাড়ীতেই আছেন—সব বিষয়ে

তত্ত্ব লইতেছেন। ঘরে বারান্দায় ঘোরাঘুরি, একডোজ ঔষধ খাওয়া—(হোমিওপ্যাথি) বাহিরে কে ডাকিল—শুনিয়া আসা।—চেয়ারে বসিয়া আর একবার মুখে স্নো মাখা এবং কানের পিঠে পাউডার।—ডাকের চিঠি আসিল,—পড়িতে পড়িতে সিগারেট ধরানো,—ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর আত্মকার্য্য। তারপর উঠিয়া খাবার টেবিলে আসিয়া বসিলেন—'দাও এবার খেতে দাও—'

তাই কি স্বস্তি আছে?—জামা টামা বেশী করে দিস্। দু একদিন বেশী থাক্‌তে হলে সব ময়লা হয়ে যায়। তেলের শিশিটা? সাবান? দিস্‌নি? সে আমি জানি। সববার ভুল করবি। চাল বেশী করে নিস—সেবার চাল কম পড়েছিল—কিন্‌তে না কি হয়েছিল—'

'এত জিনিস নেয়—তবু কম পড়ে?' সুরুচি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন।

'হ্যাঁ পড়ে।'—ওদের কাণ্ডই ঐ রকম। যা চাই পাইনে। এবার ম্যাগাজিনটা দিয়ো—দু'একখানা বই সঙ্গে না থাক্‌লে'—

এক এক জনকে এক একটা আদেশ বা উপদেশ—পলে পলে অনুযোগ ও তিরস্কার। খাবার দিকে মন নাই।

'একি? এ সব দেখ্‌লে না? কিছু খাবে না? এই ডিমটা?—ডাল দেখতে যা বিচ্ছিরি—তাই দিয়ে খেয়ে ফেল্‌লে? এমন আধসিদ্ধ ডাল বাবুকে দিতে তোমায় ঢেরদিন বারণ করিনি ঠাকুর? তবু তুমি দিয়েছ?

'আর দিয়োনা—আর কিছু দিয়োনা। কটা বেজেছে দেখ'—

সুরুচি রাগিয়া বলিলেন,—'কেন খাবে না? তবে রান্না করেছি কি জন্যে?'

'তুমি রেঁধেছ নাকি? বলনি কেন? দাও সব,—টিফিন বাক্সেটে দিয়ে দাও—এসব বিকালে চায়ের সঙ্গে খাব—বেশ ধীরে সুস্থে,—সেই বেশ হবে—'

'সঙ্গে যা দিয়েছি—আর না।'

'দিয়েছ না কি?'—বিশ্বকর্ম্মা মুখ ধুইযা আসিয়া বলিলেন—'বেশী করে দিয়ো; সঙ্গে লোক জুটে যায়। আজ গিরি কেমন আছে?'

'একটু ভাল—'

'খেয়েছে কি?'

'পাউরুটি।'

'হর্লিক্স ফুড্ দিলেনা কেন?'

'রুটি দিলাম বলে বললে'—নবাবী। হর্লিক্স্ দিলে বলতে বাদশাহী।'

'বাড়ীতে টাকা পাঠাতে ভুলোনা যেন, দাদা লিখেছেন, বড্ড দরকার।'

'পাঠাব।'

'আর একটা চিঠিও লিখো—যে—'

'চিঠি তুমি লিখ'বে।'

'আর ঐ শেখরের টাকাটা অমল নিশ্চয় পাঠাবে কদিন পর চিঠিটা এসেছে—শেষে সব টাকা যাবে—ব্রজবন্ধুর কাছে একটা চিঠি দাও যে পূজার আগে আমার টাকা শোধ করে দিতে হবে। আর বিনয়কে লিখো—আমি মফঃস্বল গেলাম—ফিরে এসে তার চিঠির জবাব দেবো।'

'তুমি ছ' মাসের জন্যে যাচ্ছ? যাকে না লিখার হয়, এসে লিখো।'

'আচ্ছা। পান দাও—বেশী গোটাকয়েক দাও—অনেকটা পথ যেতে হবে। নীহার—গায়ে দেবার মোটা একটা কিছু দিবি। হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। পাতলা চাদরে সেবার ভারী কষ্ট হয়েছিল—সারারাত কি শীত—'

একটা বড় সুটকেস। চাল, ডাল, ঘি, মশলা রান্নার সরঞ্জাম ডিস পেয়ালা, সস্‌প্যান ইত্যাদিতে একটা ফরমাস দেওয়া ভাগে ভাগে ভাগ করা টিনের বাক্স বোঝাই। রীতিমত বড় বেডিং। এ ছাড়া টিফিন ক্যারিয়ার, ফলের ঝুড়ি, জলের পাত্র, আলো—এটাচি কেস্।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এটা খোল্ দেখি—কি দিস্‌নি' নীহার খুলিয়া

দেখাইল,—তার মধ্যে আছে—আয়না, চিরুণী, ব্রাস, স্নো, বাম, ক্রীম, লোশন, পাউডার, টুথব্রাস, পেষ্ট, শেভিং স্যুট, কাঁচি, ছুরি মশলার কৌটা। সিগারেটের টিন, নূতন দেশলাই, নস্য, সাবান,—হোমিওপ্যাথিব দু শিশি ঔষধ, ওরিয়েণ্টাল বাম—টর্চ্চ লাইট।—মোটা সরু সূতা—সূচ—ছোট বড় বোতাম।

সুরুচি বলিলেন—'বাপ্ রে!'

নীহার বলিল—'সব লাগে। মফঃস্বলে কিছু দরকার হলে বাজার ছাড়া পাওয়া যায় না।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'উনি বাড়ীতে মজা করে ঘুমোবেন! মফঃস্বলটা বুঝবেন কি?'

সুরুচি বলিলেন—'নীহার, দশদিনের জিনিস দুদিনের জন্যে নাও—তবু কম পড়ে কেন?'

নীহার নিম্নস্বরে বলিল—'ডাক বাংলায় দু' একজন লোক সব সময় থাকে—তাঁদের জন্যে রান্না হয়।'

'তাই বল।—চেনা অচেনা সব?'

'অচেনা কি? এক বেলায় চেনা হয়ে যায়। এক সঙ্গে খাওয়া হয় তো।'

বিশ্বকর্ম্মা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন।—'টিকেট কার্ড লেফাফা, প্যাড? —চিঠিপত্র লিখ্‌তে হলে?'

'দিয়েছি।'

পোষাক পরিয়া আয়নায় দেখিয়া বলিলেন—'নাঃ, এ দামী স্যুটটা ধূলোয় নষ্ট হয়ে যাবে। দে, শর্ট সার্ট দে—'

স্যুট আবার বাক্সে ঢুকিল। শর্ট সার্ট বাহির হইল।

হঠাৎ বিশ্বকর্ম্মার চোখে পড়িল—বাগানের বেড়ায় গামছাটি রহিয়াছে।

বলিলেন—'দেখ্‌লে? গামছা দেয়নি। জানি আমি—এ রকম ভুল করবেই। না দেখতাম যদি—'

সুরুচি বলিলেন—'গামছা একটা মফঃস্বলের বাক্সে থাকে। সব তোমার জু'প্রস্থ করে।'

'সে গামছাটা বড্ড মোটা—এইটি দিয়ে দাও।'

'এতদিন বলনি কেন? আর একটা পাতলা আন্‌তো।'

জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল। টাকার ব্যাগ দিয়া সুরুচি বলিলেন—'কবে ফিরবে?'

'পরশু সকাল বেলা।'

'মোটে দেড় দিনের জন্যে এই যোগাড়?'

'পথে ঘাটে সব সঙ্গে থাকা ভাল।'

ওয়াটার প্রুফ ছড়ি গাড়ীতে দিয়া নীহার ও আরদালী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বিশ্বকর্ম্মা টুপি, হাতে করিয়া বলিলেন—'তবে আসি—সাবধান থেকো—বুঝলে?'

—'তুমিই সাবধান থেকো। কিছু হারিয়ে কি ফেলে এসো না।'

১১

তৃতীয় দিবস বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিলেন!

—'বাড়ীতে কেউ নেই? একটাকেও যে দেখছিনে,—ডাকৃতে আবার একজন লোক রাখতে হবে নাকি?'

'বাজারে গেছে।'

'সব্‌বাই বাজারে গেছে?'

'না—'

'বাজারে গেছে কখন ? বাজার করা তো নয়—মজা করে ঘুরে বেড়ানো ! কোন শাসন নেই—যা খুসী করে। তোমায় বলা বৃথা—এ সব দিকে তোমার নজর নেই কোনদিন। এই ঠাকুর—ঘুরছো যে বাহাদুরী করে ? রান্না করবে না ?'

'আজ্ঞে—চড়িয়েছি।'

'আমার স্নানের জল একটু গরম করে দিতে বল, দেরি না হয়। আমি সারারাত জেগেছি।'

সম্ভব। বড রুক্ষ অপ্রসন্ন মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মার।

সরোজদের ঘরের দিকে চাহিয়া—'এরা কোথায় ?'

'ঘরেই..'

'হ্যাঁ—ঘরেই ! খুব গিন্নী—খুব নজর চারদিকে। বিরক্ত বিশ্বকর্ম্মা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ঘরে আসিয়া বসিলেন।—'চিঠিপত্র আছে ?'

'না।'

'কেন ?'

'কেন তা আমি কি জানি ? পিয়নকে জিজ্ঞাসা কর গে যাও। তোমার হয়েছে কি ? একদিন পরে এলে—অগ্নিমূর্ত্তি ধরে বাড়ী ঢুকলে।—কেন ? কি করেছি ?'

বিশ্বকর্ম্মা চশমা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। শান্ত সহজ স্বরে বলিলেন '—জল গরম হয়নি ?'

'হচ্ছে।'

'আচ্ছা—তাড়াতাড়ি নেই। নাপিতটাকে ডাকাই—চুলটা একটু কাটতে হবে।'

আয়নায় নিজের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে—'আচ্ছা আমি কি ভাল আছি—না খারাপ হয়েছি ?'

প্রতিবার মফঃস্বল করিয়া আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা এই প্রশ্ন করেন। সুরুচিও জবাব দেন। আজ কিছুই বলিলেন না।

'কৈ বলনা ?'

'বলবো আবার কি ? আমি অত বুঝিনে।'

আয়না রাখিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'মেজাজ বড় কড়োবা দেখ্‌ছি।'

'কড়া'কে বিশ্বকর্ম্মা কড়োরা বলেন।

'বেশ।'

—'একটু চা দেবে ? রাত জেগেছি।'

সুরুচি চা তৈরী করিয়া আনিয়া দিলেন।

'শোন—শোন'—

'শুন্‌তে চাইনে।'

'এত রাগ ?'

'কেন নয় ? যখন তখন আমার ওপর চোট্‌ করবে—আর আমি খুব খুসী থাকবো কেমন ?'

বিশ্বকর্ম্মা চোখ মিটিমিটি করিতে করিতে বলিলেন—'ওঃ—মান হানি হয়েছে।'

'আমার মান কিসের ? আমি বাঁদী,—ক্রীতদাসী !' সুরুচি চলিয়া গেলেন।

স্নানাদি হইতে এগারোটা বাজিল।

সকাল হইতে সকলে তটস্থ। বিশ্বকর্ম্মা খাইতে বসিলেন।

'ইঃ—কি ছুঁচোর গন্ধ !—রাম !—রাম !—

সবে পাতে হাত দিয়াছেন—উচ্ছিষ্ট করেন নাই। তৎক্ষণাৎ অন্নপাত্র পরিবর্ত্তিত হইল।

'এ ঘি কোথাকার ?'

'মাখন জ্বালকরা।'

'চেনো মাখন? কত ভেজাল দেওয়া থাকে,—চর্ব্বি—আরো কত কি।'—

'মাখনের ব্যবসা কখনো করিনি—ভেজাল চিনবো কি করে?'

'ব্যবসা করার কথা হচ্ছে না। নাক নেই কি? ঘিয়েও যে ছুঁচোর গন্ধ!—ছিল কোথা ঘি?'

'ঐ যে তাকে—'

পাশে ভাঁড়ার ঘরের খোলা দরজা দিয়া ভিতরের জিনিস পত্র দেখা যায়। দেওয়াল আলমারির উঁচু তাকে ছুঁচোর আরোহণ অসম্ভব। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তবে এমন গন্ধ কেন হলো?'

'কে জানে!'

'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ!' একমুঠা অন্ন বিশ্বকর্ম্মা স্বরুচির মুখের কাছে ধরিলেন।

'কৈ আমি গন্ধ পাচ্ছিনে'—

'থাক্‌গে—এ খাওয়া যাবে না।' সামনের অন্ন বিশ্বকর্ম্মা সরাইয়া রাখিলেন। আবার অন্ন দেওয়া হইল।

কিছুক্ষণ পরে—'ঝোল এমন তিতো কেন?'

'তিতো?'

'হ্যাঁ—যেন নিম দেওয়া'—সরোজকে প্রশ্ন করিলেন—'কি রে? তিতো নয়?'

সরোজ বিপদে পড়িল—কণ্ঠস্বর ও মাথা যথা সম্ভব নীচু করিয়া বলিল—'বুঝতে পারছিনে।'

'সে কি রে? তোদের মুখে স্বাদ নেই,—'ফণীকে বলিলেন—'তুই দেখ্ দেখি'—

ফণী ঝোল পরীক্ষা করিয়া বলিল—'আজ ঝোল বেশ ভাল হয়েছে—'

বিশ্বকর্ম্মা বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে বাটী সরাইয়া রাখিলেন।

'অম্বলে চুল,—দেখেছ কাণ্ড ? এ কখনো খাওয়া যায় ? একি খেতে দেওয়া—না দণ্ড দেওয়া ?—এই সব ছাইমাটী খেয়ে আমরা মরি !'

সুরুচি তেঁতুল পাতার চুল ফেলিতে গিয়া বলিলেন—'এ বুঝি চুল ? তেঁতুল পাতার আঁশ—এই দেখ !'

'প্রায়ই থাকে—আজ হয়তো নেই। উঃ—এটায়ও যে ছুঁচোব গন্ধ !'

ছুঁচা ভাতি বিশ্বকর্ম্মার অতি প্রবল—এবং ছুঁচা সম্বন্ধে তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। প্রত্যেক জিনিসে তিনি যথার্থ অথবা কাল্পনিক ছুঁচোর গন্ধ পান।

—'চিনি থাকে কৌটায়—গাছ থেকে পাতা পেড়ে এনেছে। জানিনে কেমন করে ছুঁচোর গন্ধ হলো'—

'নাঃ—তোমাদের যন্ত্রণায় আর'—বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া পড়িলেন। ফণী চুপি চুপি বলিল—'কাকার আজ খাবার ইচ্ছে ছিলনা—শুধু ছুঁতো—'

১২

বেলা তুইটার সময় ষ্টেশনে যাইতে হইবে। একজন উপরওয়ালা সাহেব আসিবে। বিশ্বকর্ম্মা পোষাক পরিতে উঠিলেন! সার্ট পরিয়া দেখেন একটা হাতে বোতাম নাই—'কি যন্ত্রণা! জীবনটা বিষময় হয়ে গেল একেবারে! একটা জিনিসও যদি ঠিকমত পাই'—বলিতে বলিতে গলা গলাইয়া সার্ট না খুলিয়া বুকের মাঝামাঝি একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

নীহাব অপর একটা সার্ট বোতাম দেখিয়া দিল। ঝিনুকের বোতাম

অবিরত ধোপে টেঁকে না। প্রায়শঃ নীহার বোতাম খুব ভাল করিয়া দেখিয়া দেয়। আজ ভুল করিয়াছে!

চারিটার সময় বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। সাহেবের সঙ্গে দু'তিন জায়গায় বেড়াইতে হইয়াছে—অফিসে আজ টিফিন যায় নাই।

পথ হইতে—'নীহার!—নীহার!'—

বিশ্বকর্ম্মার অভ্যাস কারণে অকারণে সর্ব্বদা ডাকা। বিছানায় শুইয়া আছেন,—হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলেন,—'নীহার!'

সুরুচি বলেন—'নীহার করবে কি এখন?' বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেন।

যাহোক,—আজ বাড়ী আসিয়া একেবারে ইজিচেয়ারে শয়ন।

—'খাবার কি আছে? কি করেছ?—কি রেখেছ?'

সর্ব্বনাশ! আজ খাবার থাকিবেনা? একে ওবেলা ভাল খাওয়া হয় নাই—তায় টিফিন যায় নাই। আজ সকলে বিষম প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

—'লুচি—পটল ভাজা—আলুর—' (এসব কিছুই তৈরী নাই)

'ছি—ছি—লুচি মানুষে খায়?'

'নাঃ সব অমানুষে খায়!—'

'তাই রেখেছো? ঐ জি মার্কার নিব আর ক্যালকেশিয়ান্ বাবুদের 'ফুলকো নুচি' আমার জন্যে রেখেছ? আর কিছু না?—যা আমি খাইনে—তাই?'

কলেজ বোর্ডিংয়ে লুচি পটল ভাজা এবং আলুর দম, আলু ভাজার উপরে বিশ্বকর্ম্মার আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। ওগুলি তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না।

'লুচি খারাপ,—আজ অবধি কেউ বলেনি।'—বিশ্বকর্ম্মার বিষম অরুচি বলিয়া জল খাবারে প্রায়ই লুচি হয় না।

'আর কিছু নেই?'

—'ডিম ভাজা রুটি'—(ইহাও তৈরি নাই)

'মন্দনা—তবে তেমন ভালও বোধ হচ্ছে না—'

'কালকের ফরমাসী লেডিক্যানি রয়েছে,—'(আছে)

'না—না।'

মিষ্টান্নাদি বিশ্বকর্ম্মা খাননা তেমন।

সুরুচি উঠিয়া গেলেন। এবং তুটি প্লেট আনিয়া চেয়ারের পাশের টেবিলটার উপর রাখিলেন। একটা চিঁড়ে ভাজা নারিকেল, কাঁঠাল বীচি ভাজা। অন্যটায় শশা পেঁয়াজ কুচি লঙ্কাদি।

বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া ব'সিলেন। কাঁঠাল বীচির প্লেটটা হাতে তুলিয়া বলিলেন—'আগে বলনি কেন ? এ সব যে রেখেছ আগে বলনি কেন ?'

অর্থাৎ এই সব বিশ্বকর্ম্মার অতি প্রিয়।

'একটু মজা দেখলাম।'

'স্বামীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা ?'

'না করলে চলে না।'

ঘণ্টাখানেক পর স্নানাদি সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইবার কাপড় পরিলেন। ছড়ি হাতে বাহির হইবার সময় হঠাৎ চির অন্য মনস্ক ব্যক্তির দৃষ্টি খুলিল, বলিলেন—'কিছু পয়সা দাও।'

'পয়সা কেন ?'

'বিনা সম্বলে পথ চলিও না।' পানটান কিনে খাই যদি—কি ভিখারীকে দিলাম।'

সুরুচি একটি সিকি দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সিকিটিকে টেবিলের উপর বাজাইতে আরম্ভ ক'রলেন। ব'লিলেন—'সে'দিন টাকাটা দিয়েছিলে—ষ্টেশনে গিয়ে দেখি অচল—শেষে নোট ভাঙ্গাতে হলো। কই ? বাজেনা সে রকম ? অচল নাকি ?'

নীহার বলিল—'নিকেলের সিকি বাজ্‌বে কি ?'

'বাজেনা ? তা কে জানে।' সিকিটি পকেটে ফেলিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রস্থান করিলেন। বাড়ীর বাহির হইবাব সময় খুব সোরগোল সহ টাকা পয়সা পকেটজাত করেন—ফিরিয়াই সেগুলি বাহির কবিয়া বিছানায়—বাক্সের উপর বা টেবিলে রাখিয়া দেন। কখনও দেখেন না কি লইয়াছিলেন—বা কি দিলেন।—কিন্তু যদি বলা যায়—কম পড়িয়াছে—অমনি বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া হিসাব করিতে বসেন—কি ব্যয় করিয়াছেন।

—'পান কিনে খান নাকি ?—বাড়ীর পান ভাল লাগেনা বলে ?'

'বাবু পান কিনে খাবেন ? কখনো না।'

'বললেন যে—'

—'ও অব্যেস—ঐ বলে পয়সা নেওয়া,—আপনি না দেন যদি ?'

১৩

সুরুচি পিত্রালয়ে গিয়াছেন। একমাস থাকিবাব কথা। একুশ দিনের দিন বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তোর খুড়ীমাকে নিয়ে আয়।'

সরোজ বলিল,—'এখন কি আসবেন ?'

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—'না আসেন সেখানেই থাক্‌বেন, আমি আর আন্‌তে পাঠাবো না।'

সুরুচি কাছে নাই,—বাধ্য হইয়া সরোজকে সব দেখিতে হয়—এবং বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কথাও বলিতে হয়। ফণীও এখানে নহে।

বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে গেলে ঠাকুব বলিল—'যান্—নিয়ে আসুন মাকে—এমন করে আর পারা যায় না—সব থেকে মুস্কিল হয় বাবু খেতে বসলে।'

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কবি বলিয়াছেন—'প্রেমের প্রকৃত বিকাশ মিলনে নহে,—বিরহে। সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কেননা বিশ্বকর্ম্মা মর্ম্মে মর্ম্মে সুরুচির মুল্য বুঝিতেছেন।

খাইতে বসেন—মন থাকে কোথায় !—একা বসিয়া খাওয়া অভ্যাস নাই,—এখন সব পাতে পড়িয়া থাকে—দু'মিনিটে উঠিয়া পড়েন। দেখিয়া সরোজ মনে দুঃখ পায়। এবং ঠাকুরকে নিত্য নূতন অদ্ভুত খাদ্য তৈয়ারী করিতে প্রাণপণে সাহায্য করে।

অফিস হইতে ফিরিয়া বিশ্বকর্ম্মা আর কোথাও বড় বাহির হননা। খোলা বাতাসে বসিয়া সিগারেট খান। তারপর বিছানায় শুইয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া গান গাহিতে থাকেন—

'কত আর সব বল—
তোমারি বিরহানল—'

গান এইখানেই থামে।—আর জানেন না।

কোন দিন বন্ধু বান্ধব আসিলে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত তাস ও গল্প চলে। যেদিন কেহ না আসে—বিশ্বকর্ম্মা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়েন। ইতিপূর্ব্বে দু'এক পাতার বেশী পড়েন নাই। এক্ষণে তাহা একান্ত সঙ্গী। আগে নয়টার পূর্ব্বে শয্যাগ্রহণ করিতেন—এবং প্রায়ই রীতিমত বেলা করিয়া গাত্রোত্থান করিবার অভ্যাস ছিল। এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বই পড়েন—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন। ইহার পরে প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে আরণ্যক ব্যাঘ্র গৃহপালিত হইয়া উঠিল। দুর্দ্দান্ত স্বভাব শান্ত ও নির্ব্বিরোধী হইল। এরূপ নির্ব্বাত নিষ্কম্প অবস্থাকে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বলা যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়। আপনারা ভুল বুঝিবেন না। যদিও পরিজনবর্গ ভুল বুঝিয়া দ্বিগুণ শঙ্কিত হইয়াছে।

দুখানা গেরুয়া রংএর আসন ছিল, তা তোলা থাকিত। এবার বাহির হইয়াছে।—তারপর সাদা লুঙ্গী আনিয়া গেরুয়া রং করা হইল। সেই লুঙ্গী পরিয়া মটকার চাদর গায়ে গেরুয়া বর্ণের আসনে বসিয়া সগর্ব্বে

বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এখন সুরুচি আসিয়া দেখুন—তিনি কত পবিত্র ও উন্নত।

একদিন সকালবেলা বিশ্বকর্ম্মা আদেশ দিলেন—'আতপ চাল, মুগের ডাল, ঘি, এই সব এনে রাখো। দুধ বেশী করে নিয়ো।—আমায় মাছ দিয়োনা আর।'

ঠাকুর নিরীহ ব্রাহ্মণ সন্তান, সবে স্নান করিয়া পাকশালা যাইতেছিল, সহসা এবম্বিধ দুঃসম্বাদ পাইয়া সরোজের নিকট দৌড়িল।

দুঃসম্বাদ বটে। এক সন্ধ্যা মাছ না থাকিলে যেখানে প্রলয়কাণ্ড ঘটে—এবং যিনি মাসের মধ্যে দশদিন বন্ধু গৃহে নিষিদ্ধ ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হন, সেই তাঁহার মুখে এমন কথা।

সেদিন আর সরোজের অবসর রহিল না। সমস্ত দোকান বাজার ঘুরিয়া সে বিশ্বকর্ম্মার নিরামিষ আয়োজন করিয়া দিল। যথাকালে সম্মুখে খাবার দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলে অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিশ্বকর্ম্মা নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'রোজ ঠিক এই রকম করবে।'

এক দিক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ব্বিরোধী হইয়াছেন—কিন্তু অপর দিক দিয়া অত্যাচার বাড়িতে সাগিল। নিজে তিনি কোথাও বড় যান না—আড্ডা বসে তাঁহার ঘরে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা—গল্প এবং চা খাবার পান সিগারেট, হুকুম ও ফরমাসের চোটে পরিজনেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। 'একে ডাকিয়া আন'—'ওকে পৌছাও'—ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া আরদালী রন্ধনের সময় পায় না। সর্ব্বত্র আলো জ্বলে,—মশার কামড় সহিয়া সকলে বৈঠক ভাঙ্গিবার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করে। ইহাতেও নিস্তার নাই,—রাত্রি এগারোটার সময় বিশ্বকর্ম্মা হঠাৎ হুকুম দেন,—'তিনজনের খাবার জায়গা কর।' তখন ঠাকুরের মাথায় আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়ে, এত রাত্রে কি দিয়া কি করিবে ভাবিয়া পায়না। উনান নিবিয়া গিয়াছে।—না করিলেও নয়। যা—তা করিয়া করা চলিবেনা—রীতিমত ভাল যোগাড় চাই।

খরচ বাড়িল অত্যন্ত; হিসাব লিখিতে ও মিলাইতে সরোজ চক্ষে অন্ধকার দেখে। টাকাকড়ি তার কাছেই থাকে। বিশ্বকর্ম্মার নিজের অর্থাদি রাখিবার অভ্যাস নাই। বেতন পাইলে আরদালী আনিয়া সুরুচিকে দেয়। মাস শেষ না হইতে টাকা ফুরাইয়া গেল। ঠাকুরের বেতন আলাদা থাকিত, তাও শেষ হইল! শেষে দিন কয়েক চলিল ধার কর্জ্জের উপর।

শেষে নিরুপায় সরোজ—বিশ্বকর্ম্মা বেতন পাইবামাত্র গিয়া সুরুচিকে লইয়া আসিল।

নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলিয়া শেষে সরোজ বলিল—'আমরা শুধু দিন গুনেছি—কবে আসবেন আপনি। সত্যি খুড়ীমা, কাকা কিছুতে কষ্ট পেলে মনে ভারি লাগে। একদিন ঠাকুর পিঠে করতে বসলো—আমি গেলাম দেখিয়ে দিতে—কিন্তু সে পিঠে আর কড়া ছেড়ে উঠ্‌লোনা।'

'কি পিঠে?'

'পাটী সাপটা।'

সুরুচি বলিলেন—'বড্ড সোজা জিনিসটে বেছে নিয়েছিলে!'

—'ভাবলাম তৈরী করে দি—কিন্তু লাভ হলোনা।'

সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবং পরদিন হইতে বিশ্বকর্ম্মা আবার যে সেই।

১৪

বিশ্বকর্ম্মার মন্দাগ্নি হইয়াছে।

নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্যই হোক—বা বাড়ীতে অসময় অনিয়ম করিবার জন্যই হোক—বিশ্বকর্ম্মার মন্দাগ্নি হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আমার এ অবস্থা শুধু তোমারি জন্যে—কম খেলে রাগ কর—তোমায় খুসী করতে গিয়ে আমার এই দশা!—'

সুরুচি বলিলেন—'তাই বুঝি? কোথায় কি খেয়ে আস—দোষ আমার?'

লক্ষণ গুরুতর। পেটে সর্ব্বদা ঈষৎ বেদনা—বেদনাসহ ঈষৎ জ্বালা। আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা আদৌ নাই।

হোমিওপ্যাথি ঔষধ ও বই আছে। সুরুচি ঔষধ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সাগুদানার মত বড়ি কয়টি মুখে ফেলিয়া বলিলেন—'এতে কি হবে? আর ক'টা দাও?'

হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বকর্ম্মার আস্থা আছে। তবে মাত্রার স্বল্পতায় তিনি ক্ষুণ্ণ।

নিয়মে থাকিয়া ও ঔষধ খাইয়া দু'তিন দিনে বেশ উপকার হইল।

চতুর্থ দিন প্রাতে উঠিয়া বলিলেন—'রাত্রে আমার ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগেছে, ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া—তবু তোমার জান্‌লা খুলে রাখা চাই—। সমস্ত রাত ঠাণ্ডা লেগেছে—তবু কি ঘুম! একবার উঠ্‌লেনা—আমি শেষে চাদরটা গায়ে দি। তোমার যন্ত্রণায় আর পারা যায় না। এক পেয়ালা চা দাও দেখি আদা দিয়ে—'

সুরুচি বলিলেন—'চা কি সইবে?'

'খুব সইবে দাও—ডাক্তারি করবার দরকার নেই।'

বার দুই চা পান হইল—বিকালে ঠাণ্ডার জন্য নানান রকম ভাজা, ঝাল, লঙ্কা, ইত্যাদি সহ আবার চা। সন্ধ্যার পরে মজলিসে বসিয়া পুনরায় চা। ফলে পরদিন ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল।

সুরুচি ঔষধ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কবিরাজী ওষুধ আন্‌বো—অনাদি বাবু বললেন—'কবিরাজী খেতে'—

'কি এমন অসুখ? সাতটা ওষুধ সাতবার—ছেঁচা—সিদ্ধ করা—রস করা—কবিরাজী ওষুধের কি হাঙ্গাম,—সে আমার পছন্দ নয়।'

'নিশ্চয় পছন্দ করতে হবে—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সব্বার উপরে। কিসের ছাই ডাক্তারি!—অনাদি বাবু বলেছেন—'

'অনাদি বাবু কি তোমার গুরুদেব?'

'না তুমিই আমার গুরুদেব!'

'যা খুসী কর।'

টেবিল বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—'নিশ্চয় করবো।'

কবিরাজ আসিলেন! দেখিয়া ঔষধ দিলেন। প্রাতে বটিকা—বেদানার রস—মধু। মধ্যাহ্নে চূর্ণ—লেবুর রস চিনি। রাত্রে বিচূর্ণ—উষ্ণ জল সহ সেব্য।

সুরুচি ঔষধ তৈরী করিতে বসিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ডাক্তার বল্‌লে—তেঁতুল পাতার ঝোল রোজ চাই—'

'ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—কাউকে পাঠাও ওষুধটা আসুক।'

'সেটা কখন খাবে?'

'ঘণ্টাখানেক পরে,—লাইম জুসটা আছে না?

'আছে—কেন?'

'খাবার পর ওটা দিয়ো।'

'এক সঙ্গে কত ওষুধ খাবে?'

'সব খেতে হয়—কোনটা লেগে যায় ঠিক কি ?'

অতঃপর পুরা নিয়মে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও মুষ্টি যোগ চলিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মার কবিরাজী বড়ি সেবন। আধঘণ্টা পরে স্নান—ঘোলের সরবৎ।

এক ঘণ্টা পরে এলোপ্যাথি ঔষধ একদাগ।

আধ ঘণ্টা পরে হোমিওপ্যাথি বড়ি ছয়টি। ইহা গোপনে। কেননা এত ঔষধপত্রের মধ্যে স্থরুচি হোমিওপ্যাথি দেননা। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বোঝেন যে এই অণুবটিকাগুলির শক্তি অসামান্য।

দুপুরবেলা—উচ্ছে পল্‌তা,—কাঁচকলা, টাট্‌কা মাছ—তেঁতুল পাতা দই কমলা লেবু কলা ডাব।

আহারান্তে লাইমজুস এক ডোজ। আধঘণ্টা পরে কবিরাজী চূর্ণ। তারপরে একমাত্রা একোয়া টাইকোটিস্—অথবা বাইস্থরেটেড্ ম্যাগ্নেসিয়া।

বৈকালে ঈশপগুল মিছরীর সরবৎ—কমলালেবু। সন্ধ্যায় হোমিও-প্যাথি—গোপনে। তারপরে চিড়ের নির্য্যাস, বেদানা। রাত্রে শয়নকালে কবিরাজী এবং টাইকো সোডা ট্যাবলেট। রাত্রে আহার দ্বিপ্রহরের ন্যায়।

চিকিৎসার চোটে ব্যাধি পলায়ন করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কিসে ভাল হয়েছি বল দেখি ?'

'কি করে বলবো—ওষুধ কি একটা খাওয়া হচ্ছে ?'

'ঐযে কবিরাজী ওষুধটা—সকাল বেলারটা, ঐটেতে উপকার হলো। রাত্রের ওষুধটাও বেশ ভাল—ও শুধু ভাস্কর লবণ।'

'তা হবে।'

'ডাক্তারি ওষুধটা বেশ—ভারি স্থগন্ধ—'

'সত্যি।'

'লাইমজুস কিন্তু খুব উপকারী—'

'হ্যাঁ।'

'তারপর তোমার টাইকো সোডা ট্যাবলেট—অমন অজীর্ণের ওষুধ খুব কম আছে।'

'হতে পারে।'

'ঈশপগুল যে কি ভাল জিনিস—জান?'

'জান।'

'সব চেয়ে ভাল ঘোল—ওটা কিন্তু বন্ধ করোনা।'

'না।'

'তবে হোমিওপ্যাথির কাছে কিছুই নয়—এ আমি জোর করে বলতে পারি। সেই যে ওষুধটা তুমি দিতে—তাতেই একবার সেরে গেছ্লো। আমার মনে হচ্ছে—ঐটে ঠিক হচ্ছে—রোজ দু'বেলা খাচ্ছি কিনা।'

স্নুরুচি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—'দু'বেলা খাচ্ছ?'

'হ্যাঁ—ও তোমাদের ভুল-শেখা কথা,—কিনা অন্য ওষুধের সঙ্গে হোমিওপ্যাথ চলবেনা! কেন চল্‌বেনা? ওষুধের যদি গুণ থাকে—ঠিক কাজ করবে,—করতে বাধ্য!—নইলে কিসের ওষুধ?'

স্নুরুচি নীরব।

'আচ্ছা—বল দেখি এ ব্যারামের নাম?'

'পাকাশয় প্রদাহ।'

'পারলেনা,—পারলেনা! এই তোমার ডাক্তারী? একে বলে গ্যাসষ্ট্রাইটিস্'—

'এক ব্যারামের ইংরেজি বাংলা দুটো নাম—'

'সত্যি সত্যি—না চালাকি করছো?'

স্নুরুচি বই খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন।

দিন কয়েক পরে আবার পীড়া দেখা দিল। এবার প্রকোপ বেশী।

অরুচি অত্যন্ত বেশী। পেটে সর্ব্বদা জ্বালা বোধ—ক্ষুধা আছে—কিন্তু খাইলে সহ্য হয় না। দু'একদিনে বিশ্বকর্ম্মা শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঔষধ পথ্য নিয়মিত করিল। সুরুচি হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বাইসুরেটেড ম্যাগ্নেসিয়াটা যেন বন্ধ করোনা—ওটায় গুণ বড় চমৎকার!'

সুরুচি বলিলেন—'গুণ মাথায় থাক্—একটি কথা বল্তে পারবেনা,—যদি বল—'

বিকৃতমুখে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কিছু দরকার নেই আমার বলবার।'

সমস্ত ঔষধ কমিয়া মাত্র দুইটিতে দাঁড়াইল। পথ্যও সংক্ষেপ হইল। আজ যে সব দেওয়া হয়—কাল সেগুলি বাদ। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার ফলে বিশ্বকর্ম্মার আরোগ্য লাভ—অর্দ্ধ সপ্তাহের মধ্যে।

১৫

আজ আবার সদর কোর্টে কাজ পড়িয়াছে।

—'শীগ্‌গীর ওঠো—আমি এখনি স্নান করবো। নীহার—নীহার কত ঘুমাস? জলটল দে—বুদ্ধিকে ডেকে আন আগে—'

বুদ্ধি নাপিত।

গিরি কুণ্ঠিতভাবে বলিল—'বুদ্ধির বাড়ী চিনিনা।'

ঠাকুর বলিল—'গোয়ালা পাড়ার মধ্যে বাড়ী।'

একটু পরে গিরি আসিয়া বলিল—'বুদ্ধিকে পেলাম না।'

—'এত ভোরেও পেলিনে? গেছে কোথা?'

'নতুন বাজারের দিকে'—নতুন বাজার মাইল আড়াই দূর।

'এগিয়ে ডেকে আনতে পারলিনে? ফিরে এলি ব্যাটা উল্লুক কোথাকার! যা যেখানে পাস···ডেকে আন।'

গিরি আবার ছুটিল।

সুরুচি নীহারকে বলিলেন—'শীগগীর মাছ এনে দাও—'

বিশ্বকর্ম্মা শুনিতে পাইয়া বলিলেন—'মাছ কি হবে?'

'রান্না হবে'।

'না—আমার মাছ চাইনে—নিরামিষ রাঁধ্‌তে জাননা?'

সুরুচি সকাল বেলা আর বাদ প্রতিবাদ করিলেন না।

গিরি আসিয়া বলিল—'বুদ্ধিকে খুঁজে পেলাম না—আর কাকেও আনবো?'

'নাঃ—মরুকগে—লুঙ্গী খানা দে।' বুদ্ধি ভিন্ন অন্য নাপিত পছন্দ হয় না।

লুঙ্গী হাতে করিয়া বলিলেন—'এত ভিজে কেন?' বলিয়া সেটা রাখিবার জন্য ব্র্যাকেটের কাছে গিয়া একটা কাপড়ে হাত দিয়া বলিলেন 'এও যে ভিজে—'

নীহার বলিল—'কাল তো বিষ্টি হয়নি—বৈকালে সব কাপড় তুলেছি—রোদ থাকতে—'

'যা—যা, ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি তুলে রেখেছিস—নে—রোদে দে এগুলো'—টান মারিয়া বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত কাপড ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। গিরি সেগুলি রৌদ্রে ছড়াইয়া দিতে গেল।

সুরুচি একটা কাপড়ে হাত দিয়া বলিলেন—'কই ভিজে? একটু ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা—'

নীহার বলিল—'হিম পড়ে,—ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।'

বিশ্বকর্ম্মা শেভ্‌ করিতে বসিলেন। পুরা আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে। অনেক রকম বাম ক্রীম হাতের কাছে আছে—শেভ্‌এর পর মাখিবার জন্য। নচেৎ কিঞ্চিৎ জ্বালা করে।

তার মধ্যে একটী বাম বিশ্বকর্ম্মার বিশেষ প্রিয়। ছিপি খুলিয়া একটু

খানি হাতে ঢালিয়া মুখে মাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'একি ? এ কিসের গন্ধ ? অ্যাঁ—এ কিসের গন্ধ ?'

বড় বিউটী বামের শিশি হইতে ছোট একটা শিশিতে অল্প অল্প করিয়া বাম ঢালিয়া রাখা হয়। বাদগেটের ক্যাষ্টর অয়েল এবং বিউটি বাম একরূপ দেখিতে। নীহার ভুল করিয়া ক্যাষ্টর অয়েল ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা বদলাইয়া বাম ঢালিয়া রাখিয়াছে।

সুরুচি ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেন।

মুহূর্ত্তে বারুদে অগ্নি সংযোগ।—'কেন—কেন আমায় এমন জ্বালাতন করা ? কে বলেছিল ঢালতে ? আমি ঢেলে নিতাম। যা পারবিনে কেন তা করতে যাস্ ? যাক্ সবাই বাড়ী ছেড়ে—একা থাকবো সেও ভাল।'

রুষ্ট ব্যাঘ্র গর্জিতে গর্জিতে স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

স্নানান্তে সহজভাবে—'কৈ খেতে দেবে না ?'

আহারে তো বসিলেন—খাইবেন কি ? নিরামিষ কোনকালে প্রিয় নহে। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—'মাছ কি আনা হয়নি ?'

বারণ করলে যে ?'

'তোমাদের জন্যে ?'

'থাক্‌গে এবেলা !'

—'তা বেশ—আমার এতেই হবে। টিফিন কি দিচ্ছ ?'

'দেখি—'

'একটু বেশী করে দিয়ো—দু'তিন জনের মত।'

'সে তো রোজই দি।'

তারপরে পোষাক পরিতে পরিতে বলিলেন—'সাদা কোটটা দে'—

সাদা কোট দুটি। একটি গেছে ধোপার বাড়ী। অপরটার জন্যে বাক্স খুলিয়া নীহার দেখিল কোট নাই।

এদিকে আজ পরিচ্ছদ বিভ্রাট সহজে মিটিয়া গিয়াছে—টাই পর্য্যন্ত

বাঁধা শেষ। এখন কোট গায়ে চড়াইয়া বওনা হইবার অপেক্ষা। এবং খামখেয়ালী পভুর ডজন দুই কোট থাকিতেও যেটা চাহিবেন সেইটি চাই-ই চাই।

বলিলেন—'কই রে ?'

নীহার নিম্নস্বরে বলিল—'কোট কই মা ?'

'সেদিন যে বাব করলে ?'

দেরি দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ডেসিংরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াইলেন। নীহাব সমস্ত বাক্স ডেক্স খুলিয়া কোট দেখিতেছে।

মুহূর্ত্তে পাড়া কাঁপিযা উঠিল—'জানি—জানি,—জানি যে পাওয়া যাবে না! কোনদিন যা দবকার পাইনি আজ পাব ? একটা জিনিস চাইবে তো পঞ্চাশটা বাক্স তোলপাড় করবে। কার সহ্য হয় এ সব ?'

ঠিক এই সময় বাহিরে কে ডাকিল,—বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলেন।

নীহাবেব বিপদ দেখিয়া সরোজ পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

সুরুচি বলিলেন—'তুজনে মিলে মনেব সাধে এলেমেলো কব।

সরোজ বলিল—'খুঁজে দেখ্‌তে হয়।'

'তা বলে ভাঁড়ার ঘরেও খুঁজবি না কি ? নেই কোট বাড়ীতে।'

ভীমমূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া বলিলেন—'পেয়েছিস্ ?'

মাটীর সঙ্গে মাথা নামাইয়া নীহার বলিল—'না।'

'কেন,—কেন পাওয়া যাবে না ? বললেই হলো ? নিশ্চয় ধোবা বাড়ী গেছে।'

'ধোবাবাড়ী একটা গেছে।'

—'আলবাৎ তুটো গেছে—আন্ ধোবার খাতা।'

খাতা খুলিয়া দেখা গেল—একটা কোট গিয়াছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের ন্যায় ঘরের মধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিতে লাগিলেন।

—'নিশ্চয় ধোবাবাড়ী গেছে,—ও আমি বিশ্বাস করিনা, লেখা হয়নি তাই। ধোবা আসে'—বস্তা বস্তা কাপড় নিয়ে যায়—হিসাবও নেই—কিতাবও নেই। অর্দ্ধেক কাপড় লেখাই হয়না!—যত ইচ্ছে হারাক! চুরি যাক! কোটও গেছে। কেন যাবে? কেন এরকম হবে? আমি কোট চাই—এক্ষুণি চাই। যেখান থেকে হোক চাই।'

বিশ্বকর্ম্মা দাঁড়াইলেন।—'ত্থাখ্ বোতাম ত্থাখ—যদি বোতাম থাকে তবে ধোবা বাড়ী গেছে—'

ভয়ে সকলের হাত পা কচ্ছপের মত গুটাইয়া গিয়াছে কিন্তু 'কম্‌লি' ছাড়িবার পাত্র নয়। টেবিলের উপর কৌটায় বোতামাদি থাকে—সরোজ খুলিয়া খুলিয়া দেখিল।

বিশ্বকর্ম্মা অগ্নিবর্ষী চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছেন—'কিরে? পাওয়া গেল না? বাড়ীঘরে আগুন দিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছি দাঁড়া!—কি হলো বোতাম —ভাল করে দেখ্—

সরোজ প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল—'পাচ্ছিনে খুড়ীমা।'

সুরুচি ঘরের ভিতর একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন—'ছিল তো ওখানে।'

'গেছে! সব গেছে! গোল্লায় গেছে!—হুঙ্কার ছাড়িয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন।

অতঃপর ঘরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বকর্ম্মা ঘর জুড়িয়া তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ কোট বা বোতাম খুঁজিতে লাগিলেন। সুরুচির ঘর হইতে প্রস্থান।

সে কি অন্বেষণ! কেহ কস্মিন কালেও পারিবে না।

ব্র্যাকেটগুলির কাছে গিয়া টান মারিয়া সার্ট কোট গেঞ্জি পাঞ্জাবী ফেলিয়া দিতেছেন। বিছানাপত্র ওলোট পালট করিয়া ফেলিলেন। টেবিলগুলির উপরকার সমস্ত জিনিস পত্রে একাকার হইয়া গেল।

আল্‌নায় কাপড় টান দিতে গিয়া আলনা শুদ্ধ সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল—একটুর জন্যে নীহারের মাথাটা বাঁচিল। একটা সুন্দর বড কব্জা দেওয়া এলুমিনামের কৌটা দেখিতে পাইয়া সজোরে সেটা উঠানে নিক্ষেপ করিলেন। মাটীতে পড়িয়া সেটা ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়া রহিল। হাতের কাছে যাহা কিছু পাইলেন—সমস্তই ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বীরদর্পে কোট খুঁজিতে লাগিলেন। সকলে সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

এই সময় সশব্দে একখানা ট্রেন চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা থামিলেন—চাহিয়া দেখিলেন। তারপর অনুসন্ধান কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া টুপি হাতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোট পরা হইল না। যদিও এ ট্রেনখানা তাঁহার নহে—সেটার আধঘণ্টা দেরী আছে।

তখন পলাতক ভীরুদল একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। গিরি বলিল—'নীহার দা—বাপরে বাপ্।' ঠাকুর বলিল—'এই বেলা কোট খুঁজে রাখ নীহার দা—ভাল চাও তো—'

সরোজ বলিল—'কোট গেল কোথা খুড়ীমা ?'

সুরুচি বলিলেন—'কোথা ফেলে এসেছেন নিজে—'

মাঝে মাঝে বিশ্বকর্ম্মা অফিসে (সদর কোর্টে) কোট খুলিয়া ঝুলাইয়া রাখেন। ফিরিবার সময় মনে থাকেনা—পরে কেরাণীরা পাঠাইয়া দেন।

সরোজ বলিল—'তা হলে তারা পাঠিয়ে দিত।'

—'কত জায়গায় যাচ্ছেন—কোথায় ফেলে এসেছেন ঠিক আছে ? ছাতা, ছড়ি, চশমা, রুমাল, সিগারেট কেস, একটা না একটা ফেলে না এলে ওঁর চলে ? তারি জন্যে আবার লোক পাঠানো—'

নীহার গৃহ-সংস্কারে লাগিয়া গিয়াছে। সে কাজ অল্প সময়ের নয়

সন্ধ্যাকাল। সপ্তমীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক উজ্জ্বল। সুরুচি বাহির বারান্দার সিঁড়ির পাশের উঁচু ধাপে বসিয়া আছেন।

গাড়ীর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। একজন আরদালী নিজেদের রন্ধনাদি করিতেছিল—সে গেট্ খুলিয়া দিল।

নীহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গের আরদালী এটাচি কেস্‌টা টিফিন বাস্কেট ইত্যাদি তাহার হাতে দিয়া নিজেদের ঘরে ঢুকিল।

ঠাকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ঘুরিতেছিল। গাড়ী দেখিয়া বাগান ঘেঁসিয়া কোণের দিকে জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে গুটি গুটি ফিরিতেছিল। দেখিতে পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'রাত্রে আমার জন্যে রুটি করবে—ভাল রুটি—অমন বিশ্রী রুটি নয়। নীহার, তোদের রুটিব অমন চেহারা হয় কেন রে?'

নীহার বলিল—'যত্ন করেই তো করি।'

'মাথা মুণ্ডু করিস! হিন্দুস্থানী রুটি করবি—বেশী ঘি দিয়ে।'

'আজকাল ঘি দিইনে।'

'কেন দিসনে? ঘি ছাড়া রুটি হয়? বুদ্ধি দেখ!'

'আপনার পেটের অসুখ—'

'কে বললে!. কোন দিন সেরে গেছে।'

'আজ ভাল করে করবো।'

'আচ্ছা—আমার স্নানের জল ঠিক করতে বল।'

নীহার বাড়ীর ভিতরে গেল,—ঠাকুর তাহার আড়ালে আঁড়ালে প্রস্থান করিল।

বিশ্বকর্ম্মা সিঁড়ির কাছে আসিলেন। সুরুচি দৃষ্টিপাত করিলেননা।

বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে সিঁড়ি উঠিতেছেন—সুরুচি একবার চাহিয়া দেখিয়া অন্য দিকে চাহিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত কাছে ও ঠিক সম্মুখে আসিয়া সৈনিকের ধরণে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং সামরিক প্রথায় সুরুচিকে অভিবাদন (salute) করিলেন।

এবার সুরুচি হাসিয়া ফেলিলেন।

তখন বিশ্বকর্ম্মা বারান্দায় উঠিলেন, বলিলেন—'আসুন!'

সুরুচি উঠিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা টাই খুলিতে খুলিতে বলিলেন—'ধর এটা—শীগ্‌গীর ধর—শোন, অনেক খবর আছে—কৈ এলেনা? ভাল ভাল খবর!'

সুরুচি উঠিয়া আসিয়া টাইটা বিশ্বকর্ম্মার হাত হইতে লইলেন। বিশ্বকর্ম্মা চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরাইতে বার দুই চেষ্টা করিয়া বলিলেন —'দেশলাইটা জ্বেলে দাও—'

আশ্চর্য্য!—বিশ্বকর্ম্মা কোটের কথা উল্লেখ মাত্র করিলেন না। যেন সে মানুষ নয়।

১৬

বিশ্বকর্ম্মার বৌদি আসিয়াছেন। ইনি সম্পর্কে বড়—বয়সে ছোট। মেজদাদার দ্বিতীয় পক্ষ, দেবরকে মানেন ভাসুরের মত!

মেজ বৌয়ের কাছে সুরুচি 'বিশ্বকর্ম্মা চরিত' শ্রবণ করেন। বিশ্বকর্ম্মার বিচিত্র লীলা—অদ্ভুত আচরণ—শান্ত আবার উগ্র—উদাসীন এবং অধীর। ভীষণ এবং প্রসন্ন। স্নেহশীল—কিন্তু নিষ্ঠুর! চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশ রকম চরিত্র এই একজন মানুষের।

অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা উপাখ্যান! ছাত্রজীবন মেজ বৌয়ের পরিচিত। চাকরী জীবন বড় নয়। চাকরী জীবনে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কম। আবার বিশ্বকর্ম্মার ছাত্র জীবন সুরুচির পরিচিত নয়। কিন্তু উভয় জীবন মিলাইয়া দেখিলে একটি সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। তখনো বিশ্বকর্ম্মা ডালে একটি খোসা কি অন্নে একটি ধান পাইলে থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন। ব্যঞ্জনে ঝাল বেশী হইলে রন্ধনকারিণীর

চক্ষে সেই ঝোল ঢালিয়া দিতে চাহিয়া রান্না শিখাইতেন। দুধের রং সাদা দেখাইলে বাটী শুদ্ধ ফেলিয়া দিয়া দুধ ভাল করিয়া জ্বাল দিতে বলিতেন। রান্নার একটু দেরি হইলে না খাইয়া শুইয়া পড়িয়া সকলকে অনাহারে রাখিয়া সকাল সকাল রান্না করিবার অভ্যাস করিয়া দিতেন। ইত্যাদি শত শত কাহিনী।

সুরুচি বলিলেন—'সত্যি দিদি—দুনিয়ায় এমন আর একটি নেই। সববাই মিলে এক দেবসেবা করি—তাই এত অনর্থ,—বাড়ীতে কি তাই? কত কাজ—কত লোকজন—পেরে ওঠা যাবে কেন?'

বিশ্বকর্ম্মার গুণও আছে—সেটাও স্বীকার্য্য। কলেজে জল খাবার পয়সা জমাইয়া বাড়ীর ছেলে মেয়েদের জামা—বৌদের সৌখীন ফিতা কাঁটা চিরুণী শাঁখা—শিশুদের খেলনা কেনা,—বৌদের কাজ বেশী দেখিলে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধানো—বাড়ীতে আশ্রিত অতিথিদের সঙ্গে সম ভ্রাতৃ ভাব,—কাহাকেও ফেলিয়া জল বিন্দু মুখে না দেওয়া—পাড়াপড়শীর আপদ বিপদে রাত্রি জাগা—বর্ষায় নৌকার দাঁড় হাতে—উৎসবে আমোদে অক্লান্ত শ্রম,—এবং সব চেয়ে বেশী আনন্দ লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিতে।

সুরুচি বলিলেন—'হোক্‌গে দিদি—তিন ভাগ মন্দ—একভাগ ভাল। অমন ভালতে কি যায় আসে?'

বিশ্বকর্ম্মা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—'পতি নিন্দা করা হচ্ছে!'

'মেজদি তো কিছু জানেনা মোটে—যে আমি তাঁর কাছে নিন্দা করবো।'

ইতিমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মেজবৌ একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়া হইতে পারেন না। বলেন—'বড্ড তো ভাল হয়ে গেছেন—একটু অসুখ করলে বাড়ী মাথায় করে তোলা যার অভ্যেস—দিব্যি লক্ষ্মীটি হয়ে শুয়ে আছেন!'—

সুরুচি বলিলেন—'কি এমন অসুখ? শুধু শুধু গোলমাল করলেই হলো!'—

দুই তিনদিনের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা ভাল হইয়া গেলেন !

কি উৎসব উপলক্ষে একটা মেলা বসিয়াছে। বন্ধুরা আসিয়া ধরিলেন—'চলুন—যেতে হবে।'

সুরুচি বলিলেন—'দেখলেন দিদি—একপাল এসে ধরেছে।' বিশ্বকর্ম্মার বন্ধুবর্গের উপর সুরুচি প্রসন্ন নন।

বিশ্বকর্ম্মা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে ঘরে আসিলেন। মেজবৌ বলিলেন ...'এই শরীর নিয়ে যাবেন ?'

'বেশীদূর না—এখুনি ফিরবো !'

'তবে কিছু খেয়ে যান।'

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'না কিছুনা—মোটে ক্ষিদে নেই।'

তবু এক গ্লাস মিষ্টপানীয় সুরুচি দিলেন। বলিলেন—'রাত্রে কি খাবে ?'

—'বোধ হয় কিছু না। ক্ষিদে না হলে খেতে নেই। ঐ তোমাদের দোষ—দিনরাত খাও—খাও !' গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্রুত বহির্গত হইলেন।

বেলা পড়িতে লাগিল। মেজ বৌ বলিলেন—'ঠাকুর পো যে বলে গেল—কিছু খাবেনা, ও কথা কথা নয়। বলেছে ঝোঁকের মাথায়। রান্না চড়িয়ে দে—খায় ভাল—না খায় না খাবে।'

বিশ্বকর্ম্মার জন্য সুরুচি মধ্যে মধ্যে রান্না করেন। বিশেষতঃ অসুখ বিসুখ করিলে।

ঘরে আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন,—আসিয়াই প্রশ্ন —'রান্না হয়েছে ?'

সাড়া পাইয়া সুরুচি রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'হচ্ছে।'

'হয়নি এখনো ?' স্বর তীব্র।

'বেশী দেরি নেই।'

'কেন এতক্ষণ হয়নি ?' অসুখ মানুষের জন্যে কি এই ব্যবস্থা ?'

—'বাজার থেকে মাছ এলো—ও বেলার মাছ খেতে চাওনা।'

'তাহলেও এতক্ষণ রান্না হওয়া উচিত ছিল,—একশোবার ছিল—'

'আর দেরি নেই'—সুরুচি রান্না ঘরে গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'হোক্—ও আমার জন্যে নয়!'

মেজবৌ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন—এবং শুনিতেছেন। এবার উঠিয়া রান্না ঘরেরর কাছে গিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—'হয়েছে ?'

'হ্যাঁ—আপনি ডাকুন।'

মেজ বৌ ঘরে আসিয়া দেখেন—বিশ্বকর্ম্মা শুইয়া আছেন। বলিলেন—'খেতে আসুন—'

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন না।

মেজ বৌ সসঙ্কোচে কাছে আসিয়া বলিলেন— উঠুন।'

—'না।'

'কেন ?'

'খেতে ইচ্ছে নেই।'

'এই বললেন দেরি হলো—এই বলছেন ইচ্ছে নেই। রাগ হয়েছে না ?'

'কার রাগ না হয় ? দেখুন দেখি অবিচাব ! 'আমি অসুখ মানুষ, সেই নিশি রাত না হলে খাবার জুটবে না ? একটা বুদ্ধি পছন্দ আছে তো ? দরকার হলে যা আমি পাব না—সে আমার কাছে একবারে অখাদ্য—অস্পৃশ্য !'

'ছি—রাগ করবেন না। এখনো সন্ধ্যা। দেরি তো একটুও হয় নি ? যা খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে—'

'না—না—না। আমি খাব না—আমি খাব না—আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। যান— আপনি—যান—'

মেজ বৌ আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ফিরিয়া আসিলেন।

সুরুচি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—'এসো'।

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন না—চাহিয়াও দেখিলেন না।

'কেন রাগ করছো ? এসো—ওঠো।—'

বিশ্বকর্ম্মা ভ্রুকুঞ্চিত মুখ—নীরব !

'এসো—এসো—দোষ করে ফেলেছি—তার কি মাপ নেই ?—ওঠো—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব—'

বিশ্বকর্ম্মা মেঘ গর্জ্জনবৎ বলিয়া উঠিলেন—'থাক্‌গে, আমি কিছু শুন্‌তে চাইনে—'

'না এসো—রাগ করো না এসো'—সুরুচি বিশ্বকর্ম্মার হাত ধরিয়া টানিলেন

সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া অগ্নিবর্ষী চক্ষে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তবু বিরক্ত করবে ? যাও আমার রাগ বাড়িয়োনা—যাও। যাও বলছি—আমার কাছ থেকে চলে যাও—'

—'খেতে ডাক্‌ছি তাই রাগ বাড়ছে ? এক পাল বন্ধুর সঙ্গে যখন হৈ হৈ করতে করতে শিশে হারা হয়ে ছুটে গেলে—তখন বল্‌লে কিছু খাবে না, তবু আমি যোগাড় করেছি। থাক তোমার রাগ নিয়ে তুমি—কে ডাক্‌তে আসে দেখি।'

সুরুচি বারান্দায় আসিয়া বসিয়া রহিলেন। মেজ বৌ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ফলা ফলের অপেক্ষায় ছিলেন—তিনিও বসিলেন।

ঘরে বারান্দায় আলো জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বত্র নীরব। নীহার দরজার কাছে বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের বারান্দায় জুতার শব্দ হইল,—বিশ্বকর্ম্মা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—'কে ?'

—'আমি।'

'এখানে আয়।'

সভয়ে সুধীর ঘরে ঢুকিল। বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন—'কমলা লেবু উঠেছে ?'

বাজারের খবর সুধীর জানে না। তথাপি বলিল—'উঠেছে বোধ হয়।'

'যা দেখি—পাস যদি নিয়ে আয়—দেরী করিস নে।'

সুধীর চলিয়া গেল। বাইক ছুটাইয়া গেল! তখনি ফিরিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'পেয়েছিস ?'

'পেয়েছি।' পকেট হইতে সুধীর চারিটা লেবু বাহিব করিল। বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বসিয়া বসিলেন—'দে।'

লেবুগুলি দেখিতে বড সাইজেব কাগজী লেবুর ন্যায়। বর্ণ ও তেমনি। তবে এক পাশ দিয়া হল্‌দে রং ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে।

একটা ছাড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা মুখে ফেলিতেছেন। সুধীব অপব একটা ছাড়াইতে লাগিল।

'যে রকম কাঁচা—ততটা টক্ নয়।'

একটা শেষ করিয়া অপরটা হাতে লইয়া বলিলেন—'কি মাছ এনে-

সুধীর এ সব কিছুই জানে না। দবজার কাছে আসিয়া নীহারকে প্রশ্ন করিল— কি মাছ ?'

নীহার মৃদু স্বরে বলিল—'কি জানি, চিনিনে।

নীহারের বাড়ী মুঙ্গের জেলা। কিন্তু কথা বলে বিশ্বকর্ম্মার দেশের মত,—খাস ময়মনসিংহী ভাষা।

বিশ্বকর্ম্মা ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন— তুই একটা আস্ত গাধা,—মাছ চিনিসনে—তবে এনেছিস কি করে ?' স্বর উগ্র নহে, উদার এবং শান্ত।

নীহার শঙ্কিতভাবে বলিল—'এ খুব ভাল মাছ—নাম মনে থাকে না।' বলিয়া বিপন্ন হইয়া মেজ বৌকে প্রশ্ন করিল'—'কি মাছ বড় মা ? '

'আমি দেখিনি—হ্যাঁরে কি মাছ ?'

সুরুচি কথা বলিলেন না।. মেজ বৌ বলিলেন—'জান্‌তে চাইছে যে ? বল্ না ?'

সুরুচি উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন—'যে খাবে না, তার অত খবরে দরকার কি ?'

মেজ বৌ উঠিয়া ঘরে গেলেন। বিশ্বকর্ম্মার বিছানার কাছে গিয়া বলিলেন—'কি মাছ দেখ্‌বেন আসুন।"

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মেজ বৌয়ের দিকে চাহিলেন। অতি শান্ত স্বরে বলিলেন—'কি বলছেন ?'

'বলছি—খেতে বসে মাছ দেখতে—'

'রান্না কি হয়েছে ?'

একটু হাসিয়া মেজ বৌ বলিলেন—'কোন্ কালে।'

'ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি ?'

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মেজ বৌ বলিলেন—'না—না,—উনুনে চাপানো রয়েছে।'

'আচ্ছা। '

মেজ বৌ দ্রুত আসিয়া সুরুচিকে বলিলেন—'রাগ থেমেছে···আস্‌ছে।'

সুরুচি চুপ চাপ।

'নে ওঠ্ ওঠ্,—এক জনের চোটে অস্থির! তুই আর রাগ করিসনে যা, খাবার আন শীগ্‌গীর।'

সুরুচি বলিলেন—'হ্যাঁ, আবার সাধতে যাই—আর অপমান হয়ে ফিরে আসি! আমি সারারাত এখানে বসে থাকবো তবু কাউকে ডাক্‌তে যাব না।'

ঘরে বসিয়া বিশ্বকর্ম্মা শুনিলেন। বলিলেন—'মেজ বৌ, খেতে দিতে বলুন।'

'দিচ্ছে।'

'আচ্ছা'। বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া ধীরে ধীরেবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। শান্ত সহাস্য মুখে বলিলেন—"কি দেবে আন দেখি—'

তখন সুরুচি উঠিয়া গেলেন এবং খাবার আনিয়া ধরিয়া দিয়া রান্না ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

কাছে কেহ না থাকিলে বিশ্বকর্ম্মার খাওয়া হয় না। বলিলেন—'মেজ বৌ এখানে বসুন।'

মেজ বৌ নিকটে গিয়া বসিলেন। বিশ্বকর্ম্মা রান্না ঘরের দিকে কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন—'মেজাজ বড কড়োরা—নয়!'

'হুঁ।'

'দেখুন দেখি অবিচার। রাগ করবার কথা আমারি। তা নয়—উল্টে নিজে রাগ করে রয়েছে। এ অশান্তি কি ভাল লাগে? গৃহিণী ত নয় বাঘিনী,—ঠিক বাঘিনী—না?'

'হুঁ।'

খাওয়া শেষ হইল। গ্লাসের জলে হাত ধুইতে ধুইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এবার এসে দেখ,—দিয়েছিলে কম নয়—কিছু পাতে রাখিনি। এতেই তোমার প্রসন্ন হওয়া উচিত।'

উঠিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন।—'মেজবৌ—আসুন।'

মেজবৌ গেলেন।

'রাগটা পড়েনি না?'

'না।'

'কিসে পড়বে?'

মেজবৌ এতক্ষণ সকল কথাতে সায় দিয়া গিয়াছেন। এখন আর ভয়

কি ? বলিলেন—'কি জানি ? ছোট ছেলের মত রাগ করেন যা-তা নিয়ে, লজ্জাও করেনা ? সবাই সাধাসাধি করলে—,তা বাবুর পছন্দ হলোনা — শেষে নিজই উঠ্‌লেন। ও বলে ঠিক—'

'কি বলে ?'

'বলে—আপনার মত মন্দ মানুষ আর নেই।'

'স্বামীর সম্বন্ধে এই ধারণা ? দেখলেন কি প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী ?'

'আপনার ঐ রকমই দরকার।'

নীহার শুইতে গিয়া দেখিল,—তত রাত্রেও সুরুচি মেজবৌয়ের ঘরে। বলিল—'মা একি ? বাবু যে একলা ?'

'তোর বাবু কি ছ'মাসের খোকা যে ভয় পাবে ?'

'কখন কি দরকার হয়—ঘুমোন নি এখনো যে ?'

সুরুচি বলিলেন—'দরকার হয় এখানে এসে বলে যাবেন। কে থাকবে খাড়া পাহারা সারাদিন—'

'না, আপনি যান মা—'

'কখনো না—নন্‌ কো অপারেশন করেছি তোমার বাবুর সঙ্গে—তাই আমার এমন আরাম।—কথা বন্ধ হলে তো আরও ভাল। ওঁর সঙ্গে ভালমানুষি করলে আর রক্ষা আছে ?—আমার যখন ইচ্ছে শোব—যখন ইচ্ছে ঘুমোব। তা নয় সব ওঁর খেয়াল মত—'

'নীহার আলো জ্বলছে—নেবাতে হবে না ?' বিশ্বকর্ম্মার কণ্ঠ।

নীহার গেল বাতি নিভাইতে। সুরুচি বলিলেন—'হাতের কাছে আলো,—নেভাতে পারেন না ? নিজেই তো বই পড়ছিলেন ?— দিনরাত ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে মানুষ—সেবার চোটে মেজাজ গেছে বিগড়ে।''

১৭

বিশ্বকর্ম্মা অসাধারণ অন্যমনস্ক। নীহার অসাধারণ সতর্ক।

বিশ্বকর্ম্মার অন্যমনস্কতায় মধ্যে মধ্যে বিপদ বাধে।

একদিন দলবল সহ বিশ্বকর্ম্মা নিজালয়ে আসিতেছেন। পাশের বাড়ীটি নগেন বাবুর,—নগেনবাবুও সঙ্গে আছেন্র। বাড়ী দুটিই একরকম দেখিতে। বিশ্বকর্ম্মা নিজগৃহে চায়ের কথা বলিবার জন্য ভুল করিয়া নগেনবাবুর বাড়ী ঢুকিয়া পড়িলেন। বন্ধুবর্গ মজা দেখিতেছেন—কেহ নিষেধ করিলেন না। নগেনবাবুর স্ত্রী এলোমেলো বেশে গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত—তিনি আচম্‌কা বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া একহাত ঘোমটা টানিয়া পলাইলেন। অপ্রতিভ বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিতে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।

দারুণ লজ্জিত বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বারণ করলেননা কেন ?'

নগেনবাবু বলিলেন—'ফিরে আসবেন নিঃসন্দেহ—তা জানি।,

কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আবার হাসি উঠিল।

দেশের বাড়ীতেও বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ ভুল করেন। বাড়ীর বধূরা এক রকম সাড়ী পরিলে বিশ্বকর্ম্মা প্রভেদ বুঝিতে পারিতেন না। গুরুজনের আধিক্যহেতু বৌয়েরা প্রায়শঃ কিঞ্চিৎ অবগুণ্ঠন যুক্তা। সব সময় ভাল করিয়া মুখ দেখা যায় না। বিশ্বকর্ম্মার বিষম ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। প্রথম বার সুরুচি পরিবেশন করিয়া গেলেন—বৌদি ভাবিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর দেবেন না—'

পরের বার বৌদি আসিলেন। সুরুচি মনে করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর একটু চাট্‌নী দিয়ে যাও।'

একদিন বৌমা সম্পর্কীয়া একজন বধূ ও সুরুচি এক রকম পাড়ের

সাড়ী পরিয়াছেন। বাড়ীতে শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা,—বহুলোক সমাগম। বিশ্বকর্ম্মা অন্দরে আসিয়া বলিলেন—'দিদি আমায় একগ্লাস জল দিতে বল।'

দিদি ডাক দিলেন—'ছোট বৌ—এক গেলাস জল দিয়ে যাও।'

সুরুচি স্নানে যাইতেছেন। বৌমা বলিলেন—'আমি দিয়ে আসি।'

বৌমা মাথায় কাপড় টানিয়া জল আনিয়া বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখে রাখিলেন। চারিদিকে লোকজন, বিশ্বকর্ম্মা এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,—'সারাদিন থাক কোথা? বাড়ী এসে দেখাই পাইনে?'

বৌমা দ্রুতপদে প্রস্থান।—বিশ্বকর্ম্মা জলপান করিয়া বহির্ব্বাটী ফিরিয়া গেলেন। পরে সুরুচি বলিলেন—'তোমার হয়েছে কি? মানুষ চিনতে পারনা? বৌমাকে বলেছ কি?'

বিশ্বকর্ম্মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'কি বলেছি?'

'বৌমা ঘাটে গিয়ে আমায় বললে। সে হেসে বাঁচেনা—তেমনি লজ্জা। বললে—'কাকা বুঝতে পারেন নি।' দিনের বেলা বুঝতে পারনা?'

বিশ্বকর্ম্মা দ্বিগুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'কখন?'

'বৌমা তোমায় জল দিতে গেলে—সেই যে তখন খাবার জল চাইলে?'

'বৌমা আমায় জল দিয়েছেন? তুমি দাওনি? সর্ব্বনাশ!—তাই নাকি? আমিও অবাক হয়ে ছিলাম যে তুমি কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলে কেন? ছি—ছি—ছি—কি অন্যায়! বৌমা কি ভাববেন?'

'ভাববে আর কি? তোমায় সববাই চেনে।'

'দোষ তোমাদের'—কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীর মুখে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর তোমরা একরকম সাড়ী পোরোনা।'

সেই হইতে বাড়ীতে বধূদিগের একরূপ শাড়ী পরা নিষেধ।

১৮

নীহার বিশ্বকর্ম্মার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে পারে। এবং বিশ্বকর্ম্মার ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্ববিধ দুষ্কর্ম্মে কুণ্ঠিত নয়।

একবার বদলী হইবার সময় জিনিসপত্র প্যাক হইতেছিল,—নিঃশব্দে একটি গুপ্তচর সুরুচিকে বলিল—'নীহার কোথা হইতে একটি ভাল তালা ও বঁটি সংগ্রহ করিয়া জিনিসপত্রের সহিত বাক্সজাত করিয়াছে।'

বাড়ী মেরামতের জন্য বিশ্বকর্ম্মা কিছুদিন একটা ভাড়া বাড়ীতে ছিলেন। জিনিস দুইটি সেই বাড়ীওয়ালার,—তালাটা দরজায় ছিল,—বঁটিখানা রান্না ঘরের তক্তায়।

সুরুচি বলিলেন,—'ছি—নীহার ছি, এমন কাজ করোনা।'

'খুব ভাল বঁটি মা—তালাটাও খুব মজবুত।'

'ছি—ছি,—তাই বলে পরের জিনিস নিতে হবে?'

'কে বললে আপনাকে?' নীহার মনে মনে রাগিয়াছে।

'তার নাম বলে আমি বিপদ বাধাই আর কি! যেই বলুক—তুমি রাখ।'

'আচ্ছা—রাখলাম। ভাগ্যি আমরা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। নইলে বাড়ী অমনি পড়েছিল পাঁচ বছর। কে নেবে অত ভাড়া দিয়ে? ভাবি তো তালা!—ভারি বঁটি!—খালি বাড়ীতে পড়ে থাকবে—একজন না একজন নিয়ে পালাবে।' নিকুগে'—আপন মনে বকিতে বকিতে নীহার জিনিস দুটা বারান্দার এক কোণে সশব্দে ফেলিয়া রাখিল।

কিছুকাল পরে সুরুচি আবার খবর পাইলেন—নীহারদের ঘরের দরজায় সেই তালা—এবং উক্ত বঁটিতে মৎস্য কর্ত্তন চলিতেছে! বাড়ীতে ছোট বড় ছয়খানা বঁটি। তরকারী কাটিবার জন্য একখানা মাত্র বাহিরে রাখিয়া বাকী পাঁচখানা নীহার তুলিয়া রাখিয়াছে সযত্নে।

খানিক রাগারাগি করিয়া সুরুচি বলিলেন—'কাউকে দিয়ে দাও ও দুটো। ও গুলো বাড়ীতে রেখো না।'

তখন অন্যত্র বদলী হইয়া আসিয়াছেন,—যাহার জিনিস তাহাকে দিবার উপায় নাই।

নীহার বলিল—'এত বকুনী খেলাম যার জন্যে, সে আর কাউকে দিচ্ছিনে।'

কিছুদিন পরে বাসার ভাল তালা দুইটি হারাইয়া গেল এবং একখানা বঁটি ড্রেনে পড়িয়া নষ্ট হইল। সুরুচি বলিলেন—'এবার হয়েছে ? পরের জিনিস চুরি করলে তার শোধ তুলতে নিজেদের চারগুণ লোকসান হয়—তবু শোধ ওঠে না। সত্যি কিনা দেখ।'

এবার নীহারের চৈতন্যোদয় হইল। বলিল—'দুত্তেরী ! হতভাগা বঁটির এমন গুণ—জানলে কে আনতো ?'

সুরুচি বঁটিটা একজনকে দান করিলেন। তালাটা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ! বাহির হইতে কে লইয়া গিয়াছে।

আর একবার নীহার ডাক বাংলা হইতে একটি ছুরি আনিয়াছিল ! নিজেদের একটা ছুরি হারাইয়াছে মনে করিয়া ডাকবাংলা হইতে আনিয়াছে। শেষে বাড়ী আসিয়া দেখে সে ছুরি বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে।

সুরুচি দেখিয়া বলিলেন—'এটা বাজে ছুরি—তোমাদের ছুরি কি এই রকম ? নিজেদের জিনিস চেনো না ?'

নীহার বলিল—'হারিয়ে গেল কেন ? যা পাই তাই আন্‌লাম। এক একটা ছুরির দাম কি কম ?'

'সবাই মফঃস্বল যায়—কেউ এমন নবাবের মত যায় না। যেমন উনি—তেমনি তুমি ! অত রাজ্যির জিনিস নিলে হারাবে না তো কি ?—এবার মফঃস্বল গেলে ছুরি ডাক বাংলায় ফেরৎ দিয়ে এসো।'

'আচ্ছা দেবো। ও দিলেই কি—না দিলেই কি ! ও সরকারী জিনিস,

ওর কি মা বাপ আছে ? যেমন গাদা গাদা জিনিস তেমনি হারায়। যে পারে—সেই নিয়ে পালায়।'

'তাই তুমি নিয়ে পালিয়েছ ? ভাল চাওতো ফিরিয়ে দিও।'

'দেবো—দেবো। যে ছিরিব ছুরি!—কি করবো ও দিয়ে ? ফেলে দিয়ে আসবো এবার '

তারপর সুরুচি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। নীহার বহুবার বিশ্বকর্ম্মার সহিত সেই ডাকবাংলায় গিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ছুরিটা আর ফিরাইয়া দেয় নাই। দেয় নাই ইচ্ছা করিয়া।

তারপরে পুনঃ অন্যত্র বদলী হইয়া আসিলে নির্ভয়ে নীহার ছুরিটা বাহির কবিল। অনেক তিরস্কার অনুযোগ সহ্য করিল। সুরুচি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা নীহারকে বেশী কিছু বলেন না। শুধু বলিলেন—'অমন কাজ করতে গেলি কেন ?'

সমস্ত কাজ নীহার সেই ছুরিটায় করে। সুরুচি সেটার নামকরণ করিয়াছেন—'চুরি করা ছুরি।'

ছুরিটায় বেশ ধার। কাজের সময় সবাই খোঁজে।—'কৈ চুরি করা ছুরিটা কই ?'—'চুরি করা ছুরিটা আন্‌তো'—অজানা লোকজনের সামনে লজ্জা পাইয়া নীহার বলে—'রাম—রাম।'

'মা অমন করে বলবেন না।'

ফণী বলে—'চুরি করেছিলি কেন ?'

'চুরি করিনি।' তবু নীহার অস্বীকার করে !

ঠাকুর বলিল—'এই কাজ যদি আর কেউ করতো—বাবু আস্ত রাখতো না—'

ফণী বলিল—'তোর সাতখুন মাপ'—

সুরুচি বলিলেন—'কিন্তু স্বভাব দিন দিন মন্দ হচ্ছে'—

—'মন্দ ?—আমি মন্দ ?—আমি খুব ভাল—খুব ভাল ! আমি কিছু

খারাপ কাজ করিনি। কত ভদ্দর লোকে পরের জিনিস পকেটে পুরে নিয়ে যায়—বাবুর দেশ্‌লাই গুনো তো বাবুরাই নেয়!—আমি কখনো মন্দ কাজ করিনে—'

ফণী বলিল—'নে—নিজের সুখ্যাতি নিজে করিস্‌নে—চুরি করে বড়াই করা হচ্ছে!'

১৯

বিশ্বকর্ম্মা লম্বা ছুটি লইয়া ফেলিলেন।

চাকরীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া এবার ছুটি লইয়াছেন। কাঁহাতক আর খাটিতে পারা যায়? তিনিও মানুষ,—বিশ্রাম করিবেন না—এ কোন দেশী কথা?

বাঙ্গালী কি অবসর যাপন করিতে জানে? জোঁকের মত চাকরীতে আট্‌কিয়া থাকে। লবণ বা চূণ ব্যতীত ছাড়ানো বিপদ।

এক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক্—কিঞ্চিৎ চূণাধিক্য ঘটিয়াছে—অর্থাৎ বে-পরিমাণ খাটুনীতে বিরক্তি জন্মিয়া গেল। কিন্তু বাঙ্গালী তো সোজা বুঝ বোঝেনা, সরল কথার পিছনে গভীর অর্থ আছে ভাবিয়া বসিয়া থাকে।

কেন থাকিবেনা? চাকরী আর বাঙ্গালী,—বাঙ্গালী আর চাকরী,—বাঙ্গালী ছাড়া চাকরী নয়,—চাকরী ছাড়া বাঙ্গালী নয়—সম্বন্ধ কেমন?—ঠিক চুম্বক আর লৌহ।

ব্যবসা বাণিজ্য—শিল্পকলা—কৃষি বিজ্ঞান—ভারত ছাড়িয়া বহুকাল সাগর পারে পলায়ন করিয়াছে। বাঙ্গালীই তাড়াইয়াছে। একজন বাঙ্গালী প্রাণপণে একটা *প্রতিষ্ঠান* যদি গড়িয়া তোলে—দশজন বাঙ্গালী কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইবে সেটা পণ্ড করিতে।—বাংলায় কি টিকিবে? কে টিকিবে? কেমন করিয়া টিকিবে? বাঙ্গালীর জন্য বাংলা গেল!—

তাই আজ চাকরী ভিন্ন গতি নাই। দ্রাক্ষাফলের মত ডালে ডালে চাকরী ঝুলিতেছে, নীচে বাঙ্গালী প্রাণপণে ডাকিতেছে,—কই চাকরী—কোথা চাকরী? চাতক যেমন জলবিন্দুকে ডাকে।—ভাল হোক, মন্দ হোক—ছোট হোক—বড় হোক—চাকরী একটা চাই-ই চাই! অভাব নাই যার—সেও এই লোভে সম্পত্তি ফেলিয়া চাকর সাজে। যাক—এ সব বাজে অবান্তর কথা।

বিশ্বকর্ম্মার ভবনে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। পূজার ছুটীর পরে সরোজ সুধীর ফিরিয়া বোর্ডিংএ থাকিবে। ফণী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছে—অতএব পড়া শেষ,—ছুটীর পরে রাজসাহী যাইবে নূতন চাকরী করিতে। অর্থাৎ কাজ শিখিতে।

'শোনো শোনো এবার বাড়ী,—বুঝলে? বাড়ী?'

'সু খবর।'

'সু খবর? সে আমার,—তোমার নয়। মজা করে হাওয়া খাওয়া চল্‌বেনা, বাহাদুরি চল্‌বেনা। আমার ওপর চোটপাট চল্‌বে না, বুঝেছ? এবার ট্রেণিং কলেজ,—বৌ সেজে থাক্‌তে হবে।'

'আচ্ছা।'

শ্বশুর বাড়ী মেয়েদের ট্রেণিং কলেজ,—বিবাহের পর সেখানে কিছুদিন না থাকিলে শিক্ষা সম্পুর্ণ হয় না। সুরুচির নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের বছর দুই পরে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মস্থলে। পূর্ব্ববঙ্গ বাসীদের বিদেশের বাসা লোকজনে ভরা থাকে। অল্প বয়স হইতে গিন্নীপনা করিয়া ও লোকের সুখ্যাতি পাইয়া সুরুচির কিছু গর্ব্ব আছে যে তিনি পাকা গৃহিণী। কিন্তু দেশের বাড়ীতে পদার্পণ মাত্র চারিদিক হইতে শোনা যায়—'ছোট বৌটা কোন কর্ম্মের নয়।'

সুরুচির পিতার মতবাদ প্রাচীন তন্ত্রের। বিপুল একান্নবর্ত্তী পরিবারে তিনি মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন। এবং বিশ্বকর্ম্মা বিবাহের অল্পদিন পরে

সুরুচিকে বিদেশের বাসায় লইয়া যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মেয়েরা বাপের বাড়ী বেশীদিন থাকে সেটাও তিনি ভালবাসেন না। নিজে উদ্যোগ করিয়া মেয়েদের শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন।

বিশ্বকর্ম্মা একবার শ্বশুরবাড়ী দেখা করিয়া আসিবেন চেষ্টায় আছেন। হেনকালে দ্বিজেন আসিয়া উপস্থিত।

'কি রে? কি?'

'কিছুনা—আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'বেশ বেশ—চল্—'

পরের দিন পিতার এক পত্র আসিল—

পরম কল্যাণ বরেষু—

তুমি যাইবার আগে অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে। অসুবিধা না হইলে শ্রীমতীকেও সঙ্গে আনিবে। অপর সংবাদ—শ্রীমান্ বীরেনের বিবাহ উপলক্ষে নুনু ও গোপু দিবারাত্র লেখাপড়া ছাড়িয়া আজ দুই মাস যাবৎ কেবল হৈ চৈ লইয়া আছে। সরযূ বার বার বলায় কোন ফল হয় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমি আজ দিন কয়েক হইল শ্রীমান্ গোপুকে উত্তমরূপে প্রহার করায় সে সংযত হইয়াছে। কিন্তু নুনুর পরিবর্ত্তন হয় নাই। উপরন্তু সরযূর সহিত রাগারাগি করায় অদ্য তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছি। খুব সম্ভব সে তোমার তথায় গিয়াছে। তুমি পত্রপাঠ তাহাকে রওনা করিয়া দিবে। যদি না আইসে—তবে তাহার অদৃষ্টে বিশেষ কষ্ট আছে। আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা লইবে। তুমি কবে আসিবে জানাইলে ষ্টেশনে বন্দোবস্ত রাখা হইবে। ইতি—

সুরুচি চিঠি পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন—'বাবা কি সুন্দর লিখেছেন গুরুতর প্রহার খেয়ে এসেছে—দেখে কিছু বুঝিনি তো? এখানে এলি বাবা জানলেন কি করে?'

'ষ্টেশনে দীনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে হয়ত বলেছে।'

বিশ্বকর্ম্মা বারবার অভয় দেওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন দেড়টার গাড়ীতে আবার বাড়ী ফিরিয়া চলিল—'নাঃ—বাবাকে কিছু বিশ্বাস নেই। এখন যাওয়াই ভাল।'

তারপরে জানা গেল—দ্বিজেন বাড়ী গিয়া পিতার হাতে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'আমার কাছে কি? তোমার দিদির কাছে মাপ চাও।' তখন খুসী মনে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতর গিয়া দূর হইতে ডাকিয়া বলিয়াছে—'দিদি—মাপ টাপ করবে কিনা বলো?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ'—কর্ত্তার সে সব নেই।'

সুরুচি বলিলেন—'বাবা ছেলে মেয়ে কাউকে গ্রাহ্য করেন না।'

'ছেলেরা তাঁর সবাই ভাল—কিন্তু মেয়েরা—'

'কি?'

'থাক—সেটা বলে এখন গোলমাল বাধাতে চাইনে—'

'যা খুসী বলগে—আমিও তোমার কোন কথা বিশ্বাস করিনে।'

'কি বললে?—আমি অবিশ্বাসী?'

'একশোবার।'

২০

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা—পূরে কি আশা?'

গোয়ালন্দ মানে দেশ—ষ্টীমার মানে বাড়ী। ঢাকা ময়মনসিংয়ের ইজারা করা মহল।—'আপনি কোথা যাবেন?'—'ঢাকা—আপনি?'—'ময়মনসিং।'—এই দুই জেলার ঘর সংসার যেন ষ্টীমার। কত আত্মীয়জন আবিষ্কার—কত নিমন্ত্রণ। পুত্র কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া যায় জলযাত্রা পথে!—

ভোর বেলা ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টীমারোদ্দেশে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে—'এই যে,'—'কবে এলেন?'—বাড়ী যাচ্ছেন?'—'বেশ—বেশ'—'কদ্দিনের ছুটি?'—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে অবিরত প্রশ্ন তরঙ্গ।—তুমি কোন দিকে চাহিবে? কার কথার উত্তর দিবে?

'আজ্ঞে—ছোট কত্তা—অনেক কাল পরে দেহি—?'

'হ্যাঁ—ছমির ভাই, তুমি কোথেকে?'

'উত্তুর—উত্তুরে আছি। ছ্যাড্ডা বচ্ছর পর বাড়ী আইলাম। ইষ্টিমারে কথা কইমু অনে—টিকটটা লইয়া আসি আগে—'

সারি সারি ষ্টীমার নদীকূলে দাঁড়াইয়া ধূমোদ্‌গীরণ করিতেছে। পদ্মার চেহারা দেখিবার উপায় নাই।

কেবিনের ভিতর ভয়ানক গরম। অথচ গোয়ালন্দে পা দিয়া বধূ সাজিবার নিয়ম। কারণ হঠাৎ যদি কোন শ্বশুর ভাসুর দেখিয়া ফেলেন—বৌ বাহিরে ঘোরাফেরা করিতেছে—সেটা ভাল নয়।

আশ্বিন শেষের নদী কূলে কূলে ভরা,—ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস। অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরও কেবিনে থাকা সম্ভব হইল না। বাহিরেই বসিতে হইল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'গৈরিক বসনা পদ্মা নদী।'

সুরুচি বলিলেন—'পদ্মা নদী নয়, নদ—মহাপদ্মনদ।'

'কে বললে তোমায়?'

'মহাভারতে—পড়ে দেখ না। পদ্মাবতী নদী কোথাও পাবে না। আচ্ছা—এ কি সব পদ্মা?'

'না। পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র এক সঙ্গে মিশেছে।'

ষ্টীমার পথে স্পষ্ট দেখা যায়—যেখানে পদ্মা যমুনার মিলন—এক দিকে গভীর কাল স্বচ্ছ অতল স্থির যমুনা, অপর দিকে গৈরিক বর্ণা বিপুল তরঙ্গময়ী পদ্মা, মিশিয়াও মেশে নাই,—মিলন রেখাটি স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

একাকার না হইয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। আশ্চর্য্য রূপ—আশ্চর্য্য দর্শন !

সূর্য্যোদয়ের আগে ষ্টীমার ছাড়িল।

জোর বাতাসের ঝাপটায় ক্যাম্বিসের পর্দ্দাগুলি আছড়াইতে লাগিল, ষ্টীমারের লোকেরা সেগুলি তুলিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। তখন ডেকের উপরে অবাধ বাতাস বহিতে লাগিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এই বেলা ঝগড়া যা করবে করে নাও, বাড়ী গিয়ে তো ওটা চল্‌বে না ? তোমার দিন কাট্‌বে কি করে আমি তাই ভাবছি।'

'তোমার ভাবনার দরকার নেই।'

'নিশ্চয় আছে। ধর্ম্মসাক্ষী করে তোমার সব ভার নিয়েছি—ভাববো না ? বাড়ী গিয়ে তোমার দশা মনে করে আমার যা হাসি পাচ্ছে—'

'হাসি পাচ্ছে ?'

'ওঃ না—না, ভুল—ভুলে বলেছি ! কান্না—কান্না পাচ্ছে। আজকাল কি হয়েছে আমার— একটা বলতে আর একটা বলে ফেলি—'

অকুল জলপথে ষ্টীমার ছুটিয়াছে। লোকজনের ব্যস্ততা ও চলাফেরা কমিল—যার যার মত আস্তানা লইয়া বসিয়াছে। ফিমেল ও মেল্ ইন্টার ক্লাশ পাশাপাশি—তাহার ধারে ষ্টীমারের কোণের দিকে রেলিংয়ের কাছে সতরঞ্চি পাতিয়া আট দশজন লোক আরামে বসিয়া মজলিস করিতেছিল। ইহারা উত্তর ফেরৎ - অর্থাৎ অভাবে কষ্টে দেশে খাইতে না পাইয়া বছর কয়েক আগে উত্তর দেশে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানে পতিত অনাবাদী শত শত বিঘা জমি নামমাত্র খাজনায় জমা লইয়া চাষবাস করিয়াছে। বিস্তীর্ণ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিয়াছে।—ফলে অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ সেইদিকে বাড়ীঘর করিয়া রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ দেশে আনাগোনা করে। স্ত্রী পুত্রকে দেখিতে কিম্বা লইয়া

যাইতে আসে।— জিজ্ঞাসা কর,—জায়গার নাম বলিবার অভ্যাস নাই, —'কোথা থেকে এলে ?' 'উত্তর থেকে।' নাটোর হইতে জলপাইগুড়ি বা আসাম অঞ্চল সবই উত্তর।

বিশ্বকর্ম্মা একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন না।—একবার উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, চেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করেন। আবার বসেন। হাওয়ার ঝাপটায় সিগারেট ধরে না। তখন ক্যাবিনে ঢুকিতে হয়।

সেই উত্তর প্রবাসীগণের গায়ে সাফ ছিটের ফতুয়া, কোরা ধুতিপরা—কাঁধে নূতন গামছা—তেল চক্‌চকে চুলে টেরি কাটা। একান্ত মনে নিজেদের সুখ দুঃখ ও কঠোর অভিজ্ঞতার আলাপে মগ্ন। কিন্তু মুখের চেহারায় দুর্ভাবনার ছাপ নাই। দেশ ছাড়িয়া দুর্দ্দশা ঘুচিয়াছে।

কয়েকজন একজোড়া নূতন তাস বাহির করিয়া খেলিতে বসিল। খেলা জানেনা ভাল,—উৎসাহে অজ্ঞতা ঢাকা পড়িয়াছে। দুইজন গলা মিলাইয়া গান ধরিল,—প্রথমে সুর সাধনার উচ্চ বোলে কিছু জানিতে পারা যায় না।—ক্রমে স্বর একটু নামিল—সুরও আয়ত্বাধীন হইল—তখন গানের ভাষা বোঝা গেল—

নাও ভিড়িবে তোমার ঘাটে—
অধেক রাতের পরে—
পরাণ কাঁপে বন্ধু আমার
যদি না থাক ঘরে—
বিদেশ ছাড়ি দ্যাশে আইলাম—
কেবল তোমার লাগি—
নদীর জলে বৈঠা হাতে—
দিবস রাতি জাগি—।

দুইজন রংকরা টিনের সুটকেশ বাঁয়া তবলার মত বাজাইয়া গানের তাল দিতেছে। গানের সুর অতি গভীর ও উদাস। ঝোড়ো বাতাস—

নদীর ঢেউয়ের কল্লোলধ্বনি—ষ্টীমারের সুতীক্ষ্ণ বাঁশীর হুঙ্কার সেই বিবহী সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়া যে অপূর্ব্ব সুর সঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে—সেই প্রকৃত ভাটিয়ালী সুর কোন রেকর্ডে, কোন রেডিয়োতে বাজিতে পারবে না। জলপথে যাহার উৎপত্তি ও বিকাশ,—স্থলে তাহা ফুটিবে কি রূপে ?

বিশ্বকর্ম্মা ও বিখ্যাত ভাগ্যকুলের এক ভাগ্যধর বন্ধু অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া গান শুনিতেছেন।

ষ্টীমার অনেকক্ষণ আরিচা-নগরবাড়ী ছাড়াইয়াছে। এবার একটা ষ্টেশন দেখা দিল। ক্রমে তটভূমি কাছে সরিয়া আসে। সেই খাড়া পাড়ে যাত্রীগণ ষ্টীমারের আশায় দাঁড়াইয়া আছে। দলের একটি অল্প বয়সী ছেলে আসিয়া ডাকিল—'অ মামু, ইষ্টিশান আইল—'

কেহ তাহার কথায় কাণ দিল না।

সশব্দে ষ্টীমাব ভিড়িল। কত যাত্রী উঠিল—নামিল, সেই গোলমালেও তাহাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিল না। গানের সুর এখন নামিযাছে—গায়কেরা গুণ্ গুণ্ করিয়া গাইতেছে।

ছেলেটি আবার ডাকিল—'অ চাচা—আরে অ মামু, নামবানা ? ইষ্টিমার ছাইরা দিবে যে ?'

গায়কেরা মুদিত নেত্র।—চক্ষু মেলিল না—উত্তরও দিল না। একজন বাদক ভয়ানক বিরক্ত হইয়া ধমকাইয়া উঠিল—'যাঃ দেক্ কবিস্ না !'

একটু পরে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। সুরুচি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'সত্যি ওরা নাম্‌লে না ? কি কববে এখন ?'

'আর কি করবে ? গানের ধাক্কা সাম্‌লাক এবাব।'

বিশ্বকর্ম্মা বেশ খুসী।

হঠাৎ বাঁশীর গর্জ্জনে বোধ হয় এক গায়কের হুঁস হইল। সচকিত ভাবে চোখ চাহিয়া বলিল—'এ কি ? এ কোন ইষ্টিশান ?'

তটভূমি তখন সরিয়া যাইতেছে, অন্য একযাত্রী বলিল—'আরাইলে।' —(আরালিয়া)

'আঁ্যা—আঁ্যা, আমরা যে এখানে নাম্‌বো? অ চাচা,—কওনা কি করি?'

'সারং রে কমু? এ ডা হইল কি?'

সেই যাত্রীটি বলিল—'অনেক দূর চলে এসেছে, সারেং এখন ষ্টীমার ফেরাবে না।'

এবার সেই ছেলেটি আসিয়া একটু জোরের সঙ্গে বলিল—'খুব অইচে! তিন তিনবার ডাক্‌লাম, তা উল্‌টা ধমক! গানই করেন—গানই করেন!—গরীবের কথা কানে যাইব ক্যান্? যাওনা এহন বাড়ী? রাত আদ্দেক না হলি আর না।'

কেহ দাঁড়াইয়া রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া বিলীন প্রায় ষ্টেশনটা দেখে,—কেহ অস্থির হইয়া ঘুরিতে লাগিল। কেহ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। শেষে ভারিক্কি একজন লোক,—দলের সে মামু,—সেই বলিল—'ভাবনাডা কি? জেনানা নাই সাতে—ভয় কিসির? স্বমুক ইষ্টিশানে নাম্‌বো—একখান নাও ভাড়া নিয়ে শো শো করে চলে আসবো। খ্যাও—খ্যাও—পান তামুক খাও—সোমায় দেখ্‌তি দেখ্‌তি যায়—বইয়া থাকেনা!—'

অতঃপর আবার তাস খেলা আরম্ভ হইল বটে—কিন্তু গাছাড়া ভাবে।—কোথায় বেলা বারটায় ঘরে পৌছিবে, না নিশি রাত্রি।—গানের কথাটাই সত্য হইল অবশেষে!

পরের ষ্টেশন না আসিতেই তাহারা পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি লইয়া নামিয়া গেল। নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবে—যতক্ষণ ষ্টীমার না ভিড়ে।

বিশ্বকর্ম্মার ষ্টেশন আর আসেনা। বেলা দুইটা—ষ্টীমার প্রায় খালি,—তবু তাঁহাদের যাত্রার বিরাম নাই। কেবিনে আধঘণ্টা ঘুমাইয়া আসিয়াছেন। অলস ভাবে চেয়ারে পড়িয়া এবং সিগারেট ধ্বংস করিয়া

কতক্ষণ কাটানো যায় ? দারুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'এই দুঃখে বাড়ী আসতে চাইনে হতচ্ছাড়া ষ্টেশন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।—তাও কি নিস্তার আছে ? নৌকোয় আরও পাঁচটি মাইল !'

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ধুপুরিয়ার মিঞা ভাইদের কয়েকজন ষ্টীমারে ছিলেন। তাঁহারাও একই ষ্টেশনে নামিবেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী—লক্ষপতি বংশ। গ্রামে আসা যাওয়া আছে। নিজেদের জন্য নিজ গ্রামে মস্ত এক বাজার বসাইয়াছেন। অধিকাংশ বাঙ্গালীর মত বিদেশের অন্ধ মোহে পড়িয়া দেশের মায়া বিসর্জ্জন দেন নাই। ষ্টীমারে আছেন বেশ মনের আনন্দে,—বিশ্বকর্ম্মার মত অধৈর্য্য নহেন—সময় মত নামিবেন—ব্যস্ততার কি আছে ?

২১

দেশের বাড়ী তো এখন ভাসমান দ্বীপ। বাড়ীর লোকসংখ্যাও যেমন —ঘাটে ঘাটে. ছোট বড় ডিঙ্গী নৌকাও তেমনি। যখন যার যেখানে যাইবাব দরকার—অমনি একটাতে চড়িয়া বসিয়া রওনা হইল। কর্ত্তা ব্যক্তিদের অবশ্য ষোল আনা সুবিধা,—কিন্তু অল্প বয়স্কদের অসুবিধার শেষ নাই ! জনে জনের নিকট অনুমতি লইয়া তবে নৌকা খুলিতে পাইবে। দৈবাৎ না বলিয়া কোথাও গেল্প তো কৈফিয়তের চোটে নাস্তা নাবুদ।—দেখিয়া শুনিয়া ফণী বাড়ীর পিছন দিককার কলা ঝাড় হইতে বড় বড় কয়েকটি কলাগাছ কাটিয়া ভেলা বাঁধিতে বসিল। ইহাতে ছোটদের আনন্দের সীমা নাই। পরম উৎসাহ ছুটাছুটি করিয়া তাহারা ফণীর কাজে সাহায্য করিতেছে।

বিশ্বকর্ম্মা সুদক্ষ নাবিক—ছেলেবেলা অষ্টপ্রহর দাঁড় বাহিয়া বেড়াইয়াছেন।

সুরুচির জলে বেড়াইবার বেজায় সখ। সাঁতার জানেন না। কোথাও যাইতে হইলে বিশ্বকর্ম্মা নিজে বৈঠা হাতে করেন। যখন তখন নৌকায় উঠিতে কড়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পাশের পাড়া এক নূতন বৌ দ্বিরাগমনে আসিয়াছে। ঘাটে নৌকা নাই। ফণী বলিল—'খুব বড একটা ভেলা বেঁধেছি আজ—আসুন, তাইতে করে পার করে দি।'

বিশ্বকর্ম্মার দিদি বলিলেন—'থাম্‌না, নৌকো আসুক, এত তাগাদা কি ?'

সে কথা কে শোনে ? ছেলেপিলে বৌ ঝি সব ঝুপ ঝাপ বাহির হইয়া ভেলায় উঠিল। দিদি বলিলেন—'বও—যে কাপড পরাব 'চরি—ছোট বৌ এখান আস্‌বে ?'

একটু পরে সুরুচি আসিলেন। ভেলায় চাডবার নিয়ম জানা চাই। সুরুচি জানেননা। এক পা ঘাটে—অপর পা ভেলার একেবারে কিনারে রাখিয়া যেমন ভর দিয়া উঠিতে যাইবেন,—ভেলার একদিক জলের ভিতর ঢলাইয়া গিয়া অপরদিকটা খাড়া হইয়া উঠিল!

তৎক্ষণাৎ পা পিছলাইয়া সুরুচি সড়াৎ করিয়া জলে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড হাতে দণ্ডায়মান ফণী ভেলা হইতে ছিট্‌কাইয়া গিয়া পাঁচ হাত দূরে ঝপাং করিয়া জলে পড়িয়া গেল। ছেলেপিলে শুদ্ধ মেজবৌয়েরা ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া উঠিলেন। এ ঘাট হইতে ও ঘাট পর্য্যন্ত জল তোলপাড করিতে লাগিল। ভেলাটা আবার সোজা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে গিয়া একটা গাছে ঠেকিয়া রহিল।

দিদি হাসিয়া কুটপাট!—জলের মধ্যেও সকলের কি হাসি!

ভিজা বিড়ালের মত একে একে সকলে উঠিয়া বাড়ীতে ঢুকিল দিদি বলিলেন—'ছোট বৌটা একেবারে ধানের ছালা, দিলে সক্কলকে নাকানি চুবুনি খাইয়ে অবেলা করে।'

শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ভেলায় চড়তে জানোনা ? শুধু আমার সঙ্গে পার। বচনে কি কাজ হয় ?—স্বাভাবিক বুদ্ধি চাই—বুঝলে ?'

একে এতবড় একটা লজ্জা—তার উপর বিশ্বকর্ম্মার টিপ্ পনি যুক্ত মন্তব্য,—সুরুচি রাগিয়া বলিলেন—'তোমার খুব বুদ্ধি আছে ? সব শুদ্ধ জলে পড়ে গেলাম—একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে—কি 'আহা' 'উহু' করবে,—না উল্টে বকুনি ! এমন বেদরদী দেখিনি।'

'ঠিক্ তো—আহা—আহা, কোথা লেগেছে ? হাত পা ভাঙ্গেনি তো ?'

'যাও—যাও।'

বাড়ীতে সুরুচি সুনাম অর্জ্জনের চেষ্টায় থাকেন। সকাল বেলা দুধ জ্বাল দিতে বসিয়াছেন,—দিদি দেখিয়া বলিলেন—'তুমি পারবেনা, ধরিয়ে ফেলবে। রাখ—রাখ—মেজবৌ আসুক—'

কে একজন বেড়াইতে আসিয়াছে,—'তোমাদের ছোট বৌকে দেখতে এলাম—সেই ছোটবেলা দেখেছি। এখন কাজকর্ম্ম পারে ?'

'পারে একরকম। একা একা বিদেশে থাকে—শিখবে কি ?'

'তা বাড়ীতে রাখনা—শিখুক—পড়ুক।'

হঠাৎ দুধ উথলিয়া পড়িতে পড়িতে সুরুচি সামলাইয়া লইলেন—তবু একটু পড়িয়া গেল।

আবার শোনা গেল—'কৈ ছোট বৌ ? ওখানে একটি মেয়ে দুধ জ্বাল দিচ্ছে দেখে এলাম।'

মেজবৌ জবাব দিলেন—'ঐই ছোটবৌ।'

'বল কি ? একেবারে মাথায় কাপড় নেই। বৌ ঝিরা কি মাথায় কাপড় দেবেনা ? একি বৌ রাজার দেশ ?'

সর্ব্বনাশ ! কে কখন উঁকি দিয়া দেখিয়া গিয়াছে—সুরুচি জানেননা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—ট্রেণিং কলেজে কিছুদিন থাকিবেন।

স্ত্রীর দুর্গতি দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে হাসেন। সত্যযুগের স্বামী স্ত্রীর মত সুখে দুঃখে এক প্রাণ একালে হয় না।

তারপরে দলে দলে লোকে দেখিতে আসে—যেন নূতন বৌ! আবার দিদি যখন বলেন—'ছোট বৌ, তুমি ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেতে বসো—অত বেলা অবধি থাকতে পারবে না,' তখন সুরুচির কান্না পায়।—এই কি গৃহিণীর সম্মান? কৈ বিদেশে এমন কথা কেউ বলিয়াছে? কত সুখ্যাতি কত প্রশংসা বন্ধু মহলে। সে সব এখন কোথার গেল?

ফণীও সুরুচির গৃহিণীপনা মানেনা। বয়সে সে সুরুচির বড়—সেই গর্ব্বে কথায় কথায উপদেশ দেয়—'সেদিন বিয়ে দিয়ে আন্‌লাম—ডান বাঁ জ্ঞান ছিলনা, তার এত বাহাদুরি কেন?'

বাহাদুরি?—বাড়ীতে অপটু সুরুচি সকলেব করুণার পাত্র!—'বিয়ের পর থেকে বিদেশে—কে শেখায়—বোঝায়,—সব তো ওরা 'ছাও কত্তা—বৌ গিন্নী,'—সারাদিন এই সব শুনিতে শুনিতে সুরুচির মন খুব ভাল নয়।

২২

বিবাহ ব্যাপারে বিশ্বকর্ম্মা বড় উৎসাহী। এক জন ফার্ষ্ট ক্লাশ ঘটক। আশা করি কন্যা ভার গ্রস্ত পিতারা আশ্বস্ত হইবেন। তিনি মধ্যস্থ থাকিলে দেনা পাওনার কথা উঠে না। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে গ্রামের অনেকগুলি অরক্ষনীয়া কন্যা পরিণীতা হইয়া পিতা মাতাকে নিশ্চিন্ত করিল।

এ বার সেজ দাদার মেজ মেয়ের পালা।

মামাতো ভাই বসন্ত দা বড় রঙ্গদার সদানন্দ মানুষ।

তিনি বলিলেন—'হুঁ—মেয়ের মা'র পা ছড়িয়ে বসে আর সুপুরি কাটা চলবে না,—মেয়ের বিয়ে আস্‌ছে।'

মেয়ের মা বলিলেন—'আস্‌ছে তো আমার কি? বুঝবেন নিজেরা।'

আর এক বার বসন্ত দাদা বাড়ীব ভিতর আসিয়া বলেন—'দিদি',

'কি?'

—'বলছিলাম কি—খুব ভাল তাবিজ পাওয়া যায,—পরলে ছেলে পিলে হবেই। তা শৈলেন বোসের বৌয়ের জন্যে একটি—আর এই বৌ ঠাকরুনের জন্যে একটি—'

শৈলেন বোস বসন্তদার স্বগ্রামবাসী। তাঁর স্ত্রী পনেরটি সন্তানেব মা। সেজ দাদার স্ত্রীর নয়টি সন্তান।

দিদি অবাক্, 'ওমা—ওদের আবার তাবিজ কেন? বল কি?'

'এই বাঁজা নামটা গেল না। কত বড় ভাবনার কথা! আপনাদেব একটু হুঁস নেই।'

দেওর ভাজে ভীষণ বাগ্ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আর সকলে শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি।

সেজ দাদা নিজে গেলেন কন্যাব পাত্র দেখিতে। মেয়ে তেমন অরক্ষনীয়া নয়। তবে বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রণায় নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই।

সেজ দা ফিরিলে সকলে ঘিরিয়া ধরিল। অহঙ্কারে তিনি কথাই কন না। বাড়ী হইতে বাহির হওয়া তাঁর কালে ভদ্রে। এক বার কোথাও গেলে ছয় মাস চলে সেই ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনার জের।

রাত্রে বৈঠকখানায় সভা বসিল। বৌয়েরা শীত উপেক্ষা করিয়া আনাচে কানাচে উঁকি দিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিল। বৈঠকখানার দ্বার জানালা বন্ধ। ঝি নিঃশব্দে একা বারান্দাব দরজার ফাঁকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত দা প্রশ্ন করিতেছেন।—ওদিকে বড় দাদা লেপ গায়ে অর্দ্ধ শয়ান —গম্ভীর মুখ। তিনি কৌতূহল প্রকাশ করিতে পারেন না। সেজ দা কেবল চোখ বুজিয়া তামাক খান—কথা কন না। শেষে বলিলেন—'এখান

থেকে তো গেলাম ষ্টীমার এলো ঘণ্টা দুই পরে,—বসেই আছি—বসেই আছি।'

বসন্ত দা বলিলেন—'জামাই দেখলেন কেমন?'

'ষ্টীমারে এর ওর—তার—অমুক ঘোষ, অমুক মিত্তিরের সঙ্গে দেখা হলো,—কত কথা—কত আলাপ,—আমায় যেতে বলেছে।'

অসহিষ্ণু বসন্ত দাদা প্রশ্ন করিলেন—'তার পরে?'

'দাঁড়া না, অত ব্যস্ত কি?' বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া সেজ দাদা কথা ব'লিতে পারেন না।

'তার পরে পৌঁছলাম জামাইয়ের বাড়ী—কি ভদ্র—কি আদর। বড় ঘর হলে অমনি হয়। জামাই বাড়ী ছিল না—অফিসে কাজ করছিল।'

'তবে অত আদর করলে কে?'

'তোর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই—নিরেট গাধা। জামাইয়ের মা নেই? ভাই নেই?'

'ওঃ—তারপর জামাইকে খবর দিলেন বুঝি?'

'না। আমার তাগাদা—ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরবো। খবর দিলে সে তিন ঘণ্টা পরে আসুক—আর আমি বসে থাকবো বুঝি?'

'এত তাগাদা আপনার কি ছিল?'

'তুই তার কি বুঝবি? নতুন কুটুম বাড়ী গিয়ে আমি রাত্রি বাস্ কার আর কি! তুই হলে সাত দিনে নড়তিস্ নে।'

'নিশ্চয়ই না। কুটুম বাড়ী যাওয়া ভাল মন্দ খাওয়ার জন্যে—নড়বো কেন?' আচ্ছা—তারপরে?'

'গেলাম,—গিয়ে দেখি একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ ছয় জন বসে আছে, সব এক বয়সী। সরকারী চাকরী তো নয় যে দশটা পাঁচটা বাঁধা কাছারী করবে? যখন ইচ্ছে যাচ্ছে—বাড়ীতে আসছে।'

'পাঁচ ছয়টির মধ্যে চিনলেন কি করে জামাই কোন্‌টি?'

'তুই চিনতে পারতিস নে,—আমি কি তোর মত বেকুব ? জামাইয়ের ভাইকে নিয়ে গেলাম সঙ্গে।'

'ও—আমি ভাবছি একাই গেলেন,—তারপর ?'

'কি প্রকাণ্ড টেবিল ! আমাদেব বাড়ীতে তত বড টেবিল নেই,—এই ফরাসটার মত বড়। ঘরটা জুড়ে রয়েছে। পায়াগুলো বাঘের থাবার মত—'

'অত বড় টেবিল ঘরের মধ্যে ধরলো কি করে ?'

'তুই একটা যাচ্ছেতাই। তোকে কিছু বলা না বলা সমান। ঘর বড় হতে পারে না ? প্রকাণ্ড ঘর,—মস্ত মস্ত দরজা ! যেমন ঘর তেমনি টেবিল, না হলে মানায় ? টেবিলের বার্নিশ—'

'টেবিলের কথা অত আমাদের শুনে দরকার কি ? জামাই কেমন তাই বলুন না।—আমরা কি টেবিলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবো ?'

'তুই থাম বসন্ত ! তোর ভারি কু অভ্যাস—কথায় কথায় বাধা দেওয়া। কথার আগা শোনা নেই—গোড়া শোনা নেই—মাঝখান থেকে খালি টানাটানি;—ও তে কি বলাই যায়—না বোঝাই যায় ? তোর মতন আহাম্মক আর আমি একটা দেখিনি।—'

যা হোক, দুই ভাইয়ের বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবিধ বর্ণনায় প্রকাশ পাইল যে জামাই ভাল...দেখিতেও স্বভাবেও। নিজে যত্ন করিয়া ভাবী শ্বশুরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়াছে। এবং পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়াছে।

আর কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পরে জানা গেল—সেজ দাদা একটি কাজ ভাল করেন নাই। নগদ পণের পরিমাণ জামাইয়ের মা যা বলিয়াছিল—বিনা বাক্যে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

বসন্ত দাদা বলিলেন—'এটা আপনি করেছেন কি ? যত কমে হয়—তাই ঠিক করবার জন্তে আপনার নিজের যাওয়া। না হলে তো যাকে

তাকে পাঠানো যেতো। যা চেয়েছে,—তাতেই রাজী হয়ে এলেন কি বলে ?'

সেজ দাদা উষ্ণ হইয়া বলিলেন—'রাজী না হয়ে উপায় কি ? তারা যে আমায় ছাড়ে না, আমার ষ্টীমার ফেল হয় ?'

'তারা আমাদের ছাড়বে না কেন ? তারা পাত্র পক্ষ—এক কথা বলে মুখ ফিরিয়ে বসে থাক্‌বে—আমরাই ভ্যান্ ভ্যান্ করবো !—আমি গেলে ভাল হতো দেখ্‌ছি।'

'গেলিনে কেন ? দশবার তোকে বলা হলো,—বাড়ী ছেড়ে বার হতে তোর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।—'

'ভেবেছিলাম আপনি গেলে ভাল হবে। না—উল্টো করে এলেন। এত গুলো টাকা।—'

'এঃ—আমার চেয়ে ও বড় বুদ্ধিমান !—যা না নিয়ে আয় ভাল পাত্র, কেমন পারিস ? কেবল মুখ সর্ব্বস্ব, এত বড মেয়ে—কৈ কোন্ দিন একটা সম্বন্ধ এনেছিস ?'

পাকা কথা দিয়া আসা হইয়াছে। বিবাহ ঠিক হইয়া গেল।

সুধীর সরোজ বড় দিনের ছুটীতে আসিয়াছে। তাহারা মাঘমাসে বিবাহের পর যাইবে।

ইতিমধ্যে সুধীর একদিন বসন্ত দাদার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেল। দিন কয়েক পরে ফিরিল। তাহাদের সঙ্গে বসন্ত দাদার প্রতিবেশী শৈলেন বোস বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। শৈলেন বোসের পঞ্চমা মেয়েটি বিবাহ যোগ্যা।

যেমন শোনা—অমনি কাজ। ফণীর বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। শৈলেন বোস এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা সরোজকে পাঠাইয়া দিলেন—ফণীকে আনিতে। সেদিন ৬ই মাঘ। ১২ই মাঘ তারিখে দুই বিবাহের দিন ঠিক হইল।

সুরুচি নিমন্ত্রণের চিঠিগুলিতে ঠিকানা লিখিতেছিলেন, নিমন্ত্রিত দিগের নামের লিষ্ট এবং চিঠিগুলি বড দাদা সুরুচিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঝিকে বলিলেন—'হলুদের ছাপ দিতে হবে, খানিকটা বাটা হলুদ নিয়ে এসো—'

এমন সময় ফণীর একটা পত্র আসিল,—ঝি একতাল হলুদ আনিয়া সেই চিঠিটার উপর রাখিল।

সুরুচি বলিলেন – 'চিঠিটা নষ্ট করলে ? পডিনি এখনো।'

ঝি হাসিয়া বলিল—'আর পড়ে কি হবে ? দাদাবাবু তো আসছেই।'

সুরুচি চিঠি পডিলেন। বিবাহে তাঁর আপত্তি করিয়া ফণী পত্র দিয়াছে।

ঝি বলিল—'সে হবেনা. চিঠিতে হলুদ পড়েছে—দাদাবাবুকে বিয়ে করতেই হবে। দেখে নিয়ো।'

বাডীতে দুই বিবাহের বিষম ধূম লাগিয়া গিয়াছে। সকলে বিষম ব্যস্ত।

ওদিকে সরোজ কখনো মিথ্যা কখনো সত্য বলিয়া নানা ভয় দেখাইয়া সমস্ত পথ ঝগড়া করিতে করিতে ফণীকে লইয়া আসিয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়া সরোজ বলিল—'নিন এখন যা খুসী করুন'—বিয়ে করুন বা না করুন আমার কি ? আমার ওপরে অত কেন ?'

তারপরে সকলকে বলিল—'দাদার ওপর নজর রেখো.—যেন না পালায়। বিয়েতে কিন্তু দাদার একবারে ইচ্ছে নেই।'

বাড়ী আসিয়া ফণী দেখিল—ব্যাপার সত্য। বিশ্বকর্ম্মাকে বাঘের মত দেখে। পলায়ন করিবার সাহস নাই। সমস্ত রাগ পড়িল সুধীর সরোজের উপর। একজন পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছে—আর একজন তাহাকে লইয়া আসিল। বাড়ীতে যেন সর্ব্বদা বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ !

ফণী স্নান করেনা—খায়না, মুখ ভার। কিছুতেই রাজী হয় না।

বিশ্বকর্ম্মা ছেলেদের মতামত গ্রাহ্য করেননা, তাহাদের মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না বোধ হয়। তথাপি অহরহ এর কাছে—তার কাছে শুনিয়া সন্ধ্যার মজলিশ ছাড়িয়া নিঃশব্দে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

ঘর ভরা লোকের মধ্যে ফণী তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—'ও বলে কি ?'

দিদি বলিলেন—'বলে—কি এমন চাকরী করি ? বিয়ে করে খরচ চালাব কোত্থেকে ?'

বিশ্বকর্ম্মার পৌরুষ গর্ব্ব হুঙ্কার দিয়া উঠিল—'তাই না কি ? দাদারা আছেন—আমি আছি—খরচের ভাবনা ওর ? দুদিন রাজসাহী থেকে বড্ড বাহাদুর হয়ে গেছে দেখি ! সাধে কি দাদা বলেন—বড় বড় পানসী চালিয়েছি—ডিঙ্গিতে হয়রাণ করে মারলে ? ভাল চাসতো আর একটি কথা যেন না শুনি—'

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলে ফণী মাথা তুলিয়া দেখে—সকলের মুখে হাসি। নিরুপায় ক্রোধে সুধীর ও সরোজকে দুইটা চড় মারিয়া বলিল—'তুই লক্ষ্মী-ছাড়া আমায় আনলি কেন বল্ ?—তুই লক্ষ্মীছাড়া বেড়াতে গেলি কেন বল ? আর জায়গা পেলিনে ?'

সুধীর বলিল—'ভালর জন্যে গিয়েছিলাম—বুঝবেন পরে '

সরোজ বলিল—'আপনি এলেন কেন ? মনে ইচ্ছে—মুখে রাগ ! হাত পা বেঁধে গাড়ীতে তুলিনি তো ?'—বলিয়া পলাইল।

বিবাহ হইয়া গেল।

বৌ অল্পবয়সী—অত্যন্ত সুন্দরী—বিশ্বকর্ম্মার জয় জয়কার। সবে কিশোরী—কিন্তু কি অপরূপ রূপ। যেমন গঠন তেমন রং তেমনি চেহারা। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সহসা চোখে পড়েনা। বছরখানেক আগে বৌয়ের শক্ত জ্বর হইয়া চুল উঠিয়া গিয়াছিল। এখন কাঁধ পর্য্যন্ত চুল হইয়াছে, ঘন কালো চুল। তবু ননদরা ঠাট্টা করিয়া বলে—নেড়ী। একদিন বৌ

কাঁদিয়া ফেলিল। শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা মেয়েদের তীব্র শাসন করিলেন—বৌ নিস্তার পাইল।

২৩

ফুলশয্যার রাত্রে ফণী বিছানায় টান টান হইয়া শুইয়া আছে—ওঠেনা। এদিন মান্যাগণ্যারা এদিকে বড় আসেন না। তথাপি মেজবৌ গোলমাল শুনিয়া গেলেন।

অনেক বলায় ফণী উঠিয়া বসিল। বৌ ফণীর পা ধোয়াইয়া চুল দিয়া মুছাইয়া দিবে।—চুল কই? সকলের উচ্চ হাস্যে বৌ রাগ করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল।

মেজ বৌ বলিলেন—'ঠাকুর পো যদি আসে—দেখবি মজা!'

'তোমার ঠাকুরপোর ভয়ে আমোদ করবোনা আমরা?'

বিশ্বকর্ম্মার দিনরাত্রি পরিশ্রম,—গৌরবে, আটখানা! দুইটা বিবাহ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিয়াছেন,—বিপুল ভোজযজ্ঞ চলিয়াছে। জলের মত টাকা খরচ করিতেছেন,—হিসাব লেখার দায় সুরুচির ঘাড়ে চাপাইলেন,—পরিবেশন করিয়া পা ভাঙ্গিলেন,—এবং জিনিসপত্র কম পড়িবে বলিয়া মেজবৌয়ের উপর রাগ করিয়া অনাহারে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। তারপরে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সাধাসাধি গ্রাহ্য না করিয়া শেষে শেষ রাত্রে বড দাদা আসিবামাত্র অতি সুবোধ ছাত্রের মত উঠিয়া খাইতে বসিলেন।

বেয়াই শৈলেন বোস খুব ঠকাইয়াছেন। কিছু দেন নাই মেয়েটি ছাড়া। নিজেরা পঁচিশজন কন্যাযাত্রী আসিয়া পনেরদিন বেয়াই বাড়ী কাটাইয়া গেলেন। আড়ালে পাড়াপড়শী বলাবলি করে—'ঘরের কড়ি খরচ করে কেউ এমন ভাবে ছেলের বিয়ে দেয়?'

বিশ্বকর্ম্মা পরের দান তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সুতরাং নিজেদের ইজারা করা বিল হইতে বড় বড় মাছ এবং বাঁক কাঁধে গোয়ালার নিত্য আগমন।

ফণী ষোড়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবেনা। বাঁকিয়া বসিয়াছে। আবার বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব!—তখন নিরাপত্তিতে পাল্কীতে চড়িয়া বসিল। নীহার সরোজ সুধীর সঙ্গে গেল।

শ্বশুর বাড়ীর আদর যত্ন সীমাহীন। কিন্তু বর বা বরের সঙ্গীগণ কিছু মুখে দেয় না। সব পড়িয়া থাকে। দেখিয়া দেখিয়া সকলে অসন্তুষ্ট। একদিন ফণীরা জলযোগে বসিয়াছে। নীহার নিজের পাতের মিষ্টান্নগুলি তুলিয়া উঠানে কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—'নে, তুই খা—এই নাকি রসগোল্লা!—'

রসগোল্লা সব জায়গায় ঠিক মত তৈরী করিতে পারে না।—দাম বেশী দাও—ফল একই। সুতরাং বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও রসগোল্লা ছোট ছোট এবং শক্ত—এ হেন কু খাদ্য তাহাদের দেওয়ায় নীহারের অত্যন্ত রাগ। অথচ কুটুমের পাতে সন্দেশ রসগোল্লা না দিলে একটা বিশেষরূপ অন্যায় হয় বলিয়া লোকের ধারণা।

ঘরে তৈরী অনেক ভাল জিনিস সাজানো ছিল, কিন্তু সেকালের জামাইদের মত কেহ যেন কিছু স্পর্শ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। নাম মাত্র বসিয়াই একে একে চার জন উঠিয়া পড়িল।

ফণীর শাশুড়ী ইহাদের কাণ্ড দেখিলেন। শেষে বলিলেন—'এই রকম তোমাদের সবারি খাওয়া নাকি? আধখানা লুচি কেউ খেতে পার না? তোমাদের বাড়ী কি কলকাতা?'

আর কেহ উত্তর দিল না। নীহার বলিল—'আমরা এই রকম খাই—বড় মা কত বকে সেজন্যে।'

'হ্যাঁ—বুঝেছি,—এ রকম খাওয়া হলে আমার বেয়াইরা এত দিন সাত মহলা বাড়ী করে ফেল্‌তো।'

তিন দিনের দিন জরুরী পরোয়ানা লইয়া পেয়াদা গিয়া উপস্থিত—বিশ্বকর্ম্মার ভাগিনেয়ের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে।

নিস্তার পাইয়া ফণীরা বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। পথে সুধীর বলিল—'দাদার শাশুড়ী আমাদের উপর রেগেছেন—'

'বয়ে গেল'—নীহার জবাব দিল।

'তুই তো রসগোল্লা কুকুরকে দিলি—ভারি অন্যায় করেছিস,'—'অমুন ঢিল আমরা খাইনে' অত জিনিসের মধ্যে ঐ রসগোল্লা দেওয়া কেন? ভেবেছে আমরা চিনিনে—'

ফণী বলিল—'তোদের যন্ত্রণায় তিন দিন উপোষ গেল—'

সরোজ বিজ্ঞভাবে বলিল—'নতুন জামাইদের ঐ রকম খেতে হয়—,

সুধীর বলিল—'আপনাদের সঙ্গে এসে আমার এই দশা সেবার এসে কেমন ভাল ছিলাম'—

সরোজ বলিল— এবার যে আমরা নতুন ভদ্দর লোক—নতুন কুটুম হয়ে এসেছি।'

নীহার বলিল—'ঠিক ঠিক!—কুটুম বাড়ী আদেখ্লের মত খাবে কি?'

২৪

বিশ্বকর্ম্মার শ্বশুর দেখিলেন—জামাই ছুটিটা বুঝি বাড়ীতেই কাটায়, তবে আর দেখা সাক্ষাতের আশা কই? সুতরাং চিঠির উপর চিঠি।

বাড়ীতে সকলে ছাড়িবে কেন? মেজ বৌ বলিলেন—'অত শ্বশুর বাড়ী যাওয়া কি? লোকে নিন্দে করে।'

'আচ্ছা পরম হংসী ঠাকরুণ!—আপনাকে উপদেশ দিতে হবে না।'

মেজ বৌ 'আমি' বা 'আমার' বলেন না। বলেন—'মেজ বৌ'য়ের ঘর'—কি 'মেজ বৌয়ের কাপড়।' নিজেকে' মেজ বৌ' বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই জন্য বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে পরম হংসী বলেন।

'অবুঝ হলে উপদেশ দিতে হয়। শ্বশুর বাড়ীর দিকে চাকরী করা

—চালাকি বুঝিনে? আপনারি ভাই বোন বলছেন আমের সময়টা বাড়ীতে থাকতে,—আমার কি? আপনি গেলেই আমরা বাঁচি। ওঁরা বলছেন বলে বল্‌তে এলাম।'

'ওরে কে আছিস—মেজ বৌয়ের ঘটিট'র মধ্যে একটা কই মাছ জিইয়ে রাখ্‌তো—'

মেজ বৌ ছুটিয়া গেলেন ঘটি সামলাইতে। তাঁহার ঘটিটার উপর বিশ্বকর্ম্মার নজর আছে,—অত পূজার্চ্চনা—শুদ্ধাচার তিনি দেখিতে পারেন না; তাঁহার জ্বালায় কাহারও তিলক কাটিবার যো নাই। বোষ্টমী বলিয়া ঠাট্টা করেন।

তখনক'র মত কথাটা থামিলেও বিশ্বকর্ম্মা ঠিক করিলেন—আরো কিছু দিন বাড়ী থাকিয়া যাইবেন।

দেশে চৈত্রোৎসবের ধুম পড়িয়াছে। চৈত্র পূজার হরেক রকম সং বাহির হয়। সারা বছরের কেচ্ছা কাহিনী লইয়া চৈত্রোৎসবের গান। কোন্ বউ মাথায় কাপড় দেয় না,—কে দাঁত দেখাইয়া হাসে,—বড় গলায় কথা কয়,—এই সব সকলের অজ্ঞাতে ছড়া বাঁধা হইয়া যায় ব্যাপারটা হাস্য রস প্রধান হইলেও যথেষ্ট নীতি শিক্ষা মূলক।

সুধীর দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এবার এই বাড়ীতে আসর বসিল। বহুকাল বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ছাড়া। দর্শকে বাড়ী ভরিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা ছেলেবেলা হইতেই এই সব খুব ভালবাসেন।

সর্ব্ব প্রথমে কয়েক দল ভিখারিণীর প্রবেশ।

'হরে কৃষ্ট—হরে কৃষ্ট,—হরে কৃষ্ট—
আমরা কলকাতার বুড়ি—
পথে পথে ঘুরি—
দুঃখের কথা কব কি—
খাবার চাইলে পয়সা চায়।

গানের সঙ্গে নাচ। সে অদ্ভুত নাচ দেখিয়া চারিদিকে উচ্চ হাস্য উঠিল।

ইহার পর তিন বেদে বেদিনী। বেদেনী অল্প বয়স—খুব চঞ্চল,—হাসি খুসী,—রূপার গহনা—নীলাম্বরী কাপড়। বেদেটি তরুণ—সৌখীন জামা কাপড়ের উপর একটা ওয়েষ্ট কোট পরা,—মাথায় সাদা বাঁকা টুপি। বেদিনী বৃদ্ধ স্বামী ত্যাগ করিয়া ইহাকে বিবাহ করিয়াছে। বৃদ্ধও ইহাদের সঙ্গে থাকে। তাহার সাদা পোষাক। লম্বা সাদা দাড়ি—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী।

তিন জনে বাজনার সঙ্গে ঝুম্ ঝুম্ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল—বেদিনী সবার আগে—তারপরে তরুণ ও বৃদ্ধ দুই স্বামী।—

নিজের ধম্মো ছেড়্যা দিয়া এস্যাছি বেদের দলে—
বিয়া নিকা সব চলে।
আমরা খোদার নামে নমাজ পড়ি সহালে আর বিহালে।
(পশ্চিম মুখে দাঁড়াইল।)
এমন ধম্মো ভাই—আর তো কোথাও নাই—
আবার সূর্য্যি পেরনাম করি যে ভাই—নিত্যি ভোর কালে।(পূর্ব্বমুখ)

বর্ত্তমান কালের যে গুরু সমস্যা—সেই হিন্দু সমাজের উপর তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং উদার মতবাদকে তীব্র বিদ্রূপ। কেন না বেদেনী নবীন স্বামী গ্রহণ করিলেও বৃদ্ধ পতিকে আশ্রয়ে রাখিয়াছে। বৃদ্ধও বেশ আছে—স পতির উপর কোন বিদ্বেষ নাই, মিলিয়া মিশিয়া সংসার করে। (সতীনকে সপত্নী বলে। স্ত্রীর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে সহজ বাংলায় কি বলে জানি না।)

বেদেদের পরে কাবুলীওয়ালার মত ঝল্‌মল পোষাক পরা এক ফেরিওয়ালার প্রবেশ। বিরাট পাগড়ী—তাম্র বর্ণের ঝাঁকড়া চুল ও বিপুল দাড়িতে বিকট দর্শন চেহারা। হঠাৎ ভয় পাইয়া ছেলে পিলেরা কাঁদিয়া উঠিল।

তাহারা থামিলে ফেরিওয়ালা প্রকাণ্ড ঝুলিটা নামাইয়া গুরু গম্ভীর মুখে জম্‌কাইয়া বসিল। এবং শান্ত স্বরে গান ধরিল—

জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম,

(ঝুলির ভিতর হাত দিয়া কিছু উচ্চ কণ্ঠে —)

চল্‌ চলাচল নেত্য করি—ঘর নাই তার বার করি—

(একটা কল্কি টানিয়া বাহির করিয়া বিকট বজ্রনাদে এক হুঙ্কার—)

'বারালো!' (বাহির হইল।)

সে গর্জ্জনে আবাল বৃদ্ধ বনিতা চমকিয়া উঠিয়াছে।

'বারালো!—কল্কি নারাণ চক্রবর্ত্তী'—

(মৃদু ও মিহি স্বরে সঙ্গীত—)

'তামুক খাওয়া ঠেলুয়া— !

জয় রাম —জয় রাম—জয় রাম— ।

রামের যে ছোট ভাই সে তো বড় রঙ্গিলা,

জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম ।'

(গম্ভীর দ্রুত ও চঞ্চল সুরে—)

'চল্‌ চলাচল নেত্য করি'—ঘর নাই তার বার করি,

(বজ্রনাদে গর্জ্জন—) 'বারালো !'

(ঝুলি হইতে একটা খুন্তি টানিয়া বা'হির করিয়া—)

'বারালো !—খুন্তি নারাণ চক্রবর্ত্তী !'

(গীত) 'ওরে বউ ঠেঙ্গানি ঠেলুয়া— !

জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম ।'

বিপুল হাস্যধ্বনিতে আসর ভরিয়া গিয়াছে। গৃহিণীর দল কিছু অসন্তুষ্ট।—'সং দিলেই হোলো? কবে আমরা খুন্তি দিয়ে বউ ঠেঙ্গিয়েছি? আর কাজ নেই ছোঁড়াদের—শুধু পরের কুচ্ছো করা! কার ঘরে কি হলো না হলো, সারা বছর ঐ এক কম্মো!'

সমস্ত গ্রামের ছোট বড়রা সং সাজে।

ওদিকে ফেরিওয়ালার ঝুলি হইতে দেশলাই, ছুরি, ঘটি, বাটি ইত্যাদি কত জিনিস যে এক একটা ইতিহাস লইয়া বাহির হইতেছে তার অন্ত নাই। একটি মাটীর প্রদীপ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিল—এক প্রেমিকা বাতিটি জ্বালিয়া ঘরের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া প্রণয়ীর অপেক্ষায় রাত্রি জাগিয়াছিল।

মেট্রো রূপবাণীর 'শো' দেখা চক্ষু এই সহজ সুন্দর অভিনয় দেখিয়া সত্য সত্য অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। দেশের আসল রূপই এই ।

২৫

সারা চৈত্রমাসই প্রায় নিত্য ঝড় ঝাপ্টা।

তারপরে কাল বৈশাখী।—বৈশাখী ঝড়। ছাত্রাবস্থা হইতে বিদেশে থাকিয়া দেশের ঝড়ের রূপ বিশ্বকর্ম্মা ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রথম কিছুদিন বিকালের দিকে ঝড় উঠিতে আরম্ভ করিল—তেমন প্রবল নয়। তবু বিশ্বকর্ম্মা ভয় পান।

তারপরে একদিন—

রাত্রি প্রায় দুইটা। ভীষণ ঝড়ের শব্দে বিশ্বকর্ম্মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সরোষে বলিলেন—'ঝড়ে বাড়ী ঘর উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে– তবু ঘুম!— কুম্ভকর্ণকে হার মানিয়ে দিলে!'

সুরুচিও কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া সরোষে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু ঝড়ের শব্দে আর ঝগড়া করা চলিল না। সত্রাসে বলিলেন—'কি হবে?'

'আঃ অত কিনারে কেন? বিছানার মাঝখানে বসো। ঝড়ের সময় কিনারে যেতে নেই।'

চারিদিকে কর্ণবধিরকারী গর্জ্জন। গাছপালার ডাল সশব্দে ঘরের উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এক একবার সবেগে খাট কাঁপিয়া উঠে—ভূমিকম্পের মত। সভয়ে দুইজন বিছানা ছাড়িয়া নামিলেন। বাহির অঙ্গনের দিকের দুয়ার খুলিয়া দেখিলেন—সব নিস্তব্ধ,—কেহ জাগে নাই। ঝড়ের গতি সেদিকে কম।

ভিতরের দিকের দুয়ার খুলিলেন। ঝড় উঠিয়াছে পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে। বাড়ীর ভিতরে অত্যন্ত প্রকোপ। সকলে জাগিয়াছে।—জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঘরে আলো দেখা যায়। মেজ বৌ তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলেন—'ভয় হচ্ছে ? আস্‌বো ?'

বাতাসে কথা উড়িয়া যায়। তবু বোঝা গেল। বীর পুরুষকে আশ্বাস দিতে চায় এক অবলা ? নিমেষে বীর গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলেন—'যান ঘরের ভেতর, দোর বন্ধ করুন।'

বৃষ্টিধারা তির্য্যক গতিতে তীরের মত আসিয়া গায়ে বেঁধে—দুয়ার বন্ধ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিছানায় বসিলেন।

কি ভয়ঙ্কর ঝড়, সাক্ষাৎ প্রলয়কাল ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দ্বিগুণ বেগে বায়ু গর্জ্জিয়া উঠে—শেষে মনে হইল সমস্ত বাড়ীশুদ্ধ উপড়াইয়া বুঝি উড়াইয়া লইয়া গেল।

দুইজন বাক্যহারা,—কে কাহাকে সাহস দেয় ? আলোটার শিখা বাড়াইতে বাড়াইতে চিম্‌নীটা চিড়িক্ শব্দে ফাটিয়া গেল। সজোরে খাট দুলিয়া উঠিল। দুইজন বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড় কমিল কিনা দেখিতে বিশ্বকর্ম্মা পুনরায় উঠিয়া দ্বার খুলিলেন,—অমনি সেই উন্মাদ ঝোড়ো হাওয়া তাঁহাকে যেন ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল,- এবং অজস্র শিলাবৃষ্টি ও গাছের ছিন্ন পত্ররাশি বন্যার বেগে ঘরের ভিতর ঢুকিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ দুয়ার বন্ধ করিলেও বিশ্বকর্ম্মা ভিজিয়া গিয়াছেন। আলনার কাছে গেলেন কাপড় ছাড়িতে! এদিকে ঘরের সমস্ত মেঝে শিলে জলে পাতায় ভরিয়া গিয়াছে।—সুরুচি উঠিয়া শিল কুড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

বক্রকটাক্ষে চাহিয়া দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ধন্য—ধন্য স্ত্রীলোকের জিভ!—এই সময়ে শিল খাবার সাধ ?'

'তুমি খাবে ?' কয়েকটা শিল কুড়াইয়া সুরুচি বিশ্বকর্ম্মাকে দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা দু' একটা খাইয়া আর সব মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—'আজ কি উপোষ করেছ নাকি ? এই ঠাণ্ডায় শিল খেয়ো না।' কিন্তু সে কথা কে মানে ? শিল কুড়ানোর আনন্দে ঝড়ের ভয় চাপা পড়িল। সুরুচি নির্ব্বিবাদে শিল কুড়াইয়া গ্লাস ভরিতেছেন ও মুখে ফেলিতেছেন। তখন ঝড় একটু কম। সহসা বিকট শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। আবার ভীম বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। বীর ও বীর জায়া সশঙ্ক মনে নিশি জাগিয়া বসিয়া আছেন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ধুত্তোরি দেশ! মানুষ থাকে এখানে ? কালই রওনা হবো।'

'আজ রাত্রি কাটলে ত ?'

'কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।'

প্রায় ভোরের দিকে ঝড় কমিল। একটা নিয়ম আছে—একদিন যদি এইরূপ দারুণ ঝড় হয়—তারপর দিন তিনেক ভালই কাটে। তৃতীয় দিন না আসিতে ঝড়ের ভয়ে বিশ্বকর্ম্মা দেশত্যাগী হইলেন।—চাকরী লইয়া বহু দেশে ঘুরিতেছেন—কিন্তু দেশের মত এমন সাংঘাতিক ঝড় অপর কোথাও নাই।

২৬

ঘটকালী।

শ্বশুর বাড়ী উত্তরবঙ্গে—পদ্মা যমুনার দেশ নয়। এবারকার প্রধান আলোচ্য বিষয়, প্রথম শ্যালক প্রফুল্লের বিবাহ। ঘটক মহারাজ ঠিক আছেন।

শুনিবামাত্র প্রফুল্ল শ্রীক্ষেত্র ধাম চলিয়া গেল। কেহ বাধা দিলনা। আগে পাত্রী ঠিক হোক।

প্রফুল্লের জন্য বছর খানেক হইল বাংলা হইতে বিহার পর্য্যন্ত পাত্রী তল্লাস হইতেছে। পছন্দ হয় না।

এবার খবর পাওয়া গেল পাঁচ মাইল দূরের গ্রাম পাঁচ বিবিতে একটি বড় সুন্দরী পাত্রী আছে।

দ্বিজেন এক বন্ধুকে লইয়া পাত্রী দেখিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'না ভাল নয়।'

বিশ্বকর্ম্মা ফণীকে পাঠাইলেন। ফণী আসিয়া বলিল—পরমা সুন্দরী।'

তাহাতে প্রত্যয় হইল না। তখন নীহার। বিকাল পাঁচটার পূর্ব্বে ট্রেন নাই। শ্বশুর বলিলেন—'ব্যস্ত কি? বিকালে যাবে।'

বিশ্বকর্ম্মা মানিলেন না। দ্বিজেন একটা শান্ত ঘোড়া যোগাড় করিল। নীহার অশ্বারোহণে যাত্রা করিল।

বেলা চারিটায় ফিরিল। জীবনে ঘোড়ায় চড়ে নাই। গায়ের ব্যথায় পথিমধ্যে জ্বর আসিয়াছে। তবু নিস্তার নাই। বার বার করিয়া বুঝাইতে বহু সময় লাগিল যে পাত্রী অতি উত্তমা। তারপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

শ্বশুর জামাতা এবার কন্যা দেখিতে গেলেন। কন্যাটি আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে লাগিল। সুরুচির পিতা সস্নেহে হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন—'ভয় কি মা?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কোন ভয় নেই তোমার,—চোখ তুলে চেয়ে দেখ—ইনি তোমার শ্বশুর।'

বিবাহ স্থির করিয়া দুইজন ফিরিলেন।

তখন 'সাজরে সাজরে সৈন্যগণ।'—ফণী দ্বিজেন গেল কলিকাতা সওদা করিতে। দিকে দিকে বার্ত্তা প্রেরণ করা হইল। নিমন্ত্রণ চিঠি—উপহার ছাপানো—এবং প্রফুল্লের কাছে টেলিগ্রাম।

পাড়ার প্রায় ঘরে বিবাহযোগ্য পাত্র আছে। কন্যাটির উপর অনেকের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রের ফলে কন্যাপক্ষ পাত্রপক্ষের সম্বন্ধে নানা আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইয়া ভীত শঙ্কিত হইয়া গেল,—এবং খবর পাঠাইল—'এখন মেয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই।'

আর কেহ হইলে ইহার উপর উচ্চবাচ্য করিতেন না। কিন্তু শ্বশুর জামাতা দুই অতি জেদী স্বভাব। যে কন্যাকে তাঁহারা বধূ বলিয়া সাদরে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছেন—সেই কন্যা অপরে ফাঁকি দিয়া লইবে?

গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়। এ পক্ষ নীরব দেখিয়া শত্রুপক্ষ উৎসাহী। এদিকে বিশ্বকর্ম্মা জার্ম্মান কাইজারের ন্যায় অপূর্ব্ব রণ নৈপুণ্য দেখাইলেন। যখন শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যক্তি কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত—ঠিক সেই সময় এপক্ষের এক সেনাপতি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এবং সেইখানে সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল।

তারপরে বিশ্বকর্ম্মা বিপক্ষদিগকে অত্যন্ত বন্ধু ভাবে ডাকিয়া আনান—সকলে মিলিয়া বিবাহের লিষ্ট তৈয়ারি ও আয়োজনের পরামর্শ করেন। যাহার নাম মিছরীর ছুরি।

প্রফুল্লকে ফিরিতে হইল। সে অনেক কাজ করে—শিকার করে—চরকা কাটে, চোখা চোখা জোরাল ভাষায় প্রবন্ধ লেখে। অতএব বিবাহ করিতে পারিবেনা কেন?

পক্ষকাল পূর্ব্ব হইতে বিপুল উৎসব—আত্মীয়বর্গ আসিয়াছে, বাহিরে ভিতরে তিল ধারণের স্থান নাই।

বিবাহের দিন রাত্রি থাকিতে বিপুল বাদ্য বাজিতে লাগিল।—সুরুচির দিদি বলিলেন—'বিয়ের আগেই যে কালা হয়ে গেলাম। একটু থামাক না—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কর্ত্তার ইচ্ছে তা নয়। তাঁর ছেলের বিয়ে। বেটারা পয়সা নেবে—বাজাবে না?'

'বেশ— পয়সা নেবে যখন, যতদূর সাধ্যি বাজাক। মেয়েদের কাণ থাক্ আর যাক্।'

বেলা ন'টার ট্রেনে বরযাত্রীরা যাইবে। সারারাত্রি কেহ বিছানার মুখ দেখিল না। ভোর বেলা স্নান শেষ। পাতা পড়িল। বিশ্বকর্ম্মার ত্বরায় কাহারও খাওয়া হইল না, পাতে হাত মাত্র। প্রফুল্লকে বরবেশে সাজাইতে ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়া গেল। সে সজ্জা সমাপন করিয়া পাল্কীকে বসিবে—তাহার উপবাস।

বিরাট প্রশেসন সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী, পদাতিক শুদ্ধ শতাধিক বরযাত্রী আগে পিছে বাদ্যভাণ্ড সহ ধীরে ধীরে যাত্রা করিল।

বর বধূ সহ ফিরিবার সময় বধূ ভীষণ কান্না জুড়িয়াছিল। বাড়ী শুদ্ধ ষ্টেশনে হাজির,—ষ্টেশন মাষ্টার পর্য্যন্ত বুঝাইতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'লীলা কেঁদোনা,আর কেঁদোনা; শ্রাবণ মাসে বিয়ে—এখনো বর্ষা নামেনি! তুমি কি নামাতে চাও? তুমি তো মজা করে গয়না গায়ে ঘরে শুয়ে কাঁদবে,—কষ্ট যা আমাদের। যে কান্না কেঁদেছ—এতক্ষণ বন্যা সুরু হয়েছে,—ট্রেন ভেসে চল্‌বে দেখো। অতএব দোহাই তোমার—থাম।'

সকলে হাসিল। লীলাও হাসিল।

শান্বপতির হাত হইতে কাশীরাজ কন্যা হরণ করিয়া বিজয়ী ভীষ্মের প্রত্যাবর্ত্তন !

প্রফুল্লকে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বাড়ী পৌঁছিয়া সে সব দ্বিজেনকে সমর্পণ করিয়া আবার খদ্দরধারী হইল।

২৭

বিশ্বকর্ম্মা দক্ষিণে বদলী হইলেন।

সুরুচিকে বাপের বাড়ী রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা গিয়া কাজে যোগ দিলেন। মাসখানেক পরে সুরুচিকে লইতে আসিলেন।

রাত্রি দশটায় ট্রেন। সুরুচি ও ছোট শ্যালক তেজেনকে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যাত্রা করিলেন। তখন হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা—সবে একটু থামিয়াছে।

সকলে বলিল—'এমন দিনে কলকাতার ওপর দিয়ে যাতায়াত ভারি বিপজ্জনক। 'হাঙ্গামাটা মিটে গেলে বেরুনো উচিত ছিল।'

ট্রেন শান্তাহার পৌঁছিলে পর টেলিগ্রামে খবর পাওয়া গেল—কলিকাতায় আবার তুমুল হাঙ্গামা বাঁধিয়াছে।

শান্তাহার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে যারা আসিয়াছিল—এক বাক্যে নিষেধ করিল—'আজ ফিরে চলুন—বিপদে ঝাঁপ দেবেন না।'

অটল বিশ্বকর্ম্মা—অবজ্ঞাভরে বলিলেন—কিছু হবে না।'

ভোরবেলা শিয়ালদ নামিয়া পরিচিত লোকের দ্বারা হিন্দুর ট্যাক্সি ঠিক করিয়া বিশ্বকর্ম্মা পরিচিত প্রিয় হোটেল অভিমুখে রওনা হইলেন।

সেই জনাকীর্ণ কর্ম্মব্যস্ত কলিকাতা।—কিন্তু কি পরিবর্ত্তন। আসন্ন বিপদভারে স্তব্ধ থমথমে ভাব—নীরব নির্জীব ভাব। সুরুচি বলিলেন—'লোকজন নেই কেন ? ট্রেন থেকে কোন মেয়েকে নামতে দেখলাম না'—

'কলকাতা ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে যে—আসবে কি ?'

'বড্ড ভয় করছে'—

'কিসের ভয় ? সকালের দিকে তেমন গোলমাল হয় না।'

ভয়ে ভয়ে হোটেলে পৌছানো গেল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আমি কিছু জিনিস-পত্র কিনে নিয়ে আসি—'

কলিকাতা আসিলে কিছু না কিছু না কিনিয়া পারা যায় না।

সুরুচি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'না—এক পা বেরুতে পাবেনা।'

'তেল না হলে স্নান করবে কি করে ? সাবান তোয়ালে কিন্‌তে হবে—ওখানে ভাল পাওয়া যায় না।'

'আমার তেল চাইনে—রোজ তেল মাখিনে। তুমি যেওনা বলছি—দেখ দেখি, পথে লোকজন আছে ?'

'আমি পথে বেরুবো কেন ? বোর্ডিং এর নীচেই দোকান—'

বিশ্বকর্ম্মা নামিয়া গেলেন। সুরুচি জানালা দিয়া দেখিতে লাগিলেন—সত্যই পথে বাহির হন কিনা।

মিনিট পাঁচেক পরে বিশ্বকর্ম্মা ফি'রলেন। দু'বাক্স সাবান ও এক শিশি জবাকুসুম। বলিলেন—'দেখ কত শীগ্‌গীর এসেছি।'

হোটেলের পরিচারক চায়ের সরঞ্জাম টেবিলে রাখিয়া গেল। চা পানের পর বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর কিছু টাকা দাও—'

'আবার টাকা কি হবে ?'

—'দরকার আছে।'

'কিসের দরকার আবার ?'

'আরো কিছু কেনবার আছে—তোমার কাপড—'

'আমার কাপড ? আমার কাপড আছে—'

'আছে কি না আছে আমি জানি। কলকাতা দিয়ে যাব খালি হাতে। দাও টাকা—'

'সত্যি সত্যি বেরুবে ? ভয় করেনা তোমার ?'

'ভয় কিসের ? প্রাণের মায়া আমারো আছে ।'

মনিব্যাগ খুলিয়া বলিলেন—'ঢের আছে—এতেই হবে। তুমি স্নান টান কর—আমি এখুনি আস্‌ছি ।' বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

ভয়ে ভাবনায় সুরুচির মন বিকল হইয়া গেল। ঘরটি তেতালায়। বিছানা টেবিল ঠিক করিতে করিতে কেবল জানালা দিয়া দেখেন।

তেজেন বলিল—'স্নান করে আসুন—পরে আমি যাব ।'

শিশি খুলিয়া তেল হাতে ঢালিতে ঢালিতে সুরুচির মনে হইল—এ তেল সধারণ নয়—বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে কেনা—দারুণ সঙ্কটের সময় আনা। ইহার মূল্য বড় বেশী।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুরুচি স্নান কবিয়া আসিলেন।

পথের জনতা ক্রমে বাড়িতেছে—কিন্তু তুলনায় এক আনা মাত্র।

গত দিনের মারামারির কথা সকলের মুখে।

এমন সময় একদল লোক ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—'আবার বাধ্‌লো—আবার বাধ্‌লো !—এই আরম্ভ হয়েছে !' তাহাদের চীৎকারে পথিকেরা এবং দুই দিকের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

আবার আর এক দল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে—'কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে,—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে !—ভীষণ বেধেছে !—ভীষণ কাণ্ড !—'

সর্ব্বনাশ।—বিশ্বকর্ম্মা জুতা কিনিতে নিশ্চয় কলেজ ষ্ট্রীট গিয়াছেন। জুতার উপর তাঁর যা ঝোঁক !—কলিকাতা আসিলে জুতা কেনাই চাই।

দলে দলে সচকিত ত্রস্ত পলায়ন পর জনতার উত্তেজিত ভীত চীৎকার সুরুচিকে অবশ করিয়া দিয়াছে।

কেশ তৈলের স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধটি ভোরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া দুশ্চিন্তাকে আরও প্রবল করিয়া দিল।

তেজেন স্নান করিয়া ঘরে আসিল। বলিল—'দিদি, জামাইবাবু এখনো এলেননা,—সবাই বল্‌ছে আজ ভোর থেকে মারামারি বাধ্‌লো। উনি তো কথা শোনবার মানুষ নয়?'

আটটা বাজিয়া গেল। নির্ব্বান্ধব স্থান।—কাহাকে পাঠাইবেন?—কে কোথায় খুঁজিবে? এক আরদালী সে সঙ্গেই গিয়াছে। তেজেন ছেলেমানুষ—কলিকাতায় এই প্রথম আসা তার—পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিল—শৈশবে।

বোর্ডিংবাসীরা স্থানে স্থানে জটলা করিতেছিল—'কলেজ ষ্ট্রীটে দাঙ্গা,—'বড বাজারে সাংঘাতিক কাণ্ড,—,আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ভীষণ ব্যাপার।'—অত্যাচারীরা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে। বালক, যুবা স্ত্রী কারও নিস্তার নাই। কখন বোর্ডিং আক্রমণ করে—এই ভয়ে সকলে সশঙ্ক।

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে ঢুকিলেন। আরদালী কয়েকটা প্যাকেট রাখিয়া গেল। প্যাকেটগুলি দেখিয়া বোঝা গেল—ইহা কাছাকাছি দোকানের নয়। এবং এক দোকানেরও নয়,— বহু নামের পরিচয় সেগুলির সর্ব্বাঙ্গে। অদ্ভুত মানুষটি অনেক স্থানেই ঘুরিয়াছেন।

বিশ্বকর্ম্মা প্যাকেট খুলিয়া দেখাইলেন—খান কয়েক সাড়ী। একখানা খুব দামী। কাপড়গুলি দেখাইতে কি আগ্রহ। সুরুচি কাপড় দেখিবেন কি—ক্রেতার নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার তখনো বিশ্বাস হইতেছেনা।

এই শাড়ীখানা সুরুচি বহু যত্নে রাখিয়াদিলেন। মাঝে মাঝে দু'এক দিন পরিতেন, বলিতেন—'এ শাড়ী অমূল্য—জীবন বিপন্ন করে কেনা, পৃথিবীতে এর দাম নেই।'

ঘণ্টায় ঘণ্টায় কলিকাতার অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মারামারি,—জখম,—আর্ত্তনাদ,—কোলাহলের ভীতিপ্রদ সংবাদ! চীৎকার,—কলরব! ভয়ে—ভাবনায় হাত পা যেন অবশ হইয়া আছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বিপ্লব বাড়তে থাকবে এখন, চল—হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকি গে। সেখানে ভয় নেই। নির্ভাবনায় দিন কাটানো যাবে। এ'কি মুস্কিল।''

বোর্ডিংবাসীরা বলিল—'ট্যাক্সি করে যাবেন না।'

আরদালী একটি হাফ বাস ডাকিয়া আনিল। তখন বেলা দুইটা। শিয়ালদ' হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত পথের মধ্যে দারুণ বিপ্লব চলিতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের উন্মত্ত নিষ্ঠুরতার আতঙ্কজনক সুস্পষ্ট পরিচয়। মানুষ আজ উন্মাদ পশু।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিল। দ্বিপ্রহরের তীব্র রৌদ্রতাপ, চারিদিকে ঘোর বিপদ—অন্তরে দারুণ ত্রাস। বিশ্বকর্ম্মা মনের ভাব চাপিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

পথ নিস্তব্ধ। দুইদিকে গৃহশ্রেণীর দ্বার জানালা বন্ধ। কোন গৃহেই লোকজন বসবাসের পরিচয় নাই। একখানা কাপড় পর্য্যন্ত কোথাও শুকাইতেছেনা। কোথাও কোন বাতায়ন এতটুকু খোলা নাই। একতালা দোতালা তেতালায়—বারান্দায়—কোথাও একখানি মুখ দেখা গেল না। শুধু দু'একটি স্থানে কদাচিৎ দু'একটি লোক দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে—কিম্বা গৃহদ্বারে কেহ দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে সজ্জিত অশ্বারোহী পুলিশ ও বন্দুকধারী গোরা সৈনিকদের দেখা গেল। কিন্তু সব নিস্তব্ধ। পথে কোন যানবাহনাদি নাই। যেন ঘুমন্ত পুরী।

হঠাৎ এক জায়গায় জনতা দেখিযা সুরুচি চমকিয়া উঠিলেন। সম্মুখে কয়েকখানা গরুর গাড়ী—বিশ্বকর্ম্মার যান দাঁড়াইল। তখন প্রাণ যেন হাতে।—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বড় ভুল করেছি—বন্দুক আনিনি।'

সুরুচি বলিলেন—'আনলেই বা কি হতো—ক'জনকে থামাতে পারতে?'

গাড়ী পুলের উপর উঠিল। গঙ্গাবক্ষে কত অর্ণব যান। কিন্তু কে দেখে সে শোভা ?

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল।

সুরুচি বলিল—'জল খাব।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ভয়ে !'

'তোমার ভয় হয়নি ? সত্যি বল !'

বিশ্বকর্ম্মা একটু হাসিয়া বলিলেন—'সে আর বলে কি হবে ?'

বেলা আড়াইটা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ওয়েটিং রুমে থাকিতে হইবে। সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র কিছু কিছু খোলা হইল। অস্থায়ী আস্তানা। জল এবং বরফ আনা হইল। এতক্ষণে নির্ভয় হওয়া গিয়াছে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন কাটিল।—

দীর্ঘ কারাবাস—তবু সহনীয়। দলে দলে লোক সপরিবারে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে। যে ট্রেন পায়—তাতেই উঠিয়া পড়ে। অনেকেরই গন্তব্য স্থানের ঠিক নাই। প্রাণভয়ে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছে। কতজনের কত মূল্যবান জিনিসপত্র পড়িয়া রহিল—কে দেখে। বলে—'কলকাতা ছাড়ি আগে—তারপর, যে যেখানে যাই—যাব।' দলের পর দল—লোকের পর লোক। সকলেরই এক উদ্দেশ্য।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় কারা ক্লেশ ঘুচিল।

ট্রেণে উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এবার ঘুমোও—নামতে হবে ভোরে।'

বিছানা ঠিকঠাক করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিশ্বকর্ম্মা বিছানায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলেন। বলিলেন—'উঃ—ভগবান রক্ষা করেছেন।'

সুরুচি বলিলেন—'ভগবান রক্ষা করছেন তখন থেকে, যখন এক দোকানে সাড়ী পছন্দ হলো না,—গেলে আর দোকানে,—যার কাছে মারামারি হচ্ছিল।'—

'কে বললে তোমায় ?'

'বললে তোমার আরদালী।—ঐ রকম কাজ করে? শাড়ীর কিছু বলেছি।'

বিশ্বকর্ম্মা পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সিগারেট হইতে উত্থিত ধূম কুণ্ডলী নিরীক্ষণ করিতে করিতে উত্তর দিলেন—'না কিনলে বাহার দিয়ে পরতে কি?'—

২৮

বিশ্বকর্ম্মার সখ মকরধ্বজ খাইবেন। এক সপ্তাহের ঔষধ আসিল।

আসল কথা—বিশ্বকর্ম্মা দেখিতে চান সর্ব্বদা বাড়ীতে তাঁর জন্য একটা ব্যস্ততা একটা ঘটা হইতে থাকে। তিনি যে বাড়ীর কর্ত্তা—ইহা সর্ব্বদা সকলে যেন অনুভব করে।

সুরুচি সন্ধ্যাবেলা ঔষধ দিতেছেন,—এমন সময় কে ডাকিল—খলটি রাখিয়া সুরুচি শুনিতে গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মার তখন ক্লাবে যাইবার ত্বরা। মধু ঢালিয়া নিজে ঔষধ তৈরি করিয়া ফেলিলেন এবং মুখে ঢালিয়া দিলেন। পরমুহূর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া সরোষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'ছি—ছি রাম—রাম!—একি?'

সাড়া শব্দে সকলে ছুটিয়া আসিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—এ মধু নয়—কি এ?'

' এ যে তোমার লক্ষ্মীবিলাস তেল!—মধুর শিশি এই তো টেবিলে—এটা রয়েছে ঐ জানলায়। কাছেরটা দেখতে পাওনি? ওষুধ নিজে তৈরি করে খেতে গেলে কেন?'

'তোমাদের যাচ্ছে তাই কাণ্ড—দাও একটা পান দাও'—

বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলে নীহার আসিল, শুনিয়া বলিল—'এত মানুষ থাক্তে বাবুর এই দশা? নিজে ওষুধ তৈরি করে খেতে হয়?

—'হ্যাঁ, সব নিজে করে নেন। আমরা শুয়ে থাকি! চব্বিশ ঘণ্টা সবাই হাজির থাকে—তাই এমন ধারা হয়।'

'থাকবে, কেন থাকবে না? সবাই আপনারা বাড়ী চলে যান—একা থাকলে বাবুর হুঁস হবে। এত লোক কাছে থাকতে বাবু কেন হুঁস করবেন?'

ফণী বলিল—'তুই-ই কাকাকে নষ্ট করলি।'

'বেশ করলুম। মা ছিলেন কোথা?'

সুরুচি বলিলেন—'যেখানে খুশী সেখানে থাকি। আর তোমার বাবুর সঙ্গে পারিনে।'

সেখান হইতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া নীহার চীৎকার ছাড়িল—'ছোলা কই মা? আপনারা তো ভিজাবেন না। সকালবেলা চেয়ে যদি না পান'—

'দেখ—কাল সকালে কি চান—আজ চেয়েছেন বলে কি কাল খাবেন?'

পরদিন সকালে। বিশ্বকর্ম্মা পবিপাটী বেশে খাবার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছেন—'কি দিবি আন।'

বিশ্বকর্ম্মার জন্য পরিপাটী সাজানো ভিজা ছোলা, আদা লবণ গুড জল আসিল। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য।

'ইঃ—তোদের একটু বুদ্ধি নেই,—আজ ঠাণ্ডা পড়েছে'—'কাল বল্‌লেন—রোজ এইসব খাবেন।'

রোজ মানে কি? ঠাণ্ডার দিনেও? আর কি আছে আন্—সুরুচি বলিলেন—'চা রুটি দাও'—

চা ও রুটি আসিল।

'চা? দুধ জ্বাল হয়নি?'

'হয়েছে।'

'তবে তাই আন্।'

পেয়ালার দুধে টোষ্ট রুটি ডুবাইয়া বলিলেন—'সকালবেলা এটা ভালই।'

দিন কয়েক পরে—

'একি রে? এঁরা সব চা খাচ্ছেন—আমায় দিবিনে?'

এঁরা অর্থে সুরুচি। স্ত্রীর উল্লেখটা সম্মান সহকারেই করেন।

'দিচ্ছি।'

—'দে—আমায় কি বাছুর পেয়েছিস যে, রোজ ভোরে দুধ দিবি!—না আমি একটা শিশু—দুগ্ধপোষ্য?'

দিন কয়েক চা রুটি ডিম ইত্যাদি চলিল। তারপরে—

'নীহার।'

'কেন?'

'না বললে তোদের চৈতন্য হয় না। রোজ চা আমার সয় কোন্ দিন? সরবৎ আন্'—

'দই নেই কো,—আজকাল খান না বলে দই পাতা হয় না।'

'সে জানি। কোন কাজটা নিয়ম করে কবরি?'

সুরুচি বলিলেন 'দিন সাতেক দই নষ্ট হবার পর তবে।'

সেদিনকার মত লেবু চিনি-জল।

তৃতীয় দিনে—রুটি মাখমের প্লেট ঠেলিয়া দিয়া—'আমাব আদা ছোলা কই?'

'ছোলা ভিজানো নেই—ক'দিন খাওনা বলে,—এসব খাবে না?'

'যেদিন যা চাইব—সেদিন সেটা যদি কিছুতে পাই। রোজ কি এক জিনিস ভাল লাগে?'

'ঘোলের সরবৎ'—

হ্যাঁ—ঘোল খেতে দাও—মাথায় ঢালো।'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন—'মোহন ভোগ করে দাও—'

'না—না: ও পুল্টিশ আমি খাইনে।'

লুচির মত মোহন ভোগেও সেই কলেজ বোর্ডিং হইতে অরুচি। কাজেই ওসব ফরমাসছাড়া বাড়ীতে তৈরী হয় না। কিন্তু এখন্ উপায় ?—

'তবে আজ চা রুটি খান।'

সপ্তাহ খানেক গেল। তারপর একদিন—'হ্যাঁরে নীহার,—ভেবেছিস কি ? ঘোড়ার মত রোজ দানা খাওয়াতে আরম্ভ করলি ? আমায় পেলি কি ?'

নীহার বলিল—'হায় ভগবান, কি যে করি ভেবে বুঝিনে মা।'

আসল কথা—প্রত্যেকবার বিভিন্ন রকম দিবে—একপ্রকার জিনিস দু'বার দিয়াছ কি অনর্থ বাধিল !

সুরুচি বলিলেন—'সে তুমি জান। দিন দিন ওঁর খেয়াল বাড়ছে—তুমিও তেমনি।'

ফণী বলিল—'ঐ রকম করেন বলে খাওয়া হয় না, মেজাজ চটে।'—

'আর আমরা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে থাকি চোর ডাকাতের মত'—

নীহার বলিল—'তরস্ত বেরস্ত না হয় হলুম—তবু যে বাবু খুসী হন্‌না। তার করি কি ?'

২৯

বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বদা উদগ্রীব উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত। অহরহ বাহিরে লোকের আওয়াজ শুনিতে পান এবং মিনিটে মিনিটে প্রশ্ন করেন—'কে ডাকে ? কে এলো ? দেখ্‌না—কে ?'

'যেই আসুক—তোমার কান খাড়া করে থাকবার দরকার কি ?'

'না—না কেউ এলে ওরা খবর দেয় না। সেদিন শ্যাম বাবুকে দু'ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল।'

নীহার নিম্নস্বরে বলিল—'যেই তিনি এলেন,—বসিয়ে খবরের কাগজ

দিলাম। বাবু গোসল খানায় ছিলেন। সেখানে বলতে যাব কি? চানটান করে এসে তবেতো বাইরে যাবেন?''

বিশ্বকর্ম্মার স্নানে এবং প্রসাধনে কিছু বেশীরকম সময় লাগে। হয় তো শেভ করিতে বসিযাছেন, কি স্নানে গিযাছেন—সেখান হইতেই—'কে নীহার? বসতে বল্—বল্ আমার দেরি নেই। সিগারেট দে,—দিস নি বুঝি? নাঃ, কিছুতে তোরা এটিকেট শিখবিনে?'

শুনিয়া শুনিয়া নীহার অনেক ইংরাজী শিখিয়া ফেলিয়াছে। - 'ইটিকেট' 'ডিছিপ্লিন লোশনকে 'নশুন' প্রফেসরকে পেপাচার—বেতারবার্ত্তাকে— 'বিনাতারের বাত্রা'। সেলট্যাক্স—ছেলটক্সো।

নীহার বাজারে। বিশ্বকর্ম্মা বাথরুমে। বাহিরে ডাক শুনিয়া ঠাকুর গেল। ফিরিয়া আসিয়া স্নুকচিকে বলিল—'একটি লোক'—

বিশ্বকর্ম্মা উদাসীন বটে—কিন্তু কি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য।—দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ নহে। চশমা ধারী। তবে শ্রবণেন্দ্রিয় অসাধারণ তীক্ষ্ণ।—খালি পায়ের শব্দটি পর্য্যন্ত এড়াইয়া যাইবার যো নাই। এবং একবার শুনিতে পাইলে হয়।—নিতান্ত মৃদুকথা হইলেও সে ধ্বনি তাঁর কাণ এড়াইবে না।

বাথরুমে জল পড়ায় শব্দ বন্ধ হইয়া গেল।—'কে—কে ঠাকুর?'

'আমি চিনিনে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'বসতে বল—সিগারেট দাও—আমি যাচ্ছি।

উল্লিখিত লোকটি বিশ্বকর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব আরদালী। দীর্ঘ ছুটির পরে সবে আসিয়াছে। লোকটি হিন্দু বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বেশেই আসিয়াছে। অফিসের সময় ইউনিফর্ম্ম পাইবে।

ঠাকুর তাহাকে চেনে না—। সে বসিবার ঘরে তাহাকে আসিয়া বসাইয়া বাবুর কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দিল। সে বেচারা বসিবে না,—ঠাকুরও নাছোড়বান্দা। অগত্যা বাবু রাগ করিবেন জানিয়া সঙ্কুচিতভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া রহিল। কিন্তু সিগারেট কিছুতেই লইলনা।

এদিকে বিশ্বকর্ম্মা শীঘ্র স্নান করিয়া দ্রুত বৈঠকখানায় গেলেন। তারপর তিনি ফিরিলে সুরুচির হাস্য।—বিশ্বকর্ম্মা সুরুচিকে উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিকার মুখে আয়নার সম্মুখে বসিলেন।—প্রসাধন কিছু অসমাপ্ত রাখিয়াই বাহিরে গিয়াছিলেন।

৩০

পাশের বাড়ীতে একজন সমপদস্থ অফিসার থাকেন। ভদ্রলোক প্রায় মফঃস্বল থাকেন। তাঁর স্ত্রী একদিন নীহারকে ডাকিয়া শাসন করিলেন।—সবাই নাকি তাঁর দিকে চাহিয়া থাকে।

সুরুচি বাপের বাড়ী। নীহার ভদ্র মহিলাটিকে দশকথা ভাল করিয়া শুনাইয়া দিল। ভদ্রলোক ফিরিলে স্ত্রীর কাছে শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মার কাছে নালিশ করিলেন।

নীহারের ডাক পড়িল। নীহার বলিল—'উনি সব সময় এইদিকের জানালার কাছে বসে থাকেন। আমরা যাব কোথা? রাস্তার লোক সবাই দেখে—কাকে বলবেন?'

দেখা গেল নীহারদের দোষ নয়। ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর বহু ঘর—বারান্দা, তত্রাচ মহিলাটি যে জানালাটা বাছিয়া লইয়াছেন—তাহা হইতে রাজপথ ও বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী ভালরূপ দেখা যায়।

ভদ্রলোক বুঝিতে পারিয়া বেশী উচ্চবাচ্য করিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা বিচারের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য নীহারকে কিঞ্চিৎ শাসন করিলেন। নীহার মনে মনে অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া রহিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তোদের জানালায় পর্দ্দা দে।'

ভদ্রলোকদের একটা লাউ গাছ হইয়াছে। প্রাচীরের উপর দিয়া দেখা যায়। বেশ সতেজ গাছটি। বিশ্বকর্ম্মার সীমানার শেষে সেই বাড়ীর

প্রাচীব আবস্ত। নীহার নিজেদের লীচু গাছের ডালপালা কাটিয়া দেওয়ালের গায়ে খাড়া ক'রিয়া দিল। ওদিককার মাচা হইতে সেই ডাল বহিযা লাউগাছ এদিকে আসিতে আরম্ভ করিল।

সুরুচি ফিরিয়া আসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—'ছি নীহার—তোমার দুষ্ট বুদ্ধি দিন দিন বাড়ছে। পরের গাছে লোভ কর— দখ তোমার নিজের কুমড়ো গাছের দশা।'

নীহার লক্ষ্য করিযা দেখিল—তাহার অতি যত্নের কুমড়া গাছ, প্রতিদিন যাব গোড়ায় মাছধোয়া জল দেয়—ডালপালা মেলিযা বান্না ঘরের চাল জুড়িয়া ফেলিয়াছিল, আর সে সজীবতা নাই—কেমন পক্ক অবস্থা ধরিয়াছে।

দেখিয়া দুই লাফে নিজের গাছের কাছে গিয়া—'তাই তো—খেযাল কবিনি তো? দুত্তরি। যত মন্দ কি আমাদেবই হয়।'

—'ওর নাম পাপের শাস্তি'—

—'পাপ? আমরা পাপ কবিনি—করেছে ফণীবাবু? বলুন তো? মার যত অন্যায় কথা—বাবু বলেন আমাদের ঘরে পর্দ্দা দিতে—পুরুষ মানুষ ঘরে পর্দ্দা দেয়?—'

ফণী বলিল—'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'—দিতেই হবে।'

'আর উনি যে হাঁ করে চেয়ে থাকবে—হাসবে—চুল বাঁধবে—উনি পর্দ্দা দিতে পারে না?—'

ফণী বলিল—'যা না-বলে আয়—

'বলেছি তো—আরো বলতাম—বাবুর ভযে বলিনে।' ঘরখানি ফণীর। তাব সংলগ্ন খাবার ঘর। ফণীর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য ভদ্রলোক মহিলাটিকে দেখিয়াছেন। তারপরে অনেক রকম কথা অনেকের মুখে। মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবাব ভয়ে নীহার এবং ফণীর একান্ত বাধাসত্ত্বেও সুরুচি তাড়াতাড়ি পর্দ্দা তৈরি করিয়া জানালা ঢাকা দিলেন।

৩১

বিশ্বকর্ম্মার শিরঃপীড়া হয মধ্যে মধ্যে। অ্যাসপিরিণ খাওয়া অভ্যাস। একবার সুরুচি মাথাধরার জন্য অ্যাসপিরিণ খাইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সেই হইতে ঔষধটা সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত ভীতি। বিশ্বকর্ম্মাকে দুই হাতে বারণ করেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা স্ত্রীর কথা শুনিয়া কাজ করিবেন ?

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে শিরঃপীড়া আরম্ভ,—বিশ্বকর্ম্মা গোটা দুই বড়ি সেবন করিলেন এবং আর দুইটি সঙ্গে করিয়া অফিসে গেলেন।

বৈকালে ফিরিয়া নিঃশব্দে চেয়ারে শুইয়া আছেন।

সুরুচি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—'এ কি ? এত চুপচাপ যে ? কখন এলে ?,

শিথিল মৃদু স্বরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'শরীর ভারি অবসন্ন—'

'খাও অ্যাসপিরিণ ! আমার যা হয়েছিল ! বললে তো শুনবেনা। চা আনতে বলি ?'

অতি ক্ষীণকণ্ঠে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'না—না, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত।'

ভয়ে ভয়ে সুরুচি বিশ্বকর্ম্মার আপাদমস্তক দেখিলেন,—গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—কিঞ্চিৎ চুপ করিয়া ভাবিলেন। শেষে বলিলেন 'ডাক্তার ডাকবো ? ডাকতে পাঠাই ?'

'না—কি করবে ডাক্তার ? টাকা পয়সা যা যাচ্ছে—তোমার অসুবিধা হবে না। ভালই থাকবে।'

'যাও—সব তোমার চালাকি ! এত যার শরীর খারাপ সে বুঝি পাঁচটা অবধি অফিসে থাকে ? সব মিথ্যা কথা।'

'মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়।' কণ্ঠ অতি ক্ষীণ।

দিন কয়েক বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত অসুস্থ রহিলেন। দেহ দুর্ব্বল—চলাফেরা করিতে কষ্ট—মাথা ভীষণ ভার। কাজের চাপ বেশী। ইদানীং—ধূমপানের অভ্যাসও বেশী হইয়াছে। সকলে চিন্তিত। অনেকেই ব্লাড প্রেসার সন্দেহ করিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। উপসর্গ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সুরুচি প্রতিদিন তাগাদা দেন। শেষে রবিবার সকালে বিশ্বকর্ম্মা পোষাক পরিয়া বাহির হইলেন।—ভাল করিয়া ডাক্তারি পরীক্ষা না করিলেই নয়।

অ্যাসপিরিনের উপর সুরুচির অশ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া একবারে শয্যাশ্রয় করিলেন। নীরব নিস্পন্দ ভাব। সুরুচির আতঙ্কের সীমা রহিল না। বলিলেন—'কি বললে ডাক্তার?'

বিশ্বকর্ম্মা মুদ্রিত নেত্রে বলিলেন—'বললে—'এই মুহূর্ত্তে ছুট নিন। যে কোন সময় ভীষণ অনিষ্ট হতে পারে।'

'ছুটির দরখাস্ত করবে না?'

'দেখি—বাড়ী যেতে হবে,—হেমুটা বাড়ী বসে বসে থেকে মূর্খ হয়ে যাচ্ছে—তার একটা ব্যবস্থা না করলে—'

'আর কারো কথা ভেবে কাজ নেই—এখন নিজের কথা ভাব।'

'নিজের তো শেষ, ভাববার আর কিছু নেই।'

সুরুচি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'সব মিছে—'

চকিত হইয়া সুরুচি বলিলেন—'কি?'

'বল দেখি কি? কেমন বলতে পার—বড় না বুদ্ধি?'

'না আমার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই।'

'সব মিছে'—

'যাওনি ডাক্তারের কাছে?'

'গিয়েছিলাম।'

'কি বলেছে?'

'বলেছে—কিছু না, কিছু হয়নি।'

'তবে শরীর অত দুর্ব্বল—'

'ওটা সাময়িক। সেরে যাবে।'

'কি করে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা বললে? ছি—ভারি যাচ্ছেতাই তুমি!—ভেবে আমি—'

'একটু মজা দেখ্‌লাম—তুমি কি কর।'

'করবো আবার কি?'

'ইস্‌—ভাল ভাল রঙ্গীন সাড়ী পরা বন্ধ। একবেলা মাছ না হলে চলেনা! মজা বুঝবে তখন। তোমায় একটু শিক্ষা দেবার জন্যেই ইচ্ছে হয় মরি—কিন্তু আর যে ফিরে আসা যায়না—সেই হয়েছে বিপদ। যা দুর্ব্ব্যবহার কর তুমি আমার সঙ্গে।'

'আমি দুর্ব্ব্যবহার করি?'

'করনা? এক কথায় সাত কথা শুনিয়ে দাও। ঝঙ্কার—গঞ্জনা লেগেই আছে। আমি কোন জিনিস এনে দিলে পছন্দ করনা। যা বলি—বরাবর তার উল্টো করবে। এই সব নানান কারণে বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই'—বিশ্বকর্ম্মা মুখ নিতান্ত বিরস করিয়া রহিলেন। যেন সমস্ত দুনিয়া তাঁহার সঙ্গে বিষম দুর্ব্ব্যবহার জুড়িয়াছে।

'বেশ গো বেশ—কর্ত্তার কাজে দোষ নেই কিনা। সারাদিন বাড়ীশুদ্ধ জলে হাত দিয়ে থাকে,—কারো কোন ভাবনা নেই নিজের—কোনকাজ নেই কিনা?—তুমিই ধ্যান—তুমিই জ্ঞান। অফিস থেকে আস—সেকি মূর্ত্তি! বাড়ীর সবাইকে শালে দেবে—না শূলে দেবে তাই ভাবতে ভাবতে আসা হয়!—তোমার ভয়ে সব জড়সড়। একটি জিনিস না পেলে শিরশ্ছেদ কর। স্নানের পর এক সেকেণ্ড দেরি হলে ব্রহ্ম হত্যা হয়!

বাইরে তো বেশ থাক—বাড়ীতে এলেই আগুন!—আজ তোমার নটায় খাবার চাই—কাল এগারোটার পর!—ঠাণ্ডা হলে চলবেনা—গরমও না। এমন ধারা করে কেউ? কৌটা খুলবে—সিগারেট বার করবে—তবে তো দেবে?—চাইবে তো তক্ষুণি চাই। কেউ এলো—চা চেয়েছ কি—'আন্—আন্—আনলিনে?' কই আর কারো বাড়ীতে তো এমন কুরুক্ষেত্র হয় না? সব সময় সবাই তটস্থ,—এত ভয়ে ভয়ে থাকতে পারিনে আর—এবার আমি বাড়ী যাব।'

বিশ্বকর্ম্মা কাণ পাতিয়া নিজের গুণাবলী অম্লান মুখে শ্রবণ করিলেন। পরে বলিলেন—'তোমার ভয়? তোমার জন্যে সব অস্থির! তুমি একটি বাঘিনী! সবাই তোমার গুণ টের পেয়েছে।'

'কে কে টের পেয়েছে?'

'তাদের নাম বলে আমি বিপদ ঘটাব বৈকি?' এখনি তুমি আমার সঙ্গে এই রকম কর—বৃদ্ধ বয়সে তোমার হাতে আমাব যা দুর্গতি আছে—পরিণামটা আমার এখন থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

'বেশ—বেশ! এখন স্নান করবে কিনা?'

'করি—নীহার!'—

'আজ্ঞে'—

নীহার ঘরেই ঠুক্‌ঠাক্ করিতেছে।

৩২

পূর্ণিমা তিথিতে নিমাই চাঁদের জন্ম হইল।

সাত মাসে ভূমিষ্ঠ শিশু—তুলায় করিয়া দুধ খাওয়ানো হয়। গায়ে জালি কাঁটার মত বড় বড় লোম। তুলার বিছানায় শুইয়া থাকে। লীলার মা অহোরাত্র দৌহিত্র লইয়া ব্যস্ত। দ্বিজেন ভাইপোকে দেখিয়া আসিল।

উত্তর হইতে পূর্ব্বে—পূর্ব্ব হইতে উত্তরে দিন দু'তিন খানা চিঠি চলিতে লাগিল।

সাত মাসের হইলে মা ও শিশু নিজ রাজ্যে আসিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিল বেলা বারটার সময়। পিতার সমস্ত কাজ পঞ্জিকানুযায়ী। খাবার ও দুধ লইয়া ষ্টেশনে লোক গেল। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সময় খারাপ—ততক্ষণ ষ্টেশনে থাকিতে হইবে। তার পরে দেবী মন্দিরে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ীতে আসিবে।

গৃহ দেবতা মন্দিরের সম্মুখের আঙ্গিনায় আল্‌পনা দিয়া আসন পাতা। সেই দিকের দুয়াব পথে পাল্কী ঢুকিল। লীলা শিশু কোলে নামিয়া মন্দিরে উঠিয়া প্রণাম করিল। তারপরে আসনে বসিল।

প্রথমে পিতা আশীর্ব্বাদ করিবেন। বৌয়ের মাথায ধান দূর্ব্বা দিলেন। নিমাই চঞ্চল উজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া কার্যাকলাপ ও জনতা দেখিতেছে। পরেব বার তার মাথায় ধানদুর্ব্বা দিবামাত্র সে হাত পা ছুঁড়িয়া হাসিয়া দুই হাতে দাদামণির হাতখানি চাপিয়া ধরিল। তখন পিতা নাতিকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান। আর কাহারও আশীর্ব্বাদ করা হইল না।

তারপর নিমুর কোষ্ঠী প্রস্তুত। ছেলেটী বাডী তোলপাড করিয়া তুলিয়াছে। তেজেনের পরে বাডীতে এই প্রথম শিশু। অন্যান্য শিশুর অভাব নাই—কিন্তু পিতাব বংশধর তাহারা নয়।

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচি আসিলেন—বডদি আসিলেন। নিমু সব সময় হাসি খুসী,—পিতা বলেন—'হ্যাঁরে ও কাঁদেনা কেন?' পৌত্রের কান্না শুনিতে সাধ হয়। বড়দি বলেন—'এই হলো বাবার আসল জিনিস, আমরা মেয়ের পাল—রাজ্যি জুড়ে রয়েছি এতকাল।'

জন্মের পূর্ব্বে নিমুর নাম করণ হইয়াছে নিমাইচাঁদ—কৃষ্ণানন্দ।

কোষ্ঠির ফল বড় অপূর্ব্ব। শ্রীচৈতন্য দেব যে তিথি নক্ষত্রের শুভ সম্মিলনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই শুভ দিনে শুভক্ষণে নিমাই

জন্মিয়াছে। ইহার ফল বাল্যকালে ঘোর দুরন্ত—বিষয় উদাসী—বৈরাগী স্বভাব। কুড়ি বছর বয়সে এক পরমা সুন্দরীকে বিবাহ—ও একুশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ।

শুনিয়া পিতার মুখে ঘোর চিন্তার ছাযা পড়িল। দিদি বিষণ্ণ—লীলা কিছু বোঝে না—তথাপি বিষণ্ণ ভাব ধরিল। বোধ হয় শ্বশুরের জন্য। শুধু সুরুচি ও তাপসী অতি আনন্দিত।'—বংশে একজন সন্ন্যাস নিলে চৌদ্দপুরুষ অক্ষয় স্বর্গবাসী হন। নিমু যদি সন্ন্যাসী হয়—তার চেয়ে ভাগ্য কি আছে?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তোমাদের পণ্ডিতি একটু রাখ।'

কোষ্ঠী অনুসারে নাম দুইটি যেন পূর্ব্ব হইতে ঠিক হইয়া আছে।

অকাল জাত শিশু—অসুখ বিসুখ প্রায় থাকে। নিমাই চাঁদের গা গরম হইলে লীলার স্নান নিষেধ—অম্ল ভক্ষণ নিষেধ—ভোরে ওঠ নিষেধ। লীলা কাপড মুড়ি দিয়া শোয়। তাহার ধারণা নিমাই আসিবার পরে বাবার কাছে তাহার মুল্য কমিযা গিয়াছে। অন্যান্য বিষযে লীলার তেমন আপত্তি নাই। কিন্তু স্নান এবং অম্ল নিষেধ হইলে চলে কিরূপে?—যত উৎকৃষ্ট ফল আছে—কাঁচা অবস্থায় সব চেয়ে শ্রেয়ঃ। এবং ফলের বাগানগুলি বেশীর ভাগ অন্দর মহলের পাশে ও পশ্চাতে। ফলের সময়ও এই।

৩২

আসল গৃহিণী নীহার—তারপরে ফণী। বাড়ীতে সহসা কেহ আসিযা যদি প্রশ্ন করে—'গিন্নী কে বাড়ীর?'—সুরুচি জবাব দেন—'আমি ছাড়া আর সব্বাই।'

সুরুচি কোথাও গেলে নীহার বাধাহীন স্বচ্ছন্দ ভাবে বাবুর পরিচর্য্যা করে। দেশী বিলাতী হিন্দুস্থানী কোনরূপ খাদ্য বাদ দেয় না। নিজে

পছন্দ করিয়া সব জিনিষ আনে। সুরুচির হিসাব বা পরিমাণের স্বল্পতায় সে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। বরাবর বিশ্বকর্ম্মার আফিসের টিফিনের সঙ্গে আশ্বিন পর্য্যন্ত আম ও বৈশাখ পর্য্যন্ত নিত্য কমলা লেবু বাঁধা। তা ছাড়া আঙ্গুর পেস্তা কিসমিস! তবে সুরুচির হাতে এক এক দিন এক এক রকম—নীহারের হাতে প্রত্যেক দিন সব রকম।

সুরুচি অন্যান্য খাবারের সঙ্গে কিছু ফল দেন। নীহার দুই রকমই প্রচুর পরিমাণে দেয়। তাহার ধারণা বে-পরিমাণ খাইলে বাবু ভাল থাকিবেন।—'মা যে মেপে একটুখানি দেয়—ওতে কি জোর হয় গায়ে? এই খাটুনীর চাকরী'

বিশ্বকর্ম্মা বলেন সুরুচিকে—'তোমার জন্যে টাকা পয়সা কিছু থাক্‌বেনা। শেষকালে ভিক্ষের ঝুলি সার হবে।'

'কি করেছি আমি?'

—'যখন যা দরকার—পয়সা নিয়ে বাজারে ছুট্‌লো।'

'যখন যা দরকার—চেয়ে না পেলে যে কুরুক্ষেত্র কর?'—(নীহারের ঢালাও বন্দোবস্তের দীক্ষাদাতা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা। যে কোন দ্রব্যই হোক—পরিমাণের স্বল্পতা তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না।—যোগাড় চাই প্রচুর—কাজে লাগুক বা না লাগুক।

'টাকা পয়সা যে যখন চাইছে—অমনি দিচ্ছ।'

'তা নইলে জিনিসপত্র আস্‌বে কিসে?'

'খুচরো পয়সা থাকতে টাকা ভাঙ্গাতে দাও--'

'খুচরো চেয়ে না পেলে যে আগুণ হয়ে যাও। সব রকম তো তোমার কাছেই শিখেছি।'

'—এক নম্বর বচন বাগিশ।—বচনের জোর একটু না কমালে আর শান্তি নেই,—দয়া করে কমাও—জিভ তো নয়—ছুরি,—দুদিক ধার দেওয়া ছুরি!—

—'চুপ করে তোমার কাছে থাকা?—বচনের জোরেই টিকে আছি!'



নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাত্রা বিশ্বকর্ম্মার বড অপছন্দ। একটানা শান্তিতে মানুষ টিকিতে পারে? যেন পুকুরের বাঁধা জল।—বাড়ী আর মফঃস্বল!—মফঃস্বল আর বাড়ী!—ঠিক এই সঙ্কটময় সময়ের প্রাক্কালে দিব্য এক হুজুগময় বাতিক জাগিয়া উঠিল। এবার তাঁর একার নয়—দেশশুদ্ধ সকলের।

কংগ্রেস একজিবিসন—দেশময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—সুদূর পল্লী গ্রাম পর্য্যন্ত।—

সুরুচি বলিলেন—'যাবেনা?'

'জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত?'

'কার দেখতে ইচ্ছে না করে? সবাই তো যাচ্ছে—'

'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

'তবে যাওয়া ঠিক?'

'নিশ্চয়। গৃহিণী—বাঘিনী—যাঃ ভুলে বলেছি! গৃহিণী যা বলেন আমার শিরোধার্য্য।'

'কবে থেকে?'

'চিরকাল—চিরকাল!'

'সেইজন্যে যদি বলি আজ মফঃস্বল যেয়োনা,—তা শোন?'

'সেটা—বুঝলেনা দেবী—রাজ কার্য্য।'

'আর এটা?'

'এটা আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর অভিলাষ। এ আমার রক্ষা করতেই হবে— ছার প্রাণ থাক আর যাক।'

যথা দিনে বিশ্বকর্ম্মা সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া ভবানীপুরে আস্তানা লইলেন।

সুরুচির পিতা সুরুচির ছোট বোন তাপসীকে লইয়া আসিবেন—চিঠি দিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা প্রতীক্ষায় রহিলেন। দ্বিজেন ঢাকায় পড়ে—বন্ধু সহ সে আসিল, তেজেন কলিকাতায় পড়ে।

বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছা—শ্বশুর মহাশয় আসিলে একত্র পরিদর্শন করা। কিন্তু সরোজ ও দ্বিজেনের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পরের দিন একজিবিশন দেখিতে যাত্রা করিলেন। নীহাব দেশে গিয়াছে। ভুবন নামে একটি লোক সঙ্গে আসিযাছে। আর কাহাকেও আনা হয় নাই। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন— 'উজবুক বেটাঁরা—জানেনা—চেনেনা—হারিয়ে যাক শেষে—' ভুবনের একান্ত ইচ্ছা কলিকাতা দেখিবে তাই তাকে আনা।

সদলে বিশ্বকর্ম্মা একজিবিশনের তোরণ দ্বার সম্মুখে অবতরণ করিলেন। গেটের ভিতর ঢুকিয়া বাঁদিক হইতে দেখা সুরু হইল। ঘণ্টা তিনেক ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশেষ কিছুই বোঝা গেলনা। কোন বকম নোটিশ নাই—এত বড একটা বৃহৎ ব্যাপারের কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। গাইড বা স্বেচ্ছাসেবক আছে শোনা যায়—কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেলনা। দর্শকের অবস্থা ঠিক যেন একটা বিরাট মেলার মধ্যে ছত্রভঙ্গ দিশেহাবা। উৎসাহ ছুটিয়া ক্রমেই নিরুৎসাহ। কিন্তু এতবড় ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া প্রথম দিনই পরাজয় স্বীকার করাও কঠিন।

সহজে কেহই হাল ছাডে না। ক্রমশঃ চলন্ত গতি মন্দ হইতে লাগিল। এবং অবিরত রৌদ্রে ভ্রমণের ফলে মাথা ধরিয়া ও গলা শুকাইয়া উঠিল। এখন ফিরিয়া গেলেই হয়—কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুর কতটুকু দেখা হইল—কি বাকী রহিল—কেহই জানেনা।—সবারই এক দশা।

একটু ছায়াযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া সুরুচি বলিলেন—'খাবার জল পেলে হতো'—

সরোজ বলিল—'এত ঘুরলাম—কৈ একটা সোডা লেমনেডের দোকান দেখলাম না।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'দোকান কি পথে করে রাখবে ? আছে কোথাও এসো দেখিগে।'

'আমি আর হাঁটতে পারছিনে। দোকান তো পথেই থাকে—'

'সে কি ? অত উৎসাহ ? এখনো ত সিকি দেখনি। এখানে থাকলে জল এগিয়ে আসবে না—জলের কাছে যেতে হবে।'

অনেক খুঁজিয়াও একটি চা খাবার বা পানীয়ের দোকান মিলিল না। শুধু রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিপাসা এবং মাথা ধরা আরও বাড়িল।

কিছুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে জন দুই স্বেচ্ছাসেবককে দেখা গেল।

বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন,—তাহারা বলিল—'যান ঐদিকে—সব আছে' বলিয়া চলিয়া গেল। দেখাইয়া দিয়া গেলনা। ফিরিয়াও আর চাহিলনা।

সেই দিক লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর গেলে দেখা গেল—একটি তাঁবুর মধ্যে লম্বা লম্বা টেবিলে কতকগুলি নরনারী আহারে বসিয়াছে। পানীয় শালা নয়। পরিবেশনকারীরা যেভাবে পরিবেশন করিতেছে—দেখিলে মনে হয়—সামান্য জলযোগের আয়োজন নয়। বেশ ভাল এবং বড় ধরণের রেষ্টোরাঁ।

সরোজ ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল—'নামে হিন্দু মতে—কাজের বেলা সব পাওয়া যায়।'

সুরুচি বলিলেন—'নাঃ'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তবে চল—'

'তোমরা কিছু খেয়ে এসো না,—আমি দাঁড়াই এখানে।'

'আমরা তোমার মত কাতর হইনি—অতএব চল।' সকলে মিলিয়া আবার ভ্রমণ ও অন্বেষণ। হঠাৎ একটি স্বেচ্ছাসেবককে দেখা গেল। মরুভূমে ওয়েশিসের ন্যায় ইহারা দুর্লভ দর্শন। সে বলিল –'ঘণ্টা তিনেক খুঁজেও পাননি? ওদিকে?—'

'ওটা বিশুদ্ধ হিন্দু মতে নয়।'

'ও—হিন্দু মতে? আসুন তবে?' সহাস্যে ছেলেটি অগ্রবর্ত্তী হইল। খানিক দূর আসিয়া দূরে একটা তাঁবু নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—'ওখানে যান।'

প্রশস্ত চন্দ্রাতপ। সারি সারি সাদা কাপড ঢাকা ছোট ছোট টেবিল ঘিরিয়া চারিখানি করিয়া হাল্‌কা চেযাব পাতা। অনেকে বসিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি টেবিল খালিও রহিয়াছে। বাঁ দিকেব ষ্টলগুলিতে বহু সংখ্যক বয়স্কা তরুণী কিশোরী জলযোগের আয়োজনে নিযুক্ত। ক্ষিপ্র সপ্রতিভ-কর্ম্মপদ্ধতির ধরণ।

বিশ্বকর্ম্মা সদলে একটি টেবিল ঘিরিয়া বসিলেন। সরোজের ইচ্ছা ছিল—অন্য টেবিলে বসে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এ'দিক ওদিক কি দেখ্‌ছিস? বসে পড না!'

স্বেচ্ছা সেবিকার ব্যাজধারিণী একটি তরুণী ক্ষিপ্রচরণে কাছে আসিয়া বলিল—'কি চাই আপনাদের?'—

সরোজ অগত্যা এই টেবিলেই বসিয়াছে। সুরুচি বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শুধু বসিবার স্থান এটা নয়,—মেয়েটি তাই জানিতে আসিয়াছে। আচম্‌কা মেয়েদের সামনে বিশ্বকর্ম্মা লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়েন। কেহ বেডাইতে আসিলে বাড়ী ছাডিয়া যাওয়া অভ্যাস। হঠাৎ বিপদাপন্ন হইয়া গেলেন। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—'আমাদের জন্যে চার ডিস খাবার এবং চা—'

মেয়েটি একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল,—'চার ডিস?'

নম্রস্বরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'হ্যাঁ।'

মেয়েটির আশ্চর্য্যভাবে সকলেই একটু আশ্চর্য্য হইল। কারণটা কি ?

মেয়েটি তেমনি ক্ষিপ্রপদে নিজেদের ষ্টলে গিয়া ঢুকিল—। পরমুহূর্ত্তে অন্য দুইটি ব্যাজধারিণী চারিখানি প্লেট হাতে আসিয়া সকলের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

সাদা কোয়ার্টার প্লেট। প্রতি প্লেটে দুটি দুটি ছোলা মটর চাল ডাল ভাজা—দু'খানা বেগুনী ও ডিম আলুর মিশ্রণে চপের ন্যায় একটা দ্রব্য।

দ্বিজেন এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—'এতে কি হবে ?

সরোজ কিছুই বলিল না। আর সুরুচির কোনকালে অভ্যাস নাই হোটেল রেষ্টোরাঁয় আসা,—সুতরাং তিনি বিশ্বকর্ম্মার মুখাপেক্ষী।

মেয়ে দুইটি চারি পেয়ালা চা আনিয়া দিল। সর্ব্বপ্রথম মেয়েটি আসিয়া চারিখানি কার্ড টেবিলের মাঝখানে রাখিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'অনুগ্রহ করে আমায় এক গ্লাস জল—'

বিশ্বকর্ম্মা কোনদিন চায়ের পেয়ালা শেষ করেন না। অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। এজন্য সুরুচি একটা খুব ছোট পেয়ালা তাঁহাকে কিনিয়া দিয়াছেন।

দ্বিজেন কার্ডগুলি পড়িয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিল,—বলিল—'দেখুন !'

বিশ্বকর্ম্মা পড়িলেন।—খাদ্য পানীয়ের মূল্য প্রতি ডিস একটাকা। চারিজন চারি টাকা। এইসব টাকা কোন্ এক সাহায্যের জন্য কোথায় প্রেরিত হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'মন্দ নয়।'

সুরুচি বলিলেন—'কি ?'

'চার জনের বিল চার টাকা।'

'সে কি ?'

মৃদুস্বরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'চুপ কর।'

কার্ড দায়িনী জলের গ্লাস টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল। সুরুচি বলিলেন—'সত্যি না ঠাট্টা ?'

'এই দেখ।'

'আশ্চর্য্য করলে! যা দিয়েছে—বড় জোর দু' আনা দাম, এক পেয়ালা চা চার পয়সা। আচ্ছা ধর না হয় চার আনা। তা হলেও চার জনেব এক টাকার বেশী হয় না।'

'কি সাহায্যের জন্যে'—

দ্বিজেন বলিল—'কি সাহায্য আগে বলা উচিত, যার ইচ্ছে দেবে—না হয় না দেবে—এ যেন জোর করে নেওয়া।'

রোষে ক্ষোভে বিষপানের মত সুরুচি চা পান করিলেন। রুচি বিন্দুমাত্র নাই—শুধু পয়সার মায়ায়। সবোজ চা খায়না। চা খাইলে তার ঘুম হয় না, কান ভোঁ ভোঁ করে, মাথা ঘোরে—অনেক উপসর্গ! তবু দাম শুনিয়া সে পেয়ালাটি শেষ কবিল। শুধু বিশ্বকর্ম্মার ডিশ ও পেয়ালায় সবই কিছু কিছু রহিল। এটা তাঁর চিরকালের নিয়ম। ঠিক একটি বালকের ন্যায় আহার।—এজন্য সকলেই বলে—'শুধু বাজনা বাদ্যি! কাজের বেলায় কিছু না, ওটুকু না খেলেই হয়।' অপর স্বেচ্ছাসেবিকা আসিয়া প্লেট পেয়ালাগুলি লইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা ব্যাগ বাহিব করিয়া চারিটি টাকা তাহাকে দিলেন।—এবার উঠিবাব পালা—

একটু দূবে চারিজন যুবক এক টেবিলে বসিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় ধনী। বেশভূষা খুব মূল্যবান। তার মধ্যে একজনের কণ্ঠ উচ্চ হইয়া উঠিল। স্বেচ্ছাসেবিকা তাহাদিগকে সবে কার্ড দিয়া গিয়াছে। একজন বলিতেছিল—'এ কিরে? চার টাকা দিতে হবে যে?'

দ্বিতীয় যুবক বলিল—'হঃ কও কি? চা খাইয়া চারটাহা দিমু না?'

তৃতীয় যুবক—'ঠাট্টা করেছে।'

প্রথম—'হ্যাঁ ঠাট্টা! টাকা ফেলে কথা বল।'

দ্বিতীয় যুবক ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—'হস্তাকথা ? চারটাহা গায়ে লাগে না ?'

চতুর্থ—'তুমি খেলে কেন ? দিতেই হবে।'

'খাইছি ? কি খাইছি ? ঘোড়ার ডিম খাইছি ! না গেল ক্ষুধা—না গেল তিষ্টা !—এক পয়সার চিড়া মটর—এক পয়সার বাগুণ বাজা। মগের মুল্লুক আর কি ! ডু'গা চাউল ডাউল বাজা ডিসে কইরা দিলেই পয়সা ?'

চতুর্থ বলিল—'চুপ কর ভাই—চুপ কর। চারদিকে সবাই হাঁ করে তোর কথা শুনছে। যা হবার হলো, বলে লাভ কি বল্ ? বললে তো টাকা উঠে আসবে না ?—চুপ করে যাওয়াই ভাল।'

—'হঃ চুপ্পা করুম ! তারা নিবার পাবে—আমরা কইবার পারুম না ? বিলেতী হোটেলে বইছি না ?—কিসের এত ভয় ? ন্যায্য কথা কইমুনা'—

তৃতীয় বলিল—'আচ্ছা ভাই—যা বলবার বাড়ী গিয়ে বলিস। এখানে নয়।'

'কেন্—এহানে কি হইল ? উচিত কথা—একশোবার কইমু,—খাতির ডা কি ? হ্যাশের থিকা আস্‌ছি কি টাহা ছড়াইবার লাইগ্যা ? মাটন চপ্ দিছে, না কোর্ম্মাকারী ঢাকাই পরেটা দিছে যে নগদ টাহা গুইনা দিমু ? চার টাহা দিমু চারজনে ? ডাহা সর্ব্বনাশ ! ছাই মাথামুণ্ডু খাওয়াইয়া টাকা নিবার ফাঁদ পাতছে।—আগে কেন কইলো না এই দাম—কোন্ হালা এহানে জলটুক ছোয় ?'

বিলের টাকা মিটাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধ বন্ধুর বাহু ধরিয়া প্রথম যুবক বলিল —'ওঠ্—ওঠ্—'

'হ—হ, দেরি করলে আবার বিল দিবে যে চেয়ার টেবিল আট্‌কাইয়া রাখ্‌চ'—'হ্যাও টাহা—'

তাহাকে টানিতে টানিতে বন্ধুরা চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন—'চল আমরাও উঠি। এবার বাড়ী ফেরা যাক।'

চলিতে চলিতে দ্বিজেন বলিল—'কিছু দেখা হয়নি যে—'

'না হোক—মাথা ধরে গেছে—ভাল লাগছে না আর।'

'একটা মাফলার কিন্‌বো যে—'

'চল্'—একটা দোকানে ঢুকিয়া উচিত দামের দ্বিগুণ মূল্যে একটা মাফলার কেনা হইল।

সুরুচি বলিলেন—'এখুনি যাব যদি, বাড়ী গিয়ে চা খাওয়া যেতো—শুধু টাকাগুলো জলে ফেলা—ভিখারী ফকিরকে দিলে কাজ হতো। এত সব খেলে' জিনিস করেছে,—যত সস্তায় পারে'—

'চাল ডাল ভাজার কথা কি যেন বললে ওবা?'

—'দেখনি? চাল ভাজা,—আর ছোলাব ডাল ভাজা—তাও গুণে ছটি করে—না এলেই হতো।'

'তোমার জন্যে'—

'হোক্—কিছু বলা উচিত ছিল—তুমি কিছু বললে না।'

'বলে লাভ কি?'

সরোজ বলিল—'অনেক গরীব আছে—যার কাছে দু'চার আনার বেশী নেই।'

তারা খাবে না।'

'কেউ কি জানে এত সামান্য জিনিষের এত বেশী দাম? এতবড় একজিবিশন—ঘুরে দেখতে গেলে পিপাসা পায় সবারি। হয় তো ছেলে-পিলে নিয়ে খেতে বসেছে—বিল দেখে কি করবে তখন? বলনা মাষ্টার মশাই?'

'আগে দাম জেনে নিয়ে তবে বস্‌তে হয়'—বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধরাইলেন।

'তুমি দাম জেনে নিয়ে বসেছিলে নাকি? এরা যখন এত বেশী দাম ধরেছে,—উচিত,—আগে কার্ড দেওয়া—যার ইচ্ছে বস্‌বে—না হয়-না

তা নয়—খাবার সামনে ধরে দিয়ে বিল দেওয়া। মানে কান ধরে টাকা আদায় করা!—খাও না খাও টাকা দাও!—ঢাকাই লোকটি ঠিক বলেছে।'

দ্বিজেন বলিল—'আমাদের মত ঢের লোকে ঠক্‌বে—কিন্তু কেউ প্রকাশ করবে না।'

—'যথার্থ!—যথার্থ!—অতি ন্যায় সঙ্গত কথা।'

বিশ্বকর্ম্মার ভাষা বিশুদ্ধ সাধুভাষা। সাধারণ চলিত ভাষা পছন্দ করেন না।—'ও সব স্ত্রীলোকের কথা—।' যেমন 'প্রয়োজন'কে 'দরকার' বলা—। 'খারাপ' বা 'অন্যায়'কে তিনি বলেন 'বিবেক বিরুদ্ধ'—'যুক্তি বিরুদ্ধ' 'গর্হিত' ইত্যাদি।—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় ভাগ এখনো তাঁর কণ্ঠস্থ। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্তই তাঁর বিদ্যার সীমা।—তা হইলে তাঁর উচিত বিশ্বকর্ম্মার অবাধ সুললিত আবৃত্তি অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—শ্লোকের পর শ্লোক শ্রবণ করা।

৩৪

দুই দিন পরে সুরুচির পিতা তাপসীকে সহ পৌঁছিলেন। সুরুচির বড়দিও ঐ দিন নিজের বাহিনী সহ শোভাবাজারে নিজেদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। আরো বহু আত্মীয়জন আসিয়াছেন—কিন্তু কে কোথায় —ঠিক ঠিকানা উভয়পক্ষেরই জানা নাই।

পরদিন বেলা বারটার সময় বড়দিরা আসিয়া পড়িলেন। তাঁদের দু'খানা গাড়ী। এ পক্ষ হইতেও দু'খানা গাড়ী। বেশ একটা মিছিলের মত সকলে মিলিয়া যাত্রা করিলেন।

দূর হইতে প্রদর্শনীর সম্মুখের ভিড় দেখিয়া বড়দি বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! এ কি কাণ্ড? ছেলেপিলে না হারিয়ে যায়।'

তাপসী বলিলেন—'এক একজন এক একটিকে নি।'

গেট পার হইয়া বিশ্বকর্ম্মা ও সুরুচির পিতা আগে আগে চলিয়া গেলেন। শিশুদের লইয়া চলিতে একটু দেরি হয়। সুরুচিরা তাঁহাদের লাগাল পাইলেন না।

তাপসী বলিলেন—'বাবা গোপালের শাল কিনতে ব্যস্ত রয়েছেন। ও বেলা দোকানে যেতে চেয়েছিলেন, জামাইবাবু বললেন—একজিবিশনে কিনবেন!' গোপাল গৃহ-দেবতা। ব্রজগোপাল বিগ্রহ। সুতরাং সকলের আগে শাল কেনা প্রয়োজন। বহু দোকান দেখা হইল।—এদিকে ক্রমে শীতের বেলা পড়িয়া চলিল। পছন্দমত শাল পাওয়া গেল না। সুরুচির পিতা একটা বড় দোকানের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। আর সকলেও ক্ষণেক সেইখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দ্বিজেন এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল—'বাবা, ঐ দোকানটায় ভাল শাল আছে।'

পিতা ও বিশ্বকর্ম্মা সেই দোকানে গেলেন। অনেক ক্রেতা এই দোকানের দিকে আসিতেছে।—সুরুচি বলিলেন—'কি ভিড এখানে?—ছিঃ—গায়ে গায়ে ঘেঁসে চলা—আসতে নেই এসব জায়গায়। চল—'বাবা কি কিনছেন দেখিগে ওখানে।'

সেখানেও বিষম ভিড। তাপসী বলিলেন—'অত লোক ঠেলে ভেতরে যাওয়া যাবে না। আমরা ঘুরে ফিরে বেড়াই এসো।' ভিড়ের ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল। রৌদ্রের তেজও আর নাই।

বাঁ দিক ধরিয়া যাইতে যাইতে সেই ভোজন মণ্ডপটি দেখা গেল। বড়দি বলিলেন—'ছেলে পিলেদের খাইয়ে নি আয়।—'

সুরুচি সকৌতূহলে দেখিতেছেন সেদিনের মতই লোকজন বসিয়াছে টেবিলে। মনে মনে বলিলেন—'মজাটা বুঝবে পরে—'

দিদিকে বলিলেন—'জন প্রতি এক টাকা।'

'কেন ? কি খাওয়াচ্ছে ওখানে ?'

'সে কথা না বলাই ভাল।'

বড়দির মেয়ে নির্ম্মল বলিল—'আমাদের টাকা তিরিশেক লাগবে তবে।'

একটি স্বেচ্ছাসেবক এই দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কাছে আসিল। বড়দি বলিলেন—'পরেশ তুমি ? ভলান্টিয়ার হয়েছ ? বাঃ বেশ—'

পরেশ বলিল—'হ্যাঁ।' পরেশ বড়দির জ্ঞাতি-পুত্র।

সুরুচি সেদিনকার চা পানের কথা বর্ণনা করিলেন, শুনিয়া সকলের হাসি।

পরেশ বলিল—'এ সব কাণ্ড বলে কি হবে—'

নির্ম্মল বলিল—'ছেলে যে কাঁদছে, তাড়াতাড়ি খাইয়ে আন্‌তে পারি নি। করি কি মাসীমা ? কিছুতে মানছে না ও—'

সুরুচি বলিলেন—'দেখি—চায়ের ঘরে দুধ পাওয়া যায় কিনা—'

সেই ষ্টলগুলিতে মেয়েরা তেমনি নানা কাজে ব্যস্ত। তৈরি খাবার পাত্রে পাত্রে সাজানো।—একজন কড়ায় বেগুনী ছাড়ে—অন্যজন ঝাঁঝরা দ্বারা তুলিয়া লয়। আলুর খোসা ছাড়ানো—জল হইতে ভিজানো ডাল ছাঁকিয়া তোলা,—পেঁযাজ, লঙ্কা কুচি করা,—ডিম ভাঙ্গা—বেগুন কাটা ইত্যাদি সব কাজ। একদিকে দাঁড়াইয়া একজন চা পান করিতেছে।—তাহারই কাছে আর একজন গরম বেগুনী মুখে ফেলিয়া হাঁ করিয়া রহিয়াছে। কাজে কর্ম্মে পানাহারে সমান দক্ষতা।

একটি হিন্দুস্থানী এক বালতী দুধ হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরুচি ষ্টলের কাছে গিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—'দেখুন—এই শিশুটির জন্যে একটু দুধ জ্বাল দিয়ে দিন না,—দুধ কিনে দিচ্ছি—'

একটি মেয়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—'আচ্ছা দিই।'

বেগুনী চিবানো মেয়েটি বলিল—'কিসে জ্বাল দেওয়া হবে ?'

তখন কর্ম্মনিরতা বালিকা, তরুণী, যুবতী, গৃহিনী সকলেই একবার

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। একজন পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—'ঠিক কথা, জ্বাল দেবার কিচ্ছু নেই' বলিয়া পেয়ালাটা মুখে তুলিল।

সুরুচি বলিলেন—'হবে না তবে ?'

চা-পান-কারিণী বলিল—'কি করবো বলুন। দুধ জ্বাল দেবার কোন বাসন নেই আমাদের।'

সুরুচি দেখিলেন—কোন পাত্র নাই যে দুধ জ্বাল দেওয়া হইতে পারে। প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে চায়ের জল চাপানো। প্রকাণ্ড কড়ায় তেল ফুটিতেছে। তা ছাড়া সব পাত্রই নানা জিনিসে আট্‌কানো। সে সব খালি করিবার কোন সুবিধা নাই। সত্যই দুধ জ্বাল দেওয়া সম্ভব নয়।

তখন বলিলেন—'তোর ছেলের ভাগ্যে দুধ নেই—চা খাবে ?—এ ছাড়া তো উপায় নেই !—'

নির্ম্মল বলিল—'হ্যাঁ, চা'-ও খায়।'

সুরুচি এক পেয়ালা চা চাহিলেন। বলিলেন—'দাম কত ?' —'চার আনা।' বলিয়া একটি তরুণী এক পেয়ালা চা দিল। ষ্টলের সামনের বেঞ্চে বসিয়া নির্ম্মল ছেলেকে চা খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

সরোজ আসিয়া বলিল—'দাদামশাই ডাকছেন।'

'—কৈ তাঁরা ?'

'মুকুন্দ দাসের গান হচ্ছে—সেখানে। আপনারা চলুন শীগ্‌গির।'

'এর খাওয়া হোক'—

পিরিচে করিয়া একটু একটু করিয়া শিশুটি চা পান করিতেছে। শেষে মুখ ফিরাইয়া পেয়ালা ঠেলিয়া দিল।

বাকী চা ফেলিয়া দিয়া দাম দিয়া সেখান হইতে সকলে উঠিল।

নির্ম্মল বলিল—'ওদের কিন্তু খুব মজা—সারাদিন চা খাচ্ছে। খরচ তো লাগবে না। কিন্তু আমাদের একটু জল পেলেই হয়—'

সুরুচি বলিলেন—'আজও জল পাওয়া যাবে না ?'

দ্বিজেন বলিল—'না না,—সেদিন দেখলেন না ? জল কি হবে ? বাবা ডাকছেন চলুন।'

তেজেন আজ আসিয়াছে। সে বলিল—'কে বললে নেই ? আসুন এই দিকে—যার যা দরকার সব পাবেন—আসুন।'

ঠিক পাশেই ডাব, সোডা, লেমনেড ও পানের দোকান। যার যা ইচ্ছা সে তাহাই লইল।

সরোজ একটি লেমনেডের বোতল খালি করিয়া বলিল—'আর দেরি করবেন না, কখন ডাকতে এসেছি ?—'

এত কাছে পানীয় !—কিন্তু অজ্ঞতার ফলে সেদিন কি কষ্টটা ভোগ করা গিয়াছে।—চমৎকৃত হইয়া সুরুচি বলিলেন—'সেদিন দেখতে পেলাম না কেন ?'

তেজেন সরোজকে বলিল—'নিজের কাজটি উদ্ধার করে এখন তাগাদা হচ্ছে।'

দ্বিজেন জলপানান্তে শূন্য ডাবটি ফেলিয়া দিল—একটি সোডার বোতল শেষ করিয়া বলিল—'আমি যাই—বাবাকে বলে দিইগে, ওরা আস্‌ছে না।'

সুরুচি যাইতে যাইতে বলিলেন—'সেদিন বড্ড কষ্ট পেলাম জলের জন্যে। তুই এলিনে'—

তেজেন বলিল—'হোষ্টেলে কাজ ছিল—কিছুতে আসতে দিলে না।'

অদূরে একটা মণ্ডপের মধ্যে গান হইতেছে। ভিড়ও ভয়ানক। সরোজ বলিল—'আমি ডেকে আনি ওঁদের—'

একটু পরে ফিরিয়া বলিল—'তাঁরা নেই ওখানে।'

'নেই ? কোথা গেলেন তবে ? ভিড়ে দেখতে পাসনি ?'

'না—দেখেছি—নেই।'

পবেশ নিজের কাজে গিযাছিল। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া শুনিয়া বলিল—'তাঁদের দেখলাম পুতুল নাচেব ওদিকে যাচ্ছেন।'

সুরুচি বলিলেন—'পরেশ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না?'

'তা পারবো। বিশেষ কাজ আর নেই আমার।'

তখন শিশু-বালক-বালিকা সহ সেই সুবৃহৎ দলটির আর বেড়াইবার সাধ নাই। অথচ না বেড়াইলেও নয।—বরং যত দেরি কবিবেন—ততই ঘরে ফিরিতে দেরি হইবে।

সন্ধ্যা হইল। কৃষ্ণপক্ষের আঁধাব আকাশে উজ্জল নক্ষত্রমালাব ন্যায় অতি বিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রের উপবিভাগে অসংখ্য আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

তাপসী বলিলেন—'দেখ দিদি, কি সুন্দর! সন্ধ্যা হতে যেন অন্য মূর্ত্তি ধবলো।'

মানুষেব মত বড বড পুতুলেব নাচ। কিন্তু কে দেখে? সরোজ দ্বিজেন তেজেন পরেশ যতদূব পারে চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিল। কিন্তু কোথাও শ্বশুর জামাতাকে পাইল না।

তাপসী বলিলেন—'আর ভাল লাগছে না—এবার ফিরতে পারলে বাঁচি।'

ভুবন বলিল—'মা বাডী চলেন—বান্না ঘরেব চাবি আমার কাছে—দিয়ে আসিনি।'

সুরুচি বলিলেন—'বেশ কবেছ।'

তেজেন বলিল,—'ঐ যে আর একটা খেলা হচ্ছে,—ওখানে দেখি চলুন। ওখানে হয় তো গেছেন'—

একটা আলোকিত মণ্ডপ মধ্যে পুতুল নাচের মত একটা অভিনয় হইতেছে। রামাযণের কোন দৃশ্যাভিনয। কৌশল্যা সুমিত্রা সীতা কথা বলিতেছেন। প্রতিমাগুলি অতি সুশ্রী ও সুন্দব বেশ ধারিণী। সজীব

বলিয়া ভ্রম হয। দেখিবার যোগ্য জিনিস বটে।—কিন্তু মন সম্পূর্ণ নিরুৎসুক।

এখানেও তাঁহাদের পাওয়া গেল না।

দ্বিজেন তর্জ্জন করিয়া বলিল—'সব আপনাদেব দোষ।—সব! বাবা ডাকলেন—তখন লেমনেড খাবার ধূম পড়ে গেল।'

তেজেন বলিল—'আসুন না দাদা—আর একবাব দেখি—'

'তোবা যা—আমি আর ঘুবতে পারবো না।'

'তবে থাকুন। দিদি—আপনারা যেন এখান থেকে একটুও সরবেন না—তা হলে আর খুঁজে পাব না।'

শীতের রাত্রি, দারুণ শ্রমে দেহ অবসন্ন। সেইখানে বসিযা সকলে প্রতীক্ষায় রহিল।—ছেলেমেয়েবা সামান্য কিছু জলযোগ পাইয়াছিল বটে কিন্তু এখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতে চায়।—

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে সবোজ ও তেজেন ফিরিল। বলিল—'নাঃ।'

তাপসী বলিলেন—'বোধ হয় তাঁরা বাড়ী চলে গেছেন।'

সুরুচি বলিলেন—'আমাদের ফেলে যাবেন না, তাঁরা ঠিক আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন এমনি করে—'

দ্বিজেন বলিল—'আর এখানে থেকে কি হবে? গেটেব দিকে চলুন। তাঁরাও হয় তো আমাদের না পেয়ে গেটের কাছে থাক্‌তে পারেন—বেরুবার সময় দেখবেন বলে।'

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা প্রস্থান কবিতেছে। স্থানে স্থানে অত্যন্ত জনতা। দিনে সকলে ছড়াইয়াছিল—রাত্রিতে জড হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্র আবার বিষম ভিড।—

নির্ম্মলের পিতা বলিলেন—'একজিবিশনে এসে অবশেষে কর্ত্তাটিকে ফেললে হারিয়ে।'

সুরুচি বলিলেন—'ওঁর জন্যে ত তত ভাবনা নেই,—যখন যা ইচ্ছে

খাবেন। বাবা যে সন্ধ্যে না করে জলস্পর্শ করেন না। যদি ফিরে গিয়ে থাকেন খুব ভাল। কিন্তু যদি আমাদের খুঁজতে থাকেন—তবে বাবার কি হচ্ছে!—'

পিছন দিকে একটি করুণ নারীকণ্ঠ শোনা গেল. 'দেখ বাছা, আমার দিদিমা আব দুটি ছেলে—একটি সাত—একটি পাঁচ বছরের, কোথাও খুজে পাচ্ছিনে। কি হবে বাবা?—গেল কোথা?'

তাপসী বলিলেন—'আহা, ছেলে হারিয়েছে—ভলান্টিয়ারকে কেদে কেদে বলছে দেখ—এখন পেলে হয়—। কি বিপদ বল দেখি?'

কিছুদূর গিয়া আবার আর একটা কান্নার সুর শোনা গেল। দুইটি মহিলা একজন স্বেচ্ছাসেবককে বলিতেছে—'আমাদের বোন দশবছর বয়স -নাম আময়া বিকেল থেকে পাচ্ছিনে।'

তখন ছেলেমেয়েদের দলেব মাঝখানে রাখা হইল। বড়দি বলিলেন—'আমাদের দশা অনেকেবই।'

নির্ম্মলের ভাই হরেন বলিল—'মাসীমা, এনকোয়ারী অফিসে গিয়ে বলে আসিগে—আমাদের শ্বশুর জামাই হারিবেছে'—

নির্ম্মল বলিল—'এনকোয়ারী অফিস ও রিপোর্ট নেবেনা।'

'নিশ্চয় নেবে—তারা খুজে বার করে দেবে।'

—'হ্যা, ছোট ছেলে কিনা—তাই হারিয়েছে।'

'কেন হাবাবেনা? এই যে আমাদের হারিয়েছে—খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম—তবু পাচ্ছিনে!'

গেটের কাছে জন সমুদ্র। তবু তার মধ্যেও যথা সম্ভব অনুসন্ধান করা হইল। ফলং নিষ্ফলং।

তেজেন বলিল—'বাইবে যাই,—যদি তারা থাকেন—বাইরে বেরবার সময় দেখতে পাব। যদি চলে গিয়ে থাকেন তো গেছেনই। যে ভিড়——খুব সাবধানে যেতে হবে।'

ছেলেমেয়ে গুলি শীতে ও ঘুমে এবং শ্রান্তি ভবে অবসন্ন—সমস্তটা দিন ঘুরিয়াছে। তেজেন দলটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল —'সরোজ বাবু সবার আগে যান, তারপর দাদা,—পবেশ পূর্ণবাবু হরেন ভুবন দুপাশে যাক—ছেলেপিলেদের নিয়ে দিদিরা মাঝখানে থাকুন। আমি থাকবো পিছনে। না হলে গেটপার হবার সময় দু'একজন ছিটকে পড়ে যদি—তবে বিপদ। দাদা যান্‌না—দেরি করছেন কেন?'

দ্বিজেন মাথা ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'তোব কাজ থাকে, তুই আগে যা—আমি যেতে টেতে পারবোনা। নিজেদের বুদ্ধির দোষে বিপদ বাধিয়ে এখন আমাদের ওপব যত চাপ। এতবড একটা দলকে আমি সামলাই আর কি?—কে কোন্ দিকে সরে পডে তো দায আমাব।—কেন তখন আসতে দেরি করা হলো?'

তেজেন বলিল—'সে কথা বলে কি হবে? এখনকার যা—সেইটে আগে করা চাই। যত দেরী করবেন—আরো অসুবিধে বাডবে। তার চেয়ে তাডাতাডি বেরুবার যোগাড় করুন। সাত্যই সবার ভারি কষ্ট হচ্ছে।'

'তুই করগে যা! আমি পারবোনা।'

তেজেন সবার ছোট—ধৈর্য্য তারই বেশী সবার চেয়ে। সে পরেশ ও সরোজকে লইয়া বৃহৎ দলটিকে ঘিরিয়া সাবধানে গেট পার করিয়া দিল।

নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও সকলেব মনে হইল—ভিডেব চাপে আটা পেষার মত বুঝি পিষিয়া বাহিব হইয়াছে।

বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া ডান দিকের ফুটপাথে সকলে দাঁডাইল। ফুটপাথ প্রায় নির্জ্জন। দু'চার জন পান সিগারেট বিক্রেতা শুধু বসিয়া আছে।

সুরুচি বলিলেন—'সবাই এসেছি তো?'

তেজেন বলিল—'দেখ্‌ছি।'

সুরুচি বলিলেন—'ভুবন নেই যে—'

তেজেন বলিল—'আমার ঠিক বাঁদিকে ছিল সে,—গেট পার হবার সময় দেখেছি—'

তার পর দেখা গেল—পূর্ণও নাই।

দ্বিজেন গর্জিয়া উঠিল—'আপনাদের সঙ্গে যে আসে তার মতন গাধা আর নেই। কোথা গেল পূর্ণ? কোথা আমি তাকে খুঁজি? এই অন্ধকার—রাত্তির—না খাওয়া।—গেল কোথা সে!'

তাপসী বলিলেন—'তোর বন্ধু হারাবেনা—ভয় নেই।'

'কোথা রইলো ঠিক কি? আবার সমস্ত রাত আমাদের খুজে বেড়াক। তারপর তাকে কে দেখে? করবে সে কি তখন?'

—'তার যদি একটু বুদ্ধি থাকে—তবে আমাদের খুঁজবেনা, সোজা বাড়ী যাবে। আমাদের খোঁজবার দরকার কি তার?'—

—'যদি না যেতে পারে? একা একা যাওয়া কি সোজা?'

'একখানা গাড়ী ঠিক করে যে বাসায় যেতে না পারে—অমন বন্ধুকে তুই এনেছিলি কেন? এখন থেকে তাকে নিয়ে ঘরে বসে থাকিস—কোথাও বেরুসনে। কলেজের ছেলে হারিয়ে যাবে, বলতে লজ্জা হয় না? অমন ছেলেদের ঘরে দোর বন্ধ করে রেখে দিতে হয়।'

'ঘরে বন্ধ করবো আপনাদের—চলুন আজ—'

সরোজ, তেজেন ও পরেশ—পূর্ণ ও ভুবনকে খুঁজিতে আবার প্রদর্শনীর ভিতর ঢুকিল। বাহিরে সারি সারি আলোকিত ক্রীড়া মণ্ডপগুলির দিকে চাহিয়া তাপসী বলিলেন—'ওঁরা এসব কোন একটায় নেই তো? হয়তো খেলা দেখছেন—'

তত রাত্রেও সেগুলিতে প্রবল বাদ্যধ্বনি হইতেছে। বহু লোক যাতায়াত করিতেছে। এদিকে প্রদর্শনী হইতে বেগবতী নদীর ন্যায় জন প্রবাহ বাহির হইতেছিল।

সুরুচি বলিলেন—'আমাদের ভেতরে রেখে এসে তাঁরা কি বাইরে খেলা দেখবেন ? কখনো না। হয় বাড়ী চলে গেছেন—নয় ভেতরেই আছেন। আমার তো মনে হয়—ভেতরেই আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

দর্শকেরা পদব্রজে—মোটরে—বাসে—ঘোড়ার গাড়ীতে যে যেমন সুবিধা—প্রস্থান করিতেছে। ক্রমে ভিড় পাতলা হইল। পথের উপরকার যান বাহনগুলিও সরিয়া সরিয়া পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল। উদ্বেগে পরিশ্রমে তত রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসও যেন আর শীতের হিম নয়। যেন বসন্ত বাতাসের মত আরাম দায়ক সুখস্পর্শ।

সুরুচি বলিলেন—'বড়দি তুমি এবার যাও—ছেলেপিলেদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে—'

'তোরা থাকবি—আমি যাই কি করে ?'

'আমরা সারারাত থাকতে পারি। এরা কি পারে ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে—'

নিম্মলের পিতা ফুটপাথে বেড়াইতেছিলেন। বলিলেন—'ওরা একজন তোমাদেরও নিয়ে যাক,—তোমরা থেকে কি করবে ?'

'না জামাইবাবু—আমরা এক সঙ্গে সব যাব। আপনারা যান। অনর্থক সব শুদ্ধ কষ্ট পাবার দরকার কি ?'

দি'দরা তখন সব শুদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এতবড় দলটা যেন নিমেষে খালি হইয়া গেল।

জ্বলন্ত অগ্নির মত দ্বিজেন একদিকে দাঁড়াইয়া আছে। তাপসী বলিলেন—'তুই একবার ভিতরে গিয়ে দেখ্ না—'

'নিজেরা যান না ? আমাকে বলা হচ্ছে ! বাবা ডাক্‌লেন—অমনি ডাব খাবার ধুম পড়ে গেল। খাবেন আর ? এনে দেবো ?''

'কে জানে এরকম হবে। তা হলে কি দেরি করি ?'

'বেশ হয়েছে। থাকুন সারারাত এখানে।'

'শুধু কি আমরা থাকবো ?—তুইও থাক্‌বি।'

'আমি ? পূর্ণের ভাবনায় আমার যা হচ্ছে। আমি এই চল্‌লাম!—নিজেদের কর্ম্ম নিজেরা বুঝুন!'

সুরুচি বলিলেন—'বাবা আর উনি বাড়ী যাবেনই—দেরি হোক—শীগ্‌গীর হোক।—কিন্তু ভুবন তো পারবেনা—একেবারে পাড়াগেঁয়ে লোক—'

দ্বিজেন বলিল—'কেন আনলেন ওকে ? কাল খবর পাবেন গাড়ী চাপা -'

তুই থাম্‌—থাম্‌—ভয় দেখাসনে আর। ভয়ে মরে যাচ্ছি।'

'এখনি হয়েছে কি ? সবাই চলে গেল—পড়ে রইলাম আমরা, এমন দশা কার হয়েছে ? সাধে কি রাগ ধরে ? আবার পরশুদিন কংগ্রেসে যাবেন। নিয়ে যাব ভাল করে।'

দুখানা বাস ভরিয়া স্বেচ্ছাসেবিকা'গণ চলিয়া গেল।

তাপসী বলিলেন—'ওদের কাজ হয়ে গেল আজকের মত। ক'টা বেজেছে রে ? রাত অনেক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে- '

দ্বিজেন বলিল—'কটা বেজেছে—আপনাদের জ্বালায় জান্‌বার যো আছে ? ঘড়ি আন্‌তে পেরেছি ? যে তাড়া দিলেন আসবার সময়- '

সুরুচি বলিলেন— তুই সব দোষ আমাদের ওপর চাপাবি। নিজে ঘড়ি ফেলে এলি—দোষ আমাদের ?'

পরেশ ও সরোজ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'না পেলাম না, ভিতরে খুঁজেছি আগাগোড়া।'

বিশ্বকর্ম্মা ও সুরুচির পিতার খোঁজ করিবার উপরে উঠিল ভুবন ও পূর্ণের খোঁজ। তাহারা কলিকাতা সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ।

সরোজ বলিল—'ভুবন যদি পূর্ণের সঙ্গে থেকে থাকে তো ভাল, নইলে আর ওর আশা নেই।'

পরেশ বলিল—'ভিতরে থাকলে আমি ঠিক খুঁজে পাব। বাস্‌ওয়ালাকে বলে বাসায়ও পৌঁছে দিতে পারবো। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি বাইরে চলে গিয়ে থাকে—তবেই বিপদ।'

সুরুচি বলিলেন—'গোপু কই ?'

সরোজ বলিল—'এক সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম, তার পরে আর দেখিনি তাকে।'

দ্বিজেন বলিল—'নাও—এবারে সেও হারালো !'

সরোজ বলিল—'সে হারাবার ছেলে বটে,—বরং তুমি হারাতে পার।'

পরেশ বলিল—'তার ভাবনা ভাববার দরকার নেই, নিশ্চয় কোন কাজে আট্‌কা পড়েছে।—আমি তো এখানেই রইলাম। এবার আপনারা বাড়ী যান্—ঢের রাত হয়েছে।'

অগত্যা তাহাই স্থির হইল। সুরুচি বলিলেন—'কি কুক্ষণে একজিবিশন দেখ্‌তে এসেছিলাম। অবশেষে সবাইকে ফেলে—'

গাড়ী ডাকিয়া দ্বিজেন সরোজ ও দুই বোনে উঠিয়া বসিল। পূর্ব্বে বিরহে দ্বিজেন ক্রোধে ক্ষোভে চুপ করিয়া আছে।

এক একবার জ্বলন্ত কটাক্ষে ভগিনীদের দেখিতেছে। ক্রোধের মাত্রাধিক্যে বাক্‌শক্তি হীন প্রায়। সুরুচি দারুণ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। পিতা যদি বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে থাকেন তবে তো নিরাপদ—কিন্তু যদি কোন গতিকে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকে—তবে সে বিষম দুর্ভাবনার কথা ভাবিতেও পারা যায় না। বাসার ঠিকানা তো তিনি জানেন না। ষ্টেশন হইতে তেজেন তাঁহাদের বাসায় আনিয়াছিল। তিনি অত খবরও রাখেন না।

বাসার সম্মুখে গাড়ী থামিল। ভিতরে ঢুকিতে মন সরে না। ভয়ে ভাবনায় হতাশায় দুশ্চিন্তায় চারিদিক যেন অন্ধকার। সুরুচির সর্ব্বাঙ্গ অবশ। মনে কেবল একটা কথা—'এই শীত—এত রাত—বাবা কোথায় রইলেন—কি ভাবে—'

উপরে উঠিতে বাসার চাকর বলিল—'কিছু দিয়ে যান নি। ঘর তালা বন্ধ। আমরা নিজের পয়সায় সব কিনে এনে তবে রান্না করছি।'

বারান্দার পর কক্ষশ্রেণী। সুরুচিরা তিনটি ঘর লইয়াছেন, সে তিনটি তালাবন্ধ রহিয়াছে। তাহার পরের একটিতে বিশ্বকর্ম্মার একজন সহকর্ম্মী দেবেনবাবু আসিয়া উঠিয়াছেন। সেই ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কথাবার্ত্তার মৃদু ধ্বনিও শোনা যায়।

সরোজ বলিল—'খুড়িমা, তালা খুলে দিন।'

'চাবি ভুবনের কাছে—সে সব শেষে তালা দিয়ে নেমে ছিল', সুরুচির কণ্ঠ অস্পষ্ট। ভুবনের জন্য দায়ী তো সুরুচিই। তাকে না আনিলেই হইত। নিরীহ নিরপরাধী ভুবন।

দ্বিজেন বলিল—'চমৎকার। থাকুন এখন বাইরে দাঁড়িয়ে।'

তাপসী বলিলেন—'সত্যি, আজ বিপদের সীমা নেই যেন।'

সরোজ বলিল—'দেখি—দেবেন বাবুর ঘরে যদি কিছু পাই তালা ভাঙ্গবার,—না হলে মিস্ত্রী ডাকতে হবে।'

সেই ঘরের কপাট ঠেলিয়া ঘরে পা দিয়াই সরোজ বলিয়া উঠিল—'দাদামশাই—কাকা!'

সুরুচি উদগ্রীব হইয়া বলিলেন—'কই?'

'এই ঘরে।'

দুই বোন ব্যস্ত হইয়া গিয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন—ঘরে দেবেন বাবু নাই, তাঁর বিছানায় পিতা বসিয়া আছেন। বিশ্বকর্ম্মা চেয়ারে।

পিতা বলিলেন—'তোমাদের এত রাত হলো?'

তাপসী বলিলেন—'আপনাদের খুঁজে খুঁজে না আমাদের এই দশা?'

পিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'আমাদের খুঁজেছিস মানে? আমরা ছেলেমানুষ না কি? তো'দের না পেয়ে শেষে আমরা চলে এলাম ভাবলাম—তো'দের দেখা সারা হয়নি—দেখে শুনে পরে যাবি।'

দ্বিজেন বলিল—'বাবা,সব দোষ দিদিদের,—আমি গিয়ে বললাম—বাবা ডাক্‌ছেন চলুন,—তা গ্রাহ্যই নেই। ডাব লেমনেড কিন্‌তে আরম্ভ করলেন—সে কি এক আধটা?—কেউ আসেনা—কথাই শোনেনা।'

পিতা বলিলেন—'তোদের বড়দি?'

'বড়দিরা ওখান থেকেই চলে গেছে। আমরা আসবার সময় ভুবনকে হারিয়ে এলাম।'

'বলিস কি? সে তোদের সঙ্গেই বরাবর ছিল, হারালো কি করে?'

দ্বিজেন বলিল—'আমরা দিদিদের নিয়ে অস্থির, এত রাত হলো, তবু কি আসতে চায়? এক রকম টেনে এনেছি। ওঁদের নিয়ে ব্যস্ত রইলাম—কে কোন দিকে গেল টের পাইনি। পূর্ণকেও পাচ্ছিনা। আজ যে কি কুক্ষণে যাত্রা করেছিলাম—'

পিতা বলিলেন—'পূর্ণের জন্যে ভাবনা কি? ভুবন লোকটা বড় বোকা ধরণের। এতদূর পথ ঠিক করে আসতে পারবে কিনা,—বাসার ঠিকানাও হয়তো জানেনা।'

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন—'ব্যাটার কিছু বুদ্ধি নেই, ট্রাম বাসের ছুটোছুটি দেখেই তার প্রাণ চমকে যাবে—কোথায় গাড়ী চাপা পড়ে—'

ইতিমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা সকলের অলক্ষ্যে বারকয়েক সুরুচির প্রতি তীব্র রোষযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুরুচি সরিয়া আসিলেন। রুদ্ধদ্বার ঘরের সম্মুখে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। দুঃখে ভয়ে অনুতাপে তাঁহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সখ করিয়া কলিকাতা আসার ফলে একটি নিরপরাধ জীবনের জন্য দায়ী।

সরোজ তালা ধরিয়া টানাটানি করিয়া দেখিতেছে, দ্বিজেন কখনো উচ্চে কখনো মৃদু ভাবে ভগিনীদের প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিল।

সম্মুখে সিঁড়ি—সিঁড়ির আলো জ্বালা হয় নাই। বারান্দার আলো সিঁড়িতে কিছু পড়িয়াছে। এই সময়ে একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি সিঁড়ি বাহিয়া

উঠিতে লাগিল—পশ্চাতে আর একটি খর্ব্ব মূর্ত্তি। দ্বিজেন বকুনি থামাইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'এই যে ভুবন, কোথা ছিলি ব্যাটা? ভেবে মরছি আমরা তোর জন্যে। এই যে পূর্ণ, আঃ কোথা গেছ্‌লে তুমি?'

সরোজ তালা ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। ভুবন একমুখ হাসিয়া পূর্ণকে দেখাইয়া বলিল—'এই বাবুর সাতে ছিলাম—আপনারা চলে এলেন—ভিড় দেখে আমাদের ডর লেগে গেল। শেষে দেখি,—ছোট মামাবাবু পিছন থিকে ডাকাডাকি করছেন। তিনিই আমাদের বাস ডেকে ঠিকানা বলে দিয়ে তুলে দিলেন—বললেন—'চাবি তোর কাছে—তারা ঘরে ঢুকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।'

সরোজ বলিল—'নে ব্যাটা, আর দাঁত বের করে হাস্‌তে হবেনা। ঘর খোল্‌। তোর জন্যে সবাই আধমরা হয়ে গেছি—খুঁজতে খুঁজতে, আর ভয় ভাবনা শীতে—'

সিঁড়ি দিয়া তেজেন উঠিয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শুষ্ক মুখ—কিন্তু সে মুখ প্রফুল্ল। সমস্ত ভাবনা উদ্বেগ নিঃশেষে দূর করিয়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া সর্ব্বশেষে নিজে দেখা দিল।

দুই ভগিনী দুই দিক হইতে প্রশ্ন করিলেন—'এত দেরি কেন তোর—কেন তখন এলিনে?'

তেজেন বলিল—'আমি একজিবিশনের ভেতর পূর্ণবাবু ভুবনকে খুঁজছি, সরোজ বাবু পরেশ বাবু বেরিয়ে এলো—দেখলাম। শেষে দেখি—এক কোণে ভুবন আর পূর্ণ বাবু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের নিয়ে গেট পার হতে হতে দেখি—আপনাদের গাড়ী চলে গেল। তখন একটা বাসে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে আর একবার বাবা জামাইবাবুর খোঁজ করে দেখে এই আসছি—'

সরোজ বলিল—'তাঁরা সন্ধ্যার ঢের আগে চলে এসেছেন।'

ব্যগ্র ভাবে তেজেন বলিল—'কই ?'

'ঐ ঘরে বসে আছেন।'

দ্বিজেন বলিল—'এই দুর্ভোগটা শুধু আপনাদের দুজনার জন্যে। হাজার বার বললাম—চলে গেছেন—চলুন আমরাও যাই। কেউ শুনলেন ?'

সরোজ বলিল—'তোমার খালি চালাকি ! ও কথা কখন বল্‌লে তুমি ? একবারও তো বলনি—'

'বলিনি ? নিশ্চয় ভুলে গেছিস। তোরাও দিদিদের মতন,—বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। মনেও থাকেনা কিছু—সব এক।'

বন্ধু পাইয়া দ্বিজেনের রাগ নিবিয়া গিয়াছে। কথায় তেমন উষ্ণতা আর নাই।

সুরুচি বলিলেন—'সারাটা দিন যেন ঝড় বয়ে গেছে। একজিবিশনের পায়ে প্রণাম !'

৩৫

মেদিনীপুর সদরে বিশ্বকর্ম্মা সবে পৌঁছিয়াছেন। দ্বিজেনের বিবাহ বার্ত্তা পাইয়া হরিষে বিষাদ। কোন মতেই যাওয়া সম্ভব হইল না।

সুরুচির পিতা প্রতি দেবীপক্ষে তীর্থ যাত্রা করেন। মাস ছয়েক বিদেশে কাটান।

এবার কাশী। মনের মত সঙ্গী নিমাই চাঁদ। মা বাপের সঙ্গে নিমুর সম্পর্ক নাই।

চিঠির উপর চিঠি পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন কাশীধামে প্রবেশ।

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি তোমার পিতামাতার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করনা ?'

জামাতা জবাব দিলেন—'বাড়ীতে দাদা করেন।'

'তা হোক—তোমার করা উচিত—না করা অন্যায়। তুমি কনিষ্ঠ পুত্র—শাস্ত্র সঙ্গত অধিকার। কাশীতে শ্রাদ্ধ কর। এই জন্যে তোমায় বিশেষ করে আসতে লিখেছি।'

পরদিন গঙ্গা স্নানান্তে বিশ্বকর্ম্মা পিতৃকার্য্য করিতে বসিলেন। সমাপন হইল বেলা দুইটায়।

দিদি একপাক দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—'কেমন ভক্তিমান স্বভাব, কে বলবে সেই মানুষ—তোমরা শুধু ঠাট্টা কর।'

সুরুচি বলিলেন—'আচরণ বড় উত্তম।'—

'আচরণে কি যায় আসে ?—আসল হচ্ছে মন। বয়েস হোক, তখন দেখো। ওসব লাফালাফি দু'চার দিন। যিনি যত বেশী অনাচারী—পরে তিনি তত বেশী আচারী।'

স্থান মাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তন। পট্টবস্ত্রে মন্দিরে মন্দিরে গমন, গঙ্গায় বেড়ানো গলায় ফুলের মালা—কপালে চন্দন। কাশীবাসী শ্বশুর বাড়ী—পবিত্র নিরামিষ আয়োজন। একদিন পিতা বলিলেন—'ওর কষ্ট হচ্ছে—মাছের যোগাড় কর।' বিশ্বকর্ম্মা প্রবল আপত্তি করিলেন।

নিমাই সব শিখিতেছে। যা কিছু ভাল জিনিষ—কাক—বিড়াল ও বানরকে খাওয়ায়। ভিখারীদের দেখিলে যা পায় ছুটিয়া দিয়া আসে। ঠাকুর দাদার মত স্ব মত জাহির করিতে শিখিয়াছে—'না' বলিলে 'হাঁ' বলায় কার সাধ্য !

উলঙ্গ সন্ন্যাসী। যখন অস্ফুট বাক শিশু ছিল—তখনই কাঁদিয়া টানাটানি করিয়া গায়ের গহনা খুলিয়াছে। লীলার পরণে ভাল শাড়ী ও গহনা থাকিলে কিছুতেই কোলে যায় নাই। নিমুর জন্য লীলা সাদাসিদে হইয়া থাকে।

শিশুরা কেনে খেলনা—নিমু কেনে পূজার সাজ—ছবি। মন দিয়া ঘণ্টা ধরিয়া কীর্ত্তন শোনে। সমস্ত দেবালয়ে বেড়ায়। দাদামণির দেখাদেখি নাক ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করে।

ছোট্ট পিতলের ফুলসাজি—ধূপদানী—নামাবলী—কমণ্ডলু—নৈবেদ্য ফুল জল লইয়া নিমু পূজায় বসে। তাহার গোপালের চেহারাখানি হাসি হাসি দুষ্ট দুষ্ট।—বড় সুন্দর মুখ গোপালের। ঈষৎ বাঁকা দুটি চোখ।

নিতান্ত শিশু—কিন্তু বিশুদ্ধ মুক্ত পদ্মাসনে বসে নিমু, চোখের তারা স্থির হইয়া নাসাগ্র বদ্ধ হয়। নিখুঁত সংহার মুদ্রায় প্রণাম করে।

ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত—কোন কার্য্যে কোন কারণের বীজ নিহিত থাকে কে বলিতে পারে।

বাড়ীটি গঙ্গার উপরে। ত্রিতল সুরুচির পিতার, দ্বিতলে ও নীচে দু' তিন ঘর ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন।

ত্রিতলে কল নাই—ভারী জল দেয়। নীচের ভদ্রলোকেরা সকালে কার্য্যে বাহির হইয়া যান—সন্ধ্যায় ফেরেন। সুতরাং নীচের কলে যাইতে বাধা নাই।

দিদিকে দেখিয়া গিন্নীরা বলিতেন—'তোমাদের এত বিচার? তবু তো তেমন বয়েস হয়নি'—

দিদি বলিলেন—'আমার আর কি—আমার ছোট বোনকে দেখবেন।'

তাপসীর তখন জ্বর—নীচে নামেন না।

তারপরে তাপসীর স্নান—পূজার বাসন ধোয়া দেখিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—'ওমা তুমি ছেলেমানুষ—তোমার এত কেন? আমাদের বামুনের ঘরে এর অদ্দেক কেউ করে না।'

তাপসী বলিলেন—'আমার দিদিকে তো দেখেন নি,—তার কাছে আমার শেখা—'

'অবাক করলে বাছা—সে আবার কেমন?'

'আসবে শীগ্‌গীর—দেখবেন।'

তারপরে সুরুচি আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—এই কি তোমার সেই দিদি ?'

তাপসী বলিলেন—'হ্যাঁ'।

'তোমাদের সব জল তো ভারী দেয়।'

'গরম পড়েছে কিনা—তোলা জলে আরাম নেই।'

সকলে অসন্তুষ্ট বিরক্ত। 'তোমরা আরাম কর—আমরা এমনি থাকি।'—জলের দরকার সকলেরই।

সুরুচিকে বলেন—'যাও বাছা এবার—আর জল ঢেলো না। মাগো—তোমরা সংসার কর কি করে ? এমন আমরা দেখিনি কো।'

'আমাদের কি আর দেখলেন ? আমার বড়দি সবার ওপরে—'

শুনিয়া মুখে কথা নাই। হতভম্ব হইয়া চাহিয়া আছেন। শেষে একজন বলিলেন—'তিনি কি আসবে না কি ?'

'আসবে বোধ হয়—চিঠি দিয়েছে।'

সুরুচি উপরে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলেন—'নাঃ এ বাড়ীতে আর না। এদের বড়দি আসবার আগে উঠে যাচ্ছি।'

৩৬

আসানসোল। দুই মাসের জন্য বদলী এবং বায়ু পরিবর্ত্তন।

বিশ্বকর্ম্মার একান্ত সাধ নিজে গাড়ী চালাইবেন। কিন্তু হইয়া উঠে না। আসানসোলে সেই সখটা নূতন করিয়া জাগিল।

তাঁহার বাহির হইবার সময় অসময় নাই,—আগে হইতে বলিবার অভ্যাস নাই। বেচারী সোফার এক মিনিটের ছুটি পায় না। তারও একটু অবসর দরকার হয়—বিশ্বকর্ম্মা সেটা বোঝেন না।

একদিন বেচারী ছুটির দিন দুপুরবেলা গিয়াছে কাপড় কিনিতে, বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া বলিলেন—'আজই আমি ড্রাইভিং শিখ্‌বো।'

যেমন সঙ্কল্প—অমনি কাজ।

কয়েকদিন নিজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ঘোরাফেরা করিলেন,—হাত একটু ঠিক হইলে বলিলেন—'এবার বড রাস্তায় এসো।'

স্থরুচি বলিলেন—'না।'

'না কেন ? বিশ্বাস হয় না আমাকে ?' ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আসানসোলের সুন্দর পথ ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে দূর হইতে দুরান্তরে ;—দিল্লী যাও,—পেশোয়ার, আজমীর চলিয়া যাও ;—সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অগণ্য যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে গাড়ী চালানো নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে বিপজ্জনক। কম্পাউণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়ও বিশ্বকর্ম্মার আর নাই।

রোড্ ছাড়িয়া বিশ্বকর্ম্মা একটা নির্জ্জন পথে গাড়ী চালাইলেন। সোফার সতর্ক ও তটস্থ থাকে—সে মোড় ঘুরাইয়া দিল। উৎসাহ ক্রমে বাড়ে।—বিশ্বকর্ম্মা ঠিকভাবে গাড়ী চালান,—বোধ হয় গাড়ীটার কিছু দোষ আছে—একবার ডাইনে যায়,—আবার বাঁয়ে যাইতে যাইতে পাক খাইয়া সোজা হয়—ইত্যাকার নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল ঘণ্টায় পাঁচ মাইল স্পীডে।

ডান দিকে একটা য়ুরোপীয়ান ক্লাবের প্রকাণ্ড লন্। বিশ্বকর্ম্মা সেই দিকে গাড়ী চালাইলেন,—কি গাড়ীই পরিত্রাণের আশায় সেই পথ ধরিল বলা কঠিন। কিন্তু বেশ বিনা আপত্তিতে লন্‌টির উপর গিয়া হাজির।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই কোমল দুর্ব্বাচ্ছন্ন মসৃণ সবুজ গালিচাটি লণ্ডভণ্ড ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ঠিক প্রকাণ্ড জংশনের রেল লাইনের

ক্রসিংএর মত গাড়ার চাকার অগণ্য কাটাকাটি দাগ রাখিয়া উৎফুল্ল মনে বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিলেন।

কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিঃ জোন্স একজন আশ্চর্য্য মোটরিষ্ট, তাঁহার গাড়ী দিনে তীরের মত রাত্রে উল্কার মত ছোটে,—এমনই উড়ন্ত গতি। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। পরদিন দেখা হইলে মিঃ জোন্স বলিলেন—'ওয়েল মিষ্টার রায়,—তুমি এত সুন্দর ড্রাইভিং শিখিয়াছ ?'

সুখ্যাতিতে ভদ্রলোক মাত্রে কুণ্ঠিত হন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'না—না, তোমার মত কি আর ?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়! রেকর্ড রাখবে তুমি। কিন্তু এই লন-টা তোমার পক্ষে কিছু ছোট—কিছু অসুবিধা জনক—কেমন নয় ? ক্লাবের পিছনে একটা প্রকাণ্ড ফিল্ড আছে। সেটা তুমি লক্ষ্য করনি বোধ হয় ? ওখানে ফুল স্পীডে তুমি গাড়ী ছাড়তে পারবে। এসো—দেখবে এসো।'

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা আর ষ্টিয়ারিং হুইল ধরা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। সারথি হিসাবে যিনি জগতে যিনি রেকর্ড স্থাপন করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁর আবার মহলা !

৩৭

মফঃস্বল প্রত্যাগত বিশ্বকর্ম্মা,—আজ নির্ভয়ে তাঁহার দিকে চাহিতে পারা যায়।—মুখে ঝড় ঝাপটার লক্ষণ নাই।—দীর্ঘ পথ মোটরে। কিছুকাল একটানা ভাবে অফিস করিলে ক্লান্তি হেতু মেজাজ উত্তপ্ত হইয়া উঠে।—অফিস আর বাড়ী—বাড়ী আর অফিস, বেড়াইবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।—সুতরাং মফঃস্বল একটা চেঞ্জের মত, ইহা মেজাজ ঠাণ্ডা করিবার ঔষধও। (সব সময় নয়)।

'উঃ কি চমৎকার !—দু'দিকে ধান ক্ষেত, চোখ জুড়িয়ে গেল,—কি ঘন সবুজ রং—মনে ভয় ছিল—পথ খারাপ, গাড়ী চলে কিনা চলে। সুন্দর

টানা পথ—উড়ে গেলাম উড়ে এলাম'—(সকাল সাড়ে আটটায় গিয়াছেন—এখন রাত্রি আটটা)—

মনের খুশীতে ঘরের মধ্যে বার দুই এদিক ওদিক করিয়া আবার দাঁড়াইলেন—'তোমরা ছিলে কেমন ?'

মফঃস্বলে সঙ্গে টিফিন তো ছিলই—উপরন্তু এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ভদ্র গৃহে ছিল চায়ের নিমন্ত্রণ। ডাকবাংলা হইতে সে বাড়ী বেশী দূর নয়।

'ওঃ, কি বিপুল আয়োজন !'

সুরুচি সোৎসুক—'কি—কি ?'

'কতরকম ফল,—কমলা—'

'চায়ে কমলা ?'

"শুধু কি কমলা ? কত কি !"

'আর কি ?'

নীহার বিশ্বকর্ম্মার পোষাকের ভার মোচন করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা ধীরে সুস্থে কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আঙ্গুলে ঠুকিয়া সমান করিয়া লইলেন, দেশলাই জ্বালিলেন—এক দুই তিন কাঠি—সুরুচি অপেক্ষমানা।

'বল-না আর কি ?'—অমন নামজাদা ঘরের চায়ের ব্যাপার জানিতে সুরুচির ভয়ানক আগ্রহ।

—'বিস্কিট দু'তিন রকম—কেক্—তিনচার রকম কেক্—খুব ভাল কেক্—চা—'

'এই ? আর কিছু না ?'—

'না—'

'দেখ—দেখে শেখ—ওঁরা একে বড়লোক—তায় ফ্যাশান দুরস্ত, কিন্তু দেখলে ?—শিখেচ ? পারবে ?—সব দোকানের কেনা—বাড়ীতে শুধু

জলটা গরম—অমন হলে দু'শো লোককে চা দিতেও কষ্ট নেই।—সব সময় যদি উনুন জেলে বসতে হয়—আপনিই আসে বিরক্তি।'

'বলেছেন ঠিক্—'

'সত্যিই তো—দেশী বিলিতী মিশিয়ে হেঁয়ালী করা কেন? দেশী যখন দেবে দেশী, বিলিতী তো বিলিতী।—না, তুমি ফল বিস্কিট কেক্ তো দেবেই—আনবে সন্দেশ জিলিপি—আবার বাড়ীতে দুটো উনুন জেলে সারা দুপুর!—চা—না নেমন্তন্ন!'

'করতে হয়—'

'তা জানি—আমার চুলের মুটি ধরে আদায় করবে! ওঁরা নেমন্তন্ন করেছিলেন চায়ের—হঠাৎ তো নয়।—কিন্তু কেমন সহজ ভাব—তোমার সব হিজিবিজি,—এত যে দেখছো—তবু শিখলেনা—ভদ্রলোকও হলে না! মনে আছে প্রসাদ বাবুর পার্টীর কথা?'—

সে কথা বিশ্বকর্ম্মার মনে থাকিবার কথা নয়—দরকার মত তিনি সব ভুলিয়া যান—কিন্তু সুরুচির ভুলিবার কথা নয়—প্রসাদ বাবুর বদলী উপলক্ষে একটা চা পার্টি হইল বিশ্বকর্ম্মার গৃহে।—সকালে দুই উনুন জ্বালিয়া বসা,—খবর ছিল পাঁচ ছয় জনের,—কাজের বেলা বৃহৎ দুই টেবিল—খান কয়েক টিপয়—আঠারো উনিশজন—(চিরাচরিত প্রথানুযায়ী) শীতের অপরাহ্নে বৈঠক বসিল, শেষে যখন—রাত্রি প্রায় নয়টা। তখনো উনুনের কাজ শেষ হয় নাই!—বাড়ীশুদ্ধ সকলের অসম্ভব খাটুনী।

সেই হইতে সুরুচি স্থির করিয়াছিলেন—বাড়ীতে টি পার্টি আর হইতে দিবেন না। কিন্তু সে কথা কি বরাবর মনে থাকে?—সব সময় কিছু আর গৃহ কর্ত্তার ইচ্ছায় বাধা দেওয়া চলে না।—

'তোমায় বলে বা কি হবে—দোষ আমারো—আমিও তো সব ভুলে যাই—'

৩৮

গভীর রাত্রি। হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদে বিশ্বকর্ম্মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লাফ দিয়া উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। স্থানীয় ধনাঢ্য মহাজন মুরারি বাবু তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন—'আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।'

মুরারি বাবু ক্রন্দনের মধ্যে যাহা বলিলেন—তার মর্ম্ম এই—তিনি মফঃস্বল গিয়াছিলেন। রাত্রে গরুর গাড়ী করিয়া আদায়ী টাকা লইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় লাঠি হাতে একদল ডাকাত পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছে! তাঁহার মুহুরী ও জমানবিশ ডাকাতের পিটুনী খাইয়া কোন দিকে পলাইয়াছে ঠিক নাই।

'ডাকাতদের চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ—বেটারা গাড়োয়ান,—সেই গাড়া দিয়ে আসবার বেলা—'

'কোন্ গ্রামে?'

'জেলে পাড়া—'

'জেলে পাড়ায় দুষ্ট লোক নেই তো—'

'আপনি এখানে নতুন—জানবেন কি? বেটারা গাড়োয়ান সেজে থাকে—রাত্তিরে চুরি ডাকাতি করে—'

'থানায় গেছ্লেন?'

'হ্যাঁ—বড় দারোগা উঠলো না। অনেক ডাকাডাকি করে ছোট বাবু বেরুলো। বল্লে—'যান্—যান্—সকাল বেলা দেখা যাবে।'

'আচ্ছা— আমার সঙ্গে চলুন জেলে পাড়া—'

—'আমি? আমায় মেরে ফেল্বে বেটারা—'

—'আপনাকে যেতে হবে,' টাকা কিসে ছিল?'

'একটা ছোট ব্যাগে—নগদ টাকা—ব্যাগ বোঝাই টাকা—'

'কত টাকা?'

'চারশো'...

'নীহার উঠিল। দ্রুত বিশ্বকর্ম্মা পোষাক পরিলেন। রিভলভার—বন্দুক লইলেন। থানা হইতে কনষ্টেবল আনিলেন, এবং সশস্ত্রে ও সসৈন্যে বাহির হইলেন।

জেলেপাড়া মাইল তিনেক দূরে,—বাঁশ ঝাড় ও জীর্ণ কুটীর—দরিদ্র পল্লী। সরু পথের দুধারে নিজ নিজ ঘরের দুয়ারে কেরোসিন বাতি জ্বালিয়া লোকজন বাঁশ কাটিয়া বাখারি তৈরি করিতেছে। ইতস্ততঃ অনেকগুলি গরুর গাড়ী। গ্রামটা গাড়োয়ান পাড়া।

বিশ্বকর্ম্মা পৌঁছিবামাত্র একদল গাড়োয়ান কাজ ফেলিয়া গাড়ী ঘিরিয়া ধরিল—'বাবু—আমরা জানি কি জন্যে আপনি এলেন—আপনি তো আমাদের জানেন। এই বাবুর গাড়োয়ান আমাদের কুটুম। ইনি যখন ফিরে যান...গরু দুটো হয়রাণ হয়ে গেছে। গাড়োয়ান বিশবার বললে—'গরু বদ্‌লে নিই—' কিছুতেই শুনলে না—গাড়ী থামাতে দিলেন না। উল্টে মা বাপ তুলে যাচ্ছেতাই গালাগাল। এখন গাড়ীর ছই মেরামত করবো বলে আমরা বাঁশ কাটছি। গরু যদি না বাঁচে হুজুর—আমরা বাঁচবো কি করে? তাই জোর করে গাড়ী ধরে গরু খুলে নিয়েছি—এঁরা চেঁচামেচি করে পালালেন।'—

—'আর আমার টাকা?'

গাড়ীর অন্ধকার কোন হইতে মুরারি বাবু ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

'টাকা আমরা কি জানি? আপনার লোক দুটো পালালো—একজন একটা বাক্স নিয়ে—'

'না—তারা খালি হাতে গেছে। তোদের কাজ—তোরা ডাকাত—দিনের বেলা বাঁশ কাটতে পারিস নে?' মুরারি বাবুর কণ্ঠ ক্রমে উচ্চ হইল।

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল গাড়োয়ানদিগকে দেখিলেন। শুধু বলিলেন—'তোরা থানায় যা— আমিও যাচ্ছি'—

তখনো বেশ রাত্রি। বিশ্বকর্ম্মা থানায় পৌঁছিলেন। দারোগারা বাহির হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আপনাদের জন্যে পুলিশের কলঙ্কে দেশটা ভরে গেল।'

'সার্, আর যা বলুন—মুরারি বাবুর কথা বিশ্বাস করবেন না। ওঁর সব ফল্‌স্ কেস্। মাসে ওঁর দু'তিনটি এই রকম হয়। এই তো দিন কয়েক আগে নারকেল চুরির এজাহার দিলেন,—শেষে দেখি ওঁর মালির ছেলে একটা নারকেল পেড়েছে বলে এমন মেরেছেন তাকে—ছ মাস বেচারা দাঁড়াতে পারবে না। সত্যি কিনা মুরারি বাবু!—'

মুরারি বাবু শীতে বাক্‌শক্তি হীন।

বড় দারোগাকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বকর্ম্মা মুরারি বাবুর বাসায় গেলেন। লোকজন উঠিয়া আসিল। দারোগা দেখাইয়া বলিলেন—'এইটি ওঁর জমা নবীশ—'

বিশ্বকর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—'টাকার ব্যাগ কার কাছে ছিল?'

জমা নবীশ বলিল—'বরাবর আমার কাছে।'

'কই সেটা?'

'বাবুর সিন্দুকে।'

—'টাকা নিয়ে আপনি এঁকে ফেলে পালালেন কেন?'

—'যখন গাড়োয়ানরা হৈ হৈ করে এসে গাড়ী ধরলো, বাবু আমায় বল্লেন—'ব্যাগ নিয়ে শীগ্‌গীর পলাও তুমি'—পেছন দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আমি ছুটে এসেছি।'

দারোগা বলিলেন—গাড়োয়ানদের ওপর ওঁর রাগ,—তাই তাদের ধরিয়ে দিতে চান, আর কিছু না।'

বিশ্বকর্ম্মা মুরারি বাবুকে বলিলেন—'চলুন আবার থানায়। গাড়োয়ানরা এতক্ষণ এসেছে। তাদের সামনে কথা হবে।—'

তারপর গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—'আপনাকে আমি ফৌজদারীতে দেবো—মুরারি বাবু—'

তখনো ভোর হয় নাই।

৩৯

দেশে কিছু নূতন জমি কেনা হইবে,...অনাদায়ী কর্জ্জের টাকা হইতে। বিশ্বকর্ম্মা ফণীকে বলিলেন—'তোর খুড়ীমার নামে কিনবি—'

তারপরে ফণী সুরুচিকে বলিল—'এবার মস্ত লোক হবেন—জমির মালিক।'

'কেন?'

—'আপনার নামে জমি কেনা হচ্ছে—'

—'থাক—থাক্—ওঁর নামে কিনো—'

—'কাকা রাগ করবেন।'

—'করেন ভাল—এ বুদ্ধি কে দিলে? যখন তোমরা শত্তুর সব পাবে—আমার নাম ওঁর নাম যা খুসী থাক—'

—'আমরা শত্তুর? এমন কথা বল্‌ছেন?'

—'শত্তুর নিশ্চয়। সব তো তোমাদের জন্যে জমা করা। আমার নামে জমি কিনোনা—'

ফণী দেশে গেল। তার পত্র পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা উগ্র হইয়া উঠিলেন—'তাকে বুদ্ধি দিতে কে বলেছিল তোমায়? কাঁচকলা খেয়ো। সব কাজে পণ্ডিতি,—যা দুচক্ষে দেখতে পারিনে।'

'বেশ—বেশ—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কার নাম আছে?'

'সে যাক্‌গে'—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকার উত্তরাধিকারী বিশ্বকর্ম্মার তিন

ভাই ও ভ্রাতুস্পুত্রগণ। একটি নাম বাদ পড়ে নাই। সেই সংশয় বোধ হীন ব্যক্তির আজ একরূপ ভবিষ্যৎ জ্ঞানেব আভাস কেন ?

—'অত স্ত্রী ভক্তি ভাল না। যারা বেশী বুদ্ধি করে স্ত্রীব নামে সব লিখে বাখে শেষকালে স্ত্রী তাকে ঠকায়।'

—'তোমার কি সেই মতলব ?'

—'মেয়েরা ভালই থাকে—নষ্ট কবে স্বামী। তবে আমায় তুমি নষ্ট করতে পাবনি,—স্বীকার কর সেটা ?'

'কিম্বা আমার শাসনে নষ্ট হতে পারনি।'

—'আজ্ঞে মাপ করবেন। যিনি যত পণ্ডিত—যত বুদ্ধিমান হোক·· পারেনা স্ত্রীব চালাকি বুঝতে। ঐ একটি জাযগায তাবা অন্ধ—চিব অন্ধ।'

—'সত্যি ?'

—'সত্যি। আত্মীয়কে ঠকাবার জন্যে লোকে স্ত্রীর নামে বিষয় করে। যদি বা আত্মীযেবা ভাল বাসতো—তারাও যায় ক্ষেপে—স্ত্রীও হয় স্বার্থপব —শেষে দুকূল হারিযে স্বামীটি নিরুপায়।—

—'বিরাট আবিষ্কার !'—

—'খাঁটি সত্যি কথা।'

চিন্তাকুল মুখে ক্ষণকাল নীরব থাকিযা আবার বিশ্বকর্ম্মা চটিযা উঠিলেন—'ভারি অসঙ্গত কাজ করেছ'—

—'না।'

'আমি বলছি হ্যাঁ। অত বেশী বিশ্বাস করলে ঠক্‌তে হয়। এরা কি এই রকম থাকবে ?—নিজের সংসাব আবম্ভ হলেই এক একটি ঘোর স্বার্থপর হয়ে যাবে।—জগৎ শুদ্ধ যা হচ্ছে।—আমার ওপর ওস্তাদি করতে গেলে কেন ? যা আমি আদৌ ভালবাসিনে ?—আমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী তোমার ?'

—'কিন্তু আমি যদি তোমায় দুর্গতি করি ? বিষয় আশয়ের মালিক হয়ে যদি মত বদ্‌লে যায় ?'

অকস্মাৎ বিশ্বকর্ম্মা অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—'তুমি ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাস্য করলাম। তুমি !'

'কেন ?' সুরুচিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

'—মানুষ নই আমি ? গ্রাহ্য হয়না আমাকে ? কেন ? অত অহঙ্কার তোমার কিসের ?—'

—'মানুষ ? তুমি ?' আবার হাস্য।

'যাও—কে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে ? তুমিই অমানুষ—"

—'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত তেজ করে যেও না—ও সব তেজ চলবে না কোথাও—এক আমার কাছে ছাড়া—'

'তুমি আমায় কত সহ্য কর—'

"করি না ? তোমার যন্ত্রণায় ঝালাপালা, তবু বাক্যস্ফুট করি না। ভাল কথা বল্‌ছি শোন—লিখে দাও—তোমাব নামেই কেনা হোক—'

'চাইনে আমি—'

—'ও কথা বলে সবাই—চায় সবাই,—টাকা কি বস্তু—মানুষ যে কি চীজ্—বোঝবার সাধ্য তোমার নেই ! শিখেচ শুধু তর্ক করতে।—যা বলি কর"—

সুরুচি চুপ করিয়া রহিলেন। নিজের নামে জমি কিনিতে বলায় একটা বিতৃষ্ণা এবং সঙ্কোচ যে আছে সেটা সরানো যায় না,—বিশ্বকর্ম্মার এত কটু বাক্য সহিবার পরেও না।

—'কি ? মনের মত হয়নি ?—দুর্গতি আছে তোমার কপালে'—

'তুমি কম দুর্গতি করছো আমার'—ওরা যে করবে সে তো জানা কথা।'

—'সেই জন্যেই বলছি—যদি ভাল থাকতে চাও—যা বলি

কর। যাদের ভাবছো আপন—সব বিপক্ষে দাঁড়াবে, সব যাবে উল্টে। আর যদি না শোন, নীহাব—নীহাব—গেল কোথা ? ঠিক সময়ে উধাও ! —নাঃ এদের নিয়ে,—নীহার ! অনুমতি লইয়া নীহার বিশ্বকর্ম্মারই একটা প্রয়োজনীয় জিনিস আনিতে গিয়াছে—নচেৎ দোকান বন্ধ হইয়া যাইবে।

'সব তো দিয়ে গেছে—বলে গেল যে তোমার কাছে ?—'

'টুপি কই ? ডাণ্ডা কই ? অর্দ্ধেক দেয়—অর্দ্ধেক দেয় না। ওটার দিন দিন—' টুপি বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে—ডাণ্ডা ঘরে কপাটের পাশে—। প্রতি দিন সম্মুখে রাখে।

—'ডাণ্ডা ডাইনে টুপি বাঁয়ে—ও সব নিয়েই তো বেরুবে ? না টুপী মাথায় আবার ঘরে আসবে ? ও সব ঘরে রাখাই তো উল্টো কাজ—'

অস্পষ্ট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে হাত বাড়াইয়া ডাণ্ডা—এবং দুয়ার পার হইয়া বাঁ হাতে টুপী লইয়া বিশ্বকর্ম্মার প্রস্থান।

৪০

বন্যার বিপদ।

আকাশের চেহারা প্রসন্ন নয়—কেমন মেঘ—মেঘ, কিছু সাদা—কিছু ধূসর মেঘ। বৃষ্টিও হয় না।—মেঘও কাটে না। প্রথম দিন কেহ লক্ষ্য করিল না।

দ্বিতীয় দিনে ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা পড়িল,—রাত্রিতে নামিল বৃষ্টি —বিষম বৃষ্টি।—কার্ত্তিকের প্রথম,—এম্‌নিই শেষ রাত্রে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—তদুপরি এই বৃষ্টিতে বেশ শীত পড়িল। কার্ত্তিক মাসে লেপ ব্যবহার নিষিদ্ধ,—করিলে নাকি গাধা হয়।—অপর যে জন্তু জানোয়ার হইলেও বা হয়—কিন্তু গাধা হইতে সকলেই নারাজ। সুতরাং অনেকেই লেপ বাহির করে নাই।—মোটা কাপড় কম্বল দ্বারা চালায়।

রাত্রির প্রথম ভাগে মুষলধারা পাত শব্দ শুনিতে শুনিতে অতি আরামের নিদ্রা।—ভোর বেলা শীতের চোটে ঘুম ভাঙ্গিল,—এ কি বৃষ্টি রে বাবা!—একটা সীমা আছে তো?—বর্ষাকেও ফেল করিল।

দুপুর বেলা বৃষ্টি কমিল একটু—বৈকাল আবার পূর্ব্ববৎ,—তার সঙ্গে জোর হাওয়া।

পর দিনও তেমনি।—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কি সুন্দর বৃষ্টি।'—বিশ্বকর্ম্মা কবি নন—কিন্তু বৃষ্টি ভালবাসেন।—সুরুচি বৃষ্টির ভক্ত—কেইবা নয়!—এক্ষেত্রে উভয়ের বিশেষ মত বৈষম্য দেখা গেল না। তবে যাদের ভিজা কাঁথা শুকাইতে হয়—তাদের কথা স্বতন্ত্র।

—'বিষ্টি তো সুন্দর—অফিস করবে কি করে?—'

—'আজ অফিস নেই—বন্ধ।'

বৈকালে বৃষ্টি কমিল। বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে গেলেন।

তৃতীয় দিন।—সারা দিন সমান বৃষ্টি—এবার মুস্কিল ঘটিল। বিকালে বাহির হইতে না পারিলে পরম কবি যিনি—তিনিও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন। বৃষ্টির মাধুর্য্য বিশ্বকর্ম্মার মন হইতে অদৃশ্য হইল।—বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'কি বিপদ।'

—'সুন্দর বিষ্টি—বললে যে?'—

—'বিকালটা থাম্‌লে যে বাঁচি—বেরুই কি করে?'—

—'বিষ্টি তোমার আরদালীও নয়,—বৌও নয় যে হুকুম মানবে'—

'বৌ খুব হুকুম মানে!'—

'টের পাও না?'

—'খুব পাচ্ছি।—দিন রাতেই পাচ্ছি। এক এক দিন গৃহ ত্যাগী হতে ইচ্ছা করে—হবো এক দিন—'

'আমিও—'

—'তা হলে স্থান ঠিক করে বে'রয়ে পড়া ভাল এক সঙ্গেই'—

'এক সঙ্গে কেন ?—তোমার মতন তুমি যাও না ?'

—'তুমিও তো যাবে—'

—'তোমার সঙ্গেই যদি যাব—তবে গৃহ ত্যাগ কিসের ?'

—'স্বতন্তরা হবার সাধ ?—তাই বল,—মনের ইচ্ছা তোমাব তাই ?'

'হ্যাঁ।'

—'তবে আমিই আগে সবে পড়ি।'—ছাতা—ববাবেব জুতা—ওযাটার প্রুফ মণ্ডিত বিশ্বকর্ম্মা ধারা বর্ষণের মধ্যেই ক্লাবেব উদ্দেশে বওনা হইলেন।

বৃষ্টির জোর আরো বাড়িল সন্ধ্যার পব। আলো লইয়া আরদালী বিশ্বকর্ম্মাকে আনিতে গেল সকাল সকাল। লণ্ঠনটায় একটী সবুজ চিমনী, নিত্য এইটা লইয়াই যায়।—এটা বিশ্বকর্ম্মার নিশানা।

—'আপনার পরোয়ানা এলো'—বিশ্বকর্ম্মা অবাক হইয়া যান—বন্ধুরা টেব পান কিরূপে ?—ভাবেন ঠাট্টা—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আরদালী দেখা দেয়। তখন বোঝেন সত্যি।—একা তিনি ছাড়া অন্য সবাই চিনিয়াছে ঐ বাতিটা বিশ্বকর্ম্মার আহ্বানকাবী পথ প্রদর্শক।—শুধু বিশ্বকর্ম্মাই জানেন না।—বাতিটা লণ্ঠন না কুপি—না মুস্কিল আসান,—বর্ণটি লাল না নীল।

বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন—'আপনারা টের পান কি করে ?'

'আপনার আলোর রঙ্গে'—

তখন বিশ্বকর্ম্মা বাতিটার প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া বুঝিলেন।—'আজ যে বড় জরুরি তাগাদা—শাসন খুব কড়া কেমন ?'

'যা বলেছেন—'

অন্ধকার পথ ঘাট। অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হয়। ক্লাবের সভ্য সংখ্যা আজ খুব কম। তবে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় স্বভাবের লোকও একবারে বিরল নয়। কিন্তু আড্ডা পূর্ব্ববৎ জমিল না। বিশ্বকর্ম্মাকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহারাও একে একে উঠিলেন।

বিশ্বকর্ম্মার মুখমণ্ডল মেঘাবৃত।—বলিলেন—'লক্ষণ ভাল নয়—'

সুরুচি প্রশ্ন করিলেন—'কিসের ?'

'বন্যা হতে পারে।'

বন্যা ?—নামটা শোনা আছে—পড়া আছে—কিন্তু চোখে দেখা নাই। কি বন্যার রূপ—কেমন করিয়া বন্যা হয়—কি তার কাজ—সুরুচি জানেন না। সুতরাং অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন—'কবে হবে ?'

—'সে কি করে বলবো—বৃষ্টি না ছাড়ে যদি—দু'একদিনের মধ্যেই হবে। নদী ভয়ানক ফেঁপে উঠছে।'

শুনিয়া সুরুচির ইচ্ছা হইল এখনি একবার দেখিতে যান। কিন্তু নদী দূর—এবং এখন যাওয়া অসম্ভব। আবার প্রশ্ন করিলেন—'বন্যা হলে কি হয় ?'

এই নির্ব্বোধ ও অনভিজ্ঞ প্রশ্নে বিশ্বকর্ম্মা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—বলিলেন—'হলে দেখতে পাবে।'

সুরুচির কৌতুহল মিটিল না। তখন ফণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ফণী এমন বৃষ্টির দ্বারা হঠাৎ বন্যার সঙ্গে পরিচিত নয়। দেশের স্বাভাবিক বন্যার রূপ সে জানে।—সুরুচিও তা জানেন।—কিন্তু সে বন্যা তো ভয়ের জিনিস নয়।—বছর বছরই বর্ষাকালে বন্যা হয়। যেবার জল বেশী বাড়ে—বাড়ীর উপর উঠিয়া আসে। কয়েকদিন পরে আবার নামিয়া যায়। বাড়ী ছাড়া চারিদিক ডুবিয়া থাকে কয়েক মাস। দিব্যি নৌকায় বেড়ানো—স্নানের সময় উঠানেই মাছ ধরা—কত কি আমোদ। তেমন যদি হয়—বেশ ভালই। রান্না ঘরটা নীচু—ওটা যদি ডোবে—তোলা উনানে খাবার ঘরে রান্না হইবে।

চতুর্থ দিন প্রাতে উঠিয়া দেখা গেল—বাড়ীর সম্মুখের পথের অপর পারের প্রকাণ্ড মাঠটার ঘাস দুর্ব্বা কিছুই দেখা যায় না। মাঠ হইতে পথ উঁচু অনেকটা। পথের এ পারে বেশ বড় কম্পাউণ্ড বাড়ীর—সেটিও উঁচু।

পথে লোক বিরল—কদাচিৎ কেহ ছাতা মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া যাতায়াত করিতেছে। সহরের বাহিরে বিশ্বকর্ম্মার বাস। লোকজন প্রাতবেশী বিরল। বাসগৃহের চেয়ে গাছপালা বেশী। সম্মুখের মাঠের ওপারে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়া আছে—কলা গাছ এবং অন্যান্য গাছে ঘেরা। ডান দিকে অতি নির্জ্জন পল্লী। বাঁ দিকে সহর—কিন্তু কিছু দূরে। সম্মুখের পথটি সোজা ভাবে টানা। ওপারের মাঠ ডুবিয়া জল পথের প্রায় সমান সমান। আশ পাশের খানা ডোবা সবই ডুবিয়া গিয়াছে। শুধু একটা পুকুরের উঁচু পাড় তখনো ডোবে নাই। বৃষ্টি তেমনি অবিরলধারে।

যদিও বৃষ্টির জন্য সকলেই ঘরের মধ্যে বন্দী। তথাপি চতুর্থ দিনের অপরাহ্নে সর্ব্বত্র সংবাদ রটিয়া গেল—নদীর জল উছলিয়া উঠিয়া দুই তীর ভাসাইয়া দিয়াছে।

পঞ্চম দিন—অতি প্রত্যুষ। বিশ্বকর্ম্মা দুইদিন হইতেই কিছু চিন্তিত কিছু গম্ভীর। বোধ হয় সুনিদ্রার অভাবে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সুতরাং সকলকেই উঠিতে হইল।

সুন্দর ছবি বটে,—পথের চিহ্নমাত্র নাই। মাঠ—পথ—প্রাঙ্গণ সব একাকার—সমুদ্র।—আকাশ পৃথিবী এবং জলরাশি সব ধূসর বর্ণ।—বাড়ীর ভিতরেও বাহিরের ন্যায় বৃহৎ আঙ্গিনা—ঘন দুর্ব্বাচ্ছন্ন। সে আঙ্গিনা এখন প্রায় একহাত জলের নীচে।

অবিলম্বে বাহির হইতে হইবে,—নতুবা শুশুকের মত অবস্থা ঘটিতে বিলম্ব নাই। এ জল যে কমিবে সে আশা কম। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না হইয়া দারুণ ভ্রম ঘটিয়াছে। আরদালী ছাতা মুড়ি দিয়া যথাসম্ভব কাপড় বাঁচাইয়া প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইল এবং ঘণ্টাখানেক পরে একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া ফিরিল। ডিঙ্গীটা সিঁড়ির সঙ্গে লাগাইয়া বিশ্বকর্ম্মা সেটায় উঠিয়া রওনা হইলেন।

তিনিও ফিরিলেন এক ঘণ্টার পরে। ডিঙ্গী হইতে নামিয়াই বলিলেন —'শীগগীর তৈরী হও—'

'কেন?'

—'এক্ষুণি যেতে হবে। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঘরে জল উঠে পড়বে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে—নদীর অবস্থা ভারি খারাপ—'

এবার সুরুচির কিঞ্চিৎ ভয় হইল।—বলিলেন—'কোথায় যাব?'

'হিন্দু বোর্ডিং খালি আছে।—শীগগীর কর।'

তখন ঠাকুর রন্ধনালয়ে ছুটিল উনান ধরাইল বহু কষ্টে,—উনান ধরানো তার কাজ নয়—কিন্তু সবাই বাঁধা ছাদার কাজে লাগিয়েছে।—যেন এক ঘণ্টার মধ্যে বদলী।—বিশ্বকর্ম্মা নির্দ্দেশ দিতেছেন—কি কি করিতে হইবে। বদলীর সময়ে বা অন্যান্য ব্যাপারে যে অসহিষ্ণু উৎক্ষিপ্ত স্বভাব বিশ্বকর্ম্মা নহেন—গুরু ভার স্কন্ধে চাপিলে তিনি আশ্চর্য্য রকম শান্ত হন।—নিজ গৃহের একটা ব্যবস্থা করিয়া অবলম্বে তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে—এ বিপদে অপরের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়,—কারণ সবারই তো একই অবস্থা।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জল বাড়িতেছে—একটা সিঁড়ি ডুবিয়া গেল।

দিন কয়েক হইল মাসিক বাজার করা হইয়াছে—শ্বশুরালয় হইতে এক টিন গুড় আসিয়াছিল,—গুড়ের খরচ প্রায় নাই—সুতরাং সেটা খোলা হয় নাই—কেরোসিন টিন। সব্ব শুদ্ধ এক বিরাট লট বহর। এক এক প্রস্থ গোছানো হয়—অমনি আবদালী তাহা ডিঙ্গিতে করিয়া পার করে।—আশ পাশের গৃহ গুলিতে খটাখট্ বাঁশ কাটার শব্দ—এবং ঝুপ ঝাপ শব্দে কলা গাছ কাটিবার আওয়াজ—সহরে সহসা নৌকা মিলিবে কোথা হইতে? অথচ জল যান চাই-ই। বিশ্বকর্ম্মার বাড়ীতে এক ঝাড় কলা গাছ আছে। কিন্তু বিপদের তাড়ায় সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িল না।

—'উত্তর বঙ্গে বন্যা—এক আশ্চর্য্য ব্যাপার !'

—'উত্তর বঙ্গ বুঝি দেশ নয় ?—'

'অম্‌নি নাকে খোঁচা লাগলো ? এ দেশের নদীতে ঝিনুক ডোবে না।'

—'ডোবে কিনা দেখ ? পালাচ্ছ তো ?—তবু আমার বাপের বাড়ীর নিন্দে ! আর নিজের দেশের সবই ভাল।—আশ্বিন কার্ত্তিকে যখন জল শুকিয়ে কাদা হয়—না নৌকো—না গাড়ী—না পায়ে হাঁটা !—তখন মজাটা কেমন ?—কর্দ্দম সন্তরণ—জুতো হাতে।—'

'সেও দেশ !—এ-ও দেশ !—সমুদ্রের মত নদী—অগাধ বিস্তার—আর এখানে ?—হেঁটে পার হও।—এর সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা ?'

—'নিশ্চয়ই না।—এ হলো প্রাচীন দেশ—পৌরাণিক ঐতিহাসিক দেশ—'আর তোমার ?—পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ !—অর্জ্জুনের ঘোড়া পদ্মা পার হয়েছিল ?—'

মাইল তিনেক দূরে নদী—সেখানেই সব নৌকা। আজ অবশ্য সর্ব্বত্রই নদী।—কিন্তু হঠাৎ নৌকা পাওয়া যাইবে কোথায় ? বহু চেষ্টায় ডিঙ্গীখানা সংগ্রহ করা হইয়াছে।—কিন্তু ইহারই মধ্যে বাড়ীর সম্মুখের মাঠে দুই এক খানা ভেলা ভাসিতে দেখা গেল। নিজ নিজ গৃহে ভেলা বাঁধিয়া যাতায়াত করিতেছে—সন্ত্রস্ত বিব্রত ভাব।

—রান্না ঘর অনেকক্ষণ ডুবিয়াছে।—হল ঘরের মেঝেয় নীহারদের আহার প্রায় শেষ, জলের ঘটি মুখে তুলিতে না তুলিতে জলের ঢেউ বারান্দা পার হইয়া আসিয়া পাতা ভাসাইয়া দিল।

হল ঘরে চৌকির উপর চৌকি তুলিয়া অবশিষ্ট জিনিস পত্র রাখা হইয়াছে। এক এক বার ডিঙ্গী ফিরিয়া আসিতে আধ হাত করিয়া জল বাড়ে। সুরুচি চৌকির উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। ব্যাপারটা মন্দ লাগিতেছে না। বন্যা যে দেখে নাই—বা বন্যা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই—তার ভয় হইবে কেন ?

সব জিনিস পার করিয়া ডিঙ্গী ফিরিল যখন—বেলা বারটা—ঘরের ভিতর এক হাত জল। বাড়ীতে তালা বন্ধ এবং বিশ্বকর্ম্মার সপরিবারে যাত্রা।

সহরের কি অবস্থা—চারিদিকে বাড়ী ঘর গাছ পালা জাগিয়া আছে বটে—কিন্তু সমস্ত ছোট বড় সোজা বাঁকা পথ—উঁচু নীচু পথ—বড় বড় পুষ্করিণী বড় বড মাঠ সব জল তলে অদৃশ্য।—আকাশ ভরা মেঘ—অল্প অল্প বৃষ্টি,—সেই বৃষ্টি পাতে জলে ঢেউ খেলিতেছে সর্ব্বত্র।

বোডিং বাডীর দ্বিতল ছাত্রাবাসটির নাচের বারান্দায় ডিঙ্গী লাগিল।

ক্ষুদ্র সহরেব মধ্যস্থলে বোর্ডিং—স্থানটি বেশ উচ্চ—প্রাঙ্গণটা তখনো ডোবে নাই। পূজাব বন্ধে বোডিং জন শূন্য। ছাত্রাবাসটির নীচে প্রকাণ্ড এক খানা ঘব—সুদীর্ঘ টানা বারান্দা।—দ্বিতলে ও ঠিক তেমনি।—ঘরটির ভিতরে দুই ভাগে সারি সারি চৌকি পাতা—মাঝখানে চলা ফেরার পথ। অনেক গুলি জানালা দরজা। কয়েকখানা চেয়ার কোণে কোণে। বারান্দার দিকে যে চৌকির সারি—সেই দিকটা বিশ্বকর্ম্মার। কয়েকখানা চৌকি একত্র জোড়া দিয়া তদুপরি চৌকিগুলি একত্র করার দরুণ মাঝখানে খানিকটা স্থান ফাঁকা হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা ডিঙ্গী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে তখন সংসার পাতাব ধুম। এক দিকে চৌকির উপরে বাক্স ডেক্স নীচে ভাণ্ডাব। অন্য দিকের চৌকি কয় খানিতে বিছানা।—বোডিংএর বৃহৎ ইন্দারা হইতে কলসী বালতি ভরিয়া জল আনিয়া রাখা হইল। প্রকাণ্ড ঘরের এক দিকে মানুষ কয়টিকে কি ক্ষুদ্র দেখায়।

ফণী বলিল—'চা করলে হয়না নীহাব ?'

—'দুধ আজ দেয় নি তো'—এ'ক' দিন বৃষ্টির মধ্যেও গোয়ালা দুধ বন্ধ করে নাই। আজই আসে নাই। কি দশা তাদের—কে জানে। —রাত্রির দুধ ছিল—সকাল বেলা তাহাতে' চলিয়াছে।

'একটা কনডেন্স মিল্ক আনলে হতো—'

সুরুচি বলিলেন—'রাখো— কি দশা হয় দেখ—'

—'যে দশাই হোক—চা-চাই-ই। একটা ডিঙ্গী কি ভেলা পেলে এখুনি যাই। বাড়ীতে শত কলা গাছ—বাঁধতাম যদি একটা ভেলা,—খেয়ালও করলাম না। এখন থাকো এইখানে জেলের কয়েদী হয়ে—

—'সত্যি ফণী বাবু—কত সুবিধা হতো—আজ ক'দিন ধরে বাড়ী থেকে বেরুতে পাইনি ঠাকুর অন্যান্য বাড়ী এবং পাড়া দেখাইল— কলাগাছের অভাব কি? প্রচুর কলাগাছ প্রায় প্রত্যেকের আঙ্গিনায়। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে অবেলায় জল ভাঙ্গিয়া এখন যায় কে?

সন্ধ্যা হইল—আলো জ্বলিল। বৃষ্টি বাড়িল। এতক্ষণ তবু বারান্দায় সময় কাটিয়াছে। ঘরের ভিতর একদিকটা সামান্য আলোকিত হইয়াছে মাত্র একটা লণ্ঠনে। এ ঘর আলো করিতে হইলে অন্ততঃ দশটা লণ্ঠন চাই। বৃষ্টির সঙ্গে হু—হু—শব্দে বাতাস। ফণী বলিল—'লেপ খুলতে হবে—ওয়াড কোথা?'

'ঐ বাক্সে—লেপ খুলবে কি? কার্ত্তিক মাসে—'

'আপনি অম্‌নি থাকুন গে—আমাদের চাই।'

বারান্দার দিকে যে চৌকির সারি—সেই দিকটা বিশ্বকর্ম্মার দখলে। দুইটি কপাট তাঁহাদের আয়ত্বে—ইচ্ছামত খুলিবেন—বা বন্ধ রাখিবেন। তৃতীয় কবাটটি দেয়াল ঘেঁসিয়া একেবারে অন্য প্রান্তে। জানালাগুলি প্রায় সবই বন্ধ। বিপরীত দিকের কোণের একটি মাত্র খোলা আছে। চৌকির সারি দু'ভাগ হইয়া মাঝখানে যে স্থানটুকু হইয়াছে—সেইখানে ঠাকুর ষ্টোভ জ্বালিল। চাল ডাল এবং আলু ছাড়া অন্য কিছু শাকসব্জী নাই। দুর্য্যোগের জন্য আজ চার পাঁচদিন ভালরূপ বাজার হয় নাই। বাজার বসেও নাই তেমন।

বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।—সেই দুপুর হইতে লোকজন লইয়া নৌকায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছেন—সহরের বাহির অঞ্চলে। কে কোথায় কি ভাবে আছে—কার কি প্রয়োজন—কোথায় আশ্রয় স্থান সুবিধামত আছে অসহায়ের জন্য। এই সব কাজ। ইতিমধ্যে বহু ডিঙ্গী-নৌকার আমদানী হইয়া গিয়াছে সহরের মধ্যে। যাদের বাস উচ্চ স্থানে—তারা বেশ ভাল আছে। নিম্ন স্থানে যাদের বাস—তাদেরই বিশ্বকর্ম্মার দশা। মফঃস্বলেও এইরূপ। নিম্নস্থানবাসীরা উচ্চ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

অনুগৃহীত আশ্রিত কয়েকটি কি ভাবে নূতন স্থানে সংসার সাজাইয়াছে ...দেখবার অবসর বিশ্বকর্ম্মার নাই। পোষাক ছাড়িয়া স্নান করিলেন। বারান্দায় স্নানের স্থান করা হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় এগারোটা, ঘরে প্রবেশ করিলেন দুই ভদ্রলোক—অতুল এবং অখিল—সপরিবারে—সংসার শুদ্ধ। বিশ্বকর্ম্মা তখনো কাজে ব্যস্ত—এক একবার এক একজন লোক আসে আদেশ উপদেশ লইতে। ভোরবেলা কোথায় যাইতে হইবে—সর্ব্বাগ্রে কোথায় সাহায্য প্রয়োজন—সেই সব পরামর্শ এবং কার্য্য প্রণালী স্থির করা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এত দেরি ?'

—'এই জিনিসপত্র তুলতে—নৌকোটা বিনয়বাবুর ওখানে পাঠাতে হবে যে—

কোন্ বিনয় বাবু ?'

"ইঞ্জিনিয়ার বিনয় বাবু—তাঁর দশাও আমাদের মতন—"

'যাক্—এক্ষুণি যাক'—বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া গিয়া বলিয়া দিলেন।

অতুল বাবুদের কর্ম্মস্থান সহরের বাহিরে—বাসা সহরের মধ্যে। বিশ্বকর্ম্মা যখন ফিরিতেছেন—তখন মই লাগাইয়া ছাদে উঠিয়া বসিয়াছিলেন বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া ডাকাডাকি করিয়া অবস্থা জানাইলেন—বিশ্বকর্ম্মার নৌকা তখন বোঝাই—ফিরিয়াই নৌকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঘরের দ্বিতীয় সারি চৌকি এবার দখল হইল। অখিলবাবু সস্ত্রীক এবং একটি বালিকা কন্যা। কোণের দিকে তিনখানা তাঁহারা লইলেন - একটায় জিনিসপত্র—অপর দুইটিতে বিছানা। অতুল বাবুর একটি ছোট ভাই—একটি ভাইপো—স্ত্রী—পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে—মাঝখানের কয়েক খানা চৌকি তাঁহাদের। অপর দিকটা বহিল বিনয় বাবুব জন্য।

—'এতক্ষণে আপনাদের চৈতন্য হলো? সাবাদিন কবেছিলেন কি?'

—'ভাবিনি জল এতটা বাডবে—এযে হঠাৎ বন্যা!—কোথায় যাই—কি করি—কাছাকাছি চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওদিকটা তো ডুবে গেছে। বোর্ডিং খালি আছে—তাও জানিনে—'

ঘণ্টাখানেক পবে বিনয় বাবুর আগমন—সস্ত্রীক—তিন চারিটি ছেলে মেয়ে। এই চারিটি ভদ্রব্যক্তি পবস্পরের পরিচিত বটে—কিন্তু পত্নীগণের মধ্যে কোন পরিচয় নাই।

রাত্রিটা কাটিল একরূপ। অতি প্রত্যুষে বিশ্বকর্ম্মা বাহিব হইয়া গেলেন। সুরুচিকে বলিয়া গেলেন—'এঁদের জন্যে বন্দোবস্ত কোরে।'—সুরুচি বলিলেন—'জিনিসপত্তর তো তেমন নেই,—'

—'চাল ডাল আছে তো?'

'তা আছে—'

—'তবে আর কি—'

সুরুচি দারুণ বিপদে পড়িলেন। নিজেরা ছয়জন—ওদিকের সংখ্যা সতের, এই তেইশটি লোকের ব্যবস্থা কবা কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু ওঁবা যে অতিথি—দুর্দ্দিনের অতিথি,—যেরূপেই হোক করিতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। কৌটার দুধ আনিয়াছেন—এবং বিস্কিটের টিন। অনেক দোকান বেশ ভালই আছে। তাঁহার নৌকায় বস্তা বস্তা চিঁড়া—মফঃস্বলের বিপন্নগণের সরকারী সাহায্য।

এলুমিনিয়মের ডেকচিতে জল চড়িল—কেট্‌লী করিয়া কতবার চড়িবে?

সকলের চা পান হইলে পর বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'গুড়ের টিনটা খোল্ নীহার—শুধু চিঁড়ে তো নিয়ে যাওয়া যায় না—'

অখিলবাবু বলিলেন—'গুড় না হলেও চলে—'

—'আছে যখন—নিয়ে যাই—'

হাঁতমধ্যে বিনয়বাবু চিডার বস্তা হইতে কয়েক সেব বাহির করিয়া আনিয়াছেন বিশ্বকর্ম্মা সহাস্যে বাললেন—'ও কি ?'

'আব ভাই—নিজে বাঁচি আগে—সরকাবী ভাণ্ডার তোমাদের অফুরন্ত—দু'চার সেরে কিছু এসে যায় না—'

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন। অতুলেব তরুণী কুমাবী কন্যাটি একটা বড় বাটি আনিয়া খানিকটা গুড় বাহির করিয়া লইয়া গেল। ওদিকে উহারা জলযোগে বসিল। এদিকে ইহারা কাজে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে উহাদের তিন সংসারে বেশ আলাপ হইয়াছে—সুরুচিব সঙ্গে নামমাত্র। তিনি বিষম বিব্রত—আলাপের সময় কই ? উপকরণ শুধু চালডাল—আলু যা আছে অতি অল্প,—এত লোকের কুলাইবেনা। পরামর্শ চাহিবেন কার কাছে ? ঐ তিনটি মহিলা অচেনা—তায় অতিথি। কি বা আছে কপালে !

বড় পিতলের হাঁড়ি ষ্টোভে বসানো নিরর্থক—জলই গরম হইতে চায় না। তখন এলুমিনিয়ামেব বড় হাঁড়িটা বার কয়েক চড়িল ও নামিল। ত ন চারিবার ষ্টোভে তেল ভরিতে হইল। আরদালী বোঝা কয়েক কলাপাতা দিয়া গিয়াছে।

বাসন ধুইবাব কাজ ঠিকা ঝিয়ের। সে আজ চারদিন অনুপস্থিত। সেই হইতেই কলাপাতার ব্যবস্থা।

ছেলেপিলে—দাদা—কাকার পাতা করা হইল,—তাদের হইলে মহিলা-ত্রয়,—তিন পরিবারের কাহারো দাসদাসী বা পাচক নাই। বিপদের সময় তাহারা যে যার ঘর সামলাইতে ব্যস্ত—মনিবের সঙ্গে আসে নাই।

—'আপনি ?'

—'উনি আসুন—'

'আমরাও থাকতুম—'

'না—না—'

অনুরোধ উপরোধ করিয়া সুরুচি তাঁদের বসাইয়া দিলেন। সবশুদ্ধ থাকিলে অত বেলায় বড় সুবিধা হইবে না।

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন অনেক বেলায়। অতিথিদের কুশলাদি জানিয়া লইয়া তবে গেলেন স্নানে। চাবিখানি পাতা হইল। সর্ব্ব শেষ হাঁড়িটা তাঁদের জন্যই রাখা হইয়াছে।

সুরুচি বলিলেন—'পান পাচ্ছিনে—'

'পান তো দেখলাম নৌকা বোঝাই—জানলে নিয়ে আসতাম।'

এবার বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে চিড়ার বস্তা অনেকগুলি—এবং কয়েকটিন গুড়। এখনি বাহির হইবেন। বলিলেন—'কি দুর্গতি লোকের—কেউ ঘরের চালে—কেউ মাচায়—কেউ গাছে বসে আছে—'

শুধু তো খাদ্য সরবরাহ করিলেই হয় না—নিরাপদ আশ্রয় চাই সবার আগে। সহরের অবস্থা তো ভালই…যার ঘরে জল উঠিয়াছে—অন্য স্থান না পায়—ছাদে উঠিয়া বসিবে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে দুর্দ্দশার সীমা নাই। বুদ্ধিমান যারা—পূর্ব্বেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছে—কেহ সহরে আশ্রয় লইয়াছে। কেহ ভেলা বাঁধিয়া তার উপরেই আছে। যাহারা সতর্ক হয় নাই—তারা গাছে চড়িয়াছে—চালে উঠিয়াছে। প্রকৃত সাহায্য চাই ইহাদেরই জন্য এবং এই সব লোককেই নৌকায় করিয়া সহরে আনা হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা এই কাজেই সারাদিন। বোর্ডিংএর অন্যান্য ঘরগুলি ভরিয়া গিয়াছে। ছাত্রাবাসের নীচের ঘরটি ভরিয়া গেল। ইহারা কেহ কেহ ভেলা বাঁধিয়াছে—কেহ বা জল ঠেলিয়া যাতায়াত করিতেছিল। আপাতত চিড়া গুড় দেওয়া হইতেছে,—রন্ধনের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

বোর্ডিংএর প্রাঙ্গণটা ডুবিয়া গিয়াছে, জল দুই সিঁড়ি পর্য্যন্ত উঠিল দুপুর বেলার মধ্যে।

ফণী বাহির হইতে না পারিয়া ছটফট করে। বিকালে বারান্দার কোণে ষ্টোভে চা করা হইল। সুরুচি বলিলেন—'ওদের ?'

'ওদের ভাবনা ওরা ভাবুক গে—দুধটা ফুরিয়ে গেলে পাব কোথা ? জল যেমন বাড়ছে—দোকান পাট উঠে যাবে না ?'—

'ভাববে কি ?' —

'যা খুশী ভাবুক না—ওদেরও ষ্টোভ আছে—সবই আছে—আপনি নেবেন তো নিন'—

অর্দ্ধ অনিচ্ছা অর্দ্ধ ইচ্ছা সহ সুরুচি চা লইলেন,—অনিচ্ছা চা'য়ে নয়, বিশ্বকর্ম্মার ভয়ে—। তিনি যদি বলেন— 'কোন্ বুদ্ধিতে একাজ করলে ? অতিথিকে ফেলে নিজেরা খেলে ?'—আর ওরা ভাবিবে—কি হীন মতি !

এক ঝুড়ি মাছ এবং দু' আঁটি পান আসিয়া হাজির।—নদীর মাছ চারিদিকে চলিয়া বেড়াইতেছে।—সহরের পথে যেখানে সেখানে ছাতা খুলিয়া লোকে ভেলার উপর হইতেই মাছ ধরে। বহু লোক জলে নামিয়া গামছা কাপড় দ্বারাই মাছ ধরিতেছে। বোর্ডিংএর প্রাঙ্গণেও মাছ দেখা গেল।—বিপদ ভুলিয়া লোকে এই এক খেলা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। নীচের আশ্রিতদের ছেলেমেয়েরা বৃষ্টির মধ্যেই কলরব করিয়া জল তোলপাড় করিয়া তুলিল।—বিশ্বকর্ম্মা পান কিনিতে মাছ পাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বারান্দার একদিকে মাছ কাটিতে বসিয়াছে—মাছগুলি রুই কাতলার বাচ্চা—ওজনে দেড় সের দু' সেরের বেশী না এক একটা। সংখ্যায় বার তেরটী হইবে।

বৃষ্টির জোর বাড়িল।—সন্ধ্যা না হইতে যেন এক প্রহর রাত্রি—এমনি অন্ধকার।—বাড়ীতে রান্নাঘরে কেরোসিন ডিবা জ্বলিত—এখানে তা চলে না। একটা লণ্ঠন মাছ কাটার কাছে—আর একটা ধরাইয়া ঠাকুর

রান্নার যোগাড়ে আছে।—ঘরের অপর তিন পরিবার আলো জ্বালেন নাই। বিনয় বাবু বাহিরে যান নাই।—তিনি সরকারী চাকরে নন। যে দায়িত্ব কর্ত্তব্য বোধ বেসরকারী লোককে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মে নিযুক্ত করে—সে সকলের থাকে না। বিনয় বাবু দুই একবার বিশ্বকর্ম্মাদের সঙ্গী হন মাত্র। তা ছাড়া বাকী সময়টা উপরে নীচে ঘুরিয়া বেড়ান। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমোদ করেন—আহারাদির তদারক করিয়া নীহারও ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করেন। মহোৎসাহে মাছ কাটার কাছে বসিয়া রহিলেন।—ভদ্র লোক বেশ হাসি খুসী। কিন্তু পত্নীটি বিপরীত। অত্যন্ত রুক্ষ গম্ভীর মুখী। কথাবার্ত্তা বলেনই না।

বড় বঁটিখানা তো রান্নাঘরের বারান্দায় জলের তলে। তাড়াতাড়িতে মনেও নাই। ছোট বটিতে মাছ কাটা চলিল না। তখন কুটনা কোটা বঁটিটাকে আঁশ করা হইল।

সাহায্যের বস্তা বস্তা চিড়ে এবং গুড়ের টিন দরজার পাশে গাদা করা—এগুলি আগামী দিনের জন্য। বিনয় বাবু স্বহস্তে বস্তা খুলিয়া বাহির করিয়া দেন। ঠাকুর নীহারকে সাধেন। ভয়ে তাহারা জড়সড়, স্পর্শও করে না। বিশ্বকর্ম্মা জানিলে আস্ত রাখিবেন না।—ফণীকে সাধিলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ মানী ব্যক্তি,—ফণী সংক্ষেপে বলিল—'চিড়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নেই'—

নীহারকে বলিলেন—'আরে নিয়ে রাখ না—কাজ দেবে—'

নীহার বলিল—'আমাদের আছে।'

মায়েরা সেই চিড়ে এবং গুড় এক এক বাটী লইয়া পুত্রকন্যা সহ জলযোগ সারিয়া লেপের তলায় ঢুকিলেন।—এদিকে ফণী চিন্তিতভাবে বসিয়া আছে সুরুচি বিষম চিন্তিত—ঠাকুর নীহারদের বুদ্ধিতে কুলায় না। চাল ডাল সিদ্ধ এবং মাছ সিদ্ধের প্রণালী এক নয়।—একটী মাত্র ষ্টোভ। মাছের অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়াও পনের ষোল সেরের কম নয়—

এগুলির গতি হয় কিরূপে!—একটি ঘণ্টা তো মশলা বাটিতেই গেল অক্ষয়ের।

ষ্টোভ জ্বলিল সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত,—একবার কড়ায় বসাইয়া দেখা গেল ঝোল ফোটেই না। তখন বড় একটা সস্‌প্যানে।—সবশুদ্ধ আটবারে রান্না শেষ হইল কোনরূপে।—প্রত্যেকবার ষ্টোভে তেল দিতে হয়। হাঁড়ি নামিলে সস্‌প্যান ওঠে—সেটা নামিলে আবার হাঁড়।—সেই স্বল্প পরিসর স্থানটুকুতে আর তিল মাত্র স্থান নাই।—বাসন পত্র সবই বাহির হইয়াছে।—বাসন পত্র ওঁদেরও আছে—চৌকির নীচে ঝুড়ির মধ্যে,—দুই বেলা জলযোগের সময় বাটী গ্লাস বাহির করেন—ধুইয়া আবার যথাস্থানে সযত্নে রাখিয়া দেন। চাহিলে অবশ্য পাওয়া যাইত, কিন্তু চাহিবার দরকার হয় নাই। বিশ্বকর্ম্মার সংসার সংক্ষেপ নয়। প্রয়োজনের চতুর্গুণ জিনিষ কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তাঁর একটা বিষম রোগ।

ঘরের অপরদিকের শেষ প্রান্তে দরজার সম্মুখে বিনয় বাবু স্বীয় মহলে অতুল বাবুর ভাই এবং ভাইপোর সঙ্গে পূর্ণানন্দে গল্প করিতেছেন। মহিলা তিনটির মধ্যে অতুল বাবুর স্ত্রী খুব ভাল মানুষ, ছেলেপিলের উৎপাতে বিব্রত। তাঁর বড় মেয়েটির অখিল বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে। মেয়েটিও মায়ের মত শান্ত। বিনয় বাবুর স্ত্রীর একাকী ভাব। অখিল বাবুর স্ত্রীটি অত্যন্ত চতুর চপল। নিজ নিজ শয্যায় সকলে বেশ আরামে শুইয়া খুব মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলেন—এক একবার সুরুচিদের দিকে আড় চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখেন। অখিল বাবুর স্ত্রীর চাহনী কৌতুক এবং কৌতুহল ভরা—সুরুচির ব্যতিব্যস্ত বিব্রত ভাব বেশ আমোদের সঙ্গে উপভোগ করিতেছেন যেন।

বিশ্বকর্ম্মা অখিল এবং অতুলের প্রবেশ।—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'আমার গরম জল আছে?'—পূর্ব্বদিন রাত্রে এবং আজ সকালে গরম জল ছিল

না। কিন্তু এ বেলা করা হইয়াছে।—বিনয় বাবু বলিলেন—'এই ঠাণ্ডায় এত রাত্তিরে স্নান করবেন ?'

"আমার অভ্যাস।"

নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া কিছুক্ষণ ক্লান্তি দূর এবং কথাবার্ত্তা চলিল। বন্যার অবস্থা ভালর দিকে নয়। জল ক্রমেই বাড়িতেছে।—তবে সাহায্যের কাজ আরম্ভ হইল প্রথম হইতেই—এই যা সান্ত্বনা।

অখিল অতুল তোয়ালে লইয়া নীচে গেলেন। চমৎকার সুবিধা! নীচের বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়াইলেই নদী। সুরুচিরা স্নানাদি করেন বোর্ডিংএর অপর পাশে—সে দিকটা একেবারে নির্জ্জন।

বিশ্বকর্ম্মা পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—'পান দিও এঁদের'—এঁদের অর্থে মহিলাগণ। অপ্রতিভ সুরুচি তাড়াতাড়ি পান সাজিতে বসিলেন।—সত্যিই তো, রাশীকৃত পান—অথচ একটাও এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

নাই টেবিল, না চেয়ার—চেয়ার খান তিনেক কোণের দিকে আটক পড়িয়াছে। থালি থাকিলেই বা কি—পাতিবেন কোথায় ?—হাঁড়ি হেঁসেল চৌকির নীচে এবং দেয়ালের গায়ে সরাইয়া স্থানটি নীগার পরমযত্নে পরিষ্কার করিয়াছে।—আসন এবং পাতা পাড়ল—ছয়জন পুরুষের।

অতুলের ভাইপোটির কিছু জ্বরভাব—সে বাদ।

অতিথিরা মুক্তকণ্ঠে রন্ধনের প্রশংসা করিতেছেন—'আপনার পরম ভাগ্য কিন্তু,—যাই বলুন, এমন অঠাঁই অজায়গায় ঠিক ঠিক সব হচ্ছে। লোকজন আপনার এক্সপার্ট—এমন দেখিনি কোথাও—কোথায় পেলেন এদের ?'—নাম ধাম ইত্যাদি—'আমাদেরও তো লোকজন ছিল—বিপদে এলো কেউ ?—একটাও না।'

বিশ্বকর্ম্মার মাথায় দারুণ কর্ম্মভার—সারাদিনরাত্রির পরিশ্রমে দেহ

ক্লান্ত—তথাপি কি অহঙ্কার হয় না এই সব সুখ্যাতিতে? ঈষৎ নীরব হাস্ত বিশ্বকর্ম্মার—গর্ব্ব—আনন্দ বা বিনয়ের মৃদু প্রকাশ।

এই সব উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ঠাকুরের কিছুই ভাবান্তর দেখা গেল না। পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াছে—এখন তাহারা বিশ্রাম পাইলে বাঁচে।

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচিকে বলিলেন—'এঁদের ডাক—এবার তোমরা বসো।'

অতুল বলিলেন—'আমরা ওদিকে গিয়ে বসি—' ওদিক মানে বিনয় বাবুর মহালে।—কিন্তু মহিলাগণ সুপ্ত।—যার যার স্ত্রীকে তিনি ডাকিয়া উঠাইলেন—শীতের রাত্রে লেপ ছাড়িয়া ওঠা দারুণ আলস্য—কেহই উঠিতে চাননা। ঠাকুর বসিয়া আছে—রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে।—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এই পাতায় পাতায় তোমরা বসে যাও—আপত্তি আছে না কি কারও?'—বলিয়া তিনজনের দিকে চাহিলেন।—'যদি থাকে তাঁকে অবশ্য আলাদা পাতা দিও—' তিন ব্যক্তি এক বাক্যে বলিলেন—না কারো আপত্তি নাই—স্বামীর প্রসাদ গ্রহণে রীতিমত অভ্যাস আছে।

যাক্ হাঙ্গামা হইতে বাঁচা গেল—এইসব পাতা ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার —নূতন করিয়া ঠাঁই—আসন—পাতা, গেলাস ধুইয়া আবার জল দেওয়া —সে সব হইতে ত্রাণ পাওয়া গেল।

মেয়েরা একজন যদি ওঠেন আর একজন ওঠেন না—যিনি উঠিলেন বিছানায়ই বসিয়া আছেন—নামেন না। কেহ আবার শুইয়া লেপ টানিয়া গায়ে দিলেন। বিনয় ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া তুলিলেন। তাহারা কেহ রাগিয়া হাত পা ছুঁড়তে লাগিল—কেহ কান্না আরম্ভ করিল—কেহ শুইয়া পড়িল। নানারকম কাণ্ড!—কিন্তু নিস্তার নাই,— অতুল নিতান্ত অনিচ্ছুক দুই একটিকে রেহাই দিলেন—কিন্তু বিনয় তাঁহার সব কয়টিকে টানাটানি করিয়া উঠাইবেনই, কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নাই!— তাঁহার পরম উৎসাহের প্রলোভনেও ছেলেমেয়ে উঠিতে চায় না।—"ওরে

ওঠ্—ওঠ্—দেখবি আয়—কত মাছ—কি সুন্দর মাছ!'—তবু ছেলেমেয়ে ভুলিল না। শুধু গোলমাল কান্নাকাটি—সাধাসাধি চলিতেছে।—এদিকে ক্লান্তিতে—শীতে—ঘুমে পুরুষেরা শুইতে পারিলে বাঁচেন—কিন্তু বাধ্য হইয়া বসিয়া আছেন। নীহারদের তো নিস্তার নাই-ই।

বরাঙ্গনাত্রয় অনেক কষ্টে আসিয়া বসিলেন—চোখে ঘুম—মুখে অনিচ্ছা—নাছোড়বান্দা বিনয় ছেলেদের তুলিয়া দিয়াছেন বটে—কিন্তু তাহারা ঠিক মত আসিয়া বসে না। সুতরাং ঠাকুর কি ভাবে পরিবেশন করিবে বুঝিতে না পারিয়া সুরুচির দিকে চায়। মহিলারাও নির্দ্দেশ দেন না—সুরুচিও বোঝেন না। ছেলেরা কেহ মাটীতে শুইয়া পড়িল—কেহ কাঁদিতেছে—কেহবা মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া মেঝেতে পা ছড়াইল। এরা যদি খায়, সেই পরিমাণে পরিবেশন করিতে হইবে। কিন্তু এদের খাইবার কোন লক্ষণ নাই। না খায় যদি, বহু অন্ন ব্যঞ্জন নষ্ট হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সুরুচির বাধে,—কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—'ওরা কি খাবে?'—প্রশ্নটাতে অনিচ্ছা বোঝায় যেন।—বসিয়াছে যখন—খাইবে না কেন?

ক'দিন আগে সুরুচির জ্বর হইয়াছিল—শরীরটা খুব ভাল নয়। কতক্ষণ আর ধৈর্য্য থাকে?—শেষে আন্দাজী পরিবেশন করা হইল। কথাবার্ত্তা কেহই বলিলেন না—মেয়েরা সদ্য নিদ্রোত্থিতা, এবং সুরুচির গল্প করিবার মত মনের অবস্থা নয়। ছেলেমেয়েরা দু'চারজন খাইল না। কতক কতক পাতে নষ্ট হইল। একডিস পান পুরুষদের কাছে—মেয়েরা বিছানায় বসিয়াছেন—সুরুচি তাঁদের পান দিলেন। ঠাকুর নীহার অক্ষয় তিনজনে বসিল এতক্ষণে।

একে একে সকলে শয়ন করিলেন—বিশ্বকর্ম্মার একটা আলো সারারাত্রি জ্বলে,—এঁরা এলেও জ্বলিত—না এলেও জ্বলিত। সেইটাতে সকলের কাজ হয়।

এ বিছানা হইতে ও বিছানা হইতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে—বিশ্বকর্ম্মা দু'এক কথায় জবাব দেন। পর্দ্দাও নাই—আড়ালও নাই—এই ঘরের ভিতর পর্দ্দা দ্বারা প্রত্যেক মহল পৃথক করিলে আলো হাওয়া বন্ধ এবং একটা অদ্ভুত দৃশ্য হইত,—এ যেন একই পরিবার। নিতান্ত আড়ালের দরকার (অর্থাৎ আয়নায় মুখ দেখা) হইলে প্রত্যেকেরই জিনিস চাপান চৌকিটার পাশ আছে।

হঠাৎ যেন ঘরটা কাঁপিয়া উঠিল। ভূমিকম্প না-কি ? সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইলেন—বন্যার সঙ্গে ভূমিকম্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঘন মেঘে আকাশ ঘোর অন্ধকার—কিন্তু আকাশের একাংশ জুড়িয়া ম্লান লোহিত আভা সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে। লক্ষণ বড় আশঙ্কাজনক—প্রবল বাত্যা—ঝড—ভূমিকম্প—এবং অতি প্লাবন অসম্ভব নয়। বিনয় বলিলেন—'বাড়ীটা তো একদম ঠুনকো তৈরি, হাওয়াতে নড়ে,—ভরসা নেই কিছু—'

আকাশের রূপ দেখিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ নির্ব্বাক রহিলেন—এবার সুরুচির হইল ভীষণ ভয়—বিশেষ ভাবে বিনয়ের কথায়। এ কয়দিন কৌতুহল ছিল—আজ দু'দিন আতিথ্যের চাপে ব্যস্ত—তবু ভয় ছিলনা। ভয়ের সঞ্চার হইল এই মুহূর্ত্তে।

বৃষ্টির ছাঁটে বারান্দা ছাড়িয়া সকলে ঘরে ফিরিল। শয়নে সাহস নাই—তবু কতক্ষণ থাকা যায় ? মাঘের ন্যায় দারুণ শীত—শীত আর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মেয়েরা লেপের তলায় ঢুকিল। পুরুষেরা কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া ভয় চাপা দিতে চান। 'কোন্ লক্ষ্মীছাড়া কনট্রাকটার এই বোর্ডিং গড়িয়াছে—বেটা লাখপতি হইয়াছে বটে—কিন্তু পাপের ধন থাকবেনা। বেটারা এমনি চোর। কেবল ফাঁকিবাজী ! দশ হাজার টাকার কাজে পাঁচ হাজার চুরি করিয়াছে—যত সস্তা পুরাণো নিকৃষ্ট জিনিস দিয়া কাজ সারিবে।'

উদ্বেগে আশঙ্কায় ঘুম হইতে চায় না—ঐ বুঝি ভূমিকম্প! ঐ বুঝি ঘর কাঁপিল! আর চারিদিকে শুধু জলের অবিরাম কল্—কল্—কুল্—কুল্ শব্দ।

সকালে উঠিতে সকলেরই বেলা হইয়াছে। দুয়ার খুলিয়া কি ব্যাপার? না—নীচের ঘরের লোকজন সব উপরের বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে তাদের জিনিসপত্র—ছাগল—হাঁস—মুরগী। নীচের ঘরে জলে ঢেউ খেলিতেছে—পূর্ণ আড়াই হাত জল—চৌকিগুলি জলের নীচে।

সেই চৌকিগুলি সিঁড়ি হইতে দরজা পর্য্যন্ত সারি দিয়া পাতিয়া চলা ফেরার পথ করা হইল। তবু হাঁটু পর্য্যন্ত জল,—সেও ভাল। সারাদিন যাওয়া আসা—কাপড় ভিজানো চলেনা। দরজার সঙ্গে নৌকা ভেলা লাগানো। বৃষ্টি ছাড়ে নাই—তবে জোর কম। মহিলারা সকৌতুকে নূতন লোকের ঘর কন্না দেখিতে বারান্দায় বার বার যাওয়া আসা করেন। সুরুচির অবসর নাই। তবে তিনি দরজার দিকের মহলে, দরজা পথে অনেকটা দেখিতে পান। অবস্থা লোকগুলির খারাপ নয়। দিব্য রন্ধনাদির আয়োজন করে। ভেলায় চড়িয়া নানারূপ জিনিষপত্র আনে। স্বচ্ছল অবস্থার চাষী গৃহস্থ।

চা পান সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন কাজে। আকাশের অবস্থা রাত্রির মত ভয়ানক নয়—কিন্তু গাঢ় মেঘে ঢা া। বৃষ্টির জোর মাঝামাঝি। সুরুচি নৌ ায় গেলেন স্নানে—এক নির্জ্জন জঙ্গলের ধারে, জঙ্গলটা খুব উঁচু স্থানে। ডোবে নাই। নিত্য যেখানে স্নান করেন সেখানে অথৈ জল। দাঁড়াইবার স্থান নাই।

নিত্যকার মত তেমনি ষ্টোভ জ্বলিল। বিনয় বাবুর ষ্টোভটা তাঁদের টেবিলের তলায়, দেখা যায়। ফণী সেই ষ্টোভটা চাহিল—রুক্ষমুখী বিনয় গৃহিণী গম্ভীর সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—'ওটা খারাপ—'

সুরুচি ভাবিলেন হয়তো কেরাসিন তেল নাই—সেইজন্য দিলেন না। কিন্তু তেল তাঁদের টিনে যথেষ্ট আছে,—খালি ষ্টোভটা পাইলে বাঁচিয়া যান। স্পিরিটও আধ বোতলের উপর রহিয়াছে সেও চাননা। কিন্তু আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। অখিল অতুলেব ষ্টোভ আছে কিনা—থাকিলেও কোন্ ঝুড়ির মধ্যে লুকানো,—বিনয় গৃহিণীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া আর কাহাকেও কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না। কুটনা কোটার বালাই নাই। সুরুচি তুই বেলার পান সাজিয়া রাশীকৃত করিয়া রাখিলেন। তাঁর সঙ্গে কারো তেমন হাস্যালাপ নাই। তু'চারটা আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা হয় মাত্র। কিন্তু অখিল অতুলের পরিবারের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা—ঘরখানা জমাইয়া রাখিয়াছে। বিনয় গৃহিণী বার বার চাহিয়া দেখেন—শেষে নিজ হইতে আলাপ করিলেন। অখিল পত্নী একাই দশজন। সুরুচি এ দলের কেহ নয়। পান সাজা-সারা হইলে অন্যান্য টুকিটাকি কাজ—কিম্বা বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়ানো। বারান্দার গৃহস্থালী দেখিতে বেশ। একটি পরিবার নয়—সাত আটটি পরিবার—কিন্তু গোলমাল বিবাদ নাই ভাব দেখিয়া মনে হয়—এরূপ পরিবর্ত্তন অভ্যাস আছে। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ ধ'রল ইহারা। আজ নাহারেরা দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালতীতে দড়ি বাঁধিয়া নীচে ছাত্রাবাসের কোণের দিক হইতে জল তুলিয়া লইল। সেদিককার জল পরিস্কার—স্রোত বহুল। দেখাদেখি বারান্দায় লোকেরাও তাই করিল। নচেৎ নীচের ঘর হইতে জল লইয়াছে এ কয়দিন ইহারা। ঘর কন্না অতি সংক্ষেপ এদের, পরিশ্রম নাই।

একই ভাবে দিন কাটিল—নীচে অকুল জল থৈ থৈ—উপরে মেঘ ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি ঝরিতেছে। তুপুর বেলা বিশ্বকর্ম্মা যথা নিয়মে আসিলেন—সেই পাতা—আসন, গেলাস—তিনচারিবারের বৈঠক।

বৈকালে আবার এক ঝুড়ি মাছ—এক বোঝা পান। আজ মাছের সংখ্যা বেশী, আকারেও বড়—তবে একটিও আড়াইসেরের বেশী নয়।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে আলো জ্বলিল—কাজ আরম্ভ হইল। সকালে যে মাছ পাঠান না বিশ্বকর্ম্মা—সে এক পরিত্রাণ। মেহনৎ হাঙ্গামা কম নয় মাছের পিছনে। তবে বিশ্বকর্ম্মা খুব সকালে সহর ছাড়িয়া মফঃস্বল অঞ্চলে চলিয়া যান। তখনো মাছ ধরা আরম্ভ হয় নাই। সারাদিন ধরে—বিক্রীও করে—তবে বিক্রীটা বেশী করে বৈকালে। মাছের এবং পানের অসংখ্য নৌকা সহরে।

সরকারী চিড়া গুড় বারান্দার লোকেরা পায়। কিন্তু ঘরের লোকজনের পাইবার কথা নয়। তবু অবাধ প্রাপ্তি বিনয় বাবুর কল্যাণে। বিশ্বকর্ম্মার নৌকায় যে চিড়া গুড় ফেরত আসে—ঘরের একপাশে থাকে। বাহির হইবার সময় আবার লইয়া যান। তিনি স্নানে গেলে তিন মহিলাই স্বহস্তে বাহির করিয়া নেন।—সুরুচিকে কেহই গ্রাহ্য করেন না। প্রথম দুই দিন মেয়েরা হাত দেন নাই। কিন্তু তৃতীয় দিন হইতেই অবাধ স্বাধীনতা। বিশ্বকর্ম্মা কিছুই জানেন না। সুরুচি কিছু বলিতে সাহস পান না মেয়েদের—বলিলে যদি প্রশ্ন করেন—'আপনার কি ?' সুতরাং তিনি চুপ !—ফণী নীহার ভিতরে ভিতরে রাগে। বিনাপয়সায় জিনিস কি এমনি ভাবে খরচ করিতে হয় ?—সকালে মা ছেলেমেযে সব শুদ্ধ একবার—বেলা দশটা এগারোটায় একবার—কেননা একটার আগে রান্না হয় না। বৈকালে একবার—এবং সন্ধ্যায় একবার। দিনে চারিবার জলযোগ !

দুটি লণ্ঠন নীহার জ্বালিয়াছে—একটি প্রবেশ দ্বারের কাছে—একটি রন্ধনালয়ে। ঠাকুর ফণীর সঙ্গে বাহির হইয়াছিল—ফিরিতে দেরী হইল একটু। তাগাদা তো নাই—রাত্রি দেড়টার আগে ছুটি মিলিবে না। ফণী আরদালীর দ্বারা ঘণ্টা দেড়েকের জন্য একটা ক্ষুদ্র ডিঙ্গী সংগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া এই ভ্রমণটা।

মেয়েরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রান্না চড়লোনা এখনো ?—'

তারপর এক একটা বাটীর আধ বাটী করিয়া চিঁড়া ধুইয়া ছেলেমেয়ে সহ প্রত্যেকে জলযোগ সারিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ফিরিয়াছে—কিন্তু প্রায় পঁচিশ সের মাছ কাটা ধোয়া মশলা এবং অন্যান্য যোগাড় সম্পূর্ণ হইলে তবে সে রান্না করে,—অন্য দিন সেও হাতে হাতে যোগাড় করে। আজ সত্যই দেরি হইল।

ছেলেমেয়েরা ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল—মায়েরা অসন্তুষ্ট হইলেন—'ঘুমিয়ে পড়লো—খাওয়া হলোন'—'রান্না হয়'ন—তার খাবে কি?' ইত্যাদি স্বগতোক্তি। সুরুচি ভাবিলেন—বিশ্বকর্ম্মা যদি শোনেন—অনেক লাঞ্ছনা আছে ঠাকুরের কপালে,—তাঁরও কপালে!—এত লোকের মধ্যে কিছু বলাও তাঁহাকে যাইবেনা।

প্রায় বারটার সময়ে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন—মুখ বেশ প্রফুল্ল—প্রথম কথা—'আজ এবেলা জল বাড়েনি।'

তখন শেষ সস্‌প্যান্‌টি উনানে—অর্থাৎ ষ্টোভে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এখনো রান্না হয়নি?—মাছ পাঠিয়েছি সেই কোন্ বেলায়—'

এ কথার উত্তর দিলেন অতুল এবং আখল—'অতবড় হাঁড়ি—প্যান, ষ্টোভে দেরি হবে বৈকি, একটা তো ষ্টোভ', বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু বলিলেন না,—বোধ হয় অপ্রতিভ হইলেন,—মাত্র একটা ষ্টোভ তাঁর—লজ্জার কথা বটে।

আহারে বসিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রশংসা—'ঠাকুরটি আপনার চমৎকার রান্না করে—'

—'ঝাল একটু বেশী হয়েছে—'

—'সেই জন্যেই আরো চমৎকার,' বলিয়া পশ্চিম বঙ্গীয় বিনয় বাবু হাস্য করিলেন।

—'আপনি বাঙ্গালদেরও ছাড়ালেন যে?'

—'বাঙ্গাল দেশে ঘুরে ঘুরে—'

নীহার বলিল—'ঠাকুর—যে মাছটা আগে রেঁধেছ সেইটে দাও—ওটায় ঝাল কম আছে—'

বিনয় বাবু বলিলেন—'না বাপু না—এই ঠিক হয়েছে। খাইনি এমন রান্না···সত্যি বলছি—'

বিশ্বকর্ম্মা কলিলেন—'ও কোন দিনই ভাল রাঁধেনা,— -ইখানে দেখছি—'

—'কি বলেন! সত্যিকার পাকা হাত—'

'কিম্বা যে পরিশ্রম আর বিপদ—যা পাই—তাই ভাল লাগে—'

'পরিশ্রম আপনাদের—আমার তো নয়? আমি পারি দোষ গুণ বিচার করতে—কোথায় পেলেন একে?'

'এইখানেই—'

এমন উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে আজও ঠাকুরের ভাবান্তর নাই। নির্ব্বিকার মুখে পরিবেশন করিতেছে।

বিনয় বাবু পানের বড় ডিশটি লইয়া গেলেন। মেয়েরা আজ আর কিছুতেই ওঠেন না—স্বামীরা সাধাসাধি করিতেছেন—তাঁরা উত্তর দেন—'এরা না খেয়ে—'

'তা হোক—তোমরা খেয়ে নাও'—ছেলেমেয়েদিগকে উঠানো হইল, নিতান্ত শিশু তিনটি কিছুতেই উঠিল না। ফণী অস্ফুট স্বরে বলিল—'আধসের করে চিড়ে খান এক একজনে—আবার খাবেন কি? না ওঠে—না উঠুক।'

শঙ্কিত সুরুচি সরিয়া গেলেন। পাছে কেহ শুনিতে পায়। তারপর তিনজন পুত্রকন্যাসহ ঈষৎ গম্ভীর ঈষৎ অপ্রসন্ন ভাবে আসনে আসিয়া বসিলেন।

সকাল বেলা,—দুধের টিন খালি। কিন্তু আরদালী দুধ লইয়া আসিল সহরের গোয়ালা বাড়ী হইতে। হঠাৎ বন্যার ফলে ব্যতিব্যস্ত ভাবে দিন

তিনেক কাটিয়াছে,--ক্রমে কাজকর্ম্ম যার-যা সুরু করিল। দিনপাতের উপায় হওয়া চাই। দুর্য্যোগ বাড়িতে থাকিলে সম্ভব হইত না। ভাগ্যগুণে মাত্রা ছাড়ায় নাই এখনো। এখনো আশঙ্কা আছে,—দু'চার দিন থমকিয়া বন্যার বেগ বাড়ে। তবু যতটুকু ভরসা—সেইটুকুই আনন্দের প্রচুর উপাদান। এ কথা ভুলিয়া যায়—যে বিপদ এখনো কাটে নাই। আজ যেটুকু ক.নয়াছে—কালই দ্বিগুণ হইতে পারে।

সকালে উঠিয়াই প্রথম কাজ জল দেখা—বিবিধ উপায়ে বর্দ্ধিত পরিমাণ পরীক্ষা করা। নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—জল আর বাড়ে নাই,—ঠিক ঠিক পূর্ব্বদিনের মতই আছে।

বৈকালে হঠাৎ একটা জোর হাওয়া ছাড়িল—বৃষ্টি বহুল হাওয়া নয়—হাল্‌কা হাওয়া। ওদিকে সবে মাছের ঝুড়ি পৌছিল—পকাণ্ড জেলে সাজি। এদিকে সুরুচি কাপড় কাচিয়া কর্ম্মপ্রণালী ভাবিতেছেন—হঠাৎ যেন রোদের আভা ঘরের দেয়ালে! তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইলেন—সত্যই তো রোদ,—কি আশ্চর্য্য!—কখন বৃষ্টি বন্ধ হইল,—রোদ উঠিল কখন? আকাশ ভরা মেঘ আছে বটে—কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা—আর পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ দেখা দেয় দেয়। এই তো একটু আগেও বৃষ্টি ছিল—বিশ্বাস হয়না যে রোদ উঠিয়াছে। আজ আট দশ দিন মেঘের আড়ালে আকাশ অদৃশ্য—আকাশের রূপ যেন ভুলিয়া গিয়াছে লোকে। সেই আকাশের দেখা মিলিল—সেই আকাশে অস্ত সূর্য্যের রৌদ্ররেখা! কত প্রিয়—কত আশ্বাস—কত ভরসা! সত্য সত্য সাধনার ধন ইহারই নাম।

—ঘরের কোনের চেয়ারের উপরকার বোঝা নামাইয়া ফণী দু'খানা চেয়ার উদ্ধার করিয়া আনিয়া বারান্দার কোণে রাখিল—বলিল—'বসুন না'

'বসবো?—কত কাজ'—

—'আপনার আবার কাজ কি ? শুধু বলে দেওয়া তো ?'

—'শুধু বলে দেওয়া ? দেখিয়ে দিতে হয়না বুঝি ?'

'মাছ কাটা হোক—আপনি ভারি কুনো—কেবল ঘর—আর ঘর।—ঘর থেকে বেরুতে চাননা—'

সুদীর্ঘ বারান্দার প্রায় সবটা আশ্রিতদের দখলে। কোনের দিকে কয়েক হাত স্থান শুধু। রেলিং ঘেঁসিয়া মাছের ঝুড়ি সহ নীহাব এবং একেবারে কোণ ঘেঁসিয়া চেয়ার পাতা। মাছেব পরিমাণ দিন দিন বাড়ে—এবং কাজ বাড়ে। সুরুচি ভাবেন—'দূর ছাই—মাছ যদি পাওয়া না যেতো !'—তখনি ভাবিলেন—'না পেলে আরো মুস্কল হতো না ? কি রান্না হতো তবে ?'

সুরুচি আর ঘবে গেলেন না। আজ আট দশ দিন ঘরের মধ্যে বন্দী—পাঁচদিন বাড়ীতে—পাঁচদিন এখানে। বাড়ীতে তবু অনেকগুলি ঘরের মধ্যে চলাফেরা—নানারূপ কাজ কর্ম্ম। এখানে এই একটী ঘরের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। বৃষ্টির জন্য বারান্দায পর্য্যন্ত বাহির হইবার যো ছিলনা।

দশদিন পরে রৌদ্র,—সকলেব মনে সাড়া দিয়াছে। বহু সংখ্যক নৌকা—ভেলা ডিঙ্গী যাতায়াত করিতেছে—আবোহীদের উচ্চ কলরব শোনা যায়। বহুদুর পর্য্যন্ত রৌদ্রালোকে সুস্পষ্ট,—দূরে একটা উচ্চ গাছ পালার জঙ্গল—সেখানে অনেক গরু বাছুর—লোকজনও আছে দু চারিজন। ঐখান হইতেই বোধ হয় দুধ আসিয়াছে। মফঃস্বলের বিপন্ন ব্যক্তি যারা দলে দলে সংসার তুলিয়া সহরে ছুটিয়াছিল—এক বেলার ক্ষণিকের রৌদ্র দেখিয়াই আবার তাহারা পল্লীতে চলিল বোধ হয়—বড বড নৌকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেলা—দুখানা ভেলা আবার একত্র জোড়া দেওয়া—তার উপরে মোট পুঁটুলি বিছানা বাসন—ছেলেমেয়ে বৌ ঝি—বৃদ্ধ বৃদ্ধা—ছাগল মুরগী হাঁস—গরু বাছুর সবই আছে।—জল যদি না

বাড়ে আর, নিজ নিজ ঘরের পাশে ভেলা বাঁধিয়া থাকবে, সেইটাই সুবিধা সব দিক হইতে।

একটু একটু মেঘ সরিয়া সরিয়া পশ্চিমাকাশের নীলরূপ দেখা দিয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ নীল দ্বীপের মত। গাছপালার উপরে সোনার বর্ণ রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—রৌদ্র পড়িতেছে চঞ্চল জলরাশির উপরে—অবিরত দাঁড়ের তাড়নে চারিদিকের জলে তরঙ্গ উঠিয়াছে। সবই সুন্দর আজ। বাতাস—হাক ঠাণ্ডা, কিন্তু লঘু সহজ—বৃষ্টিবাহী গুরুভারে ভারি নয়। বোর্ডিংএর চারিদিক বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থান—চারিদিকে যেন সাগর। যেমন নির্জ্জন তেমনি অসাধারণ শান্তি।

দেখিতে দেখিতে মেঘে পশ্চিমাকাশ ঢাকিল—রোদ মিলাইয়া গেল—সন্ধ্যাও নামিল। ঘরে আলো জ্বলিল। ঘরের মধ্যে হাসি গল্পের কলরব। বিনয় গৃহিণীও আজ যোগ দিয়াছেন।

ফণী বলিল—'কাকার যেমন কাণ্ড! কোত্থেকে এক পাল জুটিয়ে আনলেন,—এখন নিজেরা অস্থির—গুড়ের টিনটা দিলে খালি করে—অমন সুন্দর গুড়!'

'গুড়ের ভাবনা ভাবিনে। পারা যায় না কি দু'বেলা এই ধাক্কা সামলাতে? ঠাকুরটা কি রকম হয়রাণ হয়ে গেছে। দোতালা থেকে সব জল টেনে তুলতে হয়—এত লোকের রান্নার যোগাড়—পেরে ওঠা যায় কখনো?'

কয়দিন পরে মনের ভার একটু পকাশের সুবিধা হইয়াছে,—বহুবার সুরুচির ইচ্ছা হইয়াছে বিশ্বকর্ম্মাকে এ বিষয়ে বলিতে—কিন্তু বলিবার উপায় কই? এক মিনিটও একলা নয় কেউ—দু'এক সময় বারান্দায় সুবিধা যে না হইয়াছে তা নয়—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা তো সোজা মানুষ নন—হঠাৎ চটিয়া তিরস্কার করিতে থাকেন যদি—ছি, কি বিশ্রী ব্যাপার?—ভাবিতেও বিতৃষ্ণা হয়—মজা দেখিবে সকলে! প্রথম দু'দিন ভাবিয়া

ছিলেন—এরা অতিথি, দুর্য্যোগে অতিথি সেবার মত পুণ্য নাই। ক্রমে মনে নানা বিরুদ্ধভাব জাগিয়াছে—এখন তো রীতিমত বিদ্রোহ প্রকাশ করিবার যো নাই—সুতরাং চুপ করিয়া থাকা। মন ভরা বিষম বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা লইয়া সুরুচি অতিথি সেবার আয়োজন করেন দু'বেলা, অর্থাৎ মনে মনে অতিথিদের মুণ্ডপাত। পুণ্য তো গেলই—পাপের বোঝা ভারী হইতেছে! এখন তো সুরুচির বারুদ ভরা অবস্থা! বন্যা বিপন্ন যেমন তাঁহারা, তেমনি সকলে—তবে তাঁহাদের ঘাড়ে এ জঞ্জাল চাপিল কেন? বিশ্বকর্ম্মার উপর রাগে সুরুচি টং হইয়া থাকেন। এ তাঁর বিশ্বমৈত্রীতা। অধীনস্থ আশ্রিত লোকের উপর কোনদিন দৃষ্টি নাই—শুধু পর লইয়াই চিরকাল অজ্ঞান।

'জিনিস পত্তর আমরা যেমন সবই সঙ্গে এনেছি—ওরাও তাই—তবু প্রাণ ধরে ষ্টোভটা কেউ বার করে দেয়না—চক্ষু লজ্জাও তো থাকে লোকের?'

সুরুচি চকিতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন—কেহ এদিকে আসে কিনা—

—'এখন যদি একমাস জল থাকে—এম্‌নি করে চলবে?'

'তাহলে ঠাকুর চলে যাবে—পারবেনা আর'—

—'নিজের নিজের রান্না করেনা কেন ওরা?—কতদিন চালাবে পরের ওপর?—বললে তো হয়—'

'কে বলবে?'

'আপনি—'

—'তার চেয়ে তুমি বলনা? মুখে বলা সোজা—কাজে নয়।'

'যে'দিন সব এলো—সেদিনটা না হয়,—তার পরদিন সকাল বেলাই বলা উচিত ছিল। আবার পান সেজে দিতে হয় দু'বেলা—যেন সব কুটুম এ'সছেন—বরযাত্রী!—দেন কেন?'

'সাধে কি দিই—তোমার কাকার ভয়ে'—

'যত নষ্টের গোড়া কাকা!—এখন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেওয়া ভাল' —

'এতদিন পরে কি বলে বলা যায়,—উনি তো কিছুতেই বলবেন না, উল্টে বক্‌বেন আমাকে—কে যাবে বল্‌তে'

—কাকাই সব মাটী করলেন, ওঁর যন্ত্রণায় আর পারা যায় না! এমন ভাল গুড় পাওয়া যায় এখানে?—আমি টিনটা বেঁধে রেখে দেবো—'

গুড়ের উপর সুরুচির লোভ নাই—তিনি নিজের কষ্টকর অবস্থার কথা ভাবিতেছেন।—সত্যই যার যা ভোগ,—ছেলে পিলে শুদ্ধ কি আরামে কেমন আমোদে ওরা আছে—ভোর বেলা বিছানা জড়াইয়া রাখে—চা পান করে—স্নান করিয়া আসে,—কেবলি হাসি গল্প কৌতুক। আসনে বসিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়—বারান্দায় বালতী ভরা জল—দোতালায় দাঁড়াইয়া মুখ ধোওয়া—সাজা পাণ হাতে লইয়া আবার বিছানায় বসা— আবার হাসি গল্প—অফুরন্ত গল্প—সারা দুপুর তাস খেলা—বৈকালে চা—। চুল বাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া জলযোগ করিয়া পাতা বিছানায় বসিয়া কৌতুকালাপ! একটু রাত্রি হইল অমনি শয়ন! স্বামীরা ডাকিয়া তুলিয়া দেয়—তবে উঠিয়া খাইতে বসেন।—গম্ভীর মুখে পান লইয়া আবার বিছানায় যান।—এত যত্নেও যেন সন্তুষ্ট নন—যেন উপযুক্ত আদর হইতেছে না ভাবটা এমনি। দুই বেলা চাহিয়া চাহিয়া এ দিকের অবস্থা দেখেন—ভুলিয়াও একটী সহানুভূতি সূচক কথা বলেন না। যেন কোন হোটেলে উঠিয়াছেন,—হোটেলের ব্যবস্থা ভাল নয়—এমনি ভাবটা সকলের। আর সুরুচি?—তিনি সেই হোটেলের ঝি—প্রাণপণ চেষ্টায় সকলের ব্যবস্থা করেন—এবং পাছে কোন ত্রুটি হয়—এই ভয়ে সদা কুণ্ঠিত অপরাধী।—সদা সশঙ্কভাবে কি উপায়ে আরো উৎকৃষ্ট আয়োজন করিবেন —সেই ভাবনা ভাবেন।

মনটায় যেমন দুঃখ—তেমনি রাগ কিন্তু বুঝিবার—বুঝাইবার কেহ নাই।—প্রথম দিন বোর্ডিং এ আসিয়া ভারি ভাল লাগিয়াছিল,—সেই ভাবে দীর্ঘকাল কাটিত—নিত্য নৌকায় বেড়ানো যাইত।—কিন্তু এ কি কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন,—কত দিনে যে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে! একটী বেলাও আর সহ্য হয় না—এমনি উৎক্ষিপ্ত মন।

তখনো অন্ধকার হয নাই।—সারি সারি ভেলা নৌকা চলিযাছে—ভেলার সংখ্যাই বেশী।—বড বড জোড়া দেওয়া ভেলায় আবার ছাউনী দেওয়া—এক একটার আবার উপরে ছাউনী—চারিদিক চট্ চাটাই বস্তা ঘেরা,—বৃষ্টি হোক বাদল হোক অনাযাসে উহার মধ্যে রাত্রি বাস চলে।—বন্যা বিধ্বস্ত লোকের অভিজ্ঞতা আছে।—সহরের নৌকায় লোক জন যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু এইরূপ এক একটা গৃহস্থ পরিবার বোঝাই নৌকা বা ভেলা—এ গুলির গতি মফঃস্বলের দিকে।

—'একটু ও ভাল লাগছে না—পান সাজ্‌তে সাজতে অরুচি ধরে গেছে,'—সুরুচির ইচ্ছা হইল—ঐ চলন্ত নৌকার একটায় উঠিয়া যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যান,—একাকী বিশ্বকর্ম্মা মনের সাধে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করুন!

গৃহিণীপণার দায় এড়াইতে সুরুচি অনেকক্ষণ বাহিরে রহিলেন। বারান্দায় দিব্য গৃহস্থালী,—উনান জ্বলিতেছে।—ঘরের ভিতর হইতে ইহারা বরং ভাল। কোন দাবী নাই—হাসি মুখে কথা কয়।

কিন্তু ঘরে না আসিয়া কতক্ষণ থাকা যায়?—নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বে সুরুচি ঘরে আসিলেন।—বাতাসে একটা তীব্র পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ ছাড়িল। কৌতুহলী হইয়া কেহ কেহ বাহির হইলেন।—এরূপ গন্ধ এ কয় দিন পাওয়া যায় নাই। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁক ঘুরবার চওড়া স্থানটিতে ছাগল কয়েকটা বাঁধা, সম্মুখে এক রাশ কাঁচা কাঠাল পাতা। অন্যান্য ধাপে ধাপে পায়ে দড়ি বাঁধা মুরগী।—আগে নীচের ঘরের জলে

অনেক বাজে কাজ চলিত—এখন সে জল ইহার বিষম নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে।—সিঁড়ির ধাপেও উনান জ্বলিতেছে—গন্ধটা সেইখান হইতে—বিষম উৎকট গন্ধ।—ষ্টীমারে যেমন রান্নার গন্ধ ছাড়ে—অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু এ' গন্ধ নাকি অনেকের কাছে—অর্থাৎ হিন্দু কুলাংশু—তাদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রিয়।

অতুল গৃহিনী—'এঃ কি বিশ্রী গন্ধ—'

অখিল গৃহিনী—'মন্দ কি এমন ?'

'ও, আপনার বুঝি অভ্যেস আছে ?—'

অখিল পত্নী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অতুল গৃহিনী—'কি নিষ্ঠুর ! কি নিষ্ঠুর !—'

বিনয় গৃহিনী—'যেমন পছন্দ—তেমনি কাজ—'

অখিল গৃহিনী—'মন্দটা কি ? বর্ষা বাদ্‌লায়—'

অতুল কন্যা—'দিয়ে যেতে বলবো না কি' একটু ?'

বিনয় বাবু বার বার কিছু লুব্ধ ভাবে ঘোরা ফেরা করিতেছেন।

'এ'র মধ্যে—এই বিপদ—মুর্গী জবাই করলে ?—'

'খাবার জন্যেই পুষেছে—খাবে না ?—'

সুরুচি শ্রোতা মাত্র। নাকে কাপড় দিয়া আছেন। উহারা ত অশিক্ষিত চাষী—নিষ্ঠুর। কিন্তু ঘরের এই সব ভদ্র লোকের দল '—এই যে স্বচ্ছন্দ জল বিহারী মৎসাকুল—কত গুলি ধ্বংস্ করিল এই ক'দিনে ! উহারা তো সবে আজই—তাও দু'একটা বোধ হয়।

সকাল সকাল এক প্রস্থ রান্না নামিল—ছেলে মেয়েদের মায়েরা গরজ করিয়া ছেলে মেয়েদের খাওয়াইয়া দিলেন। প্রথমে ছেলে মেয়েরা নিজেরাই বসিয়াছিল, পরে মায়েরা ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দিতে আসিয়া বসিলেন—

বার বার মাছ চাহিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইলেন। মাছের মুড়া প্রতিদিনই প্রত্যেকের ভাগে পড়ে—ছোট বড় সকলেরই।

স্থান পরিষ্কার করা হইল—পাতাগুলি দোতালার বারান্দা হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, জলে ভাসিয়া যায়।—বাবুদের ঠাঁই করিয়া রাখা হইল। তখনো রান্নার দেরী আছে ঢের। চুপ করিয়া সুরুচি বসিয়া আছেন—নিরুপায় অবস্থা।—বিশ্বকর্ম্মা তো মনের আনন্দে মাছ কিনিয়া পাঠাইয়া খালাস!—কিন্তু যাহারা প্রতিদিন পঁচিশ-ত্রিশ সের মাছের ব্যবস্থা করে—তারাই মজাটা টের পায়।

আজ একটু সকালেই বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন।—বারটার আগেই।—মন সকলেরই ভাল।—আজ বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প গুজব হইল। দিনের বেলাটা মেয়েদের কথাবার্ত্তার সময়—রাত্রি পুরুষদের।—তবে বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্নেরই জবাব দেন—আপনা হইতে বড় কিছু বলেন না। কয় দিনের অসম্ভব খাটুনীতে দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত।

খুব ভোর বেলা উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন। নৌকার মাঝিরা চিঁড়ার বস্তা লইতে আসিয়াছে অতুল গৃহিনী তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্র হাতে চিঁড়া বাহির করিতেছেন—গত রাত্রে কাজটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অপর দুই জন ও যোগ দিলেন—কিন্তু মাঝিরা দাঁড়াইযা—অন্য দিনের মত প্রচুর পরিমাণ লইতে লজ্জায় বাধে।—দেরি করাও চলে না। আরদালীর হাঁক পৌঁছিল,—যে যা পারিলেন—লইয়া সরিয়া গেলেন। মাঝিরা বস্তা লইয়া নামিয়া গেল।—

ফণী আজ আবার একটা ডিঙ্গীর যোগাড় করিয়াছে—বাহির হইবে। সুরুচিও স্নানে যাইবেন, আজ নৌকায় নয়—বোর্ডিংএর পাশেই। ফণী ফিরিয়া আসিল আরদালী সহ—আরও এক জন বিশ্বকর্ম্মার অনুচর।

‘চলুন—শীগগীর চলুন—’

‘কোথায়?’

একটা বাড়ী ঠিক হয়েছে—সেখানে—’

—‘এখুনি?’

'হ্যাঁ—এক্ষুণি। জিনিস পত্র নিতে এসেছে।'

নৌকার মাঝিরা জিনিস পত্র লইয়া চলিল। ঠাকুর নীহার অক্ষয় পরমোৎসাহে টানাটানি লাফালাফি করিয়া তাহাদের হাতে হাতে আগাইয়া দিতেছে।—বাক্সগুলি সকলের আগে, চক্ষের পলকে সমস্ত বিছানা জড়াইয়া বাঁধা সারা।—ভাণ্ডার উঠিল বড় বড় ঝুড়ি ডালা চাঙ্গারী বস্তার—যেমনি উৎসাহ তেমনি ক্ষিপ্রতা। গাছ গাছ নাই, শৃঙ্খলা নাই, কোন মতে নৌকায় তোলা, মুক্তির হাওয়া পৌছিযাছে—বিনয় নম্রতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।—সুরুচি অবাক!—ততোধিক অবাক বোর্ডিং বাসিনীত্রয়।—হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—কাণ্ডটা কি!

'সুরুচি বলিলেন—'হাঁড়ি মাজা হয় নি—'

সেখানে কি জল নেই?'

'তবু'—

'আলাদা করে নেবো, ভাবতে হবে না আপনাকে—আপনি কাকার কাপড় চোপড় গুছিয়ে দিন তাড়াতাড়ি—'

'আমি নাইতে যাচ্ছিলাম—নেয়ে নিই না?'

দেরি হয়ে যাবে—'

'যাচ্ছ যে কোথায়—তাই জানিনে—'

—'জানবার দরকার কি? এখান থেকে তো যাচ্ছি'—চোটপাট জবাব ফণীর।

জিনিস পত্র খুব ভাল ভাবে বাঁধা ছাঁদার দরকার নাই। এখনি তো খুলিতে হইবে। খুচরা জিনিস গুছাইতে গুছাইতে বড় বড় মালপত্র চলিয়া গেল। এবার গুড়ের টিন উঠিবে। মহিলাদের মধ্যে কে একজন গুড়ের কথা কি বলিলেন—ভাল না বুঝিযাই সুরুচি বলিলেন—'গুড় বার করে নিননা—'

অতুলের বড় মেয়েটি একটী বড় পিতলের সরা আনিয়া তাড়াতাড়ি

যতটা পারিল—গুড় বাহির করিয়া লইল। টিনে নাই-ও বেশী। উপরের নরম গুড় ফুরাইয়াছে—নীচের গুড় এত শক্ত যে দা' দিয়া কাটিয়া তুলিতে হয়। মেয়েটি এদিক ওদিক চাহিল—মা দেখিতেছেন—অন্য দুইজনও—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেহই কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। সময়ই বা কোথা খুঁজিবার! কাণ্ড দেখিয়া ভিতরে ভিতরে সুরুচি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। বলিবার আছেই বা কি?—

নৌকা ফিরিয়া আসিল,—জিনিসপত্র অল্প কিছু আছে—সঙ্গেই যাইবে। ঘরের মধ্যে তখনো সব অবাক—যেন বিশ্বাস হইতেছে না,—নিত্য এই সময় ষ্টোভে দু'তিনবার অন্নের হাঁড়ি নামে,—আর আজ ঘরের অর্দ্ধাংশ খালি হইয়া গেল। বেলা প্রায় দশটা—সুরুচি কোনদিকে না চাহিয়া কাহাকেও একটি বিদায় সম্ভাষণ না করিয়া নামিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিলেন।

ছাত্রাবাস ছাড়িয়া নৌকা চলিল। ঘর শুদ্ধ সকলে বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিতেছে। কি সম্বন্ধ আর? সুরুচি তখনো ভাবিতেছেন যেন সত্য নয়—স্বপ্ন,—ঠিক স্বপ্ন, কে জানিত অভাবনীয়রূপে এমন পরিত্রাণ মিলিবে?

পরিত্রাণের আনন্দটা ভালরূপ অনুভব করিতে না করিতে আবার ভয়ও হইল, বিশ্বকর্ম্মার ব্যবস্থা তো? নূতন জায়গায় না জানি আবার কি দশার মধ্যে ফেলিবেন। এমন একটি মানুষ কোথাও কি আছে?—এই একটিই মাত্র—এবং সেটি সুরুচির কপালে।

নদীর ধারে ক্ষুদ্র একটী বাড়ী—নদী তো চারিদিকে—তবে শোনা গেল বাড়ীটা নদীর ধারে—একটি শয়ন ঘর একটি রান্না ঘর—সেইটি নূতন আশ্রয়। এ পাড়ায় জল সামান্য—উঠানে এক হাতেরও কম। বিশ্বকর্ম্মার এক অতি অনুগত অমুকর্ম্মীর বাসা। পরিবার দেশে—বাসা খালি। ভদ্রলোক বাসা ছাড়িয়া অফিসের এক ঘর সার করিয়াছেন।

যদিও একহাত জল—তবু দোতালা ছাড়িয়া নীচে হাঁটিতে পাইয়া বাঁচা গেল। অকারণ উঠানময় জল ছপ্ ছপ্ করিয়া সকলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া মুক্তির আনন্দটা ভাল করিয়া উপভোগ করিতেছে।

—বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ—শর্ট শার্ট পরা,—খালি পায়ে জল ঠেলিয়া ঘরে উঠিলেন। তখন রান্না চড়িয়াছে—মাছ কেনা হইল বাড়ীর পাশে নদীতে মাছ ধরা নৌকা হইতে—এইখান হইতে এ পাড়ার লোক মাছ কেনে।

'তোমরা এই বেলাই চলে এলে?'

'আমি কি জানি?'

'ওবেলা এলেই ভাল হতো—ওরা কি বা মনে করবে—'

গত সন্ধ্যায় বিশ্বকর্ম্মা এখানে আসিয়াছিলেন। এখানকার কর্ম্মকেন্দ্রটী বিশ্বকর্ম্মারই অধীন। এ কয়দিন কেহ কাহারো ব্যক্তিগত খোঁজ খবর করিবার সুবিধা পায় নাই। বাহিরের কাজ লইয়া যার যার মত ব্যতিব্যস্ত ছিল। কথায় কথায় বিশ্বকর্ম্মার অবস্থানের কথা প্রকাশ হইলে শ্রোতারা সত্যই অবাক।—'বলেন কি সার?—এই দুর্দ্দিন, বিপদ—অতটুকু জায়গার মধ্যে অতলোক চেপেছে আপনার ওপর? তারপরে ইঁহারাই এই বাসা ঠিক করিয়াছেন। আজই ভোরে আসা—সেও ইঁহাদেরই গরজে—নচেৎ দেরী হইত।

এই সব শুনিয়া সুরুচির বুদ্ধি খুলিল। কথা তিনিও জানেন—তবে সব সময় যোগায় না—এই যা মুস্কিল। শুধু এখানকার এঁরাই নয়—সমপদস্থ দু'একজনের সঙ্গেও কাল দেখা হইয়াছে—যে কথা অধীনস্থ ব্যক্তি বলিতে পারে নাই, সে কথা তাঁহারা বলিয়াছেন—'তুমি একটা—যাচ্ছেতাই! নির্ব্বোধ, বাহাদুরি দেখাচ্ছ হোটেল খুলে?—কেন?—বন্যায় অনেকেরই এই দশা। যার যার মত সে আছে—এমন তো কেউ কারো ঘাড়ে চাপেনি ছেলেপিলে শুদ্ধ! ওরাও ভেবেছে—'বোকা ব্যাটার

ওপর দিন কতক মজা করে নি'—এইসব সমবেত আলাপে বিশ্বকর্ম্মার চৈতন্য হইয়াছে। নচেৎ বরাবরই এইরূপ চলিত। চৈতন্য তাঁহার সাংসারিক বিষয়ে আপনা হইতে কখনো হয় না। তবে ফণী সুরুচি স্বাধীনভাবে থাকিলে বিশ্বকর্ম্মার চৈতন্য করিয়া দিতে পারিতেন—এক্ষেত্রে মুখবন্ধ—নীরব অনুগত ভাবে আদেশ পালন। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা বুঝিতে পারেন নাই।

'তা নাও—দুর্দ্দিনে মানুষকে সাহায্য করার মত ভাল কাজ নেই—'

'তবে বারান্দায় যারা ছিল—তাদের করনি কেন?'

'কেন—তাদের যা দরকার—দিয়েছি তো—'

—'দিয়েছ চিঁড়ে গুড়—'

'না—টাকা পয়সাও—'

'সে তো সরকারী—নিজের থেকে কতটুক?—দুর্দ্দিন তাদেরই,—একটা বেলাও তো কৈ তাদের খেতে বললে না? তাহলে বুঝতাম সত্যি দয়াবান। প্রথম ভেবেছিলাম ওরা কিছু আনতে পাবেনি—পরে দেখি—সব এনেছে। আমরা তো অনেক জিনিস বাড়ীতে রেখে এসেছি—ওরা তাও-না।—দেখনি ওদের চৌকির নীচে কি রকম বোঝাই?—'

'কে দেখে ও সব—আমি নিজের কাজে—'

'সে দেখবে কেন?—দেখেছিলে আমাদের!—কষ্টের সীমা ছিল? ....নেমন্তন্নর বাটনা—নেমন্তন্নর যোগাড় নিত্যি দু বেলা!—ঐ টুকু জায়গা!—'

—'সত্যি ভারি কষ্ট গেছে নীহারদের, কিন্তু উপায় ছিল কি? আমরা খাব—ওরা খাবে না—একই ঘর—সে কি হয়?—নিজেরা তো কোনই বন্দোবস্ত করলে না—'

'অত ভাববার তোমার দরকার ছিল কি? প্রথম দিন দিলে—দিলে—'

—'কিন্তু পর দিন কি বলে বলি—'আপনারা আলাদা ব্যবস্থা করুন?'

'ঐ চক্ষু লজ্জার দুর্ব্বলতা যার—তারই অশেষ দুর্গতি—'

—'নিখিল বাবু অতুল বাবু বার বার বলেছেন—আপনার ওপর ভারি অত্যাচার হচ্ছে,—বিনয় বাবুর ও সব বালাই নেই—'

'আর আমাদের দেড় মাসের মাসিক বাজার পাঁচ দিনে প্রায় শেষ'—

'যাক্‌গে - নীহার !—তোরা সকাল সকাল বিশ্রাম কর্—দে গরম জল দে—তুমি মেজাজটা ঠাণ্ডা করো—পুণ্যের কাজ করেছ—সৎ কার্য্য—অতিথি সেবা—'

'পুণ্য !—পুণ্য তো গেছেই—যা রাগ হয়েছে আমার—চার গুণ পাপের ভার চাপলো—'

পর দিন ফণী গেল বাড়ীর দশা দেখিতে—ঘরের দেয়ালের মাঝা মাঝি জল—কবাটের উপর দিকটা এক হাত মাত্র জাগিয়া আছে।—জলে টান ধরে নাই। ধরিলেও সে এত সামান্য যে অনেক দিন লাগিবে।

ফিরিবার পথে ছাত্রাবাস হইয়া আসিল। দ্বিতলে তিন পরিবার পৃথক পৃথক রন্ধনের যোগাড় করিয়াছেন। মাছটাছ নাই—সঙ্গে চাল ডাল আছে। মাছ যোগাড় করিবে কে '—ফণীকে অনেক বার সকলে বলিলেন 'আপনারা চলে গেলেন, বেশ এক সঙ্গে সব থাকা গেছ্‌লে'।—গতকল্য বৈকালে তাঁহারা মাছের আশা করিয়াছিলেন—কিন্তু সে মাছ তো ছাত্রাবাসে যায় নাই—বিশ্বকর্ম্মার নূতন বাসায় আসিতেছে। তাঁহারা স্কুলের ছুটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বোর্ডিংএই থাকবেন। কারণ তাঁদের বাসার অবস্থা বিশ্বকর্ম্মার বাসার ন্যায়।

'ওদের ইচ্ছে—আবার আমরা ওখানে যাই—'

'যাচ্ছি আর কি ?—'

দিনে দিনে জল কমিল,পথ ঘাট শুকাইল। বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী বাস যোগ্য হইতে ঠিক একটি মাস। আগা গোড়া সংস্কার—চূণ ফেরানো সেও আরো কয়েকদিন। শুধু কয়েকদিনের বিচিত্র একটা স্মৃতি তারপর। বোর্ডিং বাসের প্রথম দিনের স্মৃতিটাই বিচিত্র—পরের কয়দিনের বিষম তিক্ত।

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন চিত্র

দ্বিতীয় ভাগ

সন্ধি-বিচ্ছেদ

বাপের বাড়ী হইতে ফিরিলে সুরুচির হিন্দুয়ানীটা কিছুদিন উৎকট আকার ধারণ করে, আবার ধীরে ধীরে ঠিক হইয়া যায়। ভাগ্যগুণে বিশ্বকর্ম্মা যেটা সবচেয়ে অপছন্দ করেন সেইটাই তাঁহার কপালে!

আর সব এক রকম সহিয়া যায়, কিন্তু যখন তখন স্নান বিশ্বকর্ম্মা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। সুরুচিরা পাঁচটি বোনই তেমনি—স্নানে আলস্য নাই।

জ্যৈষ্ঠের শেষ, ভয়ানক বৃষ্টি, সারাদিনে ছাড়ে না। রীতিমত শীত, ঠাণ্ডা বাতাস, ঘরে ঘরে জ্বর।

সুরুচিরও অল্প জ্বর। বিশ্বকর্ম্মার শাসনে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। তিনিও মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন, সুরুচিরও বাথরুমে গমন!

জোর বৃষ্টিতে যাওয়া অসম্ভব, বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিয়া ঘরে পা দিয়াছেন, ওদিক হইতে সুরুচিরও প্রবেশ।

"এ"কি? স্নান? স্নান করা হল কেন?"

"দু'দিন স্নান করি নি, থাকতে পারা যায়?"

অশনিগর্জ্জনের ন্যায় অকস্মাৎ বিশ্বকর্ম্মার গর্জ্জন—"থাকতে পারা যায় না? আমরা মানুষ নই? শিশি শিশি ওষুধ পড়েই আছে, তার উপর স্নান? বারণ করি নি? করি নি?"

"করেছিলে।"

"কেন শোনা হল না আমার কথা? আমার কথা যে না মানবে ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জারে সে চলে যাক।—চলে যাক সে আমার সামনে থেকে"—

যে যে দিকে পারিল, সরিয়া বাঁচিল।

ভীষণ মুর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মা পালঙ্কে বসিয়া রহিলেন—প্রলয় আসন্ন!

জিদ ও রাগ দু'জনেরই সমান, তবে বিশ্বকর্ম্মা দণ্ডেক পরেই সব ভুলিয়া যান, সুরুচি কিছুতেই না, এইটুকু তফাৎ। আজ উল্টা।

অন্যায় করিয়াছেন সুরুচিই—সেই জন্য একটু ভয়ও হইল এবং আগেই কথা বলিলেন, "অমন করে বসে আছ যে?"

"শোন, স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হয়, কোন স্বামীই সেটা চায় না, জান?"

স্বর গম্ভীর, মুখ আঁধার।

নিমিষে সুরুচির শান্ত, নম্র ভাব অন্তর্হিত হইল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বেচ্ছাচারিণী মানে?"

"মানে যখন যা খুসী করা, আমাকে গ্রাহ্য না করা। ত্রিশ দিন তোমাকে বলেছি যে, তোমার এই সব বেখাপ্পা ব্যবহার আমার অসহ্য, বলি নি?"

"বলেছ।"

"তবে? শোনা হয় না, মানা হয় না কেন?"

"কোন্ কথা না শুনি তোমার?"

"সব। আমার ধৈর্য্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, বুঝেছি তোমার স্বভাব বদলাবে না। তবু আজ শেষ কথা বলছি, তোমাকে এই সব ছাড়তে হবে, এই স্বেচ্ছাচার আমার কাছে আর চলবে না, চলবে না, চলবে না। যদি চালাতে চাও, যেখানে খুসী যাও, গিয়ে যা খুসী করগে, এখানে আর নয়, নয়, নয়!"

কয়েক মিনিট দুই জনই চুপ।

তার পরে সুরুচি বলিলেন, "আচ্ছা"। বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিলেন, "এ কথা আগে বলনি কেন? ফাষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জার রোজই ছাড়ে, তার জন্যে এত কষ্ট সহ্য করবার তোমার কি দরকার ছিল? আমি জানি যে, আমার কিছুই তোমার চোখে ভাল লাগে না। না লাগুক, জেনো—আমারও স্বভাব আমি বদলাতে পারব না, পারব না, পারব না।

বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল।

ফণী বাড়ীতে ছিল,, সুরুচি জরুরি চিঠি লিখিয়া দিলেন, চিঠি পাইবামাত্র সে চলিয়া আসিল।

বাড়ী নিস্তব্ধ নীরব—যেন কেহই নাই, এমনই ভাব। নিঃশব্দেই সুরুচি প্রস্তুত হইয়া আছেন।

যাত্রার দিন বিশ্বকর্ম্মা প্রলয়মূর্ত্তি ধরিয়া অফিস-ঘরে বসিয়া রহিলেন। নীহার বাড়ী গিয়াছে, নূতন যাহারা আছে তাহারা কিছুই বুঝিল না। হিসাবের খাতাটা ও চাবি-ছড়া টেবিলে রাখিয়া সুরুচি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ফাষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জার।

২

পথে

কয়েক দিন আগে কণ্ডোর ষ্টিমার ডুবিয়াছে। বারো হাত জলের নীচে পনের হাত ষ্টীমার উল্টাইয়া রহিয়াছে, জল হইতে ষ্টীমার তিন হাত উঁচু হইয়া ছিল; জোয়ার নামিবার পর এখন জল বাড়িয়া ঠিক ষ্টীমার সমান হইয়াছে, ঢেউগুলি তীরের দিকে যাইতে ষ্টীমারে ধাক্কা খাইয়া ছলকিয়া উঠে—ছুরি দিয়া যেন জল কাটিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছে।

ষ্টীমারে ব'সিয়া সুরুচি সেই দিকে চাহিয়া আছেন, তীর বেশী দূর নয়, ষ্টীমার যখন ডুবিয়া ছিল, তখন আরও কাছে ছিল, অথচ এইটুকু জলের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জায়গাটির আশে পাশে জন-পল্লীর মধ্যে কি আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টিই না হইয়াছে! অনেক রাত্রে জোর বাতাস উঠে, বহু কণ্ঠের তীক্ষ্ণ করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া বাতাসে মিলাইয়া যায়, ভয়ে কেহ ঘরের দরজা খোলে না।

সেই ভয়াবহ স্থানটি ছাড়িয়া ষ্টীমার অনেক দূর চলিয়া গেল তবু আরোহীরা ঝুঁকিয়া দেখে, তাহাদের কথার বিষয় এক—'কণ্ডোর' ষ্টীমারের দুর্ঘটনা।

সুরুচি ভাবিতেছেন বিশ্বকর্ম্মার কথা।

অনুতাপ না কষ্ট? "চুপ করে থাকলেই হত, আপনি থেমে যেতেন, নীহার নেই"—

তৎক্ষণাৎ স্ব-স্বভাবের প্রত্যাবর্ত্তন! "চুপ করে থাকলে কি হবে? নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পারব না? যখন তখন যা মুখে আসে বলবেন, কেন, ওঁর কাছে ছাড়া জগতে আর জায়গা নেই না কি?"

ষ্টেশনে নামিতে বেলা একটা, আগে জানান না থাকিলে যান-বাহন আসে না। ষ্টেশনেরও কিছু স্থিরতা নাই, গ্রীষ্মে যেখানে ষ্টেশন দেখিয়াছ, বর্ষায় দেখিবে মাইল দুই তফাতে।

সুরুচি বলিলেন, "হোটেলের ভেতর আমি যাব না, একটা নিরিবিলি জায়গায় আমাকে রেখে তুমি নৌকা ঠিক কর।"

হোটেলের কাছে একটা নির্জ্জন জায়গায় একটা গাছের গুঁড়ির উপর সুরুচি বসিয়া রহিলেন, ফণী নৌকার সন্ধানে গেল।

হোটেলে ভিড় নাই। 'কণ্ডোর' জাহাজ ডুবিবার পর হইতে যাত্রী-সংখ্যা আসে কম, আসিলেও তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন ছাড়িয়া যায়।

ক্ষণপরে ষ্টীমার ছাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী ষ্টেশনটার জনতাও

যেন মায়া-বলে অন্তর্হিত হইল। লোক-জন কেহ কোথাও নাই, দু'চারখানা ছোট ছোট খড়ের বাড়ী, কর্ম্মচারীরা একে একে তাহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

ফণীর দেখা নাই, সুরুচি বসিয়াই আছেন। এমন নিঝুম দিন, যেন অর্দ্ধেক রাত্রি।

একজন খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে এদিক্ ওদিক্ ঘোরা-ফেরা করিতেছিল, এইবার কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি যাবেন কোথা ?"

এক নিমেষে সুরুচি সজাগ হইয়াছেন, পরিচয় কিছুতেই দিবেন না। পাশের গ্রামের নাম বলিলেন।

"আপনার সঙ্গে যে বাবুটি ছিল, সে গেল কোথা ? আপনি কতক্ষণ বসে থাক্‌বেন এখানে ?"

"সে নৌকা ঠিক করতে গেছে।"

"দু'চার দিন হলো নৌকা ভেসেছে, ষ্টেশনে নৌকা পাওয়া মুস্কিল, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, আপনি হোটেলের ভেতর বসুন না।"

"না ভিড় গোলমাল আমার ভাল লাগে না, আমি বেশ আছি।"

লোকটি চুপ করিল।

সুরুচি বলিলেন, "আপনি কে ?"

"আমি এখানকার ইজারদার।"

"আপনি দেখবেন আমার বাকস-বিছানাটা একটু ? কাল দুটোয় উঠেছি, আজ দুটো বেজে গেছে, স্নান করে আসি।"

"তা দেখব, একা যাবেন না ঘাটে—বড় ঢেউ, বড় টান।"

"কুমীর নেই ত ?"

"না ইষ্টিমার-ঘাটে কুমীর আসেনা বড়, তবে বিশ্বাসও নেই, বেশী জলে যাবেন না—ছেলেটি আসুক না ?"

"দেরী হয়ে যাবে", বলিয়া সুরুচি বাক্স খুলিয়া কাপড-চোপড সাবান বাহির করিয়া লইলেন। জেলেদের কয়েকজন ছেলে মেয়ে ছুটাছুটি করিতেছিল, ইজারাদার তাহাদের ডাকিয়া বলিল, "এঁর সঙ্গে যা।"

উঁচু পাড় হইতে পায়ে পায়ে জলে জলে পিচ্ছিল ঢালু পথ। কিনারায় জল একেবারে কাদা-মাখা, সরিতে সরিতে অনেকটা গিয়া তবে পরিস্কার জল পাওয়া গেল, ঢেউয়ের বড জোর, দাঁডাইয়া থাকা মুস্কিল। জেলেদের ছেলেরা সুরুচির আট দশ হাত আগে গিয়া নির্ভয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করিতে লাগিল। কুমীরের ভয়ে অন্তর কম্পিত, সুরুচি প্রায় হাঁটু জলেই স্নান সমাধা করিয়া ফেলিলেন।

ফিরিযা আসিয়া দেখেন, ইজারাদার দাঁডাইয়া দেখিতেছে ঘাটের পথের দিকে। বলিল—"আপনার দেরি দেখে আমার ভয় হয়েছিল।"

"আপনি আর একটু দাঁডান" বলিয়া সুরুচি আয়না-চিরুণীটা লইয়া হোটেলের ভিতর ঢুকিলেন,—সত্যই ভিড নাই, তবে বড অপরিচ্ছন্ন, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া একটি ছোট ঘরের দরজায় একটি বৌকে দেখিতে পাইয়া সুরুচি সেই ঘরের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ঘরের একদিকে মাচা, গোটা কয়েক ছেলেপিলে খেলিতেছে, একজন গিন্নী মানুষ এক কোণে রান্না চডাইয়া দিয়া মালা জপ করিতেছেন, সুরুচিকে দেখিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এই ঘরে থাকবে তুমি?"

"না"—বলিয়া সুরুচি মাচার উপর আয়নাটা রাখিযা কেশ-বিন্যাস করিয়া লইলেন, হোটেলের এক ঠাকুর, ইহাকে সুরুচি বার কয়েক নদীর ঘাটে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন,—ছোট এক হাঁডি মিষ্টান্ন ঘরের সামনে রাখিয়া সুরুচিকে বলিল "আপনাকে দিলে।"

"রেখে যাও" বলিয়া ফিরিয়া দেখেন, গিন্নীটির মুখে দারুণ বিরক্তি,

বৌটি আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে সকৌতুহলে সুরুচিকে দেখিতেছে। মেয়ে দুটি কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি থাকবে আমাদের কাছে? থাক, এইখানে শোবে, আমরা আজ এখানে থাকব।"

উনানের পাশে কতকগুলি কলাপাতা ছিল, অসঙ্কোচে একখানা টানিয়া লইয়া সুরুচি ঘরের মেঝেয় পাতিলেন, গিন্নীর ঘটীটা হইতে জল লইয়া পাতা ধুইলেন, গিন্নীর পিতলের গ্লাসটিতে এক গ্লাস জল এবং হাঁড়ির মিষ্টিগুলি সেই পাতার উপর সাজাইলেন। পরে গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি ভাল জাত, আপনার জল নষ্ট হয়নি, এই মিষ্টিগুলো এই ছেলে মেয়েদের দেবেন" বলিয়া হাসিয়া আয়না চিরুণী লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ইজারাদার বেচারা বসিয়াই আছে, দুর্ভোগ তার, স্বেচ্ছায় উপকার করিতে আসিয়াছে! সুরুচিকে দেখিয়া বলিল, "আপনি কেমনতর মানুষ? ভয়-ভাবনাও কি নেই? বাক্‌স-টাক্‌স সব ফেলে।"

সুরুচি বলিলেন, "এবার যান আপনি!"

"সে ছেলেটা কেমন ধারা লোক, আপনাকে একা ফেলে কোথায় গিয়ে রইল।"

"আসবে এখনি, ভয় কি?" বাক্‌স-বিছানার জন্য সুরুচির কিছু ভয় নাই, গহনা যা গায়েই। খান কয়েক আটপৌরে জামা কাপড় ছাড়া বাক্‌সে কিছুই নাই। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে রাগ করিয়া আসা, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আনিবেন কি? বিছানাও পথেরই যোগ্য, এগুলি হারাক বা চুরি যাক, তেমন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

"জল খেয়েছেন? মিষ্টি পাঠিয়েছিলাম।"

"আপনি পাঠিয়েছিলেন? আমি ভাবছি, ফণী।"

লোকটি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, "কোথায় আপনার ফণী? আচ্ছা লোক সে, তবে যাই আমি কাজ আছে, আবার এক্ষুণি আসবো।"

"একবার যেতে হবে।"

চমকিয়া ফিরিয়া সুরুচি দেখেন, এক অচেনা ভদ্রলোক। আর একটু কাছে আসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "একবার উঠুন, চলুন আমাদের ঘরে।"

আশ্চর্য্য হইয়া সুরুচি বলিলেন, "কেন?"

"আমি সব শুন্‌লাম, খুব বকুনি দিলাম ওদের, এই ষ্টীমারে নেমেছেন, স্নান করে জল স্পর্শ করেন নি, আপনাব খাবার আমার ছেলে-পিলেদের দিয়ে এসে বাসী মুখে বসে আছেন, ওরা আপনাকে আসতে দিলে? নাই বা চেনা-জানা হল, এক দেশের লোক, আমার বাড়ী মহাদেবপুর, আমার নাম সুরেশ মিত্র, আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

"না, কায়স্থ।"

"তবে আসুন আসতেই হবে।"

"আমরা এক্ষুণি যাব যে।"

"একটুও দেরী হবে না, আপনার কোন কথা শুনব না। এস না গো, হাত ধরে নিয়ে যাও না।"

বেড়ার আড়াল হইতে অমনি সেই বৌটি আসিয়া সুরুচিকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, বৌটি দেখিতে ছোটখাট, গায়ে কি জোর!

বিব্রত ভাবে সুরুচি বলিলেন, "আমার জিনিস"?

"ও আমি দেখব।"

সেই গিন্নীটি কলাপাতা ধুইতেছেন, বলিলেন, "এস মা এস, আমার দেওর পো কত বকলে-রাগলে, পঁথে ঘাটে সবাই সবাইয়ের বন্ধু, আমরা বলি তুমি হোটেলেই খেয়েছ।"

কি যত্ন; কি আদর! বৌটি কাপড় ভাঁজ করিয়া আসন পাতিয়া দিল, পিতলের গ্লাসে জল ঢালিয়া দিল, গিন্নী পাতায় পাতায় আতপান্ন ঢালিলেন, ভদ্রলোক দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন, "আর একটু ঘি ঢালো,

দুজনেই বস, দেখুন লজ্জা করবেন না, বিদুরের ক্ষুদ আর কি ! তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? একটা টাকা দাও ত, দিয়ে পান সাজ।"

লজ্জা, কুণ্ঠা আবার আনন্দও! আনন্দ নয়? এত যত্ন, এত আগ্রহ, জীবনে হয় ত দেখাও হইবে না কোন দিন।

"এই বয়সে তোমার এমন বিচার কেন? আমার বৌ-নাতনীরা ছেলে সব হোটেলে খেয়েছে, ছেলে বললে নদীর অবস্থা ভাল না, আজ এইখানে থাকবে, কাল ভোরে নৌকোয় উঠব, তা দেখ মা, কে কাকে খাওয়ায়? আমার একার চাল নিয়েছিলাম, দু'জনের হয়ে আর চারটি রইল, আলু-ভাতে ভাত, তোমার কত কষ্ট হল? আমি চাল ডাল সব সঙ্গে নিয়েই বেরুই, কিনি নে বড।'

বৌ চুপি চুপি বলিল, "ছেলে পিলের জন্যে আমি চারটি চাল বেশী দিয়েছিলাম।"

সুরুচি বলিলেন, "যাঃ ওদের ভাগ আমিই লুট করে ফেললাম।"

"আব আমরা যে তোমাব মিষ্টি খেয়ে ফেললাম, বাবা কত বকলে।"

ভদ্রলোকটি আসিয়া বলিলেন, ',নাঃ, কিছু পেলাম না না দই না মিষ্টি, বেটারা দোকান-টোকান তুলে চলে গেছে। আমার ছেলে-পিলেগুলো আস্ত রাক্ষস! একটা মিষ্টিই বাখুক, সব উড়িয়েছে!"

এমন সময় ফণীর দেখা, "আপনি এখানে? খুঁজে খুঁজে সারা।"

"নৌকো পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

সকলের সঙ্গে সম্ভাষণ শেষ করিয়া সুরুচি বাহিরে আসিবামাত্র ইজারাদার ফণীকে বলিল, "আচ্ছা লোক আপনি?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ফণী বলিল, "জানি আপনি কিছু খাবেন না, গেলাম নৌকোর খোঁজে, এক স্নান, সে নৌকোয় উঠবার সময়ও করতে পারবেন। আর আমার

দরকারই বা কি, কাকার সঙ্গে রাগ করে এলেন, একটু একা থাকতে পারবেন না ?”

ষ্টেশনের এক কর্ম্মচারী ফণীর চেনা, সে ধরিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছে।

“কি দুঃসাহস আপনার, নদীতে নেমেছিলেন ! আপনার সঙ্গে পারা যাবে না। কাপড় ঘাটেই ফেলে এসেছিলেন আবার।”

“ঐ যাঃ, আনতে মনে ছিল না।”

ইজারাদার একটি লোককে দিয়া কাপড-চোপড় ধুইয়া শুকাইয়া রাখিয়াছে।

সুরুচি বলিলেন, “ঐ ছেলেদের কিছু পয়সা দাও, ওরা আমাকে স্নান করিয়ে এনেছে।”

সুরুচির নিজের কাছে এক পয়সাও নাই, রাগ করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পয়সা আনিবেন না কি ? একেবারে বৈরাগ্য ! একেবারে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদন !

ইজারাদারের কাছে সুরুচি যে গ্রামের নাম বলিয়াছিলেন, সেই গ্রামের এক ভদ্রলোক ছোট ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আরালিয়া গিয়াছিলেন বড় ছেলের বৌকে আনিতে, সেই বড় ছেলেকে বিশ্বকর্ম্মা চাকরী দিয়াছেন বছর দুই হইল। অনেক আগে অবস্থা ভাল ছিল, মাঝে খুব কষ্ট গিয়াছে, চাকরীর পরে আবার ভাল হইয়াছে।

নৌকা না পাইয়া ফণী ইহাদের নৌকায় যাইবে ঠিক করিয়াছে, অর্দ্ধেক ভাড়া দিবে।

বিপুল ঢেউয়ে নৌকাটি নাচিতেছে, দেখিয়াই ভয় হয় ! এত ছোট নৌকায় সুরুচি কোনদিন ওঠেন নাই, খান দুই তালাইয়ের একটুখানি ছই, যেন মোচার খোলাটি ! বিশ্বকর্ম্মা প্রকাণ্ড নৌকা ভাড়া করেন, ঠিক যেন বাড়ী ঘর ! যাক্, সে কথা ভাবিবার দরকার কি ?

ভদ্রলোকটি বিশ্বকর্ম্মাদের খুব ভালই জানেন, তাঁহাদের গ্রাম দিয়াই

বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী যাইবার পথ। খুব আদর করিয়া সুরুচিকে গ্রহণ করিলেন।

ফণী সুরুচিকে তুলিয়া দিয়া বলিল, "আমরা হেঁটে যাচ্ছি, নৌকায় জায়গা হবে না।"

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডুলি পাল্কী উঠিয়া গিয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসে আবার আসিবে। জলের যদি জোর না হয় আরও মাস খানেক হাঁটা পথ চলে।

নৌকায় পদার্পণমাত্র সুরুচি যেরূপে অভ্যর্থিত হইলেন, সে বলিবার নয়। এখনও ইজারাদারটি ঘাটের উপরে দাঁড়াইয়া আছে, সেই বধূটি হোটেলের পিছনকার দুয়ারে দাঁড়াইয়া! বিচিত্র জগতে বিভিন্ন স্বভাবের পরিচয়! শ্বশুর এক পাশে সরিয়া বসিলেন, "বস মা, বস মা, তোমরা দু'জন ছইয়ের মধ্যে বস, আমি বাইরে বসবো।"

বউটি শুইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই মেয়েকে টানিয়া সরাইয়া বিছানা গুটাইয়া সক্রোধে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "একি যন্ত্রণা! এ কি যন্ত্রণা! নৌকার মধ্যে একি উৎপাত, এইটুকু নৌকা এর মধ্যে আবার মানুষ জুটল।"

ওদিকে শ্বশুর ফণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিশ্বকর্ম্মা কবে আসিবেন? "আহা, বেঁচে থাক্ সে, মানুষ, একটা মানুষ, আমাদের বাঁচিয়েছে, আমার সুরেন (বড় ছেলে) তার কথা কয়ে শেষ করতে পারে না, মহৎ-মহৎ, মহৎ পিতার সন্তান না হলে কি এমন হয়? নিজের কাছে রাখলে, চাকরী দিলে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুরুচির একবার ইচ্ছা হইল নামিয়া যান, আবার ভাবিলেন একটু পরেই সন্ধ্যা হইবে, অকূল জলের দেশ, থাকিবেন কোথা? বিশ্বকর্ম্মার সহিত বিবাহের পর এত যে ভাল ভাল বই পড়িয়া মন দৃঢ় করিয়াছেন, এই কি তার পরিচয়?



অভিজ্ঞতা

ছইয়ের মধ্যে একদিকে সুরুচি বউটির দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া নৌকার সামনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফণী বউয়ের এক ভাই ও দেওর নদীর পাড় ধরিয়া হাঁটিয়া রওনা দিল।

দাঁড়ি মাঝি দেড়টি, একজন বড়, একজন বালক। আকাশের অবস্থা ভালই, তবে ভয়ানক গুমোট গরম, গাছের পাতাটি নড়ে না। শ্বশুর খদ্দরের জামা ও চাদরটি খুলিয়া ছইয়ের ভিতর বৌয়ের কাছে দিলেন। বউ সে দুটি এক কোনে ফেলিয়া রাখিল, মেয়েদের পিটুনি দিল এবং বলিতে লাগিল—"বাবা আসতে দিতে চাইলে না। বললে 'পরে যাবে',—না—এখুনি—এখুনি আমায় না এলেই নয়! এসে তো এই দুর্গতি, এতখানি পথ, পা ছড়াবার জায়গা নেই। মানুষ পারে? আমার ভাইটের নৌকায় জায়গা হল না। হেঁটে যাবে এত পথ? ও কি চাষা? ওর কি এই অভ্যেস আছে? এমন মুস্কিল হবে জানলে কে আসত।"

বউটি ছোট্ট নৌকাটি তোলপাড় করিয়া তুলিল, একবার বাক্স খোলে, বিছানা পাতে, হাঁড়ি কলসী আছড়ায় (মা শ্বশুরবাড়ীর জন্য এটা ওটা দিয়াছেন) আর গর্জ্জায়।

শ্বশুর ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, বড় সাদাসিদে ভাল মানুষ। সুরুচির চিত্ত-সংযম আর থাকে না, এত কঠোর সাধনা বুঝি বৃথাই হয়, আবার মনে মনে বলেন—

ক্রোধ সম পাপ আর না আছে সংসারে
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ কত পাপ ধরে।

ব্রাহ্মণ বড় ভীরু, বলিলেন, "বাবা কিনারায় চল। নৌকো ত টেকে না!"

নৌকা ভীষণ নৃত্য সুরু করিয়াছে। মাঝি খুব জোরে দাঁড়

বাহিতেছে। বলিল, "বাবু নদীটুকুন ছাড়াই আগে, বাতাস উঠলে মুস্কিল হবে।"

—"না রে বাপু, তুই কিনারায় নে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বড় ভয় আমার।" নাতনী দুটি শিশু।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকা নদী ছাড়াইয়া খালে পড়িল। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তামাক সাজিলেন।

বাতাস উঠিল, ধূম্রাকার নভোমণ্ডলে সূর্য্য অদৃশ্য, খুব ঠাণ্ডা বাতাস, নিমেষে শীত ধরাইয়া দিল। মাঝি বলিল, "ভাগ্যি ভাল, নদী ছাড়িয়ে বাতাস উঠল।"

বউটি শ্বশুরের চাদরখানি দিয়া ছইয়ের পিছন দিক ঘিরিয়া গুঁজিয়া দিল এবং পাঞ্জাবীটি পাতিয়া ছোট মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইল, পরে নিজের সতরঞ্চিটা একটু খুলিয়া (পাছে সুরুচি বসেন) শুইয়া পড়িল।

সুরুচি বলিলেন, "ওকি করলেন? ওর জামা চাদর দুটোই আটকালেন, উনি পরবেন কি?"

উত্তরে একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ করিয়া সে পিছন ফিরিল।

এবার সুরুচির ভয়ানক হাসি পাইল। আশ্চর্য্য সংযম শিক্ষা হইয়া গিয়াছে এইটুকু সময়ের মধ্যে এই বউয়ের হাতে! শুইয়া শুইয়া বড় মেয়েটিকে বউটি বলিতেছে—"নে তুই বসে থাক। শুবি যে, জায়গা কি আছে? তোদের কপালের ভোগ। টাকা দিয়ে নৌকা ভাড়া করেছি, সরিক জুটল। যেমন অদেষ্ট। আমায় লিখল—'আমি তোমায় নিয়ে যাব' তা এনাদের সইল না। অমনি আনতে গেলেন। যে আমার শ্বশুর-বাড়ীর ছিরি! মানুষে থাকতে পারে? কাজ আর কাজ! এক দণ্ড বসবার যো নেই! আমি পনের দিনের বেশী কিছুতেই থাকব না। যদি বাসায় নিয়ে যায় তো যাব, নইলে বাপের বাড়ী,—আমার বাপের অভাব কি? এমন ঘরে দিলে—রাত দিন 'নেই নেই', এত টাকা দেয়, তবু কুলোয় না।"

হইতে নৌকায় উঠিল, ছোট মাঝিটাও নৌকার অপর কোণ ধরিয়া ছিল, সেও উঠিল।

ব্রাহ্মণ শীতে কাঁপিতেছেন, চোখ মুখ নীল হইয়া গিয়াছে। হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "মা দাও ত আমায় চাদর আর জামাটা—"

চাদর জামা ভিজিয়া নৌকার কোণে গড়াইতেছে বহুক্ষণ হইতে।

বউ বলিল, "সে সব ভিজে গেছে।"

"হে ভগবান! কি করি, আর পারিনে যে"—শীতের কাঁপুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। দ্বিতীয় বস্ত্রও তাঁর সঙ্গে আর নাই।

সুরুচি বলিলেন, "তোমার হয়েছে কি? ওঁর জামা চাদরের এমন দুর্গতি করলে? উনি এখন পরবেন কি?"

"তা আমি জানি? মেয়ে শোয়াব কিসে?"

"তোমার নিজের কিছু নেই?—বাক্স থেকে কিছু বার করে দাও না—খুব বড় তুমি?"

"বাক্সে আমার কিছু নেই।"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "থাক্ থাক্।"

এমন সময় ফণীরা তিনজন ভিজিয়া অপরূপ মূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত! বউ নিজের ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া বলিল, "ও কপাল! আজই অসুখে পড়বে; কি হাল হয়েছে!—এই কপালে ছিল?"

জল ভাঙ্গিয়া তাহারা নৌকার কাছে আসিল—সুরুচি বলিলেন ফণীকে, "আমার বাক্স বিছানায় জল ঢেউ খেলছে—তুমি তোমার এটাচি কেসটা খুলে একে কিছু দাও—"

ফণী একটা মটকার চাদর ও ধুতি বাহির করিল। একদিনের জন্য মেদিনীপুর গিয়াছিল—বেশী কিছুই নেয় নাই।

"আপনি পরুন, এইগুলো পরুন আগে, আগে কাপড় নিংড়ে গা মুছে ফেলুন—"

ব্রাহ্মণ শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া চাদরটা গায়ে জড়াইয়া বসিলেন, বলিলেন, "বাঁচালে মা, বাঁচালে—"

ফণীবা কেহ কাপড় ছাড়িল না—কাপড় কই যে, ছাড়িবে? বলিল, "আমরা আশা করিনি আপনাদের দেখতে পাব, যে নৌকো! ঝড়ে যে টিকেছে এই ভাগ্যি।"

"মাঝির জন্যে—মাঝিকে একটা টাকা দাও, বড্ড খেটেছে।" বুক পকেটে মানিব্যাগও ভিজিয়া ভারি, ফণী মাঝিকে একটা টাকা দিল—নৌকার অর্দ্ধেক ভাড়া ব্রাহ্মণকে দিল। সুরুচি বলিলেন, "ছোট ছেলেটিকেও কিছু দাও।"

ফণী একটা আধুলি দিল।

ছেলেটা নৌকার জল ছেঁচিতেছে, বাঁ হাতে আধুলিটা আবার ফণীর কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "এ আমি কি করব? পয়সা আবার কি হয়?"

মাঝি বলিল, "ও ভারি বোকা—পয়সা চেনে না, হাতেও নেয় না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা তুই ধন্য—আমরা পয়সার জন্য মরে যাচ্ছি—তুই হাতে পেয়ে ফেলে দিলি?"

নৌকা ছাড়িয়া দিল—বেলা শেষ, দুর্দ্দান্ত শীত, ভিজা কাপড়—অবস্থা অবর্ণনীয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, এইবার নাবব—তোমাদের জামা কাপড়—"

সুরুচিবা আরও কিছু দূর যাইবেন, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'খুলবেন না চাদর—ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ অসুখ করবে—যতটা লেগেছে তাই দেখুন কি হয়। বাড়ী গিয়ে গরম জলে হাত পা ধুয়ে চা খাবেন এক পেয়ালা আগে—আর গরম কাপড় গায়ে দেবেন—ও কাপড় চাদরের জন্যে ভাবনা নেই!"

তাঁহার নিজেরও যে এই সময়ে এক পেয়ালা চা কি দরকার ছিল, সে কথা আর প্রকাশ করিলেন না।

দিদি বলিলেন, "ও-মা, কি দুঃসাহস—ছোট বৌটা মনিষ্যি নয়—না চিঠি-পত্তর না কিছু—নদী পাড়ি দিয়ে এল। এই সেদিন অমন কাণ্ড হয়ে গেল! তা কি বুকের পাটা দেখ! ভরা জোয়ারে নদীর ওপর, তবু তো সাঁতার জানেন না!"

৪

পান্তামুখের নেমন্তন্ন

যার বিয়ে তার মনে নেই
পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই

বাড়ীতে সুরুচি আছেন পরম সুখে, জায়েদের নির্দ্দেশ মত চলেন, অবসর সময়ে বই পড়েন। ভাশুরেরা যেখানে যে জিনিসটি ভাল দেখেন, আসিয়াই "ছোট বৌমা এই নিন', কিংবা "ছোট বৌমাকে দাও।"

বই সুরুচির আবাল্য সঙ্গী,হাত ধরিয়া চালায়, এমন বন্ধু আর কে? ছেলে বয়সে বিশ্বকর্ম্মার বিদেশের বাসায় গৃহিণীপদে অধিরূঢ়া হইতে হইয়াছিল, চলা-ফেরা কাজ-কর্ম্ম ধরণ ধারণ সুরুচিকে শিখাইয়াছে, 'গৃহ-লক্ষ্মী', 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য', 'গৃহশ্রী', 'কুললক্ষ্মী'। রান্না শিখাইয়াছে 'পাক-প্রণালী'। সমস্ত দুপুর বেলা ধরিয়া সুরুচি অভিনব খাদ্য তৈরী করিতেন, বৈকালে বিশ্বকর্ম্মা আস্বাদ করিয়া উৎফুল্ল হইতেন। পরীক্ষক এবং ছাত্রীর উৎসাহের কাছে অতি-লবণ, আলুণি, কাঁচা বা পুড়িয়া তিক্তাস্বাদ কোন কিছুই টিকিতে পারিত না। যে বইয়ের দুর্নাম—'বই মুখে করে বৌ অজ্ঞান', সেই বই সুরুচিকে সমস্ত অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছে, আবার বাড়ীতে আসিয়া কত সমালোচনা, তীক্ষ্ণ তীব্র মন্তব্য সহিতে সহিতে যখন নিজের রাগ বাড়িয়া উঠে, তখনই সেই বইয়ের উপদেশাবলী স্মরণ করিয়াই সংযত হইয়া যান।

সমালোচনাটা কিসের ? না পাডাপডসীর। পাডাপডসী সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বকম্মার সঙ্গে ভিন্ন এরূপ একা সুরুচি আর কখনও বাডী আসেন নাই। ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, সুরুচি কোথাও বেডাইতে যান না—কোন নিমন্ত্রণেও না। গায়েও তেমন গহনা নাই, ব্যাপারটা কি ?

কারণ বাহির হইতে কতক্ষণ ? খবরের কাগজের কল্যাণে সর্ব্বত্র সকলের বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয় মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া দুই জনে স্বতন্ত্র হইয়াছে এইবাব খোর-পোষ আদায় করিবে। তা ছোট কত্তা বড শক্ত মানুষ, খোরপোষ দিবে না কিছুতেই।

সব কথাই কাণে আসে। সুরুচি হাসিয়া ব'লিলেন, "মামলা করে কি কেউ শ্বশুব বাডী থাকতে আসে ?"

মেজ-বৌ হাডে হাডে চটিয়া গেলেন, "বাডীর বৌ বাডী এসেছে, পাডার লোকের এত মাথাব্যথা কেন ?

এ আসে ও আসে, "কই তোমাদের ছোট-বৌ কই ?" মেদিনীপুর যাবে কবে ?"

কেহ বলে, 'ছোট কত্তা আসবে না ? চিঠি-পত্তব দেয় না বুঝি ?"

মামলা যদি বাধিয়াই থাকে, তবে ছোট কর্ত্তা একটা বিবাহ করিবে নিশ্চয়, কিন্তু সেই মেদিনীপুর হইতে খববটা আনিযা নেয় কে ? বাডীর লোকেরা বড চাপা, একটা কথা বাহির কারবার যো নাই। আহা। তাই ছোট বৌ মনের দুঃখে ঘরেই থাকে, সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইবে কি রূপে ?

এক এক সময় সুরুচি ভয়ানক রাগিয়া যান, "দিদি এই সব বিশ্রী কথা শুনলে কি মনে হয় বলুন দেখি, এ কি অন্যায় ? যে না-সেই যা-তা বলবে ?"

মেজ বৌ বলিলেন, "পাডা-গাঁয়ের দস্তুরই এই, চুপ করে থাকাই

ভাল, বলে বলে নিজেরাই থেমে যাবে। তুই না এত ভাল ভাল বই পড়িস, লোকের কথায় কি রাগ করতে আছে ?”

“আমার যে রাগী স্বভাব দিদি, যত মনে করি রাগ করব না, মনেই থাকে না। আবার বেশী ভালমানুষও হতে নেই কিন্তু, তা হলে লোকে পেয়ে বসে।”

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সব সময় চলে না, একটু ‘কমনসেন্স’ থাকা চাই, সেই জিনিসটার অভাব আছে সুরুচির, সুতরাং মধ্যে মধ্যে অসুবিধা ঘটে।

সকাল বেলা বৈষ্ণব-পাড়ার একটি ছেলে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, যথারীতি গলবস্ত্রে যুক্তকরে বলিল, “আজ সন্ধ্যায মাধব বাবুর ওখানে কীর্ত্তন গান হবে, দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন, পান-তামুকের নেমতন্ন রইল।”

ঘরেব মধ্যে সুরুচি মহা ভাবনায় পড়িয়াছেন, সে আবার কি ? নিমন্ত্রণ করিয়া ‘মিষ্টি-মুখে’র বদলে ‘পান্তামুখ’ করাইবে ? শেষে নিজের বুদ্ধিমত ভাবিয়া চিন্তিযা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৈষ্ণবদের অনেক রকম উৎসব ও নিয়মাদি আছে, তিনি তো কিছুই জানেন না, হয় তো কোন উৎসবের এই রূপই নিয়ম যে, রাত্রির ভোগের প্রসাদী অন্ন মহাপ্রসাদের মত পরের দিন ভক্তবৃন্দকে ছুটি ছুটি করিয়া দিতে হয়।

সন্ধ্যায় সকলেই নিমন্ত্রণে গেল, শুধু সুরুচি গেলেন না বলিয়া যায়েরা দু’জন গেলেন না। সুরুচি বলিলেন, “ঠাকুরঝি রাত্তির বেলা ‘পান্তা ভাত’ খাবেন কি করে ?”

“পান্তা ভাত খেতে যাবেন কেন ? বলিস কি ?”

ঐ যে সকাল বেলা বলে গেল, “পান্তামুখের নেমন্তন্ন।”

“দুর হ, তোর একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, নেমন্তন্ন করে লোকে পান্তা খেতে দেয় ? ‘পান-তামাকে’র নেমন্তন্ন. অনেক লোককে নেমন্তন্ন করেছে কি না, তাই অন্য আয়োজন করিতে পারেনা, শুধু পান-তামাক দেবে।”

"ও—আর আমি সারা দিন ভেবে সারা হচ্ছি, তা পান দেবে কি তামাক দেবে সেটা না বললেই হয়।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "ওরা তো তোর মত অত পণ্ডিত নয়, যেমন নেমন্তন্ন করবার নিয়ম আছে, তেমনি বলে গেছে।"

৫

বিশ্বকর্ম্মার চোখে বোধ হয় সুরুচির সেই বিবাহকালীন বয়স আর বাড়ে নাই, তাঁহার ব্যবহার অন্ততঃ সেইরূপ; সুরুচি যেন নেহাৎ নাবালিকা, সর্ব্বদা শাসনে ও রক্ষণাবেক্ষণে রাখিতে চান। 'ওটা পারবে না', 'থাক্ থাক্ আমি নামিয়ে দিচ্ছি', রেল-ষ্টীমারে উঠিতে নামিতে হাত ধরিয়া চলা অভ্যাস; এ-সব সুরুচি আদৌ পছন্দ করেন না। তা ছাড়া বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে যাতায়াতে কোন বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব নাই, বিপুল লটবহব লইয়া চলা—টেলিগ্রামে সব বন্দোবস্ত ঠিক রাখা, সর্ব্বত্র যেন ঘরের আরাম চাই। তা সে কি ট্রেন, কি ষ্টেশন, কি অচেনা যায়গা!

এবারকার অভিজ্ঞতা সুরুচির একেবারে নূতন,—দীর্ঘ-পথ-যাত্রীর নব নব বৈচিত্র্যের আনন্দ লাভ হইয়াছে। সুতরাং মনের ভাব খুব প্রফুল্ল।

বিশ্বকর্ম্মা যদি জানিতে পারেন পথে সুরুচির কি অবস্থা হইয়াছিল। চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিচ্ছে দারুণ ইচ্ছা হয়, কল্পনায় বিশ্বকর্ম্মার সেই চেহারা দেখিয়া সুরুচি ভারি আনন্দ পান। দুর্দ্দম অভিমানে হাতে কলম ওঠে না, এই আফশোষ।

৬

আজ্ঞা দিলা বিশ্বকর্ম্মা হইয়া সত্বর—
উপায় নাহিক কিছু আর,
দেবীরে আনহ ত্বরা করি—
বিলম্বে কি হইবে আবার!

সরোজ সুরুবির জামা কাপড কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা পাঠাইয়া দিয়াছেন, ব্যাপার দেখিয়া সেগুলি সে বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেল এবং নৌকায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়া পড়সীরা আসিয়াছে, এত কান্নার মধ্যে তাহারাই বা না কাঁদিয়া থাকে কি রূপে? একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে? অগত্যা বার বার চোখ মুছিতে লাগিল।

দিদি কিছু দুঃখিত—সন্তুষ্টও। ভাই একা আছে, কষ্ট হয়, বৌয়ের যাওয়াই ভাল। আবার ছোট বৌটা বড বাধ্য, লোক অকম্ম, সব ব্যাপারে যাইতে চায়, ইচ্ছা আছে, মায়া মমতা ভালবাসাও আছে। এক দোষ—জল ভালবাসে, আর দোষ হাসি, হাসিটা একটা ব্যারাম বিশেষ, কারণে অকারণে যখন তখন হাসিয়া গড়াগড়ি। অত হাসি মেয়েদের ভাল না। তা চলিয়া গেলে বড খালি খালি ঠেকিবে, হাসিও শোনা যাইবে না, ভাসুরেরাও ডাকাডাকি করিবেন না—"ছোট-বৌমা আর জলে থাক্‌বেন না, এবার উঠে আসুন, জ্বর হবে।' (সুরুচি সাঁতার শেখেন।)

শেষে দিদি বলিলেন, "হ্যাঁও হয়েছে, অত কান্না কি? ষ্টিমার ফেল করবে না কি?"

চমৎকার ব্যাপার। সেই ষ্টেশন এখন স্থল হইতে জলে। বড বড ফ্ল্যাট ষ্টীমার-ষ্টেশন। চারিদিকে অসংখ্য নৌকায় নৌকায় দোকান বাজার, বেচাকেনা। হোটেলটি ভাসমান প্যাসেঞ্জার ষ্টীমার আসিয়া ফ্ল্যাটের গায়ে ভিড়ে। সাধারণতঃ যাত্রীরা ফ্ল্যাট ষ্টেশনের নাম দিয়াছে 'আন্ধা বোট'। ওধারে যাত্রীবাহী ষ্টীমার, এ ধারে যাত্রীদের নৌকা, ফ্ল্যাটের ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ। কলকব্জাহীন ফ্ল্যাট সরাইবার দরকার হইলে ষ্টীমারের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

৭

দেবী কহে বন্দিয়া চরণ—
কহ প্রভু, কোন প্রয়োজন,
কি হেতু করিলে আনয়ন ?

মেদিনীপুর—বেলা এগারোটা।

সুরুচি কোন দিকে না চাহিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই বাথরুমে।

স্নানের পর ঘরে আসিলেন, বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত শান্ত ও অসুস্থভাবে শয়ান। বাড়ী ঘর চক্‌চকে ঝকঝকে, রান্নাঘরে বিপুল ব্যাপার।

"এ কি—তোমার অসুখ না কি ?"

"না, তেমন কিছু নয়—"

"আমাকে আনলে কেন বল ? কি জরুরি কাজ ?"

"বলছি, তুমি খেয়ে এসো—"

"কি আর খাব, ট্রেনে আমার ভীষণ জ্বর—"

"তবে স্নান"—বলিয়াই বিশ্বকর্ম্মা চুপ, পরে বলিলেন, "জ্বর কেন ?"

"গোয়ালন্দ ঘাটে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, একটা বোতল-ভাঙ্গা কাচে হাতের আঙ্গুল অর্দ্ধেক কেটে গেছে" ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত দেখাইলেন। "ব্যথায় জ্বর এসে পড়েছে।"

"ঘাটে ? আঃ—ল্যাভেটরীতে জল ছিল না ?"

"ল্যাভেটরীর জল মুখে দিতে পারা যায় ? ঘেন্না করে না ?"

"ষ্টেশনের কল থেকে আনিয়ে নিলে না কেন ?"

"ও দু-এক ঘটী জলে আমার হাত-মুখ ধোয়া হয় না।"

বিশ্বকর্ম্মা চুপ করিলেন। বলিলেন, "কিছু খাবে না ? তোমার জন্যে সব হচ্ছে।"

"আমার জন্যে ? আমি কি নতুন না কুটুম্ব ?"

"তার চেয়ে বেশী।"

"এক পেয়ালা চা হলেই হবে, অত আদরে কাজ নেই, বল, কি দরকার বল।"

"দরকার এই যে বাড়ীটা বড় লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে, এই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যে—

"এই কথা বলবার জন্যে তিন দিনের পথ থেকে টেনে আনলে? আমি কি সুখে ছিলাম বাড়ীতে,—কেন আন্‌লে?"

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত আহত হইলেন, সেটা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে, 'তোমার কাছে আমার সুখ নেই', কোন্ স্বামী সহ্য করিতে পারেন?

"এখানে তোমার কষ্টটা কি?"

"কষ্ট? অনেক কষ্ট, ভাল লাগে না তোমার তোমার বিশ্রী ব্যবহার, কঠিন ব্যবহার, কটু কথা, যাচ্ছেতাই অপমান। তার চেয়ে আমি বাড়ী থাকি, তুমি এখানে থাক, সেই ভাল।"

"ঐ কথাটি বল না, আর যা খুসী কর, বল, আমি কিছু বলব না কথা দিচ্ছি।"

"ও তোমার মনে থাকবে না, কথা তুমি অনেকবারই দিয়েছ, ভুলতে এক মিনিট, তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যা খুসী কর আমি কিছু বলিনে তো, তবে আমার কাজকর্ম্মে তুমি তেড়ে উঠবে কেন? আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছু নেই? সব তোমার শ্রীচরণে বিসর্জ্জন দিয়েছি না কি?"

"দেওয়াই উচিত, স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা।"

"না, কখনও না—সে তুমি খুসী হও আর রাগ কর।"

"আচ্ছা তোমার ইচ্ছামত যা খুসী কর, আমি আর কিছু বলব না।'

"মনে থাকবে?"

"হুঁ্যা।"

"আমার কথার উপর কথা বলবে না ?"

"না—আবার !"

"আমার কাজের প্রতিবাদ করবে না ?"

"না—কস্মিন কালেও না।"

"যা তা বলবে না, ফার্ষ্ট নাগপুর প্যাসেঞ্জারের রওনা করাবে না ?"

"না—না, আবার ?"

"যদি কর ?"

"তদ্দণ্ডে তুমি চলে যেও, তার চেয়ে বেশী শাস্তি আমার নেই।"

এবার স্থরুচি আশ্বস্তা হইলেন।

"এখন ভরসা পেতে পারি ? দেবী কি প্রসন্না হয়েছেন ?"

"জানি না"

"আমি জানি, বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, "কি কষ্টে দু'মাস কাটিয়েছি জান ? সব শূন্য, শূন্য। ঘরে থাকতে পারিনে, বাইরে ভাল লাগে না, কি স্থখে আমি জীবন ধারণ করি ?""

"যাও, থিয়েটার কর না।"

"আলবাৎ করব, আমার যা বলবার আছে, বলব না ? লোকে বলে, নারী কোমলপ্রাণা, আমি দেখি, এমন কঠিন প্রাণ পুরুষেরও নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক আর আমি কিছু বলছিনে। তুমি সূর্য্য আমি চন্দ্র, তোমা ছাড়া আমার গতি নেই।"

৮

ঘটকালী নং ৩

একদিন বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'একদিন একটি পাত্রী দেখতে পাবে—বাড়ীতে বসেই—'

"আবার কার জন্যে ?"

"সরোজের জন্যে—"

"কার মেয়ে ?"

"পরে বলব—আগে মেয়ে দেখা হোক্—"

"তুমি দেখেছ ?"

"আমি ? তুমি দেখনি,—আগেই আমি দেখব ? আমি তোমার মত অমন স্বার্থপর নই—"

মাসখানেক হইল মেজ-বৌ আসিয়াছেন, সুরুচির দিদিও পুরী হইতে ফিরিবার পথে দিন কয়েকের জন্যে নামিয়াছেন। একদিন সকালে খড়্গপুর বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া দেখেন—বসিবার ঘরে একদল ভদ্রমহিলা—তার মধ্যে দুইজন অচেনা—একটি মা—একটি মেয়ে —মেয়েটি কুমারী।

সেই দলের সকলেরই মুখে চোখে কৌতূহল,—মেয়েটি দারুণ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া আছে, মেজ-বৌ চুপ চুপি বলিলেন, "এইটি বোধ হয় যে—"

যথারীতি আদর ও জলযোগাদির পরে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব,—মেয়েটিকে কাছে বসাইয়া আদর করিলেন—গান গাইতে বলিলেন—মেয়ের মাথা নীচু হইতে হইতে হইতে টেবিলে ঠেকিয়া গেল।

টেবিলে জ্বলিতেছিল একটা 'হ্যাজাক'—সেই আলোতে মেয়েটি ঘরটা যেন—উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে স্বাস্থ্য বেশ ভাল, বয়স প্রায় আঠার উনিশ—মাথার মিশকালো চুলে অতি প্রকাণ্ড এক খোঁপা,—গায়ের রং ঠিক বিদ্যুতের মত,—এমন আশ্চর্য্য উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না।

সকলে চলিয়া গেলে বিশ্বকর্ম্মা ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন। মেয়ের বাপের বড় সাধ সরোজকে জামাই করিবার,—বড় ভাল মানুষ তিনি—স্ত্রী-কন্যাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মেয়েটির চেহারা কিছু নেপালী ধরণের হইলেও রংয়ে ও চুলে সকলের মনে এমন ছাপ পড়িল যে, সেই

রাত্রেই বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। সুরুচির দিদি বার বার বলিলেন, "এমন রং আমি দেখিনি।"

কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। সহসা বদলী হইয়া ছয় মাসের জন্য ভাবী বেয়াই বর্দ্ধমান গেলেন—অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে।

সরোজের ইচ্ছা দেশে বিবাহ করে,—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মাকে সে কথা বলিবে কে? বেযাইযের বাড়ী হাওড়া।

একদিন রবিবার দুপুরবেলা [illegible] উকীল আসিয়া উপস্থিত—বিশ্বকর্ম্মাকে ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহার মেয়েটিকে সরোজের জন্য যদি বিশ্বকর্ম্মা না নেন, তবে তাঁর সমূহ বিপদ, কিছুতেই মেয়ের বিবাহ জুটিতেছে না—সরোজকে লক্ষ্য করিয়া এক বছর ধরিয়া আশা করিয়া আছেন—কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে আসিতে পারেন নাই এত দিন। মেয়ের ফটো বাহির করিয়া দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মাকে তেমন করিয়া ধরিয়া পড়িলে তিনি এড়াইতে পারেন না,—চক্ষুলজ্জা ও দুর্ব্বলতায়। প্রায় রাজী হইলেন। কিন্তু সুরুচি বাঁকিয়া বসিলেন,—"আমাদের বেযাই নিশ্চিন্ত রয়েছেন—আর আমরা এ রকম করব?"

ফণী বলিল, "এ মেয়ের চেহারা খব সুশ্রী দেখছেন না? আর অনেক দেবে—কত বড় ফর্দ্দ এনেছে দেখুন—,

মেজ-বৌ বলিলেন, "সরোজের এই বিয়েই ভাল হতো—ওঁরা কিছুই তো দেবেন না,—লগ্ন পত্র হয় নি, আশীর্ব্বাদ হয় নি—এতে দোষ নেই—"

সুরুচি শুনিলেন না—"অমন বিশ্বাস তাঁদের ভাঙ্গতে পারব না—"

সুরুচির জেদের কাছে শেষে বিশ্বকর্ম্মা পরাস্ত হইলেন—ভদ্রলোক অত্যন্ত মন ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

কার্ত্তিক মাসে বর্দ্ধমান হইতে বেযাই আসিলেন—অগ্রহায়ণে বিবাহ।

ফণী বলিল, "আপনারা রাত্রে হ্যাজাকের আলোতে মেয়ে দেখেছেন বলে অত ফরসা দেখেছেন—দিনে একবার দেখুন।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তুমি যাও।"

সুরুচি বলিলেন, "না তুমি যাও।"

"একবার দেখেছি—আবার কি দেখব ? ওরা বলছে যখন—তুমি আর মেজ-বৌ গিয়ে দেখে এস গে।"

"না আমার সঙ্কোচ হয়—ওঁরা ভাববেন কি ? ওঁরা অত বিশ্বাস করে রয়েছেন আমাদের ওপর—আমরা অবিশ্বাস করব ?"

"ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ,—তোমার মতন বুদ্ধি কার ?"

ফণী পুনঃ পুনঃ বলিল, "ঠাট্টা নয় একবার ছেড়ে দশবার দেখলেও দোষ নেই—কাকা না যান, আপনারা দেখে আসুন।"

মেজ-বৌয়ের ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সুরুচি রাজী হইলেন না।

তখন ফণী বলিল, "একেবারে স্বর্গ থেকে নেমেছেন দেব দেবী ! এসব কাজের ভার আপনাদের নেওয়া কেন ? আমাদের উপর দিলে আমরা অনেক ভাল করে করতে পারি,—মেয়ে দেখেই অজ্ঞান। দেনা-পাওয়ানার কথাই নেই, লেখা-পড়া শেখাতে খরচ হয় না ? নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিতে তারা যা চায়, সব তো দিব্যি ধরে ধবে দেন—আর ছেলেদের বেলায় এক পয়সা না ! আমাদের বুঝি দাম নেই ?" (ফণী বিবাহ করিয়া কিছুই পায় নাই—গহনা অবধি না। সে জ্বালা তার মনে আছে। অবশ্য বিশ্বকর্ম্মা সব গহনা গড়াইয়া দিয়াছেন।)

নীহার উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ফণীবাবু—ঠিক ঠিক—যেমন মা—তেমনি বাবু। মার দোষ বেশী, মা যা বলে বাবু তাই শোনেন—ওঁরা না গেলেন"—চলুন আমি আর আপনি দেখে আসি গে।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "তাই যা না—"

ফণী বলিল, নাঃ, কাকা যে মানুষ—জানতে পারলে খেয়ে ফেলবেন—কি মাথা-ব্যথা আমাদের—যা খুসী করুন।"

দুই দেশের রীতি-নীতির অনেক তফাৎ—বিশ্বকর্ম্মা গিয়াছেন অফিসে—সকাল সকাল ফিরিয়া বর লইয়া যাত্রা করিবেন—বিবাহ-লগ্ন শেষ রাত্রে।

বৈকালে বেয়াই আসিলেন—এখান হইতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব না গেলে মেয়ে স্নান করান যায় না—এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বলিতে আসিয়াছেন।

সুরুচিরা এ সব কিছু জানেন না, তাদের এ প্রথা নাই ও, মেজ-বৌয়ের উপদেশ লইয়া বেয়াইকে বলিলেন, "আমাদের দেশে এ সব নিয়ম নেই। এক কাজ করা যাক, আমরা আমাদের মত করি—আপনারা আপনাদের মত করুন—"

বেয়াই যথার্থই ভাল লোক—বেয়ানের দ্বারাই চালিত হওয়া অভ্যাস। ব'ললেন, "আমি তাই বললুম—সে তত্ত্ব তো সকালবেলা আসে—তা যখন এল না, তখন স্নান করিয়ে ফেল—তা শুনলেন না—আমায় পাঠালেন—"

বেয়াই চলিয়া গেলে ডাক্তার দিব্যেন্দুকে সুরুচি ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি বলিলেন, "গায়ে হলুদের তত্ত্বটাও বড় খরচ—প্রায় আড়াইশো টাকার ধাক্কা, মেয়ের গহনা কাপড় থেকে খেলনা অবধি দিতে হয়, হলুদ, তেল, মাছ, দই, মিষ্টি, সব; কমেও হয়, তবে আপনারা কম দিলে লোকে কি বলবে?"

"যাঃ বেয়াইকে বিদায় করে দিয়েছি এখন কি করি? উনি মজা করে অফিস করছেন, আজকের দিনটা ছুটি নিলে কি চলত না? আমার বুদ্ধিতে এ সব জোটে না—"

মেজ-বৌ বলিলেন, "থাম-থাম, তোকে আর গিন্নীপনা করতে হবে না। আমাদের নাচুনে ঠাকুরটি থাকলে এতক্ষণ ফর্দ্দ গেঁথে বাজারে পাঠাতো,

অফিসে আছে ভালই হয়েছে। ছেলের বিয়ে দিতে বসে আড়াই শো টাকার তত্ত্ব পাঠাব না আর কিছু! ওদের যা-খুসী নিয়ম থাকুগে, আমরা কেন তা মানতে যাব? আমাদের দেশে ননদ-পুঁটলী সবার আগে দেয়, সরোজের পাঁচ ছয় বোন, একটাও দিয়েছে ওরা?"

দিব্যেন্দু বলিলেন, "সে কথা ভাল, আপনাদের মতেই আপনারা চলুন, ও দেওয়া থোওয়ার শেষ নেই, আমাদেব দেশে বিশ্রী নিয়ম, জেরবার হয়ে যেতে হয়।"

সরোজ বসিয়া শুনিতেছে, মুখের ভাব খুব প্রফুল্ল নয়, বোধ হয ভাবিতেছিল, ভাবী বধূটির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলেই ভাল হইত।

সন্ধ্যাবেলা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়া আলো ও ফুলে সাজানো এক ডজন মোটবে সমস্ত বরযাত্রী বিশ্বকর্ম্মাব নেতৃত্বে রওনা হইল, সব চেয়ে মোটা ও বড় মালাটি বিশ্বকর্ম্মার গলায়। বেয়াই-বাড়ী মাইল দেডেক দূর।

আণ্ডা-বাচ্ছা শুদ্ধ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। সুরুচি ও মেজ-বৌ গল্প করিয়া, দশ-পঁচিশ খেলিয়া অবশেষে শুইতে গেলেন। হলেব আলোটা সন্ধ্যা হইতেই জ্বলিতেছে, সেই তীব্র আলোয় সব ঘব আলো। একে শীতেব রাত্রি, তায় প্রায় চাবিটা বাজে, মেজ-বৌ শুইবামাত্র অজ্ঞান. সুরুচি নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুয়াবে বিষম ধাক্কা, হলের দুয়ারে। সুরুচি প্রায় নিদ্রিত, উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন, অমনি ঝড়ের বেগে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

দুয়ার বন্ধ করিয়া হলের আলো নিভাইয়া ঘরে আসিয়া দেখেন বিশ্বকর্ম্মা নাই, এইটুকু সময়ের মধ্যে গেলেন কোথা? চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে গিয়া শাল পাঞ্জাবী ও ফুলের মালাটি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। রুমালটা এক কোণে গিয়া পড়িয়াছে। সেগুলি তুলিয়া রাখিয়া সুরুচি বারান্দার

দিকের দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন যদি মেজ-বৌয়ের কাছে গিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। মেজ-বৌয়ের ঘরে গেলেন, তিনি ঘুমাইতেছেন, ঘর অন্ধকার! বারান্দার দরজা খুলিয়া উঠান দেখিলেন, এ দিক্ ও দিক্ দেখিলেন, সব নিঃশব্দ, মানুষের চিহ্নমাত্র নাই! কুকুরটা তীব্র স্বরে ডাকিয়া উঠিল, সভয়ে সুরুচি বারান্দায় উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন এবং নিজের ঘরে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিলেন, "গেলেন কোথা? না বোধ হয় আসেন নি, আমিই স্বপ্ন দেখে দোর খুলেছিলাম।" মনে করিতেই সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল, "কিন্তু ঐ যে, শাল জামা এল কোত্থেকে, না 'নিশি'র ডাক নয়, সত্যি—"

এমন সময় খাট নড়িয়া উঠিল, মশারির ভিতর দিয়া লেপটা উঁচু-উঁচু দেখায়, বিশ্বকর্ম্মা পাশ ফিরিতেছেন।

"বেশ! বেশ! আমি এই নিশি রাত্রে ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছি এরই মধ্যে লেপ মুড়ি দিলে কখন? ওরা আস্‌বে না? তুমি একা এলে? বিয়ে হয়ে গেছে?"

বেশ বোঝা গেল সম্প্রদান-কার্য্যটি শেষ হইবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা সকলকে ফেলিয়া চম্পট দিয়াছেন।

লেপের ভিতর হইতে শব্দ হইল, "উঁহু—উঁহু শীত—শীত বড্ড শীত, শোও, শুয়ে পড় এসে।"

একটা কথারও উত্তর না পাইয়া সুরুচি অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, কিন্তু বাদানুবাদ করিবেন কার সঙ্গে?

সকাল বেলা সকলে ফিরিল, নীহার এক চোট খুব নিন্দা করিল ও-দেশের, আমাদের প্রথার সঙ্গেই কিছুই না কি মেলে না। বেলা একটার সময় তেজেন গিয়া বর-বধূ লইয়া আসিল।

পরদিন বৈকালে ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিল, বিশ্বকর্ম্মা কি খুসী! সুরুচিও তত্ত্বের কথা বইতে পড়িয়াছেন, গল্প শুনিয়াছেন, চোখে দেখিলেন এই

প্রথম। সাজাইবার বাহাদুরী আছে, যাহাতে সামান্য তুচ্ছ জিনিসও সুন্দর দেখায়। আসিয়াছে জন পনের লোক ও একখানা গাড়ী, এখন? সুরুচি বলিলেন, "অত:পর কি হইবে কহ মহাশয়?"

"তুমি যা হয় কর আমি কি জানি? এ সব গিন্নীদের কাজ", বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা সোজা পিঠটান দিলেন ক্লাব অভিমুখে।

মেজ বৌ ঘরে গিয়া বসিলেন, ফণী চুপ করিয়া রহিল।

নীহার বলিল, "মা ভাবছেন কি?"

"ভাবছি অনেক, কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, দিব্যেন্দুও বাড়ীতে নেই।"

অর্থাৎ সমস্যা এই, এতগুলি লোককে বিদায় করিতে হইবে। কিন্তু শুধু জলযোগ করাইলেই হইবে, না রাত্রের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে? কাপড় চোপড় দিতে হয় বোধ হয় নূতন কুটুম-বাড়ীর লোককে, তারপরে এইসব বাসন-পত্র, ট্রে, ঝুড়ি এ সব কি ফিরাইয়া দিতে হয়, না রাখিতে হয়? গল্পে উপন্যাসে এ সব কথা খুলিয়া লেখা নাই, বড় জোর শাশুড়ী তত্ত্ব অপছন্দ করিয়া ফেরৎ পাঠান, কিংবা বাহকাদির সাক্ষাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, (পরেরবার তত্ত্ব যাহাতে ভাল হয়,) এইটুকুই লেখা থাকে।

দুই ঘরে দুই সতরঞ্চি পাতিয়া বাহক-বাহিকাদের বসিতে দেওয়া হইয়াছে। সুরুচির অধীত সমস্ত পুস্তকের একটি লাইনও এই কঠিন সঙ্কটে উপকারে আসিল না, সুতরাং বাংলার সমস্ত লেখক-লেখিকাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া এবং ভবিষ্যতে আর নভেল পড়িবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া (কি হইবে পুঁথিগত বিদ্যায়, যা বিপদের সময় কাজ না দেয়?) উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি যেটা ভাল মনে করি করব, আমরা ছেলের মা, আমাদের কাজে কে দোষ ধরতে পারে?"

নীহার লাফালাফি বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া তত্ত্ব

দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল, এখন বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা—সেই কথাই ভাল, তাইত, এ কথা মনে হয় নি তো ?"

অতঃপর শাশুড়ীগর্ব্বে আটখানা হইয়া এবং সেই আবরণে অজ্ঞতা চাপা দিয়া সুরুচি বাজারে লোক পাঠাইলেন। ফণী বলিল—"এত সব জিনিষ পাঠিয়েছে—এতেই তো ওদের হয়ে যেত—"

"ছি, ওদের আনা জিনিষ ওদেরই খাওয়াব ! তোমাদের কি কিছুই নেই ?"

মেজ-বৌ আসিয়া বলিলেন, "বাজারে পাঠালি কেন ? ঘরেই ত' সব আছে—"

"ছ' রকম মিষ্টি দিতে হবে দিদি—আপনার ভাঁড়ারে ত' চার রকম আছে।"

খুব যত্ন করিয়া দুই যায়ে দাঁড়াইয়া খাওয়াইলেন। প্রধানা ঝিটি ক্যাশ-বাক্সের চাবি দিয়া বলিল, "গহনা মিলিয়ে নিন, আর সব জিনিষও মিলিয়ে নিন—এই ফর্দ্দ—"

আপনা হইতেই আর একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, নীহার একটা মোড়া আনিয়া দিয়া মহা উৎসাহে ঘর-ভরা তত্ত্বের মাঝখানে গিয়া বসিয়া বলিল, "আপনি বসে পড়ে যান—আমি মিলিয়ে নিচ্ছি।"

এর আর মিলাইবেন কি ? এ তো নিজেদের ফর্দ্দ ধরা জিনিষ নয়, কন্যা-পক্ষের উপহার। তথাপি—কি জানি হয়তো তত্ত্ব মিলাইয়া তুলিতে হয় (পুস্তক-বিদ্বেষটা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল)।

সব মিলিয়া গেলে ঝি বলিল, "নতুন বাসনগুলো দানের, আর সব আমাদের আজাড় করে দিন—"

যাক্—বাঁচা গেল ! তখন অন্যান্যকে ডাকিয়া নীহার তাড়াতাড়ি সমস্ত পাত্র খালি করিয়া দিল। সুরুচি সকলকে পুরস্কার দিয়া সুখী করিয়া বিদায় দিলেন। মেজ-বৌ বলিলেন, "তোমরা রাত্রে খেয়ে যাবে থাক—"

তাহারা বলিল,—"যা খাইয়েছেন—আর কেন মা, আজ আর কিছু খেতে হবে না"—বলিয়া খুব হাসিমুখে প্রস্থান করিল '

পরে শোনা গেল—তাহারা বেয়াই-বাড়ী গিয়া বলিয়াছে—"এমন কুটুম দেখিনি—এত আদর-যত্ন আমরা কোনও তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে পাই নি। শুধু আমাদের আদর করতেই ব্যস্ত—তত্ত্ব ভাল কি মন্দ—'এটা দেয় নি ওটা দেয় নি'—একটা কথাও কইলে না কেউ, চেয়েই দেখলে না ভাল করে—কি দিয়েছ না দিয়েছ !'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, "থাক্ শাপে বর। তত্ত্ব চিনলে তো ভাল-মন্দ বলব ?"

তার পরে যা হইল কেহ কল্পনা করিতেও পারিবেন কি ? অতি উত্তম ! অতি চমৎকার ! অতি অপূর্ব্ব !

বৌমা মোটেই বিদ্যুৎববণা নয়, উজ্জল শ্যামবর্ণা মাত্র বলা যাইতে পারে সেই প্রথম রাত্রে বৌমার যে অপূর্ব্ব শুভ্রবর্ণ সকলের ধাঁধা লাগাইয়াছিল—সে রং আদৌ আর দেখা গেল না !—জয় শ্রীযুক্তা বেয়ান ঠাকুরাণীব পেন্টিং-এব জয় ! (অসুন্দরী কন্যার মাতারা বেয়ান ঠাকুরাণীর শরণ গ্রহণ কবিলে মেয়েব বিবাহের আর ভাবনা থাকিবে না।)

বিশ্বকর্ম্মা আর সুরুচিকে সকলে আচ্ছা কবিয়া চাপিয়া ধ'রিল,—সুরুচি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, মেজ-বৌ বিরক্ত, অপ্রসন্ন,—সবোজ অপ্রতিভ, ফণী নিজের অভিজ্ঞতায় পরম উৎফুল্ল,—নীহার উল্লম্ফনশীল, বিশ্বকর্ম্মা গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

হাওড়া ময়মনসিংহের উপর টেক্কা দিয়াছে !

৯

অতঃপর বাক্যবিভ্রাট !

বৌয়ের নাম সরোজিনী। দু'একদিন বাপের বাড়ী থাকিয়া আবার আসে। সুরুচি ও বিশ্বকন্যা ছাড়া কাহারও কথা বুঝিতে পারে না—আবার তার কথাও মেজ বৌ বোঝেন না, এক এক সময় রাগ করেন, "যাও কি মাথামুণ্ডু কও না জানি।"

সরোজিনী লুকাইয়া হাসে, সুরুচিকে আসিয়া বলে।

মেজ বৌ বলিলেন, "দেখ বৌমা বাপের বাড়ী যেয়ো না কিছুদিন, এখানে থাকতে থাকতে সব বুঝতে পারবে—"

সরোজিনী বলিল, "আচ্ছা কাকীমা।"

মেজ বৌ বোঝেন না—কেন্নো, মাদুর, আক্, উনান।

সরোজিনী বোঝে না—কাবা, সপ্, কুসুর, আখা।

সুরুচি হন দোভাষী। নীহার রাগিয়া বলে, "ভাল এক বৌ জুটল—কথা কইতে জানে না।"

সরোজিনী মেজ বৌকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা কাকীম, নীহারদার মাথায় টিকি কেন ?'

"ও যে পচ্চিম দেশের মানুষ।"

"কথা যে ঠিক আপনাদেরমতন।"

"ও শিখে ফেলেছে, আমাদের বাড়ী গেলে মিশে যায় একেবারে।"

সুরুচি সরোজকে বলিলেন, "বৌ তোর কথা বুঝতে পারে ?"

সরোজ চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'ফ্রেঞ্চ লেডী বিয়ে করেছি না কি যে, কথা বুঝতে পারবে না ?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'সীতা নাড়ে হাত বানরে নাড়ে মাথা' তোদের সেই রকম মনে হচ্ছে।'

রাগে অন্ধ সরোজ কথা খুঁজিয়া পাইল না।

সরোজিনী ফণীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না, 'মেজ দা' বলিয়া উল্লেখ করে। ফণী ভারি বেজার, ভাসুরের সম্মান থাকে না। শেষে মেজ-বৌকে বলিল।

মেজ-বৌ বৌকে বলিলেন, "সে কি বৌমা ভাসুরকে মান্যি কর না ?—আমি খেয়াল করিনি এদ্দিন—"

সরোজিনী বলিল, "আমার কাকীমারা বাবার সঙ্গে কথা কন।"

"তা বলুক গে, তুমি এমন কাজও ক'র না। আমাদের বাড়ী তেমন নয়, ভাসুরকে 'দাদা' বলা আবার কি ?'

বৌমা সাবধান হইল।

সুধীর বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই, কিছুদিন পরে আসিল, তার আগের দিন বৌমা বাপের বাড়ী গিয়াছে।

দুপুর বেলা সুধীর গেরুয়া পাগড়ী ও জামা পরিয়া ফোঁটা-তিলক কাটিয়া জ্যোতিষী সাজিয়া সরোজিনীর পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত।

হাত দেখাইতে উৎসাহ মেয়েদের অফুরন্ত, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল, সুধীর সরোজিনীর চেহারার বর্ণনা বিশেষ করিয়া শুনিয়া গিয়াছে, বলিল, 'মা, আপনার এই মেয়েটির বিয়ে খুব অল্প দিন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

শুনিয়া শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল সকলের। সকলেরই কিছু কিছু ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া সুধীর সরোজিনীকে বলিল, "আপনার একটু খারাপ সময় আসছে। আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, সেই কাজটা করবেন, তা'হলে সেটা কেটে যাবে।"

এক টুক্‌রা কাগজ পেন্সিল দিয়া লিখিয়া ভাঁজ করিয়া সূতা দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া সুধীর বলিল, "রেখে দিন, কাল স্নান করে খুলে পড়বেন, তার আগে নয়।"

জ্যোতিষী পয়সা চাহিল না, উঠিল। ভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে—

সরোজিনীর মা একটা সিকি দিলেন, নেহাৎ ছেলেমানুষ বলিয়া প্রণাম করিলেন না।

"না—না ও সব কেন ? আমি কাঙ্গালী নই" বলিয়া সিকিটি পকেটে পুরিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিল।

শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ হাসি, মেজ-বৌ বলিলেন, "এবার যেদিন বৌমা আসবে ঐ পয়সায় খাবার এনে দেব।"

সুধীর বলিল, "কেন ? বাড়ীতে খাবার জুটবে না বেচারার ?"

"না, বাপের বাড়ী থেকে এসে সেদিন শ্বশুর বাড়ী খেতে নেই।"

ওদিকে পরদিন সরোজিনী স্নানান্তে শুদ্ধ মনে কাগজটি খুলিয়া দেখে লেখা আছে, "বৌদি, আসব জেনেও আপনি বাপের বাড়ী চলে এলেন কেন ? তার শাস্তি এই ! ভাল চান ত আজই চলে আসুন, আমি তিন দিনের বেশী থাকব না।" সুধীর।

সেইদিন সরোজিনী আসিল। সুধীর অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয়, অষ্টপ্রহর সরোজিনীকে জ্বালাতন করিয়া রাখে, বলে, "খুড়িমা, বৌদিকে কি দিয়ে নিরীক্ষণ করা হয়েছিল ?

"ব্রোচ।"

"একটা কলসী দিয়ে করা উচিত ছিল, বৌদের জল আনবার নিয়ম, আগেই দিয়ে রাখতে হয়।"

সরোজিনীর শ্বশুরবাড়ীর দেশের ভাষা শিখিবার খুব সাধ—বলিল, "নিরীক্ষণ কি ?"

সুরুচি বলিলেন, "তোমরা যাকে 'পাকা দেখা' বল।"

নীহার বলিল, 'নাঃ এ বৌ ভাল না। কথা বুঝাবার জন্যে মাইনে দিয়ে লোক রাখতে হবে।"

মেজ-বৌ কুটনা কুটিতেছেন, সরোজিনী আসিয়া বলিল, "কাকীমা খ্যাংরাটা খুঁজে পাচ্ছিনা, বড্ড আরশোলা উড়ছে ভাঁড়ার ঘরে।"

মেজ-বৌ অবাক হইয়া বলিলেন, "কি পাচ্ছনা ? কি উড়ছে ?"

সরোজিনী হাসিয়া বলিল, 'ফিরে চেয়ে দেখুন।"

"ও আমার কপাল, ও ত' তেলাপোকা ? তুমি কি বললে ? খ্যাংরা ? তেলাপোকার নাম খ্যাংরা ?"

সুধীব কোথা হইতে একটা ঝাঁটা আনিয়া বলিল, "বৌদি খ্যাংরা খুঁজছিলেন না ? এ জিনিষটা শাশুড়ীর হাতে মানায় বেশী, বৌয়ের পিঠে পড়ে, মা ধর দেখি, একবাব রণরঙ্গিনী রূপ দেখাও বৌকে।"

"বালাই—বৌ আমাব লক্ষ্মী ! ঝাঁটা পড়বে তোব বৌযেব পিঠে।"

"পেলে ত ?" বলিযা সুধীর পলাইল।

বৌমা একদিন সখ করিয়া রাঁধিতে বসিল। ঝি আসিয়া বলিল, "আর একটু চিনি দাও বড়-মা।"

"আমি ডালের আন্দাজ চিনি দিয়েছি।"

"আরও লাগবে বললে বৌদি।"

"ঐ যে নিয়ে যা—" মেজ-বৌ পুজার আসনে ব'সিয়াছেন।

খানিক পরে আবার ঝি দেখা দিল, "আর একটু চিনি দাও।"

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, "কৌটো ধরে নিয়ে যা।"

নীহাব এই সময়ে মেজ-বৌয়ের কাছে বসিয়া কথা বলে, সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মেজ-বৌ নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন।

ঝি আবার আসিল, "কৌটায় চিনি কই ?"

"একটুখানি ছিল, দাঁড়া দিচ্ছি," বলিয়া মেজ-বৌ কৌটায় খানিকটা চিনি ঢালিয়া দিলেন।

নীহার বলিয়া উঠিল, "পিঠে পরমান্ন হচ্ছে না কি ? সেরখানেক চিনি তো গেল।"

"ছেলে মানুষ ইচ্ছে মত করুক কিছু বলিস নে।"

"নাই বললাম, আমার কি দরকার ? ফণীবাবু, সরোজ বাবু দেখাবে

মজা। ঠাকুর তুমি যা রাঁধবে আমাকে দিও, ও সব আমার খাওয়া চলবে না।"

নূতন বৌয়ের রান্না সকলে পরম আদরে ভক্ষণ করিলেন, বিশেষ বিশ্বকর্ম্মা। কিন্তু পরদিন সরোজিনী আবার রাঁধতে চাহিলে ফণী মেজ-বৌকে বলিল, "যদি চিনি লুকিযে রাখ তবে, নইলে আমাদের ঠাকুরই ভাল।"

ছেলেমানুষের কষ্ট হইবে বলিয়া সরোজিনীকে আর রান্না করিতে দেওয়া হইল না।

সরোজ মাঝে মাঝে ছুটিতে আসে। সেই উকীল বাবু সরোজের উপর ভারি চটা, দেখা হইলে কথা বলেন না। সরোজ সে মেয়েটিকে দেখিযাছিল—খুব সুন্দরী।

সরোজিনী মেজবৌযের ঘর হইতে সেই মেয়েটির ফটোখানি আবিষ্কার করিযাছে, "এ কে কাকীমা ?"—

"তোমার সতীন।"—

"বলুন না কে ?—

মেজ-বৌ সব বলিলেন।

সরোজিনীর কপালে কুঞ্চন-রেখা পড়িল, "এত যদি ভাল—একেই কেন আনলেন না ?',—

'সবারই ইচ্ছে ছিল ছিল—তোমার ছোট শাশুড়ী বাগ ধরে বসল তোমার জন্যে।"

"বাগ কি কাকীমা ?"

"জেদ্—তোমরা যাকে জেদ্ বলো।"

মেজ-বৌ চোরা চাহনীতে চাহিযা দেখেন সরোজিনীর মুখ বিলক্ষণ ভারী, বুঝিলেন, আজ সরোজের কপালে কিছু আছে। জানিতে পারিয়া সুরুচি ফটোখানা লুকাইযা রাখিলেন। বয়স যত কমই হোক্ মেয়েরা নিজের অধিকার বজায় রাখিতে বিলক্ষণ পটু।

সরোজ খবর দিয়া আসে না, কিন্তু যখনই আসে অমনই শ্বশুর আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যান, কিরূপে খবর পান কে জানে! নিমন্ত্রণ শুধু জামাইটিকেই—বিশ্বকর্ম্মার বরাতে আর বেয়াই-বাড়ীর অন্ন দ্বিতীয়বার জুটে নাই।

মেজ-বৌ বলিল, "এ দেশে মেয়েটি আর জামাইটি,—আমাদের ওদিকে জামাই-বাড়ীর গুষ্ঠীশুদ্ধ নিমন্ত্রণ ক'রে তবে জামাই,—একা জামাইকে বলবেই না।"

সরোজ একদিন বলিল, "রাত্তিরে লুচি আমার ভাল লাগে না।"

"শাশুড়ীকে বলিস্ নে কেন?"

"বলেছি—শোনে না।"

"ওঁরা ভাবেন জামাইকে ভাত দেওযা লজ্জার কথা—লুচির দেশ কি না?—তোরা যে ভাতের এত ভক্ত তা জানেন না।"

সত্য সত্যই সরোজ সেদিন নিমন্ত্রণে গেল না। বলিল, "না, আমার ভারি অসুবিধে হয়, এত মিষ্টি রান্না,—কোন্‌টা ডাল কোন্‌টা পায়েস বুঝতেই পারিনে—আর পায়েস একদিন খেলে বুঝতে পারতেন—চালে জলে প্রাণপণে ঘেঁটে সাগুর খিচুড়ী!—দুধ আছে কি নেই।'

সুরুচি বলিলেন, "যেটা ভাল না লাগে, না খেলেই হল—লজ্জা কি তোর অত?"

"আমার লজ্জা-টজ্জা নেই, আমি সব বলি, কিন্তু আর যাচ্ছিনে।"

পরদিন ভোরবেলা বেয়াই আসিলেন ব্যস্ত ভাবে। সুরুচি বলিলেন, "বেয়াই মশাই আপনার জামাইটি বড্ড বেতরো। ওকে কখনও রাত্রে লুচি দেবেন না, আর রান্নায় বেশ ঝাল পড়ে যেন, মিষ্টি মোটেই না। 'অষ্টগণ্ডা'র দেশের ছেলে যে, জানেন না?

বেয়াই অপ্রতিভ, বলিলেন, "ও, জানতুম না। আচ্ছা তাই হবে। আজ রাত্রে সরোজকে নিশ্চয়ই পাঠাবেন।"

সুরুচি সরোজকে বলিলেন, "নে এবার নির্ভয়ে যা।"

শুনিয়া সরোজ খানিকটা লম্ফ ঝম্ফ করিল, "কেন কেন বলতে গেলেন, ওরা ভাববে কি ? আমি যাই কি করে ?"

"সোজা হেঁটে। মনে সাধ, মুখে লাজ। যা, যা, বেয়াই অনেক করে বলে গেছেন।"

অতঃপর সরোজ লুচি ও চিনির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

১০

"বৌদি শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে জান ? পদ্মার মধ্যে দিয়ে ইষ্টিমার যায়—কূল-কিনারা দেখা যায় না—সাঁতার জান ?"

সরোজিনী ভীত ভাবে বলিল "সত্যি মেজ কাকীমা ?"

"সত্যি বই কি— "

"তবে কি হবে ?"

"কি আবাব হবে—দিলে কেন তোমার বাবা এদেশে মেয়েব বিয়ে ?—আমরা যাচ্ছি না ? আব লোক যাচ্ছে না ?"

মেজ-বৌ বলিলেন, "নীহার তুই আর ওকে ভয় দেখাস্ নে, বৌমা তুমি সাঁতার জান না ?"

"না।"

সরোজিনী মেদিনীপুর, হাওড়া ও বর্দ্ধমান ভিন্ন অন্যদেশ দেখে নাই।

"এবার দেশে গেলে সাঁতার শেখাব।"

"জলে নেমে ?"

"তবে কি শুকনো ডাঙ্গায় সাঁতার দেবে ? কথা শোন ! এই কলের চৌবাচ্চার একটুখানি জল দেখে দেখে তোমাদের মনটাও অমনি ছোট হয়ে গেছে, ঘরের দুয়োরের বাইরে পা বাড়াতে ভয় পাও। এক দেশ

আছে—জল বিক্রী হয়, তোমরা যেন ঠিক তারা। নদী-নালা দেখনি তো, এ দেশে কি নদী আছে?"

"কেন কাঁসাই।"

সুরুচি বলিলেন, "কংসাবতী। তমলুক থেকে একবার গেঁয়োখালি বেড়াতে গেছলাম, রূপনারায়ণ নদের ওপব দিয়ে। মোহনা দেখেছি অকুল সাগরে মিশেছে, যদি দেখতে, বুঝতে পদ্মা ঠিক অমনি—মেজ-দি দেখেন নি—সেই মোহনা?'

দেখব না কেন, গঙ্গাসাগরে নাইতে গেছি কবার। নদী নদী, সাগর সাগর! এলোমেলো ঢেউ আর বিচ্ছিরি নোনা জল—আমাদের পদ্মা, যমুনা বেম্মপুত্তুবেব মতন নদী কি আর হয়? সে জলে চান কর– খাও—বেড়াও ভয় নেই।"

মেজ-বৌ ভরঙ্কর স্বদেশ-প্রিয়া।

সবোজিনীব মায়ের ধারণা চাকুরে ছেলের হাতে মেয়ে দিয়াছেন, শ্বশুরবাড়ী যাইবে কেন? নিজের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী নাই। এরা সবাই কাকা খুড়ীমা বই নয়। বাড়ীর ঝি সাবদা আভাস পাইয়াছে বোধ হয়, সে বলিল, "বৌদি দেশে যাবে কেন, দাদাবাবুর কাছে যাবে না?"

মেজ-বৌ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেশের লোক বৌ দেখবে না? ওদের পিসী মানুষ করলে, বৌকে দেখতেও পাবে না? এ কথা কে বললে তোকে? এখানে ঠাকুরপো মস্ত ভোজযজ্ঞি করে বৌভাত করলে, ওতে কি হয়েছে? যতক্ষণ না বৌ সরিকের পাতে অন্ন দিচ্ছে ততক্ষণ সমাজে উঠ্‌বে না, দেশে গেলে তবে পাক-পরশ হবে।"

এবার সরোজিনীর মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের ছায়া ফুটিল।

সরোজিনী পাঁচ ছয় দিন থাকে, অমনি বেয়াই আসেন; "আজ আমার বড জামাইটি এসেছে ওকে একবার পাঠাতে হবে" বলেন খুব নম্র বিনীত ভাবে। অমনি সরোজিনী যায়, পাঁচ ছয় দিন পরে আসে। এইরূপ

যখন তখন। আজ বড বোন আসিযাছে, কাল ছোট খুডীমা, কি মামা বা কাকারা কেহ, এমনি সংবাদ মাসে পাঁচ ছয় বাব। এদিক্‌কার সুবিধা অসুবিধা কিছুমাত্র দেখেন না।

বেয়াই-বাডীর ঝি আসে, "দিদিমণি কবে যাবে তমলুক, একা একা জামাইবাঁবুর কষ্ট হচ্ছে যে?"

বেয়ানও একে-তাকে জিজ্ঞাসা কবেন মেয়ে কবে তমলুক যাইবে?

মেজ বৌ বলিলেন, "ওরা ভারি চালাক, মেয়ের কি বা কাজ—ছুটো পান সাজা আর জলখাবাবটা ধরে দেওয়া, তাতেই এত? কলকাতায় মেয়ে বিয়ে দিলে দিত তারা যখন তখন গাডী হাঁকিয়ে বাপের বাডী যেতে? ওবা আমাদের বোকা ভেবেছে, ওরা মানুষ চেনে। 'সবোজেব কষ্ট হচ্ছে।' মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ। বড মেয়ে তো শুনি এক মস্ত গেরস্ত-ঘরে পডেছে, কই তাকে তো জামাইয়ের কাছে পাঠান না, আট বছর শ্বশুর ঘর করছে, বছবে একবাব বাপেব বাডী যায়। বছরে ছ'বাব তত্ত্ব দিয়ে সে বেয়ানকে খুসী রাখতে হচ্ছে।"

সুরুচি বলিলেন, "যাক্ যাক্, মা-বাপ নিতে চাইলে বাবণ কবতে পারি না, এবার নিয়ে যাক না সরোজ, সত্যিই তো আমবা নিজের শ্বশুর-শাশুডী নই।"

ভদ্রমহিলারা বেডাইতে আসেন, বেয়ান-বাডীতেও তাঁদের যাতাযাত আছে, বলেন "কবে পাঠাবেন বৌকে তমলুক?"

"সবে তিন মাসও বিয়ে হয় নি, এখনই এত ব্যস্ত কি?'

ইতিমধ্যে সুরুচিব হইল অসুখ, সবোজিনী পিত্রালয়ে। মেজ-বৌ বলিলেন, "বৌ আসুক তোর কাছে একটু বসবে আমি বসতে পারিনে বেশীক্ষণ।"

"আনাই তবে।"

সরোজিনী আসিল।

কয়েক দিন পরে ছোট ভাই আসিল, "দিদিমণি যেতে হবে—মেজ-কাকীমা এসেছেন।"

বৈকালে বেয়াই আসিয়া কন্যা লইয়া গেলেন।

আট নয়দিন পরে ফণী আনিতে গেল, বেয়ান বলিলেন, "আমি হাওড়া যাব মেজ-যায়ের সঙ্গে, ও আমার সঙ্গে যাবে।" ফণী আগে হইতেই বিরূপ, বলিল, "কাকাকে না জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যাবেন কেমন করে?"

"কেন? মেয়ে তো বিক্রী ক'রে দিই নি।"

"দিয়েছেন যখন দান করে, বিক্রীই হল। হাওড়ায় মেয়ে বিয়ে দিলে একথা বলতে পারতেন না"—বলিয়া ফণী চলিয়া আসিল।

বেয়ান মেয়েকে আর হাওড়ায় লইয়া গেলেন না বটে, কিন্তু বাপের সেবার জন্য খালি বাড়ীতে রাখিয়া নিজে চলিয়া গেলেন।

সুরুচি বলিলেন, "এখন থাক্ মেজ-দি, বেয়াইয়ের কষ্ট হবে।"

মেজ-বৌ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "থাক্।"

পনের দিন পরে বেয়ান ফিরিলেন—ফণী আর যাইবে না, সুরুচি নীহারকে খবর আনিতে পাঠাইলেন।

বেয়ানের খুব মাথার অসুখ—সরোজিনী এখন আসিলে চলে না।

দিন পাঁচেক পরে নীহার গেল—বেয়ান ভাল হইয়াছেন, তবে ছোট বোনটীর আমাশয় হইয়াছে, বোনটি সরোজিনীর দু'বছরের ছোট।

গেল আর কয়েক দিন।

আবার সুরুচি খবর পাঠাইলেন, বোনটি ভাল হইয়াছে ভাইটির অসুখ।

এবার সুরুচির রাগ হইল।

রাগী বলিয়া সুরুচির ভয়ানক দুর্নাম। নূতন কুটুম্বরা সে পরিচয় না পাইলেই ভাল। আবার সাতদিন পরে নীহার গেল।

সরোজিনীর এক কাকা বিবাহের সময় আসিতে পারেন নাই, তাঁহার আসিবার কথা আছে, আসিলে তাহার পরে সরোজিনী আসিবে।

সুরুচি চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা'!

মেজ-বৌ বলিলেন, "ধন্যি ধন্যি! কাকা এলে কি গিয়ে দেখা করতে পারত না?"

কথাটা মিথ্যা নয়। বৌয়ের মায়ায় বাঁধা পড়িয়া এই দশা!

বিশ্বকর্ম্মা এসব খেয়াল করেন না।

পরের দিন তত্ত্ব আসিল, বেলা প্রায় এগারটার সময়। নীহার উল্লসিত হইয়া সবে গাড়ীর নিকট ছুটিয়া যাইতেছে, সুরুচির ডাক শুনিয়া ফিরিল।

"নীহার সব ফিরিয়ে দাও, একটি জিনিষও যেন না নামায়।"

"কেন মা? লোকে বলবে কি?"

"যা খুসী বলুক গে—বৌকে রাখবে আট্‌কে, তাদের জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক কি? দাও ফিরিয়ে দাও, গেট বন্ধ করে দিয়ে চলে এস।"

বেয়াইয়ের ঝি নামিয়া আসিয়া বলিল, "কি মা, কেন মা, কি হয়েছে মা?"

"কিছু হয় নি, তত্ত্ব আমরা নেব না, বেয়ানকে গিয়ে বলো।" বলিয়া সুরুচি গিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ঝি মলিন মুখে ফিরিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিবার সময় নীহারকে বলিল, "বুঝতে পেরেছি রাগ হয়েছে। নাই বা হবে কেন? আমাদের দেশে হলে বৌ আর নিতই না। মেয়ের মা যেন কি; এমন শ্বশুর-ঘর, এত আদর, তবু মেয়ে আট্‌কে রাখবে।"

ফণী উপস্থিত ছিল, পরম খুসী মনে ঠিক দুপুরে বেড়াইতে বাহির হইল। বোধ হয় ব্যাপারটার প্রচার-কার্য্যের জন্য।

বৈকালে বিশ্বকর্ম্মা আসিলে নীহার দূত সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, "ভাল করনি।"

"বেশ করেছি, একটা কথা বলবে ত' আজই আমি চলে যাব।

আমাদেরই যেন মেয়ে, ওদের ছেলে! কেন, এত তাচ্ছিল্য সইব কেন? আমাদের মনেব দিকে ওঁরা চান একটু?"

বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যাবেলা বেয়াই আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দেখা হইল বসিবার ঘরে। বলিলেন, "আমি আফিসে যাচ্ছি এমন সময় তত্ত্ব ফেরৎ গেল, আমরা অবাক্, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলাম না। বাড়ীতে সব ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সবে আফিস থেকে ফিরে এই আসছি।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমিও কিছু জানি নে, আমি আজ সাড়ে দশটায় অফিসে গেছলাম।"

"তবে যাই পাঠিয়ে দিইগে, সব তেমনি সাজান আছে।"

"দাঁড়ান, আমি জেনে আসি।"

সুরুচি বলিলেন, "না কিছুতে না।"

"আমি পারব না বারণ করতে।"

"আমি বলছি" বলিয়া সুরুচি বেয়াইয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন।

বেয়াই অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি, কিছু বুঝতে পারছি নে। এমনটা কেন করলেন?"

"আপনারাই করালেন। এক মাসের বেশী হল বৌ আনতে দিচ্ছেন না, আমার অসুখ আজও সারে নি। আপনার জিনিষের সঙ্গেই কি সম্পর্ক? বৌয়ের সঙ্গে নয়? মেয়ে আপনাদের কাছেই থাক, সরোজ যদি নিয়ে যায় তো যাবে, আমার আর দরকার নেই।"

"ও—আমরা বুঝতে পারি নি, আপনারা এত রাগ করবেন জানলে—"

"অনেক আগেই আমাদের রাগ করা উচিত ছিল বেয়াই মশাই, সেটা করিনি বলে এই রকম হচ্ছে। আপনারা যখন নিতে চান, যত অসুবিধা হোক তখনি যেতে দিই, কিন্তু আনতে গেলে ফল হয় উল্টো। যে দিন সে

গেল আমি বিছানা থেকে উঠতে পারি নে, একটি মাসের মধ্যে একবার সময় হল না আসবার ?”

“যাক্—যাক্, বড় অন্যায় হয়েছে, তবে এবার তত্ত্বটা পাঠিয়ে দিইগে ?”

“না, ও আর না।”

“কি করব তবে অতগুলো জিনিষ ?”

“অতগুলো আর কি ? জামাই-মেয়েব কাপড-চোপড, সুগন্ধি ? সে সব রেখে দিন গে, ওরাই নেবে। আর কতকগুলি মিষ্টি মেঠাই বাজারের কেনা ত ? গরীব-দুঃখী ডেকে দিয়ে দিন গে।”

“গবীব দুঃখীর জন্যে ত কিনি নি, আপনাদের জন্যে কিনেছিলাম।”

“আমাদের কল্যাণে গরীবেরা পেয়ে যাক না, আপনার জিনিষের সদ্ব্যবহার হবে। সত্যি ত তাদের দিতেন না, এই সুযোগে কিছু পেয়ে যায় ত ভালই। আর দেখুন, আমাদেব দেশেও দেবার প্রথা আছে। মেয়ে শ্বশুব-বাডী যাবার সময়,—মেয়েকে আনবার সময় অনেক জিনিষ-পত্র নিয়ে যায়। সে সব এই বাজারের খেলো, সস্তা, বাসি জিনিষ নয়। ফরমাস দিয়ে তৈরি করাতে হয়। আপনাদের মেঠাই, সত্যি বলতে কি, বাডীর কেউ খায় না, পাড়ায় বিলিয়ে দি, সে কাজটা এবাব আপনিই করুন।”

বেয়াই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তবে সরোজিনীকে কবে পাঠাব ? কাল কি ?”

“সে আমি কিছু বলতে পারি নে, আপনাদের অসুখ-বিসুখ ভাল হোক তখন দেখা যাবে।”

বেয়াই চলিয়া গেলে সুরুচি উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন. মনটা অতি উৎফুল্ল। হঠাৎ মনে হইল, কলিকাতায় ত এ নিয়ম আছে, তত্ত্ব অপছন্দ হইলেই ফিরাইয়া দেয়, সেই কাজটা তিনিও করিয়া ফেলিলেন না কি ? তবে ত একটা মস্ত কাজ করিয়াছেন ! আহা, ঝিটার কথা মনে হইয়া

কষ্ট হইতেছে, সে বেচারীর দোষ কি ? কেমন মলিন মুখে চলিয়া গেল ! যাক, সে ত প্রায়ই বেড়াইতে আসে, এবার আসিলে খুসী করিয়া দিবেন। লাইব্রেরীর বইগুলি খুলিয়া দেখিলেন ; নাঃ কোন কথাই লেখা নাই— তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়া ছেলের মার মনের ভাব কি এই রকম উল্লসিত হয় ? লেখিকাদের উচিত এ সম্বন্ধে বেশ বিশদ করিয়া একখানা নভেল লেখা, তা তাঁহারা লিখিবেন না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঘড় ঘড় করিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী একেবারে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়া পড়িবার শব্দ হইল। সকলেই শুইয়াছিল, কেহ আসিল ভাবিয়া সুরুচি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

নীহার আসিয়া বলিল, "তত্ত্ব এসেছে।"

"কেন ? আমি বারণ করে দিয়েছিলাম, আবার ?"

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন না। নীহার বলিল, "ঝি বললে, বাবু না কি বলে দিয়েছেন।"

"তুমি বলেছিলে ?"

বিশ্বকর্ম্মা খুব শান্তভাবে বলিলেন, ঠিক বলি নি, বেয়াই অনেক করে বললেন, অনেক অনুরোধ করলেন, আমি বললাম, 'ওঁরা যখন অমত করছেন, আমি কি করব', তবু ছাড়লেন না। তখন বললাম, 'কাল দেখা যাবে', তা দিয়েছেন যখন পাঠিয়ে, তুলে রাখ্ নীহার, কাল বিলিয়ে দিস্।"

"বুঝেছি, যা খুসী করগে নীহার ; আমি জানি নে।"

মেজ-বৌ আসিয়াছেন, বলিলেন, "তা জানি, নাচুনে ঠাকুব নইলে এমন কাজ করে কে ? ওঁর জন্যেই লোকে এমনি করতে সাহস পায়। এমন মানুষ আবার শ্বশুর !—শ্বশুর না শ্বশুর !"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "শ্বশুর নয় তবে কি ?"

"শাশুড়ীর আরদালী,", বলিয়াই মেজ-বৌ অন্তর্দ্ধান।

সুধীরের ছবি-আঁকার হাত আছে, একদিন একখানা ছবি সরোজিনীকে দিল।

সুরুচির জ্বর, শুইয়া আছেন, সরোজিনী বলিল, "দেখুন কাকীমা।"

একটি ভুটীয়ানী পিঠে কমলা লেবুর লম্বা ঝোড়া বাঁধিয়া উঁচু পাহাড়-পথে উঠিতেছে, চুলের ফ্যাসন ও খোঁপাটি ঠিক সরোজিনীর মত। নীচে লেখা—পরম পূজনীয়া বৌদি, শ্রীশ্রীসরোজিনী।

"এ কি? তুমিও একটা ছবি আঁক, ঠিক যেন কুলী—মাথায় মস্ত একটা মোট, মুখটা ঠিক বলের মত করে আঁক!"

"আমি যে আঁকতে পারি নে' 'ও ভারি দুষ্টু, সবার সঙ্গে লাগবে।'

কাগজ ও পেন্সিল লইয়া সুরুচি একটা ছবি আঁকিলেন, সেটা এত কিম্ভুতকিমাকার হইল যে, মানুষ, না জন্তু, না কোন্ পদার্থ, বোঝা দায়! সরোজিনী খুসী হইয়া ছবিটির তলায় লিখিল,—স্নেহের ঠাকুরপো শ্রীমান্ সুধীর।

সুধীর দেখিয়া বলিল, "ঠিক হইয়াছে,—একেবারেই যেন আমি।"

পুকুর খুঁজিয়া সুধীর একটা কচ্ছপ-শিশু ধরিয়া আনিল এবং হাত পাঁচেক লম্বা একটা নারিকেল দড়ি সেটার পায়ে বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্ত সুরুচির খাটের সামনের দিকের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। কার্য্যটা সকলের অগোচরে ও অতি নিঃশব্দে সম্পন্ন করিল।

সন্ধ্যার সময় শুইয়া থাকিতে নাই। সুরুচি বাহিরে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবে আসিয়া শুইয়াছেন, নীহার আসিয়া আলো জ্বালিল।

অন্ধকারে কচ্ছপটা বোধ হয় এক কোণে লুকাইয়া ছিল, আলো ও মানুষের সাড়া পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল।

নীহার চমকিয়া উঠিয়া "ওরে বাবা, এটা কিরে!" বলিয়াই এক লাফ দিয়া বারান্দায় গিয়া পড়িল, সুরুচিও সভয়ে উঠিয়া বসিয়া "দিদি দিদি" বলিয়া ডাকাডাকি লাগাইলেন।

নীহারের চীৎকারে সকলে আসিয়া জুটিল, ভয়ে কেহ ঘরে ঢোকে না, মেজ-বৌ বলিলেন, "সেই লক্ষ্মীছাড়ার কাজ, তাকে ডাক না।"

সুধীর আসিয়া নির্ভয়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া কচ্ছপটির গতিবিধি দেখিতে লাগিল।

"অত কাছে যাস্ নে, যদি কামড়ায়? ওদের কামড় বড় শক্ত।"

"ইস্ কামড়াবে", কচ্ছটাকে উল্টাইয়া হাতের উপরে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে সুধীর বলিল, "দেখলে? ও আমার ভাই, আমাকে ভালবাসে।"

সুরুচি বলিলেন, "তোর ভাই হল কি করে?"

"ও কচ্ছপ, আমরা কাশ্যপ: ভাই নয়? নে নীহার একটু আদর কর।"

"বাবা রে, গেছি রে" নীহার ঠাকুরকে ডিঙ্গাইয়া ছুটিল।

"দে খুলে দে, কষ্ট দিস নে, কোথা থেকে আনলি?"

"জল থেকে, আমি ভেবেছি ও আজ আপনার কাছে থাকবে। দিই? ভয় নেই ও ভারি শান্ত।"

"ও বাবা, খবরদার খাটের উপর দিস নি" সুরুচি সরিয়া গেলেন।

মেজ-বৌ পিছন হইতে এক চড় বসাইলেন।

সুরুচি—"দে লক্ষ্মী ছেড়ে দিয়ে আয়, ভারি ভয় করে আমার!"

"ছেড়ে দেব? রাত্রে 'কারী' হবে, আপনিও একটু খেয়ে দেখবেন।"

মেজ-বৌ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কচ্ছপ খায় কসাইরা, যে কষ্ট দিয়ে মারে! তোরা না বোষ্টম? ভাল চাস তো ছেড়ে দে, নইলে ঠাকুরপোকে ডেকে আনাচ্ছি, আর সব চুলোয় গেল, এখন কচ্ছপ খাবে! এই না ভাই বললি? ভাইকে খাবি? তা যে দিন কাল পড়েছে ভাই ভাইকে আগে খাচ্ছে! কথা শুনলি? গেলি?"

সুধীর মাছ-মাংস আদৌ পছন্দ করে না, কেবল মাকে ক্ষেপায়। বলিল, "ছেড়ে দেব, কি দেবে আগে বল।"

সুরুচি বলিলেন, "যা চাস তাই।"

"আর ছবি আঁকবেন? আমার মাথায় তিনমণ বস্তা চাপাবেন?"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "না।"

তখন কচ্ছপ-শিশুর দড়ি খুলিয়া লইয়া সুধীর পুকুরে ছাড়িতে গেল, আলো লইয়া জন চার পাঁচ তাহার অনুসরণ করিল।

১১

ফাল্গুনের শেষ, বিশ্বকর্ম্মা শ্বশুরালয়ে, এক মাসের ছুটী।

বাড়ীর নাম আনন্দ-কুটীর, পুকুরের নাম শ্যামা-সরোবর।

আনন্দ-কুটীরবাসিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় জেদী-স্বভাব, গম্ভীর-প্রকৃতি এবং নিষ্ঠাবান্ শুদ্ধাচারী। গৃহ-বিগ্রহ ব্রজগোপালের প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুতে রুচি নাই।

সমস্ত দিনটা কাটে পূজা-আহ্নিক, গো-সেবা এবং গাছ-পালা লইয়া। কোন্ আনাচে কানাচে এতটুকু একটা কিসের চারা জন্মিয়াছে, অমনি নজরে পড়িল, তৎক্ষণাৎ সেটা তুলিয়া আনিয়া উত্তম স্থানে স্থাপন, ঘেরা টোপ তৈরী এবং নিত্য সেবা, ফলে ছয় মাস পরে দেখ সুন্দর সতেজ গাছটি! বাড়ীর সামনে ফুল ও পিছনে ফলের বাগিচা। কাশীর কুল, পেয়ারা, আতা, পশ্চিমের, মালদহের বিখ্যাত আম, সিঙ্গাপুরের আনারস ইত্যাদি যেখানকার যে ভাল ফল, সব বাগানে।

গোশালাটাকে একটা ডেয়ারী ফার্ম্ম বলা চলে - সমস্ত দিন গরু বাছুর হাওয়া খায়! বিশুদ্ধ হাওয়া। এখান হইতে ওখানে বাঁধা, ওখান হইতে সেখানে। ছায়া, কচি ঘাস ও খোলা বাতাস, এই তিন সুবিধা যেখানে বেশী, সেইখানে বাঁধা হয়। সকালে ও বিকালে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া খড়-ভূষি খায়, গোয়াল-ঘরের পাশে প্রকাণ্ড হাঁড়ীতে চাল ও কলাই একত্র সিদ্ধ হয়, বড় বড় লাউ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, পানীয় জলের জন্য

আলাদা পাত্র, রীতিমত দেবসেবা। আকার প্রকারও তেমনি, এক একটা গাই সিন্ধুকের মত দেখিতে।

আশ-পাশের বিস্তীর্ণ জমিতে ছড়ান গৃহস্থালী, কর্ত্তা সর্ব্বত্র আছেন। এই দেখিলে পুকুরপাড়ে নারিকেল ও কলা গাছের গোড়ায় ঘুরিতেছেন, এই দেখ, বাগান হইতে এক কোঁচড় লেবু লইয়া আসিলেন ; এই খড়-কুচান দেখাইয়া দিতেছেন, এই আবার ফুলগাছের শুকনা পাতা ছিঁড়িতে-ছেন। কাস্তে বা পাঁচন একটা হাতে আছেই। দরকারী কথা বলিতে আসিয়া দিদি সারা বাড়ী ঘুরিয়া বাবাকে না পাইয়া রাগিয়া বলেন, "নাঃ, বাবা বড্ড অস্থির, এক দণ্ড এক জায়গায় নেই, কেবল গাছ আর গাছ, বাড়ীটাকে ত শিবপুরের বাগান বানিয়ে ফেলেছেন তবু সখ মেটে না।"

পিতা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করেন, নিয়মানুবর্ত্তিতায় ও অনলস কর্ম্ম-নিষ্ঠায় একমাত্র দিদিই পিতার সন্তানের যোগ্য।

বাড়ীতে রান্নার দুই মহল, এক গোপালের, অপরটি মচ্ছি-ভোজী অর্থাৎ অনাচারীদের। তাহারা শুদ্ধ না হইয়া গোপালের আঙ্গিনায় আসিতে পারে না। বাড়ীতে জামাতা বা আত্মীয়-কুটুম্ব আসিলে আমিষ মহলে পর্ব্বদিন উপস্থিত হয়,.সেই খরচের সমান হিসাব করিয়া গোপালের ঘরেও মহোৎসব, "বাঃ গোপাল ছেলে-মানুষ, পাওনা ছাড়বেন কেন ?" সে সময় প্রফুল্লরা পড়ে বিপদে, কোন্ মহলে অতিথি হইবে ? কলিকালের মানুষের খাইবার শক্তিটা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জামাতারা বুদ্ধিমান, দুই দিক্ বজায় রাখেন।

প্রফুল্লের বিবাহের আগে সব শুদ্ধই আহারে পিতার মত প্রায় শুদ্ধাচারী ছিল, কিন্তু বউ দুটি তেমনি, মাছের গন্ধ না হইলে অন্ন উঠে না। পিতা নিজের তদারকে অবিলম্বে আমিষ মহল বসাইয়া সুচারু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সে দিকে লীলার কর্ত্তৃত্ব।

এদিকে ভোর হইতে ব্রজগোপালের ভোগের আয়োজন—পিতার প্রিয়

নিম পলতা, ডুমুর, হেলঞ্চা, গিমে, পাট পাতা, পেঁপে, নিজেই একটার পর একটা হাতে করিয়া আনিয়া দিতেছেন। দিদি বলেন, "তিতো খেতে খেতে গোপালের অরুচি ধরে গেল।'

প্রফুল্ল বলে, "গোপালের ম্যালেরিয়ার ভয় নাই আর।"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "গোপালকে না দিলেই হয়।"

"ও বাবা! প্রসাদ না হলে বাবা স্পর্শ করবেন কিছু?"

প্রফুল্ল বলে, "ভক্তের হাতে পড়ে ভগবান্‌কে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়, এ আর বেশী কি?"

কবিরাজী শাস্ত্রে ত্রিফলা অমৃতস্বরূপ। পিতা প্রতি সকালে ত্রিফলার জল পান করেন। গুণ-বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমায় একটু দিন তো।"

সুরুচি সবে মাত্র গ্লাসটা পিতার হাতে দিয়াছেন, তাপসী আসিয়া বলিলেন, "জামাইবাবু একটু ত্রিফলার জল চাইলেন, আছে?"

"আছে একটু, ঐ যে।"

পিতা বড় সন্তুষ্ট, "কৈ দেখি কতটুকু? না ওতে হবে না, দে আমি দিচ্ছি, গ্লাসটা আন্। খাওয়াই উচিত, ওর যা আহার, রোজ একটু করে ত্রিফলার জল দিস, তোরা নিজেরাও খাবি নে, অন্যকেও দিবি নে—ঐ তো তোদের দোষ," বলিয়া নিজের গ্লাস হইতে অর্দ্ধেকটা ঢালিয়া দিলেন।

দিদি বলিলেন, "যে অমৃত, ওর আবার কম বেশী।"

তার পরে রোজ সকালে জিজ্ঞাসা করেন, "ওকে দিয়েছিস? না সবটা আমায় দিলি? বেশী করে ভেজাসনে কেন? নেই না কি?"

"নেই? ছ'মাসের আছে, আজ এক হাঁড়ি ভিজিয়ে রাখব। এ বাড়ীতে আপনার জন্যে ওষুধ-পত্রের অভাব নেই, কেউ যদি ডাক্তারি কি কবিরাজী করতে চায়—এখানে থেকে বিনা খরচে করতে পারে।"

পিতার অত্যন্ত তিক্ত-প্রীতি সন্তানদের উপরে বর্ত্তিয়াছে উল্টা ভাবে।

সুরুচির বড় বোন বড়-লোকের বৌ, সংসারও বড়। কিন্তু তিনটি কাজ লইয়া তাঁহার দিন কাটে, এক,—ছুঁই-ছুঁই—আনন্দ-কুটীরে এ ভাবটা তিনিই দিয়াছেন। দুই—সন্ধ্যা, পূজা, জপ, বেলা চারিটায় স্বহস্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ—পরম বৈষ্ণবী। তিন,—বই, পুস্তক-প্রীতি, বই পাইলে অচৈতন্য। সংসারের কোন কিছুতেই তিনি নাই। পিতা বলেন, 'ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না।"

মেজ-দির দেশের বাড়ী পদ্মা-গর্ভে। পিতৃদত্ত জায়গায় আনন্দ-কুটীরের সঙ্গেই বাড়ী করিয়াছেন। আরও একখানা ভাল বাড়ী পিতা দান করিয়াছেন। মেজ-দির হাঁপানী রোগ, দশ বৎসরের চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত প্রায়। এখনও কোন দৈব বা পার্থিব ঔষধির খোঁজ পাইলেই আনা চাই বা যাওয়া চাই। মেজ-দির স্বামী ও সন্তানদের ধারণা যে, জগতে একটি মাত্র কাজ আছে, সে হইল হাঁপানীর চিকিৎসা। এই চিকিৎসার যদি ত্রুটি হয় তবে জীবন ধারণ বৃথা! পিতা জামাতার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। বলেন—'ওর জীবনটা হিরণ একেবারে নষ্ট করে দিলে, সারা জীবনে একটু শান্তি পেলে না, ও আবার বিয়ে করুক।"

দিদি বলেন, "হ্যাঁ, বাবার খুব ভাল বুদ্ধি, জামাইবাবু আবার বিয়ে করুন, আবার আর এক পাল ছেলেপিলে আমার ঘাড়ে চাপান!"

মেজ-দির স্বামী, সন্তান, সংসার, দিদির হাতে।

সেজ-দি অর্থাৎ দিদি, বাড়ীর গৃহিণী, কাজকর্ম্মে তাঁর জুড়ি নাই, অসময়ে তিরিশ জন অতিথি আসিলেও বাজারে ছুটিতে হয় না। আশ-পাশের যত দুঃস্থ তাঁর আশ্রিত, শিশুপালনে অদ্বিতীয়া। অনেক পিতা-মাতা নিজেদের ছেলে পিলে তাঁর কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

"বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "শিশুর ডিপো।"

দিদির সব চেয়ে ভয় টাকার হিসাব রাখিতে ও লিখিতে, সেই সুযোগটা সব চেয়ে বেশী গ্রহণ করে দ্বিজেন।

প্রফুল্লের ঝোঁক ব্যবসায়ে, মাঝে মাঝে এক একটা ব্যবসা আরম্ভ করে, বেশ মোটা রকম টাকা লোকসান দিয়া কিছু দিনের মত নিশ্চিন্ত থাকে। দ্বিজেনের মেজ খুড়-শ্বশুরের পার্ব্বতীপুরে সাবানের কারখানা,প্রফুল্ল সেখানে শিখিয়াছে সাবান তৈরী এবং চৌমহনী ও কটকে রংয়ের কাজ। কৃষি-কলেজে পড়ার দরুণ বাগানের গাছপালার স্বাভাবিক আকারকে বৃহত্তম করিতে পারে—যথা. একটা মটরসুঁটি একটা বড় সীমের আকার হয়, একটি লঙ্কা একটি কলার মত।

দ্বিজেন এক জায়গায় ঠিক থাকিতে পারে না, সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, বেশীর ভাগ বাড়ী এবং কলিকাতা। অষ্ট প্রহর তার টাকার দরকার হয়।

"ছোড়-দি একটা টাকা দাও তো, টিকিট, কার্ড আনব।"

"খুচরো টাকা আর নেই।"

'নেই? পরশু সন্ধ্যাবেলা যে সুদের তিরিশ টাকা পেলে?"

"সে হিসেব ধর্ না, হাটে আট টাকা, তিন জোড়া কাপড় পাঁচ টাকা, বোষ্টমী দিদি দু'টাকা, নিমুর বিস্কুট এক টাকা দশ আনা, হলো না?"

"জামাইবাবু শুনুন।"

"শুনেছি, দিদিব এমন সূক্ষ্ম হিসাব, এমন কড়ায় গণ্ডায় মিল, কেউ পারবে না এ রকম।"

দিদি কিছু সন্দিগ্ধা হইয়া বলিলেন, "মেলে নি? কিছু কম পড়েছে কি? তা হবে, নিমুর শেলেট এনেছিল দু আনার।

"এবার ঠিক মিলে গেছে।"

দিদি নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিজেন বলিল, "কার কাপড় কিনলে তুমি? সব্বার কাপড় আমি এনে দিয়েছি।"

"আয়ানের বৌ আর ছেলে-পিলের।"

আয়ান একজন গরীব চাষী।

"আর বোষ্টমী দিদিকে টাকা দেওয়া কেন? একা মানুষ, দুটো আম বাগান—তোমার টাকা ঐ করে যায়।"

দ্বিজেন এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে কলিকাতা হইতে জামা কাপড় আনাইয়া বিক্রী করিয়া চল্লিশ টাকা লাভ পাইয়াছে।

পরের দিন হাটে যাইবার সময় এক গরুর গাড়ী আসিল এবং দ্বিজেন দিদির কাছে টাকা চাহিল না।

"পিতা বলিলেন, "গাড়ী কিসের?"

"মুন্নু হাটে যাবে।"

"হাটে যাবে তার জন্যে গাড়ী? বেটা তো আচ্ছা নবাব হয়েছে!"

"ও নিজে ভাড়া দেবে।"

"তবে যাক্—আমি বলি পাল্কী করে যাক্।"

পিতা বগুড়ায় করতোয়া স্নানে যাইবেন, ষ্টেশনে যাইবার জন্য দ্বিজেন পাল্কী লইয়া আসিল।

পিতা বলিলেন, "পাল্কী কেন?"

দিদি বলিলেন, "মুন্নু এনেছে, গরুর গাড়ীর ঝাঁকানীতে আপনার কষ্ট হবে।"

"আমার কষ্ট হবে? কে বললে? আমি কি রোগী? ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি? আমি গাড়ীতেই যাব, মুন্নুর দরকার থাকে ও পাল্কীতে যাক্।"

পাল্কী ফেরৎ গেল।

বগুড়া হইতে ফিরিয়া পিতা বলিলেন, "মুন্নু যে বেজায় খরচ করতে আরম্ভ করেছে, টাকা পায় কোথা ও? তোর সব ওরাই লুট করলে।"

পিতা দিদিকে আলাদা পঞ্চাশ বিঘা জমি ও টাকা দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক হইতে সেই টাকার সুদ দিদি মাসে মাসে পান।

"না, আমার টাকা নয়" বলিয়া দিদি দ্বিজেনের চল্লিশ টাকা লাভের বৃত্তান্ত বলিলেন।

"কই সে টাকা? আন্ দেখি।"

টাকা দিদির কাছেই ছিল, আনিয়া দিলেন।

পিতা বলিলেন, "তিন দিনে পনের টাকা খরচ করেছে, বেটা ভারি বাহাদুর।"

বলিয়া টাকা লইয়া উঠিয়া গেলেন। বাড়ীর সামনেই ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী প্রফুল্ল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া একটা পাশ-বুক দিদির কাছে ফেলিয়া দিলেন।

পিতা চলিয়া গেলে দ্বিজেন বইটা খুলিয়া দেখে, চার বছরের আগে একটী পয়সা তুলিতে পারা যাইবে না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "নাও এখন গাড়ী কর, পাল্কী কর!"

তেজেন স্বভাবতঃ শান্ত, কিন্তু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই বিপদ, যতক্ষণ সে কথা বলিবে—কাহার সাধ্য একটা কথা কয়। সে একাই একশ।

বছর কয়েক আগে যখন এখানকার স্কুলে পড়িত, একদিন, স্কুলে গিয়াছে, তাহার এক সহপাঠীও সাত আট দিন পরে সেই দিন স্কুলে আসিয়াছে।

হেড্ পণ্ডিত ভয়ানক রাগী স্বভাব, অত্যন্ত গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই ছেলেটিকে।

তেজেন বলিল "ওর অসুখ করেছিল পণ্ডিত মশায়—"

"আট দিনের মধ্যে একটা খবর দিতে পারল না? আমার ছাত্রেরা সংস্কৃতে কাঁচা থাকবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

"হঠাৎ ওর জ্বরটা খুব বেড়ে গেছল।"

"তুমি থাম, ওকে আমি একঘণ্টা আটক রাখব আজ।"

"কেন পণ্ডিত মশায়? ওর কি দোষ?"

"তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি।,'

"আমি দু'রাত নার্স করেছি।"

রক্ত চক্ষে পণ্ডিত বলিলেন, "চুপ কর তুমি, বলছি ওকে, তুমি কেন জবাব দাও? ওর পড়ায় আদৌ মন নেই! দেখাচ্ছি আজ।"

"পড়বে কি করে? সে দিন থেকে—"

"চুপ করবে কি না তুমি?"

"করছি। চার ডিগ্রী জ্বর তবু ও—"

গর্জ্জিয়া পণ্ডিত বলিলেন, "তবু চুপ করলে না তুমি? ওঠ, দাঁড়াও বেঞ্চির উপরে।"

তেজেন বেঞ্চির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তিন দিনে জ্বর ছাড়ল, শেষে—"

ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র তেজেনের পিঠে সপাং করিয়া এক বেত বসাইয়া দিয়া পণ্ডিত বলিলেন, "কে বলেছে তোমাকে ওর পক্ষে ওকালতী কবতে?'

"বগুড়া থেকে ডাক্তার এসে—"

হাল ছাড়িয়া হতাশ হইয়া পণ্ডিত বসিয়া পড়িলেন, বেত ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ থেকে তোমার নাম দিলাম উকীল।"

সেই হইতে ছেলেরা তেজেনকে 'উকীল' বলিয়া ডাকে। তেজেনের গায়ে কেহ কখন হাত দেয় নাই। দিদি দুঃখ করিলে তেজেন বলিল, "পণ্ডিত মশায় মেরেছেন ত কি হয়েছে? নিজের ছাত্রকে মারবেন না?"

দ্বিজেন ও তেজেনের একটু একটু জ্বর হয়, লিভারের দোষ হইয়াছে।

পিতা ভোরে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া তোলেন, যে বেলা করিয়া ওঠে তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না।

দ্বিজেনের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, পিতার খড়মের শব্দ পাইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তেজেনের ঘুম ভাঙ্গে নাই।

"এই গোপু, ওঠ্ ওঠ্ লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, রোজ ডেকে তুলতে হয়, বাড়ী এসে লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিনরাত খালি ঘুম। যা আজ রাত্রেই তুই কলকাতায় যা।"

তার পরে কাঁচা পেপে পাড়াইয়া আনিয়া তাহার আঠা ও চিনি একত্র মিশাইয়া স্বহস্তে দুই বড়ি তৈরী করিলেন, "নুনু, নুনুটা কই? দেখছিনে যে, সেটা ত এত সকালে ওঠে না? ডাক্ তাকে।"

একজন দ্বিজেনকে পুকুর-ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিল, চোখে মুখে জলের চিহ্নও নাই, যেন কতক্ষণ আগে উঠিয়া বেড়াইয়া আসিল।

"নে, দুই ভাই দুটো বড়ি খেয়ে ফ্যাল্, লিভারের এমন ওষুধ আর নেই।"

তেজেন মুখ ভারি করিয়া বসিয়া আছে, একে বিছানা হইতে গালাগালি খাইয়া উঠিল, তার উপর প্রাতঃকালে এই উত্তম প্রাতরাশ!

যা হোক, দুই ভাই দুই বড়ি গিলিলে পর পিতা নিজের কাজে গেলেন।

তেজেন বলিল, "আমার সব ঠিক ঠাক করে দাও দিদি, আজ আমি যাব।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তা যাবে বৈ কি, মনে কষ্ট হয় বৈ কি, এম্, এ পড়া ছেলে তার এই অপমান? তবে ছুটি এখন রয়েছে তোমার, আমার সঙ্গেই যেয়ো, দু'চার দিন দেরি বই আর কি।"

দিদি বলিলেন, "বাবার কথায় কি রাগ করে? বাবার আদর ভালবাসাই ঐ। জন্মে কখন শুনিনি মেয়েদের 'মা লক্ষ্মী' কি ছেলেদের 'বাবা সোনা' বলে কথা বলতে বাবাকে।"

পরের দিন পিতা উঠিবার আগে দ্বিজেন উঠিয়া জামা কাপড় পরিতেছে। সুরুচিরা ভোর রাত্রে উঠিয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যান, তাঁহারাও উঠিয়াছেন, বলিলেন, "ওষুধ খেয়ে যা।"

"ও আমি পথে খেয়ে নেব।"

"পেঁপে পাবি কোথা ?"

"গাছ থেকে একটা পেড়ে পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"চিনি ?"

"দোকান থেকে এক পয়সার কিনে নেব।"

দিদি বলিলেন. "যত ছিষ্টিছাড়া বুদ্ধি, চালাকি রেখে ওষুধ খেয়ে যা, নইলে বাবা ধরে পিটবেন আজ।"

"তবে আর বাড়ীতে আসছিনে," কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া বলিল, "সত্যি খাব বাবাকে ব'লো।"

দিদি বলিলেন, "নাঃ হুনুর সঙ্গে আর পারিনে।"

২২

সে দিন থিয়েটার। জায়গা ছোট—থিয়েটার হয় কিন্তু চমৎকার। ছেলেদের চেহারাও ভাল, সাজ-পোষাকের ঘটাও খুব।

এক তেজেন ছাড়া সকলেই ষ্টেজে নামে।

সুভদ্রা-হরণ থিয়েটার। পিতা টাকা দিতে আপত্তি করেন না, কিন্তু কোন দিন দেখিতে যান না।

সে দিন সকলে ধরিয়া পড়িল, শেষে দেখিতে রাজী হইলেন।

প্রফুল্ল সে সময় বাড়ীতে আসিয়াছিল, শুনিবামাত্র নিজের যুধিষ্ঠিরের পার্টটা অপর একজনকে দিতে গেল। দ্বিজেন কিছু জানে না। সে অর্জ্জুন সাজিবে। থিয়েটারের পরে একটা ছোট ফার্স।

সুভদ্রাহরণ শেষ। পিতা উঠিয়া আসিলেন, সুরুচিরাও উঠিলেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে, কে ফার্স দেখে ?

পিতা বড় সন্তুষ্ট, তবে তাঁহার সন্তুষ্টি বড় প্রকাশ পায় না। অর্জ্জুন

সাজিয়া দ্বিজেন সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। পিতা বলিলেন, "ব্যাটাকে সত্যিই রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।"

নিমু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দেখিয়াছে। অনেক কিছু মনে রাখিয়াছে।

পর দিন ছোট্ট একটা গামছা পরিয়া অবিকল ফার্সের নকল বৃদ্ধ মুসলমান সাজিল, মাথায় সাদা ন্যাকড়া জড়াইয়া বাঁধিল, লীলা যাইতেছে স্নান করিতে, তাহার সামনে গিয়া হাত নাড়িয়া গান ধরিল—

"ছুন্দলী লো ছুন্দলী,
মুখখানি তোল্ ফুলকাল"

এক মুসলমানের সুন্দরী পৌত্রী বাদশাহের নজরে পড়িয়াছে, বেগম করিবেন। বৃদ্ধ মহোল্লাসে পৌত্রীর চিবুক ধরিয়া গান করিয়াছিল।

"সুন্দরী লো সুন্দরী
মুখখানি তোর ফুলকুড়ি।"

হঠাৎ এই মুখখানি দেখিয়া বাদশা-ভ্রমর পাগল হইয়াছিল।

নিমু মায়ের মুখ নাগাল পায় না—হাত ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে।

"পাজি ছেলে, দিদি দেখুন তো—"

দিদি বলিলেন, "ও মা ছি ছি, ঘেন্নায় মরি, বাপ-কাকারা থিয়েটার করে, ছেলে দেখে দেখে কি শিক্ষাই হচ্চে, রাম রাম, বাবা দেখলে হয়, ভাল চায় তো নুনুরা থিয়েটার বন্ধ করুক।"

নিমু মাকে ছাড়িয়া আসিয়া পিসিমার হাত ধরিল—

"ছুন্দলী লো ছুন্দলী"

বিশ্বকর্ম্মা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "সাবাস! সাবাস! দাঁড়াও নিমু দাঁড়াও, তোমার বাবা-কাকাকে ডাকি—সব থেকে ভাল হয় নিমু, যদি তোমার দাদামণিকে এইটে একটিবার মাত্র দেখাতে পার।"

দ্বিজেন বিবাহ করিয়াছে বেশ বড় বংশে। চাকরীর উপর তাঁহারা বড় বিরক্ত—প্রায় সবাই ব্যবসা করেন, ধানের ও ধনের অভাব নাই। গ্রামের নামটা লইয়া দিদিরা বড় বিপদে পড়িয়াছেন চান্দহর না হরচান্দ আজও ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দ্বিজেনের স্ত্রী পদ্মাকে এ পর্য্যন্ত সুরুচি বিশ্বকর্ম্মা দেখেন নাই। দিদি দুঃখ করিলেন, "চৈত্র মাস পড়ল, নইলে আন্‌তাম।"

পদ্মা বড়-ছোট, বাপ-কাকাদের মধ্যে সবচেয়ে বড মেয়ে, অতএব পদ্মা প্রায়ই পিত্রালয়ে যাতায়াত করে। পিতাই পাঠাইয়া দেন, বলেন, "আর একটু বড হোক।"

পদ্মার ডাক্তার কাকা একদিন আসিয়া উপস্থিত, ছোট্ট মানুষটি, মুখে চোখে দীপ্ত প্রতিভা। সাদাসিধা ধরণ, সাদা-সিধা বেশ।

নিজের বহু পেটেণ্ট ঔষধ। দিনে দু'শো মণি অর্ডার পান, আয়ের সীমা নাই। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ ছত্রিশ হাজার টাকার জায়গা কিনিয়াছেন, বাড়ী করিবেন। এক লাখের বেশী টাকা বাডীর এষ্টিমেট।

নিজেদের দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্রকে নিয়মিত সাহায্য পাঠান, যেমন মনিঅর্ডার আসে তেমনি যায়। নীরব দান, খবরের কাগজে ওঠে না।

অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, একদণ্ড অবসর নাই। যত কথা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে।

পেটেণ্ট ঔষধ, লাভ, আয়—এ সব গেল বাহিরের কথা—ব্যবসার দিক্। প্রকৃত কথা, তিনি নিজে ঔষধের ভক্ত নহেন, তাঁহার চিকিৎসার উপাদান বায়ু, মাটী, জল, মহাত্মা গান্ধীর মত।

মেজদির উৎকট হাঁপানী এক মাসে পনের আনা কমাইয়া দিয়াছেন, বালু-স্তূপের উপর খোলা জায়গায় শয়ন, গায়ে মাটী মাখা ও কাঁচা দুধ পথ্য।

নিমু ও নিমুর ছোট বোন্ হাসি দু'জনের ভীষণ পেটের অসুখ, এ যাবৎ দেশে-বিদেশে চেঞ্জে ও চিকিৎসায় ঘুরিয়া নিজেদের টাকার গলায় দড়ি এবং ডাক্তারদের তেতালা বাড়ী ছাড়া কোন ফল হয় নাই, সেই অসুখ সারিয়া গিয়াছে এই ডাক্তারের চিকিৎসায়, পেটে মাটী মাখা, ও সকালে বিকালে একটি করিয়া ক্ষীরের নাড়ু এবং চিনি সেবনে।

সুরুচির পিতার কিছু ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অন্ততঃ পিতার ধারণা। এবার আসিয়া ডাক্তার তাঁহার ব্যবস্থা দিলেন, সকাল নয়টায়—বিকাল চারটায় আকাশের নীচে ছায়ায় মাটীতে উপুড় হইয়া শয়ন—দশ মিনিট কাল।

তিন দিনে আরোগ্য।

সে দৃশ্য বড় সুন্দর, পিতা মাটীতে শুইয়া আছেন। দুই পাশে নিমু ও হাসি নিজেদের ছোট বালিশ লইয়া শুইয়া; দাদামণি যা করিবেন তাহাদেরও তাই করা চাই। (এই বয়সেই বেতের আগা, পাটপাতার স্বাদ বেশ বুঝিয়াছে। মুখশুদ্ধি করে হরিতকীতে)। একটা ঘড়ি মাথার কাছে থাকে, দশ মিনিট পরে তিনজন ধূলি ধূসর হইয়া উঠেন।

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের আহার-প্রণালীটাই সমস্ত রোগের কারণ. কাঁচা অপক্ক খাদ্য খেলে কোন অসুখ আসতে পারে না, তবে মানুষে সেটা পারে না, আপনি যদি আধ সিদ্ধ আহার অভ্যাস করেন, সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন।"

পিতা বলিলেন, "আমি সেটা পেরে উঠব না, আমার হয়ে ওটা আপনিই খাবেন। আধসিদ্ধ তো খানই, এবার নয় কাঁচাই ধরবেন, অভ্যাস আছে আপনার, কষ্ট হবে না।"

ডাক্তার প্রফুল্লকে বড় ভালবাসেন। দিন কয়েক পরে প্রফুল্ল গেল বেড়াইতে।

খোলা ফাঁকা মাঠে ডাক্তারের প্রকাণ্ড বাড়ী, উত্তর দেশ

তখনো বেশ শীত। রাত্রি প্রায় দশটায় পৌছিল, সব ঘর খালি, কেহ নাই। ব্যাপার কি ?

একটা প্রকাণ্ড চাতাল বা খোলা ছাদে স্তূপাকার বালুকারাশি, সেই বালুকার মধ্যে এদিক্ ওদিক্ ছোট ছোট মাথা, কেহ ঘুমাইয়াছে, কেহ জাগিয়া পুতুলের মত টিপ টিপ করিয়া চাহিতেছে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ—গলা পর্য্যন্ত বালুকায় ঢাকা, শুধু মুখগুলি জাগিয়া আছে !

ব্যাপার দেখিয়া প্রফুল্ল একেবারে হতভম্ব।

ডাক্তার বলিলেন, "এই আমার ব্যবস্থা, এরা রোগে ভোগে না। জীব-জগতে পশুপক্ষীদেব দেখ, একেবারে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির কোলে লালিত হয়, শয্যা নাই, পক্ক খাদ্য খায় না, ব্যাধি-পীড়াও নাই। ওদের দৃষ্টান্ত মানুষের নেওয়া উচিত, অন্ততঃ আংশিকভাবে। আকাশ, বাতাস, জল, মাটী, যা নিয়ে আমাদের পঞ্চভৌতিক দেহ নির্ম্মিত, ঠিক সেই ভাবে জীবনও যাপন করতে হয়, আমরা কৃত্রিমতার ভিতর ঢুকে পড়েছি, সুতরাং কষ্ট-দুঃখ আমাদের অনিবার্য্য।"

প্রফুল্লের মনেব ভাব তখন অবর্ণনীয়। ডাক্তারের সংসারে নিরামিষ, অর্দ্ধপক্ক ভোজন-ব্যবস্থা। সে যাহাই হোক, এক রাত্রি না খাইলে বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু এই শীতের রাত্রে বালু শয্যার ব্যবস্থা হইলে ত বড় সাংঘাতিক কথা ! ফিরিবাব গাড়ীও নাই আর।

ডাক্তার প্রফুল্লের মনের ভাব বুঝিলেন কি না কে জানে, বলিলেন, "এস, তোমার ঘব দেখিয়ে দি, বিছানা হয়েছে, চল খেয়ে আসবে।"

যাইতে যাইতে প্রফুল্লের একবার মনে হইল পদ্মাকে দেখা গেল না—সেও বোধ হয় অন্য কোথাও খুড়ীমার সহিত বালুর মধ্যে শুইয়া আছে।

ডাক্তারের স্ত্রী স্বামীর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, আধ-সিদ্ধ নিরামিষে ও বালুয় বিছানায় তিক্ত বিরক্ত হইয়া এক এক বার বাপের বাড়ী চলিয়া যান। ডাক্তার ছেলেদের যাইতে দেন না। তাহারা পিতার ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ হইতেছে।

১৩

সকালবেলা। পট্টবসন পরিয়া দিদি একরাশ দূর্ব্বা বাছিতে বসিয়াছেন—আজ ষষ্ঠি—বেলা দশটায পুরোহিত আসিবেন। ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দিদির অখণ্ড অবিরাম কাজ।

একে একে সকলে উঠিতেছে—মহিম উঠান ঝাঁট দিতে আসিল।

"মহিম, কয বোজ তুমি এলে না কাহে ?—কা হুযা থা ?"

মহিম কহিল, "জ্বর হযেছিল দিদি—"

বাডীব কার্য্যকাবক সকলেই হিন্দুস্থানী। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে থাকিয়া তাহারা সুন্দর বাংলা বলে ও বোঝে, কিন্তু দিদি হিন্দী বলিবেনই...

"আচ্ছা, তুম একটু দেবি কর, হাম ওষুধ দেগা।'

"আচ্ছা দিদি।"

"—বোখাব হয়েছে তবে এত্না সবিবে না এলেই আচ্ছা হতো।"

পূজাবী ঠাকুর ফুল তুলিতে চলি।াছে—

"ঠাকুর, কাল রাত্তিরে তুমি মন্দিবমে শুযা নেই ?"

"শুয়েছিলাম দিদি—"

"আজও গোপালের গহনা খোলা হবে না—আজও তোমাকে রহনে হোগা।"

গোপালের অঙ্গে আটপৌবে গহনা এক সেট থাকে, বিশেষ বিশেষ দিনে পোষাকী গহনা পরানো হয়, সে দিন পূজারী মন্দিবের ভিতব শোয়।

"আমি রোজই মন্দিরের ভিতব শুতে পারি, খুব ভাল ঘুম হয়, ভাল ভাল স্বপন দেখি। গোপালেব গহনা আব খুলো না দিদি, বড খালি খালি দেখায়।"

"নেহি ঠাকুর, সে বি হয় ? দিনকাল আচ্ছা নেহি,—কে কোনদিন চুরি করকে লেগা, সব্বোনাশ হোগা।"

কিষণ দুধের পাত্র লইতে আসিল।

"দেখ কিষণ, তুমি বল্‌দীকো কভি মৎ ছাড়ো, কাল আমার এক ডালা আমসত্ব খেয়ে ফেলেছে, ভাঁড়ার ঘরে ঢুক্‌কে বিলকুল চিজ্ নষ্ট করকে দিয়া।"

বলদের মত প্রকাণ্ড ও দুর্দ্দান্ত একটি সাদা গাই, দিদি নাম দিয়েছেন বল্‌দী।

"আমি ছাড়ি নি দিদি, লেকিন নিমু বাবু দড়ি খুল্ দিয়া।"

"নিমু বাবুর বড়া আহ্লাদ হয়েছে। উস্কো হাম আজ মারেগা,—না আজ ষষ্ঠী আজ না, কাল মারেগা।"

নিমু দাদামণির পিছে পিছে গোপালের মত গোশালায় থাকে, গাভীকুলের পেটের নীচ দিয়া অসঙ্কোচে ঘোরাফেরা করে।

"আর সমস্ত রাত্তির বাদুড় ঝটাপটি করকে জামাইবাবুর ঘুম নষ্ট কর দিয়া। তুম এক কাম কর, আজ ষষ্টি, আজ থাক্, কাল ঐ দুঠো বড়া ডাল একদম কেটে ফেলে দিও।"

উঠানে একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছ, যত না পাতা তত পেয়ারা ধরে। সমস্ত রাত্রি বাদুড় বিষম অত্যাচার করে। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "আহা আনন্দকুটীরের আশ্রম-পক্ষী! একটু স্বাধীন তো হবেই।"

"আচ্ছা দিদি কাল আমি কেটে ফেলে দেবো—ভর আঙ্গিনা জঞ্জাল করে দেয়।"

"দুধের বালতিটা পুকুরমে আচ্ছা করকে ধুয়ে নিয়ে যাও।"

"আরে বাশ্ রে, পুকুরে ছোটা দিদি গিয়া—আভি বোলেগা 'আস্‌নান করো কিষণ'।"

"ছোটাদিদির যন্তরনায় আর বাঁচিনে! চান করে নাকি আবার দুধ দুইতে হবে! তুমি পুব দিকের ঘাটমে যাও, বহুত বেলা হলে বাছুরকা কষ্ট হোগা!"

সিতিয়া—বাড়ীর ঝি। "দিদি কাল যে তুটাকা দিয়েছ একেবারে অচল, এই দেখ।"

"ও মুন্নু-বাবুকা কাম, সমস্ত ভাল টাকা নিয়ে যত অচল টাকা পয়সা এনে দেয়, হাম টাকা বাজানেকো নেহি জানতা, উসি আস্তে। তুই টাকা রাখ; উঠুক মুন্নু, দেখাচ্ছি মজা।"

"আগে কি করবো বলো।"

"আগে উঠানটা নিকিয়ে দে, আল্‌পনা দেনে হোগা, তার পরে পূজোর বর্ত্তন আচ্ছা করে ধুয়ে নিয়ে আয়, ঘাটে এখন যাস্‌নে, ছোটা-দিদি হ্যায়।"

গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন, পশ্চাতে দ্বিজেন।

"উঠেছেন এত সকালে? অ লীলা, তোমাদের চায়ের কত দূর? তোমার জামাইবাবু উঠেছেন—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ভোরবেলা ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হলো গোরখপুর কি ছাপরায় রয়েছি।"

দিদি বলিলেন, স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি? ওরকম হয়, আমি প্রায়ই তো স্বপ্নে দেখি, কাশীতে কি এলাহাবাদে রয়েছি, যেখানে যেখানে যাওয়া যায়—সেই সবই স্বপনেও দেখা যায়।"

"স্বপ্নে কি জেগে ঠিক্ বুঝলাম না, কিন্তু এমন চমৎকার খাঁটি হিন্দি বাৎ শুন্‌ছিলাম—ঠিক যেন পশ্চিম!"

এবার দিদি বুঝিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "হিন্দী না বললে ওরা বোঝে না।"

অনেকের ধারণা বাংলা শব্দ হইতে হসন্তটি তুলিয়া দিলেই উড়িয়া ভাষা হইয়া যায়। তেমনি দিদিরও ধারণা, প্রতি বাংলা শব্দের সঙ্গে একটি করিয়া আ, গা, যে, কা, কে, ইত্যাদি স্থানবিশেষ জুড়িয়া দিলেই উত্তম হিন্দী হইয়া যায়।

দ্বিজেন বলিল, ওরা বাংলা বেশ ভাল বোঝে, তোমার অপূর্ব্ব হিন্দীই বোঝা মুস্কিল।”

আনন্দ-কুটীরে একটা নারী-সমিতির আয়োজন হইতেছে, সুরুচি ও তাপসী অষ্টপ্রহর ব্যস্ত, পিতা খুব উৎসাহ দিয়াছেন। সমিতির নাম 'মাতৃ-মঙ্গল সমিতি'।

তাপসী নিজেদের খাতাখানা বিশ্বকর্ম্মাকে দেখাইলেন, “দেখুন তো আমাদের কার্য্যপদ্ধতিটা ঠিক হয়েছে কি না?”

'কি সর্ব্বনাশ! তর্ক-নদী আর তর্ক-বনানীর কাজের ভুল ধরবো আমি? জলে কুমীর জঙ্গলে বাঘের হাতে পড়তে বল?”

“না দেখলেন, কিন্তু আপনাকে মোটা রকম চাঁদা দিতে হবে, ছাড়বো না!”

“চাঁদার খবর আমি কি জানি? মাসের পয়লা তারিখে যা পাই, সব ফেলে দিয়ে তোমার দিদির হোটেলে খাই।

“ছি জামাইবাবু, ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কি অমন অসম্মানের কথা বলতে আছে? দিদি কি হোটেলওয়ালী?”

“অসম্মান? বিশ্বাস কর ছোটখুকি, আমি যখন কলকাতায় পড়ি, গোয়ালন্দে একটি ভদ্রমহিলা হোটেল খুলেছিলেন। গোয়ালন্দের হোটেল-গুলো দেখেছ? যাচ্ছেতাই; কিন্তু ইনি, নামটি বোধহয় ছিল সৌদামিনী, অল্প বয়স, খুব ফিটফাট সাজপোষাক, চেয়ার টেবিলে বসে হিসাব করতেন! আমরা সেই হোটেলে উঠতাম, কি ভিড় ছিল সে হোটেলে। এক দিন রান্না হয়েছে খারাপ, আমাদের দলের একটি ছেলে গিয়ে বললে, 'লোক ঠকানোর জন্যে হোটেল খোলা? এই রকম খাবার দেবেন, আর চার আনা করে নেবেন?' সে ভেবেছিল, আমরা দশ জন খেয়েছি, চোট পাট করে কিছু কম দেবে। কিন্তু সৌদামিনী তো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো, বিশ্বাস করবে না, ঠিক তোমার দিদির মতন! হাত-নেড়ে বললে,

' 'যাও যাও পয়সা চাইনে তোমাদের। এক্ষুনি আমার হোটেল ছেড়ে চলে যাও—আর কোন দিন এসো না!' তোমার দিদির জুলুমটাও ঐ রকমই—কম খেলেই ঝগড়া সুরু করবেন।"

"সত্যি দিদি ?"

"সত্যিইতো—কম খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে না? শরীর ভাল থাকলে খুব মফঃস্বল বেড়াবেন, টি, এ-হবে, তবে না আমি দু'হাতে খরচ করবো ?"

"শোন তোমার পতিব্রতা দিদির কথা শোন। ওঁর হোটেলে কারো স্বাধীন ইচ্ছা চলে না।"

দিদি বলিলেন, "তা সত্যি—বাড়ীর সঙ্গে আপনার ঠিক খাওয়াটি ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই, হোটেলই বটে—"

প্রফুল্ল বলিল, 'কিন্তু যা পান সমস্ত দিয়ে তবে খান, সেটাও মনে রেখো'

বিশ্বকর্ম্মার যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী—

এমন সময় খবর পাওয়া গেল, বনচড়ায় একটি পাত্রী আছে।

পিতার ইচ্ছা বিশ্বকর্ম্মা মেয়েটিকে দেখিয়া আসেন। দিদিকে বলিলেন —"তোরাও যা না।"

"আগে ওঁরা দেখে আসুন না—কেমন, তখন যাব।"

বিশ্বকর্ম্মা ও প্রফুল্ল কন্যা দেখিয়া আসিলেন। দুই জনেরই খুব পছন্দ হইয়াছে। কন্যাটি বগুড়ায় মাসীর বাসায় বেড়াইতে আসিয়াছে। মেয়ের ফোটো দেখিয়া সুরুচিরাও ভারী খুসী।

পিতার ইচ্ছা তেজেনের পরীক্ষার পরে বিবাহ হয়, অগত্যা সকলেই নিজ নিজ মনের ইচ্ছা তখনকার মত চাপা দিল।

পিতার ইচ্ছা ছিল জামাই আর কিছুদিনের ছুটী লন; সেটা সম্ভব হইল না। নীহারকে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা রওনা হইলেন। সুরুচি ও মেজ-বৌকে দিদি আসিতে দিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মার পাল্লায় পড়িলে দিনগুলি পাল মেলিয়া যেন উড়িয়া যায়। সুতরাং কোথাও যাওয়া হয় নাই। সুরুচি অনেক দিন পরে আসিয়াছেন, একটু এ-পাড়া ও-পাড়া বেড়ান দরকার। অনেকে অনুযোগ করে,অভিমান করে, অতএব একদিন সকালে ষ্টেশনের দিকে বেড়াইতে গেলেন। একবার ট্রেনে একটি সমবয়সীর সঙ্গে সুরুচির আলাপ হইয়াছিল—তাঁহাদের পিসীর বাড়ী এখানে, দিদির সঙ্গে কথায় কথায় জানিতে পারিলেন তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া এই খানেই বাড়ী করিয়াছেন। সুরুচি বলিলেন, "চল তবে সেই বাড়ী আগে যাই, কি সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছিলাম তাঁর—"

দেখা হইলে দুই জনই দুই জনকে চিনিতে পারিলেন, আদর সমাদর করিয়া বসাইলেন, এবং ঘরে গিয়া ঘুমন্ত মেয়েকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিলেন পান সাজিয়া আনিতে।

বিরক্ত হইয়া মেয়েটি উঠিয়া আসিল, ঘুম-জড়ান চোখে আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া, চুলগুলি বাঁধিয়া কুয়ার পাড়ে গেল, বালু খুঁড়িয়া এক গোছা পান বাহির করিল এবং ধুইয়া লইয়া ঘরে আসিল।

এক নিমেষে সকলে সজাগ হইয়া উঠিলেন। পান সাজিয়া আনিয়া মেয়েটি সামনে রাখিল, মা ধমক দিয়া বলিলেন, "প্রণাম কর।"

সকলে পা বাহির করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, বারান্দা ঘেঁসিয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে নীচু মুখে, বছর এগার বয়স, একখানা আধ ময়লা ডুরে কাপড় পড়া, এলোমেলো চুলের খোঁপাটা, ঠিক যেন শৈবাল-জড়িতা কুমুদকলি—

গাড়ীতে উঠিবার সময় সকলে আশা করিলেন যে, মেয়েটিকে আর একবার দেখিতে পাইবেন, কিন্তু পা ছুঁইয়া কোন মতে প্রণাম সারিয়া সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর তাহাকে কোথাও দেখা গেল না।

ফিরতি-পথে তাপসী বলিলেন—কি সুন্দর!— এমন মুখের চেহারা?— এমন সুন্দর চুল—"

সুরুচি বলিলেন—মেয়ে নয় যেন ছবিখানি—”

তাপসী বলিলেন—“বন কুসুম—ঘোর জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে—” তাপসী কবি।

মেজ-বৌ বলিলেন—“ওটিকে আমায় দাও—”

দিদি বলিলেন—“সুধীরের জন্যে ?—বেশ হবে দিদি, খুব মানাবে—যেন রাধাকৃষ্ণ !”

বাড়ী পৌছিতে না পৌছিতে বিবাহ ঠিক।

তাপসী বলিলেন—“জামাই বাবু কি বলেন দেখ আগে—”

সুরুচি বলিলেন—“মেজদির যদি পছন্দ হয়—তাঁর হবেই।”

মেয়ের বাপের সঙ্গে প্রফুল্লর খুব ভালবাসা—তাঁহারা শুনিয়া রাজী—এবং অত্যন্ত খুসী। কিন্তু সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে আটক পড়িয়া আছে—কিছুই দিতে পারিবেন না। জমি-জমা যথেষ্ট—তবে মেয়ের বেলা মা বাপ সহজে স্বার্থ ত্যাগ করেন না,—যতটা করেন স্বেচ্ছায় ছেলের বেলা।

বিশ্বকর্ম্মাকে কে না চেনে ?—অতএব বিবাহ প্রায় হইয়াই গিয়াছে, এমনি ভাবটা দুই দিকেই প্রকাশ পাইল।

একমাস পরে সুরুচিরা মেদিনীপুর ফিরিলেন—বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন—“না।”

“না কেন ? মেজদির বড্ড পছন্দ—তাঁর এক ছেলে, বৌ আনতে অনেক হাঙ্গামা—”

“হাঙ্গামা আবার কি ?”

“প্রথম মেয়ের সঙ্গে এক ছেলের বিয়ে দিতে নেই, শেষটির সঙ্গেও না,—আবার ছোট্ট মেয়েটি চাই—সুন্দর চাই, বাপের মতন চেহারাটি চাই,—বংশ ভাল চাই—”

“বটে ?—এত ?—তবে এ মেয়ে ?”

"হ্যাঁ—সব ঠিক ঠিক পাওয়া গেছে—"

"কিন্তু, আমার মত নেই—"

"কেন ?"

"সব বিয়ে বিদেশে হলে দেশের লোকে বলবে কি ?—তারপরে বলছ এক পয়সা দেবেন না—সুধীরের এরকম বিয়ের দরকার কি—"

"কেন, ফণীর শ্বশুর অত বড় লোক, এক পয়সা দিলেন না, একখানা গহনাও না, তখন কিছু বলনি ? সরোজের শ্বশুরও কম মাইনে পান না, এক চুড়ি আর হার দিয়ে মেয়ে দিলেন, কি পেয়েছিলে ?"

"সে যা হয়েছে হয়েছে, বার বার আর নয়।"

কয়েক দিন পরে প্রফুল্লের চিঠি আসিল, মেয়ের বাপ-মা ব্যস্ত হইয়াছেন। ওপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন. দিদি, তাপসী, প্রফুল্লরা।

বিশ্বকর্ম্মা কিছুতেই মত দিলেন না।

ফণী বলিল, "মেয়ের এই স্বাধীনতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে. বিয়ে ব্যাপারে মেয়েরা কেন ? সুধীরের বিয়ের এখন কি দরকার, থাক না কিছুদিন, অরক্ষণীয় হ'য়েছে না কি ?"

"এমন সব দিক্ দিয়ে পছন্দের মেয়ে সব সময় পাওয়া যায় না।"

"না, সব মেয়ে ফুরিয়ে যাবে, আর মিলবে না ! কাকার মত নেই, ছেড়ে দিন।"

কয়েক দিন দ্বিধার মধ্যে কাটিল, সুরুচি চিঠি লিখিলেন প্রফুল্লকে, বিশ্বকর্ম্মা অরাজী।

চিঠির উত্তর আসিল একেবারে চমৎকার, মেয়ের বাপ বরপক্ষের যাতায়াতের খরচটি শুধু দিবেন, এবং সেটা তিনি প্রফুল্লকে দিয়াও দিয়াছেন, মেরের বিবাহের সমস্ত ভারই প্রফুল্লের হাতে অর্পণ করিয়াছেন, বিবাহও প্রফুল্লদের বাড়ীতেই হইবে, যেহেতু বিবাহাদির ব্যাপারে তাঁহারা কিছুই জানেন না। যদি বিশ্বকর্ম্মা মেয়েটি মেদিনীপুর আনিয়া বিবাহ

দতে চান তাতেও রাজী, এককথায় মেয়েটিকে একেবারে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ বিশ্বকন্মা বা স্থরুচি মেজ-বৌয়ের সঙ্গে তাঁহাদের মৌখিক বা চিঠিপত্রে এপর্য্যন্ত একটি কথাও হয় নাই। তাঁহাদের এই অখণ্ড অসংশয় বিশ্বাস স্থরুচিকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তথা প্রফুল্লদের, প্রফুল্লের চিঠির স্থরেই তাহা বোঝা যায়। তাহারাও অসংশয়ে ভার গ্রহণ করিয়াছে।

মেজ বৌ নিশ্চিন্ত, নিজের কাজ লইয়া থাকেন, কিন্তু স্থরুচির দারুণ সঙ্কট। চিঠিখানা বিশ্বকন্মাকে দিয়া বলিলেন, "এখন ফেরা যায় কি করে?"

"এগোলে কেন? আমি আগেই অমত করেছি তখনই কেন জানিয়ে দিলে না?"

"দিদির যে বড্ড পছন্দ।"

"তবে যা খুসী কর।"

"তুমি রাজী হবে না?"

"না।"

"তা হবে কেন? আমি চিনিনে তোমায়? দু'দুটো বিয়ে দিলে নিজেদের ঘরের রাশ রাশ টাকা খরচ করে, আর এটা আমরা পছন্দ করেছি বলে—নয়?"

"না, স্থধীর এমন দীনভাবে বিয়ে করবে আমার ইচ্ছা নয়।"

"মা যদি কিছু না চায় তাব, তোমার কি দরকার? তুমি মত দাও।"

"না, না।"

"দেবে না?"

"যা খুসী করগে।"

"এখন যদি বিয়ে ভেঙ্গে দিই, কি অপমান হবে আমার! লোকে বলবে কি?"

"সে তোমরা ভাই-বোনেরা বোঝ গে।"

"আচ্ছা, বেশ, মাথায় নিয়েছি যখন, সমাধা করবই", বলিয়া সুরুচি উঠিয়া গেলেন। জেদ তাঁরও কিছু কম নয়, বীরাঙ্গনা তো বটে!

বিবাহের যোগাড় হইতে লাগিল, তমলুক হইতে সরোজ ও সরোজিনী আসিল।

মেদিনীপুরের বিখ্যাত জুয়েলার সূর্য্য সাহার কাছে গেল গহনার অর্ডার। মেজবৌয়ের মনে কষ্ট না হয়—সুধীরের জিনিস-পত্র সেই ভাবে তৈয়ারী ও কেনা হইল। বরযাত্রীর রেলভাড়া এবং মেয়ের হাত-পায়ের মাপও প্রফুল্লর কাছ হইতে আসিয়া পৌছিল।

মনে ভয়, মুখে সাহস, সুরুচি নূতন গহনা বিশ্বকর্ম্মাকে দেখাইলেন, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "দাম সব মিটিয়ে দিয়েছ?"

"এক বারে পারা যাবে না, মাসে মাসে দেব বলেছি"।

"রাজী হয়েছেন?"

"হ্যাঁ, আগেরও অনেক পাওনা আছে।"

"আগের আবার কিসের পাওনা,—আমি কিছু জানিনে ত!"

"জান না? সরোজের বিয়ের সময় আমার চুড়ি করাও নি?"

"হু", তারপরে গহনাগুলি দেখিয়া বলিলেন, "বালা কই?"

'বালা গড়তে দিই নি খরচ বেশী পড়বে ভয়ে।"

"থাক—থাক আর মায়া দেখিয়ে কাজ নেই টাকার ওপর, চুড়ির সঙ্গে বালা নইলে নতুন বৌকে মানায়?"

"মানাক না মানাক তোমার কি? তোমার তো মতই নেই।"

"মতের কথা হচ্ছে না, আরম্ভ করেছ যখন, যা-তা করে করা কেন!"

"পরশু ওরা যাবে, বালা গড়বার সময় কই?"

"অর্ডার দাও না কালকের মধ্যে করে দেবে। তারপরে বিয়ে তো দিচ্ছি, সুধীরের মত নিয়েছ?"

"ওর আবার মত কি !"

"বটে ! বিয়ে করবে ও তোমার মতে ?"

"তাই করতে হবে।"

"ছেলেখেলা নয়, ওকে বলে মত নাও, ও এমন দীনভাবে বিয়ে করতে চাইবে বলে আমার মনে হয় না।"

সুধীরকে কয়েক দিন আগে চিঠি লিখিয়া আনান হইয়াছে। সে দিব্য মনের আনন্দে আছে। সুরুচি বলিলেন, "দিদির জন্যে—শুধু দিদির জন্যে। তুইও কি শ্বশুরের দেওয়া জিনিষের আশা করবি ? যদি তোর ইচ্ছে না থাকে,স্পষ্ট করে বল, লুকোসনে,আমি বিয়ে ভেঙ্গে দেব—"

"আমি কি জানি ? আপনি যা খুসী করুন না !" সুধীর সরোজিনীর সঙ্গে খেলিতে বসিয়া গেল।

মেজ-বৌ বলিলেন, "অবাক্ হয়েছি, এক কথায় রাজী হয়ে গেল ? একটু লজ্জাও নেই, লোকে মুখেও তো একবার একটু অনিচ্ছা দেখায় ? কলিকালের ছেলে দেখ একবার !"

সুরুচি ফণীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন সূর্য্য সাহার দোকানে।

সূর্য্য সাহা দোকানেই ছিলেন। শো-কেসে সাজান গহনার সামনে পড়িলে কোন্ বাঙ্গালিনী খালি হাতে ফিরিতে পারেন ? প্লেটের উপর জোড়া-হাঁসের রূপার একটা সিন্দুরদানী এবং আরও কয়েকটা জিনিস কিনিবার পরে বালার কথা মনে পড়িল, তখন সুরুচি বলিলেন, "এক জোড়া বালা গড়ে দিতে হবে, পরশু সকালে চাই।"

সূর্য্য সাহা বলিলেন, "খাঁটি গিনি সোনার বালা তৈরি আছে, দেখুন—যদি পছন্দ না হয় তৈরি করে দেব।"

নানা মাপের নানা ডিজাইনের বালার মধ্যে এক জোড়া অমৃতি-পাক বালা সুরুচি বাছিয়া লইলেন।

বাড়ীতে আসিলে দেখিয়া মেজ-বৌ বলিলেন, "এত সব আবার আনলি কেন? সব যে ঘর থেকে দিতে হবে—"

"তা হোক, আমার বড্ড পছন্দ হলো।"

বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে ফিরিলে ভয়ে ভয়ে সুরুচি তাঁহাকে দেখাইলেন, বালার কথাই ছিল, ঝোঁকের মাথায় আরো অনেক কিছু কিনিয়া ফেলিয়াছেন !

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "বেশ, বেশ, সুন্দর হয়েছে !"

এক সময় মেজ বৌ বলিলেন, "ওরা কি গোত্র ?"

"তা আমি জানিনে।"

"যদি সগোত্র হয় ?"

গোত্র সম্বন্ধে সুরুচির বিশেষ জ্ঞান নাই, তবে শুনিয়াছেন সগোত্র বিবাহ খুব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, এইখানে তাঁহার ভয়।

"কি হবে মেজদি ?"

ফণী বলিল, "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, চমৎকার হয়েছে ! মেয়েরা দেবে বিয়ে ? তবে আর ভাবনা কি ? সে দিন বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলুম, তার গিন্নীপনা দেখ। আমাদের গ্রাহ্যই নেই, অমন যে কাকা তাঁকেও না, নিজেই সর্দ্দার, বেশ হয়েছে এবার।"

নীহার প্রথম হইতেই বিপক্ষ, "বার বার বারণ করলুম, বাবুর ইচ্ছে নয়, থাক্‌গে, মা কি কম না কি, সগোত্তরে বিয়ে দিয়ে সব শুদ্ধু নরকে যাও।"

সুরুচি বলিলেন, "আমি কি একা যাব ? তোমরাও।"

"ইস, বাবুও না, আমিও না।"

ফণী বলিল, "আমিও না।"

সুরুচি স্বগোত্রের ভাবনায় ব্যাকুল, সময় নাই চিঠি লিখিয়া জানিয়া লইবার। টেলিগ্রাম করিলে হয়, কিন্তু টেলিগ্রাম বড় বেয়াড়া জিনিস,

যখন তখন আসে, যদি বিশ্বকর্ম্মার হাতে পড়ে, বলেন "গোত্র না জেনেই কোমর বেঁধেছ !" বিশ্বকর্ম্মার টিপ্পনী বড় অসহ্য !

দেশের একটী ছেলে বাসায় থাকে, সে বলিল, "মিত্রেরা বিশ্বামিত্র গোত্র হয়।"

"ঠিক জান তুমি, ঠিক জান ?"

"হ্যাঁ, আমার শ্বশুর মিত্র।"

"যদি সত্যি হয়, তোমার পাওনা রইল এই সুখবরের জন্য।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সকাল বেলা ফণী খবরের কাগজ হাতে আসিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, এবার বুঝুন মজা।"

সুরুচি অবিরত শাসনে ও বিদ্রূপে রাগিয়া গিয়াছেন, বলিলেন, "হয়েছে কি ?"

"অত ছোট মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, সর্দ্দা আইনে পড়তে হবে না ? যান এবার জেলে যান।"

সর্দ্দা আইনের কথা তো মনে পড়ে নাই। মেয়ে যে মোটে এগারো বছরের, এখন ? বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলে আর কি রক্ষা আছে ? গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত শেষ ! বিশ্বকর্ম্মা মেয়ে দেখেন নাই, বয়সও জানেন না, ছোট মেয়ে—এইটুকু শুনিয়াছেন মাত্র। এ কি দুঃসংবাদ ! কাল বর রওনা হইবার দিন।—

"এই দেখুন, তিন জোড়া মা-বাপের জেল হয়ে গেছে, পুরুত শুদ্ধ।"

"আমরা এ বিয়েতে নেই। সাক্ষী দেব, আমরা কিছু জানিনে, ইনি বাপের বাড়ী গিয়ে বিয়ে ঠিক করেছেন, সব চিঠি পত্র আপনারই নামে, ও দিকেও দাদামশাই কিছুর মধ্যে নেই, মামা আর দুই মাসীমা কর্ত্তা, যান, চার ভাই-বোন মজা করে জেলে গিয়ে থাকুন গে।"

"দেখা যাবে এবার আচার ! আচারের চোটে বাড়ী শুদ্ধ অস্থির।

এ কাকার সঙ্গে ঝগড়া করা নয়। ওঁর কল কেউ ছুঁতে পারবে না, আমরা যেন ডোম বাগ্দী ? কে দেবে জেলে অত জল ? দিনে দশবার চান করা বেরুবে ! মেজ-খুড়িমার জেল সবার আগে হয়ে বসে আছে, এক রত্তি ছেলের বিয়ের জন্যে কি নাচ !"

মেজ বৌ ভয়ে কম্পমান, বলিলেন, "ছেড়ে দে ভাই বিয়ে, কারোই মত নেই, পদে পদে বাধা ! মেয়ে থাক্‌গে দু'তিন বছর বাপের কাছে ।"

সুরুচি বলিলেন, "গায়ে হলুদের আগে কেন বললে না ?"

"আজ কাগজ দেখে না মনে হলো ? নিজে এত পণ্ডিত, একথা মনে হয় নি কেন ? আমরা না হয় মূর্খ।"

"বেশ, বেশ, তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, যা হয় উনি দেখবেন ।"

"কক্‌খনো না, কাকার কি দায় ? তাঁর কথা রেখেছেন ?"

"তবে এক কাজ কোরো, ওখানকার থানায় একটু বলে রেখো ?"

"যেমন বুদ্ধি ! আগে আগে বলতে গেলে সন্দেহ করবে না ? শেষে আমি জড়িয়ে মরি আর কি।"

নীহার বলিল। ভদ্দর লোকের বউ জেলে যাবে—অমন বিয়ে কাজ নেই মা।"

ফণী বলিল, "ওখানে কিছু না যদি বলে কেউ খাতিরে, নতুন বৌ এত দূরে আনতে গেলে লোকে দেখবে না ? শেয়ালদা পুলিশের হাতেই ধরা পড়তে হবে।"

সহসা তীব্র জেদ ফিরিয়া পাইয়া সুরুচি বলিলেন, 'যা খুসী হোক্‌গে—বিয়ে দোবই—জেলে যাই যাব ।"

বরযাত্রীরা রওনা হইয়া গেল।

বাণবিদ্ধ হরিণীর মত সুরুচির সুখ নাই, শান্তি নাই, জোর নাই,

মুখে জেদ—অন্তরে হাত-পা ভাঙ্গিয়া আসে। বিশ্বকর্ম্মার তীব্র আপত্তি, অসম্ভব গম্ভীর মুখে থাকেন—কথা বলেন না, সকলের অমত, ফণীর বিদ্রূপ, সর্ব্বোপরি সর্দ্দা আইনের ভয়, অবশেষে কি কপালে জেল আ'ছে? হইতেও পারে, হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর বিরুদ্ধ কাজ করিলে মহাপাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে বৈ কি।

রত্রে বিশ্বকর্ম্মার নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখিয়া সুরুচির হিংসা হয়, নিজে সারা রাত জাগিয়া ভাবেন, সত্যই তো, ওদিকে দুই বোনই কর্ত্তা—প্রফুল্লের একখানা চিঠি আসে, তাপসীর তিনখানা, দিদি নিজে হাতে লেখেন না, তাপসী তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। বাবা সব শুনিয়াই খুসী, কোনও ব্যাপারের মধ্যে নাই। উপায়?

আবার ভাবেন চার জনে জেলে গেলে তত কষ্ট হইবে না, কিন্তু কত দিনের জেল হয়? ছ'মাস না বছর ঠিক জানা নাই।

তার পরের প্রধান ভাবনা বৌকে বিশ্বকর্ম্মা কি চোখে দেখিবেন? তিনি বৌ সম্বন্ধে একটা কথা ঘুণাক্ষরে বলেন না। যদি সে তাঁব বিরাগ-বিরক্তির পাত্রী হয়—তবে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

এমন বিপদে পড়িয়াছে কেউ? সুরুচি বিছানা ছাড়িয়া ওঠেন না, শুধু বিশ্বকর্ম্মা যে-সময়টা বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণ কলের পুতুলের মত নড়া-চড়া করেন, অন্তরে দুর্নিবার আশঙ্কা আর বিশ্বকর্ম্মার উপরে তীব্র রোষ।

টেলিগ্রাফ আসিল—বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা পড়িয়া চুপ করিয়া রহিলেন, সুরুচি দেখিলেন ঐ একটা কথাই লেখা—আর কিছুই না—পুলিশ হাঙ্গামা হইল কি না কে জানে? কিংবা টেলিগ্রামের পর হয় তো পুলিশ আসিয়াছে, শত্রুর অভাব নাই —প্রফুল্লের বিয়ের সময় যে কাণ্ডটা হইয়াছিল!—কে জানে কি ঘটিতেছে।

সুরুচির দশা দেখিয়া সকলে দুঃখিত—মেজবৌ বলিলেন, "এ বিয়ে না হলেই ভাল হ'ত—"

সুরুচি জোর করিয়া বলিলেন—"বেশ হয়েছে।"

পরের দিন। সন্ধ্যার গাড়ীতে সুধীর আসিবে—বিশ্বকর্ম্মা যথারীতি অফিস চলিয়া গেলেন, সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া গেলেন না।

সুরুচি দেশের সেই ছেলেটিকে বলিলেন—"বাড়ীর গাড়ী নিয়ে দরকার নেই—তুমি ভাল একটা ট্যাক্সি নিয়ে ষ্টেশনে যাও।"

মেজ বৌ বলিলেন—"এত খরচ পত্তর হলো—বৌ দেখে যদি ঠাকুর-পো পছন্দ না করে···মুখ দেখাতে পারব না···"

সুরুচিরা সেই যে নিমিষের দেখা দেখিয়াছিলেন মেয়েটিকে, আর একবার দেখিয়া আসিবার কথা দিদি বার বার বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হইয়া ওঠে নাই। চেহারা ভাল মনে নাই। হঠাৎ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই কি অত ভাল লাগিয়াছিল? যদি সে রকম না হয়?

আর উঠিতে বসিতে জেলের ভয়—এই লম্বা পথ—কে না বৌকে দেখিবে? কার না সন্দা আইনের কথা মনে পড়িবে? পুলিশ কোথায় নাই? বিশ্বকর্ম্মা কি বলিবেন না যে, এত ছোট মেয়ে বিয়ে দি,ল কোন্ বুদ্ধিতে?

বাড়ীর সামনের বারান্দায় সুরুচি ষ্টেশনের পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে—বিশ্বকর্ম্মা তখনও ফেরেন নাই। এমন সময় হেড্‌লাইট, সাইডলাইট জ্বালাইয়া ঘন ঘন সুতীব্র হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বকর্ম্মার গাড়ী বায়ুবেগে ষ্টেশনের দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল এব: বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। "গাড়ী ওদিক থেকে কেন?" রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুরুচি নীচের দিকে চাহিলেন,—সরোজিনী দুড় দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল,—সকলে বাহিরে ছুটিল, বৌ আসিয়াছে ভাবিয়া...এবং তৎক্ষণাৎ ভিতরে

পালাইয়া আসিল,…মেজবৌ ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন—বৌ পরিচয়ের আগে তাঁহাকে দেখিতে নাই।

সুরুচি ব্যাপারটা বুঝিতে না বুঝিতে না সশব্দে দুই-তিন সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া লাফে লাফে উপরে উঠিতে উঠিতে বিশ্বকর্ম্মার উচ্চ কণ্ঠ "কই তুমি…কই...কোথা ?"

বৌকে প্রায় কোলে তুলিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরুচি বলিলেন, "সুধীর কই ?"

"এসেছে, নীচে আছে, গাধাটা! ষ্টেশনে গাড়ী ইন্ করেছে, হাত ধরে নামাবে, না নিজের সুটকেস নিয়েই ব্যস্ত..."

"নামালে কে ?"

"আমি", সশব্দে চেয়ার টানিয়া বিশ্বকর্ম্মা বৌকে কোলে বসাইলেন, "সুন্দর বৌ! করেছ কি ? অ্যাঁ করেছ কি ? এইটুকু মেয়ে থাকতে পারবে মা-বাপ ছেড়ে ?" নাম কি ? নাম একটা কি রেখেছে যেন, বল না।"

বিবাহ ঠিক হইবার পরে সুরুচি বাপের দেওয়া নাম লতিকা বদলাইয়া সুধীরা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"বেশ নাম, সুধীরা, তোমায় যদি না যেতে দিই, থাক্‌তে পারবে না ?"

সুধীরার মাথায় কাপড় নাই। মুখ একটু নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

"লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মা, দাও দাও একে খেতে দাও, ছেলে মানুষ ক্ষিধে পেয়েছে, ঐ লক্ষ্মীছাড়ারা কি ওকে কিছু খেতে দিয়েছে পথে ? আসুক আগে। দাও আমাকেও দাও, চুপচাপ কেন ? বাড়ীর কর্ত্রী, …বিয়ে বাড়ীর। বৌ বরণ কর, আলপনা দাও, হুলুস্থূল কর। তুমি বরকর্ত্তা...যাঃ ব্যাকরণ ভুল। বরকর্ত্রী…আমরা কে ? দুটো খেতে

পেলেই খুসী। কৈ মেজবৌ, ডাক? বৌ দেখবেন না? চুপি চুপি ছেলের বিয়ে ঠিক করে এখন পালিয়ে কেন?"

সুরুচি বলিলেন, "দিদি রাত্রে দেখবেন।"

"কেন তোমার মুখ ভার কেন? হাস—আনন্দ কর, নৃত্য-গীত কর, রণ জয় করেছ, পণ বজায় রাখলে, আর কেন? প্রসীদ! প্রসীদ!"

বিশ্বকর্ম্মার কথার সুরে প্রচুর উল্লাস ও উৎসাহ, বিগত এক মাসের গাম্ভীর্য্য লোপ।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি ষ্টেশনে গেছিলে?"

"বৌ আসবে কিসে? তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল, চারটে অবধি গাড়ী চেয়ে পাঠালে না, শেষে বুঝলাম...রাগ, কি করি নিজেই গেলাম।"

সুরুচি বলিলেন, "যাব কি—মনে সুখ থাকলে ত?"

"অসুখ? তোমার মনের অসুখ? বল কি? অবাক্ করলে যে? সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রতাপে বাড়ী শুদ্ধ থর হরি কম্প— "

"সত্যি করে বল, বৌ তোমার পছন্দ হয়েছে।"

"খুব, বেশী" বিশ্বকর্ম্মা সুধীরার মুখ ধরিয়া তুলিলেন—"দেখ কেমন কচি পাতার রং, কেমন মুখের চেহারা...লক্ষ্মীশ্রী যাকে বলে, লাভ্‌লি! সব চেয়ে ভাল লাগছে আমার এত ছোট্ট বলে, এইটুকু আবার বৌ হয়? খুঁজে বার করলে কি করে? অবাক্ করে দিলে যে?"

'কিছু দিলে না বলে তোমার কষ্ট ছিল!"

"যেতে দাও, যেতে দাও—কিসের দেনা-পাওনা—আসল হচ্ছে বৌ—এ বৌ দেখে দেশে ধন্য ধন্য করবে দেখো, এই রকম ছোট্টটি থাকতে থাকতে দেশে দেখিয়ে আনতে হবে।"

নীহার, ফণী, সরোজ জিনিসপত্র লইয়া ট্যাক্সিতে আসিয়াছে। ভিড় করিয়া সকলে বৌ-পরিচয় দেখিতে আসিল, সরোজিনী সমস্ত দিন

ধরিয়া যথাশক্তি আল্পনা দিয়াছে…আলপনা নয়…পিটুলি গোলাব লেপন! সরোজিনীর আনন্দ ধরে না, বিশ্বকর্ম্মা ক্লাবে না গিয়া দিব্য সাজ পোষাক করিয়া বৌ পরিচয় দেখিতে আসিয়া জমকাইয়া বসিলেন। সরোজিনী সুধীরার মাথায় কাপড় তুলিয়া দিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা বারণ করিলেন, "ওকে খোলা মাথায় মানায় বেশী…তোমার শাশুড়ীদের মাথার কাপড় তুলে দাও না—ওঁরা যে বৌ…তা ভুলেই গেছেন!"

পরদিন তাপসীর চিঠি আসিল। চিঠি পাইবামাত্র শত জরুরি কাজ ফেলিয়া পড়া বিশ্বকর্ম্মার অভ্যাস…যার চিঠি হোক না কেন …খাম ছিঁড়িতে এক সেকেণ্ড। শিরোনামা দেখা অভ্যাস নাই তাঁর।

তাপসীর চিঠি…

দিদি! সুধীর ও সুধীরা চলে যাওয়াতে বাড়ীটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। মেজদিকে বোলো, বেয়ান জামাই দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখানে এমন বিয়ে আর একটিও হয়নি। সব শুদ্ধ অবাক্ হয়ে গেছে, মেয়েরা বিয়ে ঠিক করলে, বিয়ে দিলে একটি কথা অমিল হল না, যেন খেলা-ঘরের বিয়ের মতন আমোদের মধ্যে বিয়েটি হয়ে গেল! বোনেরা সত্যি একটা কাজ করলে বটে! সব তুমি এসে শুনো। মেয়ের মা তোমার কাছে একেবারে কেনা! তারা তো তোমার উপরেই সব নির্ভর করেছিলেন; জামাইবাবুর সঙ্গে একটি কথা না, একটা চিঠি না। জামাইবাবুর সাড়া শব্দ নেই কেন? বৌ দেখে কি বললেন? সেইটি জানাবে। তোমরা এলে না, সব যেন খালি খালি। ফণী সর্দ্দা আইনের ভয় দেখিয়ে গেছে' তা দিদি তুমি যদি যাও, তবে জেলে আমার কষ্ট নেই।

ইতি—তোমার ছোট খুকী।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন…"বোনেরা উকীল হলে মানাতো। ভাইয়েরা বোন হয়ে বোনেরা ভাই হলেই ছিল ভাল কি তর্ক-শক্তি, বর্ণনা-শক্তি, নিজেদের গুণ পণা আবার চিঠিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর।"

নীহার বলে—"ভাল এক নাচুনী বৌ নিয়ে এলো মা, বাবুর সমস্ত জিনিস-পত্তর ওলোট-পালট করছে সারা দিন, একটু সুস্থির নেই।"

সরোজিনী সুধীরার সঙ্গে পারিয়া ওঠে না, একছুটে সে ছাদে যায়, বাহিরে যায়, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়, আরদালীদের তাঁবু পর্য্যন্ত। ফণী সরোজকে দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ নাই। এরা সবাই তার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। শ্বশুরবাড়ী হইল কবে?

আট দিন পরে দুই জনের ফিরিবার কথা। সুধীর কি সব বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে। বৌ যখন শুনিল, এবার সুধীরের সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইবে, আর কেহ যাইবে না। সে বলিল, "ওর সঙ্গে আমি যাব না।"

সুরুচি বলিলেন—"সেই ভাল, এখানেই থাক।"

"না—মা কাঁদবে।" বলিয়া এক দৌড়ে গেল ফণীর কাছে—"আপনি আমায় নিয়ে চলুন।"

ফণী খুব ভালবাসে সুধীরাকে। বলিল, "আমি এখন যেতে পারব না যে।"

"কেন পারবেন না। "আন্‌তে পেরেছিলেন ত? ও লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে আমি যাব না।" বলিয়া হাজির হইল সরোজের কাছে।

সরোজ বলিল—"আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আমি আজই যাচ্ছি।"

"তবে আমি যাবই না।" বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন—"কই সে পাজি, ইয়ারকি করতে গেছেন! কি কি বলেছে শুনি?"

বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে আসিয়াই সুধীরাকে ডাকেন। আজ না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সরোজিনী বলিল, "ঠাকুরপো ওকে টুনটুনি, আল্লাদী পুতুল, অসভ্য বলেছে, তাই রাগ করেছে।".

"ইস্ অসভ্য, নিজে খুব সভ্য! বাঁদরটা! কোথা সে?"

সুরুচি বলিলেন. "বৌকে দুটো কথা বলেছে বলে তুমি বেত লাগাবে?'

মেজবৌ বলিলেন, "মন্দ কি? বৌয়ের সঙ্গে কি রকম করে কথা কইতে হবে, সেটা কাকার কাছে আগে জেনে নেয় নি কেন?"

সরোজিনী প্রমুখাৎ খবর পাইযা সুধীর সাবধান হইয়া গেল, বৌয়ের ছায়াও মাডায় না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমি ছুটী নিয়ে গিয়ে সুধীরাকে রেখে আসি, অনেক দিন যাইনি।"

"অনেক দিন মানে? চৈত্র মাসেব শেষে এসেচ, এটা আষাঢ মাস, এখন তোমার যাবার দবকার নেই, বেযানেরা মেয়ে জামাই জোড়ে চান, এরাই যাক।"

"ও লক্ষীছাডার সঙ্গে দিয়ে আমার বিশ্বাস হয় না, ওটা একটা বাউণ্ডুলে, না দেবে খেতে, না হাত ধরে নামাবে ওঠাবে, আর কেউ সঙ্গে যাক।"

পরের দিন চিঠি আসিল দ্বিজেনের, সে চিঠি লিখিয়া কলিকাতা রওনা হইয়াছে, কালীঘাটে নূতন বাসা করিবার জন্য। দিন ঠিক করিয়া সুধীরদের রওনা করিয়া দিতে লিখিয়াছে, হাওডা ষ্টেশনে সে নামাইয়া লইবে এবং শিয়ালদহে তুলিয়া দিবে। তাহাকে যেন আগে জানান হয়।

বিশ্বকর্ম্মা এবার নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিজেনের কাছে চিঠি গেল।

আফিসে যাইবার সময় সুধীরাকে কোলে বসাইয়া অনেক আদর করিয়া বাঁদরটা পথে কি রকম ব্যবহার করে, তাহা লিখিয়া জানাইতে

বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিদায় হইলেন, সুরুচিকে বার বার সতর্ক করিয়া গেলেন, সঙ্গে যেন ভাল ভাল খাবার তৈরি করিয়া দেওয়া হয়, ছেলেমানুষ কষ্ট না পায়।

শুনিয়া সুধীর সরোজিনীর কাছে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্— আমাদের ওপর কোন দিন কিছু নজর নেই, একটা বুনো টুনটুনির জন্যে এত ?"

দুটার গাড়ীতে তাহারা রওনা হইল।

সুরুচি বলিলেন, "খুব সাবধান, যত্ন করে নিয়ে যাও. মা-বাপ বিশ্বাস করে রেখেছে, হারিয়ে না যায়।"

"অত যদি ভয়. নিজেদের কাছে রাখলেই পারতো, কে চেয়েছিল ?"

"যা বলি শোন্, হাওড়ায় বড্ড ভিড়, দ্বিজেন যদি চিঠি না পেয়ে থাকে, সব সময় হাত ধরে থাকবি—বুঝলে ?"

"বুঝেছি, হারিয়ে যদি যায় আর কি এমুখো হবো ?"

মেজবৌ বলিলেন, "ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো আস্ত রাখবে না।"

"তোমার ঠাকুরপো আমার পাত্তা পেলে ত ?"

সুধীরা ঠোঁট ফুলাইয়া খোলা মাথায় গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং সুধীরের দিকে একেবারে পিছন ফিরিয়া বসিল।

হাওড়া ষ্টেশনে দ্বিজেনকে দেখিবামাত্র সুধীরা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত ধরিল এবং সুধীরকে একেবারে বর্জ্জন করিল।

শিয়ালদহে ট্রেনে দুইজনকে তুলিয়া দিয়া দ্বিজেন বলিল, 'এবার নির্ভাবনা, ভোর বেলা নাম্‌বি, কেঁদেছিলি ?"

"না, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।"

"আমি সবে তিন দিন হলো এসেছি, তোর কিছু ভয় নেই সুধীর', ষ্টেশনে তোর কাকা থাকবে গাড়ী নিয়ে, রাত্তিরটা তো ঘুমিয়েই কাটাবি।"

সুধীর বলিল—"হুঁঃ" আবদার ! মামার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওকে

পৌঁছাতে যাবেন! আমি যে এসেছি তাই কত ভাগ্যি! আবার মামা!"

ট্রেণ ছাড়িতে দেরী আছে। সুধীর বলিল, "মামা, খেয়ে যান, আপনার জন্যে মা বেশী করে দিয়ে দিয়েছেন।"

টিফিন-ক্যারিয়ারটা খুলিয়া সামনে রাখিয়া ভাগ্নে বৌ, ভাগ্নে ও মামাশ্বশুর খাইতে আরম্ভ করিল। সুধীরাকে দ্বিজেনরা ছেলেবেলা হইতে জানে।

আগে সুধীরের খাওয়া হইল, একটু পরে দ্বিজেন হাত তুলিল, তার-পরে সুধীরার খাওয়া হইয়া গেল, তাহার পরিত্যক্ত একটা লুচি ডিসে রহিয়া গেল দেখিয়া দ্বিজেন বলিল, "ওটা খাও?"

সুধীররা বলিল, "না আর খাব না।"

দ্বিজেন বলিল, সুধীর, একটা লুচি কি নষ্ট করা উচিত? এটা ভাল কথা নয়, মেজদির হাতের খাস্তা লুচি!"

সুধীর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না কখ্‌খনো নয়, বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুধীরার উচ্ছিষ্টাবশেষ লুচিটা খাইয়া ফেলিল।

বলা বাহুল্য, দ্বিজেনের মারফৎ এই ঘটনা পল্লবিত হইয়া অচিরাৎ সকলের গোচর হইয়া গেল।

২৬

সরোজ সকালবেলা চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা সরোজিনী শ্বাশুড়ীদের কাছে বসিয়া আছে, কেবলই ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি শোওগে যাও।"

সচেতন হইয়া সরোজিনী লজ্জিতভাবে বলিল, "সবার আগে—"

"তা হোক, তোমার শরীর ভাল নয়, যাও ’

সরোজিনী উঠিয়া গেল। দুই যায়ে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। গত রাত্রে উহারা জাগিয়া কাটাইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে ফণী আসিয়া বলিল, বৌকে দেখ্‌ছিনে যে, বাপের বাড়ী গেছে না কি ?"

"না, ঘুমিয়েছে।"

"কি,—ঘুমিয়েছে ? আটটা না বাজতেই ? নাঃ আপনিই বৌকে নষ্ট করবেন—"

"শরীর খারাপ হলেও বৌ শুতে পারবে না ? তুমি আচ্ছা ভাসুর, আমি সারাদিন শুয়ে থাক্‌লেও আমার ভাসুররা কিচ্ছু বলেন না, কাজ করতে দেখলেই রাগ করেন—"

"বেশ বেশ, বৌ-পূজো করুন ফুল দিয়ে, আমার কি ? দেখলি যে নীহার ? এ রকম শ্বাশুড়ীর কাছে থাক্‌লে বৌটি যা হবে বুঝতে পারছিস ?"

নীহার বিজ্ঞভাবে বলিল, "হুঁ পারছি।"

সরোজিনী ভাল তাস খেলিতে জানে—বলে, "খেলবেন কাকীমা ?"

"সর্ব্বনাশ ! বাবা তাস খেলা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, আমরা কেউ তাস হাতে করি নে, আমার দিদিরা হরতন, চিড়িতনও চেনেন না।"

আমরা ত খেলি, মা বাবা আমরা—"

"তোমার বাবা ভালবাসেন তোমরা খেল, আমার বাবা যা ভালবাসেন না, আমরা তা করি নে। লীলা পদ্মা জানে, তারাও আর না।"

কয়েক দিন জ্বরের পর ফণী সবে পথ্য করিয়াছে, সরোজিনী বলিল, "বট্‌ ঠাকুরকে গুগ্‌লীর ঝোল দিন না, দু দিনে সেরে উঠবেন।"

মেজ-বৌ বলিলেন, "কিসের ঝোল ?"

"গুগ্‌লী জানেন না? পুকুরে হয়, ছোট ছোট?"

"পুকুরে ত অনেক কিছু হয়, বুঝলাম না।"

নীহার সর্ব্বত্র বায়ুর ন্যায় সঞ্চারী, দরজায় উঁকি দিয়া বলিল. "কি বড়মা?"

"বৌমা বলছে, ফণীকে গুগলী না কিসের ঝোল দিতে—"

"কি বৌদি?"

"গুগ্‌লীর কথা বল্‌ছি—মেজ কাকিমা বুঝতে পাচ্ছেন না।"

"রামো,—রামো,—রামো, রাধাগোবিন্দ রাধাকিষ্ট!— বৌদিটা এক্কেবারে পেত্নী।"

সরোজিনী হাসিয়া ফেলিল। মেজ-বৌ বলিলেন, "কি রে?"

"ছোট্ট ছোট্ট শামুক বড়মা, কলকাতায় খায় ব্যামো হলে, আমি দেখেছি।"

"গোবিন্দ! "গোবিন্দ! বৌমা, যা বল্‌লে আমার কাছে বল্‌লে, তোমার ছোট শ্বাশুড়ীর কাছে বোল না,—ওর যা ঘেন্না, কই-মাগুর শোল খায় না—"

"কেন কাকিমা, গুগ্‌লী খুব ভাল জিনিষ—আমাদের অসুখ হলে মা ঝোল করে দেন।"

"থাক্ মা থাক্—বাপের বাড়ী গিয়ে বেশী করে খেয়ো তোমাদের গুগলী।"

"হ্যাঁ কাকীমা, ডাক্তাররা খেতে বলে।"

"বলুকগে, আমাদের দেশের ডাক্তারদের গুগলী পথ্যি দিতে কথনো শুনি নি—"

নীহার বলিল, "বৌদি, সরোজ বাবু যদি শোনে—তোমার হাতেই খাবে না দেখো।"

ডাকের চিঠি-পত্র আসিয়াছে।

একখানা খামে-আটা চিঠি খুলিযা পড়িতে পড়িতে বিশ্বকর্ম্মা ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছেন—দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "কার চিঠি ?"

"কি জানি—কে আমায় লিখলে 'প্রাণেশ্বরী'—ঠাট্টা করেছে না কি কেউ ?'

টেবিলে পতিত খামটা তুলিয়া লইয়া সুরুচি বলিলেন, "এ যে সরোজিনীর নাম—তার চিঠি তুমি খুল্‌লে কি বলে ?"

"অ্যাঁ, বলনি কেন ?"—বিশ্বকর্ম্মা চমকাইয়া উঠিয়া চিঠি ফেলিযা দিলেন, সমস্তটায় চোখ বুলাইয়া গিযাছেন,—এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই।

"বল্‌ব কি—চিঠি পেলেই ছিঁড়ে পড়া।"

"সেই জন্যে বুঝতে পারছি নে,এখন করি কি ?"

"তা আমি কি জানি—"

"তুমি বাঁচাবে না তোমার স্বামীকে বিপদের সময ? এই বুঝি সতী ?"

তার পরে ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

"প্রাণেশ্বরী লিখলে কেন ? ওটা ভাল কথা নয,—বড্ড সেকেলে, মান্ধাতা যুগের—আর কিছু খুঁজে পেলে না ?"— ওদের ভাষা জ্ঞান মোটেই হয় নি—এই প্রাণেশ্বরী, হৃদযনাথ বড় বিশ্রী ভাষা।"

সুরুচির হাসি দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা রুষ্ট হইযা বলিলেন, "কি অন্যায়টা বলেছি ?"

"তুমি ওদের চিঠি পত্র লেখাটা শিখিয়ে দিয়ো—নিজের চিঠির কথা মনে নেই ? আনব ? কত সম্বোধন—কত কাব্য—"

"আমি অমন লঘু ভাষা লিখিনে—আমার মার্জ্জিত ভাষা—গুরুগম্ভীর ভাষা—কালীপ্রাসন্নিক ভাষা"—বলিযা বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন, বেলা হইয়াছে স্নানে যাইবেন, আবার বলিলেন, "যা হয় কোরো—যেটা ভাল হয়—বুঝলে ?"

সুরুচি চিঠিখানা লইয়া সরোজিনীর ঘরে গেলেন, "এই নাও তোমার চিঠি—তোমার কাকা খুলে ফেলেছেন, বুঝতে পারেন নি—"তার পরে হাসিয়া বলিলেন, আমিও একটু পড়ে ফেলেছি, সবটা নয়—যদিও মোটে এক পাতা চিঠী।"

সরোজিনী পান সাজা ফেলিয়া কপাটের আড়ালে ফিরিয়া বসিল—চিঠিটা তাহার কাছে রাখিয়া সুরুচি চলিয়া আসিলেন।

২৪

রবিবার—বিশ্বকর্ম্মা নভেল পড়িতেছেন, সাধারণতঃ দু এক পাতার বেশী পড়েন না, বইটা ভাল লাগিলে বাকী গল্পটা সুরুচির কাছে শুনিয়া লন,—ভাল না লাগিলে—"ছাই লিখেছে, এর চেয়ে আমি ঢের ভাল লিখতে পারি— কলম ধরি নে তাই—" বলিয়া বই ফেলিয়া দেন।

সুরুচি বলিলেন, "অত মন দিয়ে কি পড়া হচ্ছে ?"

"ওঃ কি বলব—চমৎকার!"

"বলনা কি এমন—"

"এই মেয়েটি অর্থাৎ নায়িকাটা স্বামীর আবার বিয়ে দিচ্ছে,—বেশ আনন্দ করে আগ্রহের সঙ্গে, তোমার মত নয়—"

"তোমার মত কপটাচারী স্বামী দুনিয়ায় আর একটি—"

"কটা স্বামী চাও তুমি দ্রৌপদীর মত ?"

"একটিও না—তোমাকেও না।"

"অপরাধ ?—"

"অপরাধ ? তুমি চাও আমি ঐ রকম উৎসাহ করে তোমার আবার বিয়ে দি।"

বিশ্বকর্ম্মা খুসী হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঔশীনরী ধারিণীর মত,—নাঃ সে তোমার দ্বারা হবে না—তেমন মহত্ত্ব তোমার নেই,—আঃ কি সুন্দর লেখা, পড়ি—আবার প'ড়, কি পতিব্রতা স্ত্রী, এরাই শক্তিরূপিণী আদর্শ নারী, ধন্য লেখক, এমন চরিত্র এঁকেছে,—কি না স্বামীর ভালবাসার পাত্রীকে খুজতে যাচ্ছে !"

"তোমার ভালবাসার পাত্রীটি কে বল।—আমিও তাকে খুঁজতে বেরুব।"

"খুঁজে কি হবে? তুমি প্রাণ ধরে তাকে এনে আমায় দিতে পারবে ?"

"বিয়ে দেবার জন্যে খুঁজব নাকি ?"

"তবে কি জন্যে ?"

"তোমাদের দু'জনকে জেলে পুরতে—বল নাম বল ?"

"আর কি বলি"—বিশ্বকর্ম্মা উপন্যাসে মন দিলেন !

মিনিট পনের পরেই সশব্দে বইটা ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "নাঃ যাচ্ছে তাই—বিশ্রী—এই সব বই আবাব চলে—না আছে প্লট না আছে আর্ট।"

"এত সুখ্যাতি—সব গেল ?"

"মরুক গে"—বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন।

"উঠছ যে ?"

"আর পারা যায় না বিছানায় থাকতে—"

বিশ্বকর্ম্মার মত অস্থির চঞ্চল মানুষ নিষ্কর্ম্মা সময় কাটাইতে পারেন না। সবে একটা বাজিয়াছে, একবার ঘড়ি দেখেন, একবার গান ধরেন, একবার বলেন, "চল কোথাও ঘুরে আসি।"

"দুপুর রোদে আমি ঘুরতে পারব না।"

"তা পারবে কেন ? স্বামীর কথা শোনা যে মহাপাপ।"

অবশেষে বিশ্বকর্ম্মা বৈকালের স্নানটা দু'টার সময়েই সারিয়া ফেলিলেন এবং পোষাক-কামরায় ঢুকিলেন।

নামে পোষাক-কামরা, কিন্তু পোষাক পরা হয় শয়ন ঘরে, ছাড়া হয় শয়ন-ঘরে, দুপুর বেলা নীহারের ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহাকে ডাকেন না—সমস্ত জামা-কাপড নিজেই বহিয়া আনিয়া খাট, টেবিল, ইজিচেয়ার, চৌকিতে মনের সাধে বিছাইয়া ফেলিয়া খুশীমত পরিতে আরম্ভ করেন। রবিবার দুপুরবেলা এই রকমেই কাটে। সুরুচি এই সময় কিছুমাত্র সাহায্য করেন না। তবে এর চেয়ে নীহারকে ডাকা শতগুণে ভাল—যেহেতু বৈকালে দুই ঘণ্টা ধরিয়া সে গুছায় পোষাক কামরা, এবং সুরুচি শয়ন-ঘর।

বিশ্বকর্ম্মা খুব নূতনের ভক্ত—পুরানো ড্রেসিং-টেবিলটা বাড়ী চালান করিয়া দিয়া একটা নূতন টেবিল কিনিয়া আনিলেন, সব শুদ্ধ সাতটা ড্রয়ার, উপর দিকে খাঁজ-কাঁটা ফ্রেম-হীন লম্বা আয়না বসানো।

অজানা দোকানে অর্ডার দিয়াছিলেন বাক্‌চাতুরীতে ভুলিয়া, দাম বড় বেশী। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "এক স্ত্রী ভিন্ন কিছুই পুরানো ভাল নয়"—অতএব মহা আদরে টেবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন, "নাও—কি একটা বাজে আয়না ছিল তোমার—"বলিতে বলিতে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চমকিয়া সরিয়া আসিলেন, "এ কি ! এ কি ! চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে নিজের চেহারা দেখে।"

সত্যই চেহারা দেখায় ভূতের মত অসম্ভব লম্বা ও সরু। সুরুচি রাগ করিয়া বলিলেন, "যেমন টেবিলের চেহারা, তেমনি গুণ—"

"কেন—কেন, দেখতে বেশ সুন্দর, আয়নাটা খারাপ দিয়েছে—ব্যাটারা ঠকিয়েছে, বদলে নিচ্ছি দাঁড়াও—"

"সব বদলে ফেল—ও বিশ্রী টেবিল আমি চাইনে—ড্রেসিং টেবিল

দু'টো কি তিনটে ড্রয়ার থাক্‌বে—না ঠিক দেরাজ, আমি ওরকম পছন্দ করিনে—ফ্রেম নেই, কন্ধকাটা আয়না—লক্ষ্মীছাড়া চেহারা—"

বিশ্বকর্ম্মা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "একেবারে নয়া ফ্যাসন তোমার জন্যে আনলাম, পছন্দ করলে না ?"

"পছন্দ নিজের—লোকে বললে হয় না।"

"তবে ক্যাটালগ দেখে বলে দাও, তৈরী করে দেবে,—এটাও থাক।"

"দু'টো ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই বিদেশে, তোমার কি—ছড়ি হাতে ট্রেনে ওঠা আর নামা—বদলীর কষ্টটা জান না তো—"

সেই টেবিলটা এখনো ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই,—পোষাকের ঘরে থাকিলে কখন আচম্‌কা বিশ্বকর্ম্মা ডরাইয়া উঠিবেন নিজের চেহারা দর্শনে, এইজন্য শয়ন-ঘরের একদিকে রাহিয়াছে।

আজ স্নানের পরে সেই আয়নার সামনে মনের ভুলে এক পা দিয়া তখনই সরিয়া আসিলেন।

সুরুচি বলেন, "দিলেনা ফিরয়ে ?"

"দেব, বলেছি তাদের।"

"তবে নেয় না কেন ?"

"গরজ নেই, টাকা দেওয়া হয়েছে—আর কি।"

"কাল আমিই পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা"—বলিয়া দেওয়ালের আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া টাই বাধিতে লাগিলেন।

একটু পরে সেটা খুলিয়া ফেলিয়া বো পরিতে পরিতে বলিলেন, "তুমি এটাকে কি বল যেন ?"

"কিচ্ছু বলি নে।"

"বল না, অত সঙ্কোচ কি ? ডগ কলার বল না তুমি ?

"বলিই তো।"

"আর কি বল ?"

"বলি যে মানুষের চেয়ে কুকুরের গলায় বেশী মানায়।"

"আর মানুষে পরলে ?"

"জানি নে।"

"কুকুরের মত দেখায় এই তো ? নিজের স্বামীকে কুকুর বল্‌লে ?"

সুরুচি বলিলেন, "কই বললাম, তুমিই জোর করে বলাচ্ছ—"

পোষাক পরা না হইতে মেঘ ডাকিল। ঘন মেঘ ও আসন্ন বৃষ্টি দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "যাচ্ছ কোথা ?"

"সেই লাইব্রেরীর মিটিংটা—"

মেঘে অন্ধকার হইয়া জোর বাতাস উঠিল, সুরুচি বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে কে বেরোয় ঘর থেকে।"

"দুর্য্যোগ কিসের—বর্ষাকালে ও রকম হয়।"

"আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, অত দুঃসাহসী হয়ো না।"

"দুঃসাহসে দুঃখ হয়—
দুঃশীলেরা নিঃসংশয়!"

"তুমি দুঃশীল—নিজেই স্বীকার করলে"

"তুমিও দুঃশীলা।"

"নিশ্চয়ই—নইলে মানাবে কেন ?"

সুরুচি মেঘ দেখিতে বারান্দায় গেলেন, ইতিমধ্যে নীহার আসিয়া উপস্থিত। বিশ্বকর্ম্মা ডাকিলেন, "ওগো – কই ?"

"যাও! ও কি ডাক ?—আমার নাম নেই না কি ? সব সময় ভাল লাগে না।"

"স্ত্রীর নাম ধরতে নেই।"

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রী গুরুজন না কি ?"

"তার চেয়ে বেশী, স্ত্রী যেমন স্বামীর নাম করে না—তেমনি।"

"ইস্ কি পুরাতনপন্থী—তোমায় চেনা মুশ্‌কিল !"

"তোমায়ও, আজও স্বরূপ বুঝতে পারলাম না—দিবানিশি সন্দিহান থাকি।"

বিশ্বকর্ম্মা আধুনিক নারী-প্রগতির তীব্র সমালোচক। কোন বন্ধুর স্ত্রীর চিঠি দেখিয়াছেন—স্বামীকে লিখিয়াছে—"প্রিয় পঙ্কজ" ; যখন তখন বন্ধুকে ঠাট্টা করিয়া ভুতছাড়া করেন—বিদ্রূপের চোখে বান্ধবীটি আর বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখীন হন না।

মেঘে ঘরের ভিতরে অন্ধকার, বাতি জ্বালিতে হইল, বিশ্বকর্ম্মাও তৈয়ারী—বারান্দায় বাহির হইয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেবল তোমার চালাকি।"

বলিয়া সচ্ছন্দমনে নিষ্ক্রান্ত—গাড়ী সবে বাড়ীর সীমা ছাড়াইয়াছে—মুষল ধারায় বৃষ্টি !

২৫

এবার তেজেনের পালা।

এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির—২৮শে আষাঢ় বা ১১ই শ্রাবণ তেজেনের বিবাহ।

বিশ্বকর্ম্মা ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন, সুরুচিকে বলিলেন, কোথায় বিয়ে কিছু জানা যাচ্ছে না।"

"তুমি যেটা দেখে এসেছিলে বগুড়ায়, সেইটে নয় ত ?"

"না—তা হলে তখনই হত।"

তখন হাতে অনেকগুলি দরকারী কাজ, ওদিকে ছোট ছেলের বিয়ে, নিত্য চিঠি ; তেজেন কলিকাতায় আছে, ইহাদের সঙ্গেই যাইবে।

দশ দিনের ছুটিতে বিশ্বকর্ম্মা চলিলেন। বান্ধবেরা বলিলেন, "আপনি বড ভাগ্যবান্, চৈত্র মাসটা কাটিয়ে এলেন, আবার এখনি চল্লেন, আমরা দু'এক বছর পরে দু'এক দিনের জন্যে যাই।"

এক মাস কি ভাই ? চার মাস থেকেছি। দশ দিনের জন্যে যাচ্ছি কেউ জানেন না ; তাঁরা লিখেছেন, এক মাসের জন্যে যেতে।"

পৌঁছিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, পরমহংসীরা আছেন কেমন ?"

তাপসী বলিলেন, "অতি উত্তম। মহাশয়ের কুশল ?'

"যে আজ্ঞে। প্রফুল্ল, এই বর্ষায় আয়োজন করে ফেল্লে ?"

"আপনিই ত পথ দেখিয়েছেন।" শ্রাবণ মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

উত্তর দেশ, চেরাপুঞ্জীর ছোট ভাই। পুণ্যাহের আয়োজন হইতেছে, ১১ই তারিখ হইতে ছয় দিন অহোরাত্রব্যাপী যাত্রা থিয়েটার চলিবে! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গান শোনা, দেখা, ভোরে পুকুরে ঝাঁপাইয়া স্নান এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কম্পন আরম্ভ! দেখিয়া দেখিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, পুণ্যাহেব পাট তুলিয়া দিতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা না পৌঁছান পর্য্যন্ত উৎসব অরুণের মত অপূর্ণাঙ্গ ছিল, এবারে গরুরের মত পাখা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। দিদি বলিলেন, "বাবা শুধু পথের দিকে চেয়ে থাকেন, একটা করে দিন যায়—বাবা বলেন, 'বোধ হয় ছুটী পায়নি'।"

এতক্ষণ আসল কথাটা হয় নাই—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পাত্রীটি ?"

"আপনিই তো দেখে পছন্দ করে গেছলেন, আমরা আর দেখিনি।"

"তেজেনের এগ্জামিনের পরে বিয়ে হবে কথা ছিল ?"

"সেই কথাই ছিল, প্রফুল্লকে তো জানেন ? ধরে পডলে আর এড়াতে পারে না, মেয়ের দাদা এমন নাছোডবান্দা যে, পারা গেল না।"

বিবাহ হইবে ভবানীপুরে, ভবানীপুর আত্রেয়ী নদীর তীরে।

নিকট আত্মীয় সকলেই আসিয়াছে—সুধীরা আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দিন পনের কুড়ি আগে সে মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছে। সুরুচির বাবা ভোর বেলায় বেড়াতে যান, প্রায়ই সুধীরাকে সঙ্গে লইয়া আসেন।

দ্বিজেন ঘরের মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া বলে, "সুধীরা দেখ্‌তো, আমার পিঠে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।"

সুধীরা তাহার পিঠে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পিঁপড়ে খুঁজিতে আরম্ভ করে।

দিদি বলেন, "বেশ, মামা-শ্বশুর ভাগনে-বউ—বেশ !"

দ্বিজেন বলে, একটু বড় হলে তখন মানবি—না সুধীরা ?"

তাপসী বলেন, "পদ্মপুরাণে আছে—ভাগিনা-বধু গীত গায়—মামা-শ্বশুর নাচে।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "একটু ভুল হয়েছে—এ যুগে শাশুড়ীরা নাচে।"

দ্বিজেনের আর কষ্ট করে জবাব দিতে হইল না—সে হাসিয়া কুটপাট।

তাপসী বলিলেন, "এটা শ্বশুরের নাচের যুগ—দিদি বলে, আপনি খুব ভাল নাচতে পারেন।"

"তোমার দিদি মিথ্যাবাদিনী।"

মিথ্যা কথা নয়—কলেজের এক সহপাঠীর কাছে বিশ্বকর্ম্মা কিছু নৃত্য শিখিয়াছিলেন, খালি ঘর পাইলেই মহলা দেওয়ার অভ্যাস আছে।

বিবাহের দিন বেলা নয়টার সময় বরযাত্রীরা রওনা হইল, পুণ্যাহের গানের জন্য বরযাত্রীর সংখ্যা অনেক কম, অতি নিকট আত্মীয়েরাই শুধু গেল।

বোনেদের বরযাত্রিণী হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ এবং নিমন্ত্রণ ছিল,

কন্যাপক্ষ হইতে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "চল পঞ্চরথী-বেষ্টিত হয়ে সসৈন্যে যাত্রা করি—জগতে একটা নতুন রেকর্ড রাখা যাক।"

"রথী নয়—রথিনী।"

"হ'ক ভুল—শুনতে ভাল হওয়া চাই—শুধু রথী? মহা মহা রথী।"

তাপসী বলিলেন, "যেতাম, কিন্তু আপনার ঠাট্টার ভয়েই যাব না।"

ভয়? তোমাদের ভয়? তোমার দিদি কবিতা লিখেছে—"

-ভাঙ্গি কারাগার

ভয় নাই ভয় নাই আর।"

সুরুচি বলিলেন, "দিদির কুষ্টী না কেটে শুয়ে পড়লে ভাল হয়—শেষ রাত্রে উঠতে হবে।"

সুরুচির বাবা গেলেন না—শরীর ভাল নয়!

ওদিকে বর-যাত্রীরা ট্রেণ হইতে নামিয়া আত্রেয়ী নদী পার হইতে না হইতে বোটের ভিতরেই চার-পাঁচ জন জ্বরে পড়িল, কন্যার বাড়ী পৌছিয়া প্রফুল্লের জ্বর—সেই রাত্রে নীহারেরও জ্বর।

পরের দিন বাসি-বিয়ে না হইতেই দ্বিজেনের জ্বর—জ্বর আসিবামাত্র দ্বিজেন লেপ মুড়ি দিবার বদলে বোটে উঠিয়া ঝাড়া দৌড় দিল, এবং আত্রেয়ী পার হইয়া ট্রেণ ধরিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

পিতা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কিরে? চলে এলি যে তুই? খবর কি?

"খবর ভাল—ষ্টেশনে আলো বাজনা পাঠাতে হবে, তাই এলাম।"

"সে সব তো প্রফুল্ল ঠিক করেই গেছে, তোর আসবার দরকার কি ছিল? তুই আচ্ছা ছট্‌ফটে।"

নিরুত্তরে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

বাড়ীর ভিতরকার অবস্থা এত চমৎকার যে 'কহনে না যায়'—সুরুচিরা পাঁচ বোন সারি সারি শুইয়া—খুড়িমাদের জ্বর, বোনঝিদের জ্বর, গুরুদেব আসিয়াছেন—তাঁর জ্বর। বিগ্রহের পূজারী ঠাকুর মন্দিরের

বারান্দায় কম্বলচাপা। দুই ঘরে দুই বৌ—লীলাবতী ও পদ্মাবতী লেপ মুড়ি দিয়াছে। এক কথায় দু' একজন ছাড়া বাড়ীশুদ্ধ যেন আড়ি করিয়া পাল্লা দিয়াছে, কার কত ডিগ্রী তাপ ওঠে।

দ্বিজেন বলিল, "ধুত্তোরি, আগে জানলে কি আসি ? এখন জ্বর নিয়ে এই সব রোগীর নার্সিং করব কি আমি ?"

দিদি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তোর কাছে আমরা কিছু চাইব না—তুই শুয়ে পড় !"

"সবাই মিলে কোঁ কোঁ করছ জলের জন্যে—না দিয়ে পারা যায় ? যাত্রা ! যাত্রা দেখতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি সবশুদ্ধ ?"

"আমরা কেউ যাই নি—মেয়েরা গেছলো শুধু।"

দ্বিজেনের বিশ্বাস হইল না—লম্ফ ঝম্ফ করিয়া দুই বৌয়ের কাছে গেল, —দুই জনই বলিল, তাহারা যায় নাই।

বাড়ীর রকম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া দ্বিজেন পুকুর-ঘাটে গিয়া বসিয়া রহিল—পুকুরে জেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

তেজেনের বিবাহের ভার পিতা প্রফুল্লের হাতে দিয়াছেন। মন্ত্রী দ্বিজেন। বাহিরে টিনের চালা উঠিয়াছে। সারি সারি বৃহদাকার উনান পাতা, কাজে-কর্ম্মে লোক লাগিয়া গিয়াছে, অথচ বাড়ীর এই দশা !

পরের দিন রাত্রে নব-বধূ আসিবে, উৎসাহ অনেককে কিছু চাঙ্গা করিয়া বিছানা হইতে উঠাইল, যাদের জ্বর বেশী তাহারা শুইয়াই অপেক্ষায় রহিল।

রাত্রি আটটায় বাজনা শোনা গেল, আধ ঘণ্টা পরে গাড়ী পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল, শুধু আলোয় বন্যা, কলরব নাই, কলরব করিবে কে ? সমস্ত গাড়ী প্রায় খালি, বেশীর ভাগ বরযাত্রী পথে নিজ নিজ বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছেন—সব জ্বর !

বধূ বরণ করিয়া লইল লীলা ও পদ্মা গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা ভারি দমিয়া গেলেন।

ফুল-শয্যায় দিন প্রায় সকলেই অন্ন-পথ্য করিয়া ফেলিল। যাহারা ডাক্তারের মত পাইয়াছে তাহারা, যাহারা না পাইয়াছে তাহারাও।

সন্ধ্যার পরে হলে উৎসব-সভা বসিল। মাঙ্গলিক গান ও নাচ, আশীর্ব্বাদ, উপহার, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। সুরুচির বাবা খাটের উপর বসিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মার উপহারখানি আর একবার পড়া হইল। সকলে সেইটি খুব পছন্দ করিয়াছে, গর্ব্বে আটখানা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বসিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মা এত কষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, আপনারা পড়িবেন না ? না পড়িলে চলিবে কেন ?

খুঁজে দেশ দেশ
এনেছি তো বেশ,
মনের মতন
বউটি তোর—
তোর বিয়ে দিয়ে
নিঃশ্বাস নিয়ে
ঘাম দিয়ে জ্বর
ছাড়িল মোর।
রোদে তেতে পুড়ে,
পথে পথে ঘুরে;
দফাটি নিকাশ
হবার যো,
তবু গঞ্জনা
সয়েছি রে নানা,
আমি না কি কিছু;
করিনে খোঁজ।

কনে' দেখে দেখে
দেশে দেশে হেঁকেঃ
গরু খোঁজা ভাই
করেছি দেশঃ—

তাই হেন কালে
মোদের কপালে
বউটি আসিয়া
জুটিল বেশ !

দিন দেখে শুনে—
জীবনের সনে
সাত পাক দিয়ে
বাঁধিলি যারেঃ

তার এজলাসে
শাসনের পাশে—
সাত পাকে বাঁধা
পড়িবি রে !—

ধাঁধার মতনঃ
আলেয়া যেমন।
খেলিয়া অমনি
পলায় ছুটি—

বিয়েটিও ভাই
দু'দিন যেতেইঃ
বুঝিবি রে ভাই
স্বরূপটি কি !

এখন তোমার
কোন কথা আর
লাগিছে না বুঝি
শুনিতে ভালো ?
উপবাস করে
সারাদিন ধরে
রাঙ্গা মুখ দুটি
হয়েছে কালো।
বেশী কিছু আর
নাহি বলিবার
বাঁধো দুই জনে
সুখেব ঘর।
চরণ কমল
দিলাম বাড়ায়ে
মাথা নীচু করে
প্রণাম কব।

তাপসী বলিলেন, "জামাই বাবুর উপাধি দেওয়া গেল কবিতাকাশ।"

দিদি বলিলেন, "সুধিরাব বিয়ের সময় আপনারা এলে বড ভাল হতো।"

"আচ্ছা জামাই বাবু, আপনাব মত ছিল না, না ?'

"ঠিক অমত নয়, তবে—"

"এখন ?"

"এখন আর জিজ্ঞাসা কবে লাভ কি ? তোমাব দিদিব অক্ষয় কীর্ত্তি।

"ফনী ভয় দেখিয়েছিল সর্দ্দা আইনের।'

"ঠিক"—সুধীরার দিকে চাহিয়া—"অন্ততঃ বছর তিনেক সে ভয় আছে।"

"আপনি বাঁচাবেন না আমাদের ?"

"তা কেন বাঁচাব ? বে-আইনী কাজ আমি করতে পারি, না উচিত ? তবে তোমাদের যা যা প্রয়োজন, যথা পঞ্চাশটা বালতি, ঘটী এসব আমি সাপ্লাই করব নিশ্চয়, জেলে তোমাদের অসুবিধে হবে না।"

সুরুচির পিতা বলিলেন, "আমার মেয়েরা বাপু, সব এক রকম ! এক একটা কাজ করে ফেলবে, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে। শেষে তাই নিয়ে একটা দুর্ভাবনা। যথার্থ অন্যায় কাজ করা হয়েছে, তাতে ভুল নেই।"

তাপসী বলিলেন, "আজকাল জেলে তেমন ভয় নেই। মেয়েরা স্বদেশীর পর থেকে যখন তখন জেলে যাচ্ছে।"

পিতা বলিলেন, "তা বেশ, ভয় নেই যখন তোরাও যা। তারা স্বদেশী করে গেছে, তোরা যাবি বে-আইনী কাজ করে।"

পর দিন সকাল বেলা দেখা গেল, বাড়ীর বেশীর ভাগ লোক বিছানা হইতে উঠে নাই, এবং বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে মূসলধারে।

টিনের চালায় রাঁধুনী বামুনেরা শেষ রাত্রে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিবে কথা ছিল, ভোর বেলা দেখা গেল, ঘরে মানুষের চিহ্ন নাই, অবিলম্বে রাঁধুনীদের নিকট হইতে খবর আসিল তাহাদের জ্বর, আসিতে পারিবে না।

বাড়ীর লোক জনের জন্য অতিরিক্ত যে পাচক দুটী রাখা হইয়াছিল তাহাদেরও দেখা গেল না, রাত্রে জ্বর হইয়াছে—ভোরে পলায়ন করিয়াছে।

তখন পরামর্শ সভা বসিল, সিদ্ধান্ত হইল প্রীতি-ভোজ এখনকার মত বন্ধ থাক, অগ্রহায়ণ মাসে হইবে।

২৬

তেজেনের বিবাহে থিয়েটারের কথা ছিল। প্রীতিভোজ বাদ গেল, অভিনেতাগণ থিয়েটার বাদ দিতে দিল না। দুইদিন পিছাইয়া গেল মাত্র।

দ্বিজেনের ইচ্ছা বাড়ীশুদ্ধ থিয়েটার দেখে—সেটা সম্ভব হইল না। দিদি গেলে নববধুকেও লইয়া যাইতেন—তাহার জন্যই থিয়েটার।

কেহ যখন রাজী হইল না—দ্বিজেন বলিল, "বাবা—ওর কেউ যাবে না—বৌদি ভাল আছে—সেও যেতে চাইছে না।"

"না—যাক—যাবে বৈ কি।"

লীলা ও পদ্মা জ্বর লইয়াই প্রস্তুত হইল—সখও আছে—থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া মাথা বাধিয়া শুইয়া থাকিলেই হইবে।

দ্বিজেন একপাক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—"এখনো কাপড় পরা হয়নি? তবে আমি নিয়ে যাব না, এত দেরি? এসব ঢিলে মানুষ নিয়ে আমার কাজ চল্‌বে না।"

দ্বিজেন গেল খুড়িমার বাড়ীতে তাড়া দিতে।

দ্বিজেন হঠাৎ রাগী মানুষ—যেমন গলা তেমনি চলন, ধাক্কা দিয়া দরজা খোলে, ধপাস্ করিয়া বন্ধ করে। বাহিরের ফুল বাগানে কথা বলিলে পুকুর ঘাট হইতে শোনা যায়। বাড়ীতে পদার্পণমাত্র সকলে বুঝিতে পারে যে দ্বিজেন আসিল।

লীলারা বুঝিল দ্বিজেন রাগ করিয়া গিয়াছে—অতএব ক্ষুন্নমনে দুই যায়ে কাপড় গহনা খুলিয়া শয়নের উদ্যোগ করিল।

তখনই খুড়িমার দল আগে, পিছনে চটাস চটাস্ চটির শব্দে দ্বিজেনের আবির্ভাব ঘটিল। খুড়িমার সখও লীলাদের মত—জ্বর গায়ে আসিয়াছেন—বলিলেন, "বাবারে বাবা, নুনুর কি রাগ—কই লীলারা কই? গিয়ে বসে থাকব ঘণ্টা খানেক—তবু নিয়ে বসিয়ে রাখবে।"

দিদি বলিলেন—লীলারা ধমক খেয়ে শুয়েছে।" দ্বিজেন ঘরে ঢুকিল—

২৮

নাটোর হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের রাজত্ব। সুতরাং চেনা লোক ও আত্মীয় কুটুম্বের অভাব নাই। বিশ্বকর্ম্মা পৌছিবার আগে সকলে "ক্যালকাটা গেজেট" মারফৎ জানিতে পারিয়াছে। পৌছিবামাত্র দিবা-রাত্র দেখা-সাক্ষাৎ।

দিন দুই পরে জরুরী কাজে মফঃস্বল যাইতে হইল। গাড়ীতে উঠিবার সময় বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এই দেখ, কত বড় একটা কথা তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি। যে ভিড়! তারার একটা সম্বন্ধ করেছেন রসিক বাবু— বিকাল বেলা গিয়ে ছেলেটি দেখে এস।"

তারা ফণীর বড় ভাইয়ের মেয়ে।

সুরুচি অবাক হইয়া বলিলেন, "সে আবার কি? কাউকে চিনি নে জানি নে—কোথা যাব?"

"ফণী জানে, ওকে নিয়ে যেয়ো।"

"তুমি এসে যেয়ো।"

"না না, আমি বলে দিয়েছি তুমি যাবে।"

"কি বিপদ! কে তোমায় কথা দিতে বলেছিল?"

"তারা তোমায় খেয়ে ফেলবে না—ভয় নেই, আমাদের বাড়ীর কাছে বাড়ী, যেয়ো কিন্তু, নইলে ভয়ানক লজ্জায় পড়ব।"

"পড়াই উচিত—মেয়েরা পাত্র দেখতে যায় কোথা?"

"বিংশ শতাব্দীতে মেয়েরাই সব করবে। এরোপ্লেনে সাগর পাড়ি দিচ্ছে—সাঁতারে রেকর্ড রাখছে, একটা ছেলে দেখে আসতে পারবে না? আলবাৎ পারতে হবে।"

সুরুচি কথা কহিলেন না।

"যেয়ো লক্ষ্মী যেয়ো, স্বামীর মান রাখবে নিজের সুবিধা না দেখে—

তবে না সাধ্বী ? ছেলেটি কলকাতায চলে যাবে আজ—তাই তাঁদের এত গরজ।"

বৈকাল বেলা সুরুচিকে যাইতে হইল পাত্র দেখিতে,—ছেলের মা খুব আদর-যত্ন করিলেন। অবস্থা বেশ ভাল, দেখিতেও ভালই ছেলেটি, ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া এখন গান বাজনা লইযা কাটায, খুব ওস্তাদ গাইয়ে।

সুরুচিদেব দেশেব আত্মীয সেই বসিক বাবু—দু'পক্ষেই তিনি ছেলেকে বলিলেন, গান গাহিয়া শুনাইতে।

সুরুচি বিপদগ্রস্ত হইলেন, বাবণ কবিলে অভদ্রতা হয়। ছেলের মার ইচ্ছাও যে গান গায। একটু হাসিও পাইল "একি মেযে দেখা না কি ?"

ছেলেটি হাবমোনিযাম বাজাইযা গান গাহিল—

"নিশি জাগরণে প্রেয়সী ঘুমায—
কুসুম শয়ন তলে।

সুরুচির সামনেই ছেলেটি বসিযাছে, সুরুচি মুখ ফিবাইযা জানালাব দিকে চাহিয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মাকে এই সময এক‌বার পাইলে হইত।

এই ধবণেব দুইটি গান গাহিযা ছেলেটি একটু থামিল। মা এবং রসিক বাবু অনুবোধ করিতে লাগিলেন "আব একটা গাও।"

সুরুচি আব থাকিতে না পাবিযা বলিলেন, "দুটো গান উপরি উপবি গেয়ে কষ্ট হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করুক।"

বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

বসিক বাবু প্রশ্ন করিলেন, 'ছেলেটি আপনাব পছন্দ হযেছে ? বেশ চমৎকার ছেলে, যেমন রূপ তেমনি গুণ।"

ছেলের মায়ের দিকে চাহিয়া সুরুচি বলিলেন, "আমি চিঠি লিখব, মেয়ের মা-বাপ যা লেখে, আপনাদের জানাব"—বলিয়া একেবারে গাড়ীতে।

বিশ্বকর্ম্মা বাড়ী ফিরিয়াই বলিলেন, "দেখতে গেছলে ?"

"হ্যাঁ"।

"কেমন ? কেমন ? খুব না কি গাইয়ে ?"

"তোমার যা কাণ্ড ! অমন অসভ্য ছেলের সঙ্গে না কি মেয়ের বিয়ে দেয় লোকে। মা, বড় ভাই, রসিক বাবু, আমি একজন অচেনা, পাড়ার কত মেয়ে—তা' গান গাইলে কি না, লক্ষ বার 'প্রেয়সী' 'প্রেয়সী' বলে—

বিশ্বকর্ম্মা সহাস্যে বলিলেন, "বাঃ ছেলেটি ত বেশ রসিক, বুদ্ধিমান। ওর এখন প্রেয়সী দরকার, মনটা উতলা হয়ে উঠেছে কি না, তাই দিদি-শাশুরীকে জানিয়ে দিলে।"

"কিন্তু তোমার বড ভাইপোটি যে বেরসিক—ও জামাই তার চলবে না, আমার ত মনে হলেই রাগ হচ্ছে।"

"নাঃ তোমায় পাঠিয়ে ভাল হয়নি, দিলে বিয়েটা পণ্ড করে।"

২৯

গৌরলাল চাকী নামে একটি ছেলে চাকরী করিতে আসিল। সুরুচি খুব দুঃখিত, ভদ্র ঘরের ছেলে, লেখাপড়া করে নাই, নদীতে বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অবশেষে এই দুর্গতি।

গোরার গানের গলা বেশ ভাল—অভিনয়-ক্ষমতাটি অসাধারণ, যা দেখি'ব, অবিকল নকল করিবে। সৌখীন জলখাবার তৈয়ারীতে সিদ্ধহস্ত, মুখে অষ্ট প্রহর খই ফুটিতেছে। দেশে প্রতিভার আদর নাই, নচেৎ সিনেমায় ঢুকিলে গোরা নামজাদা হইতে পারিত, কেই বা তাকে চেনে, আর কেই বা তাকে নেয়।

কিছুদিন পরে সুরুচির গোটা দুই টাকা হারাইল, কিছু বলিলেন না, রাগের চেয়ে সহানুভূতি হইল বেশী।

তারপরে হারাইল একটা দশ টাকার নোট।

সুরুচি গোরাকে বলিলেন, "গোরা, আমার মনে হচ্ছে তুই নিয়েছিস্।"

"নিই নি, চেয়ে নেব মা, চুরি করব না।"

সুরুচির বিশ্বাস হইল না, তবে আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু গোরা কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। রাণী নোট টাকা বিছানায় ছড়িয়ে রাখেন, বাক্সে তুলতে কোন দিন দেখলাম না।"

সব সময় বাক্স খুলিয়া বাহির করা অসুবিধা বলিয়া সুরুচি কিছু টাকা বাহির করিয়া একটা মানিব্যাগে দিনের বিছানার বালিশের তলায় রাখেন।

বিশ্বকর্ম্মার সেজ-দাদার ছোট মেয়ে সতী মেজ-বৌয়ের সঙ্গে আসিয়াছিল, মেজ-বৌ চলিয়া গেছেন—সে যায় নাই। তাহার বরফের উপর ভয়ানক ঝোঁক, বরফওয়ালাকে বলিয়াছে, "আমায় কয়টা বরফের বীচি এনে দিও, বুনে দেব।" বরফওয়ালা দাম চায়, সেই জন্য সে বারো টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

জানিতে পারিয়া সকলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

মাস দুই পরে গোরা আবার আসিয়া হাজির, নিজের দণ্ড স্বরূপে সুরুচি তার বেতন বেশী করিয়া দিলেন।

গোরার সখ হইল একদিন রান্না করিবে, ঠাকুরের উপর বিশ্বকর্ম্মা খুসী নন।

কি আয়োজন! কত রকম জিনিষ ছেঁচা হইল, গুঁড়া হইল, পেষা হইল, অন্ত নাই তার। একদণ্ড গোরা উনান ছাড়িয়া নড়িল না এবং ডিম, মাছ হইতে মোচা, থোড় পর্য্যন্ত কিছুই বাদ গেল না।

রান্নার পরে নিজের হাতে সমস্ত টেবিলে সাজাইযা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল।

কি সাংঘাতিক লবণ, যেন সেরকে সের হিসাবে দেওয়া হইযাছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঝ্যাটা খানিকটা লেবুর রস ঢেলে দিলেই পারত, আচার হয়ে যেত।"

পরে গোরা বলিল, "হয ঠাকুর নয় নীহার-দা চুপি চুপি নুন দিয়েছে।"

ফণী বলিল, "তুই ত আগাগোড়া আগলে বসে রইলি, দিলে কখন ?"

"ওর মধ্যেই দেওযা যায়, সাততলা বাড়ী থেকে চুরি করা যায়—এটা কি এমন কঠিন ?"

গোরাকে শাসন করা বিপদ, তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিলে হাসি চাপা মুস্কিল, হাসিয়া ফেলিলে শাসন চলে না, অতএব গোরা শাসনের বাহিরে।

মাইল তিনেক দূরে একটা বড় পুকুরে সাতারের বাজী খেলা হইবে, বেলা পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত। পুকুরের চারিপাশে দর্শকদের জায়গা, প্রকাণ্ড মেলা বসিযাছে।

গোরা যাইবে দেখিতে। ফণী বলিল, "তিন মাইল হেটে যাবি ? কি দেখবি সাঁতারের, কলকাতার লোক না কি তুই ?"

"কে হারে জেতে দেখব, যাব।"

"মরগে যা !"

গোরা চারিটার সময রওনা হইল, রাত্রি প্রায় আটটায ফিরিযা আসিল। একবার সুরুচি ঘরের বাহির হইয়া দেখেন অন্ধকার সিড়িতে বসিযা গোরা নিঃশব্দে দুই হাতে নিজের পা টিপিতেছে।

"ভয়ে চম্‌কে উঠেছি, ভূতের মত বসে আছিস কেন ? কখন এলি ?"

"মা, কষ্টই সার হল, আজ ভোরে উঠে নীহার দার মুখ দেখেছিলাম, পা ফুলে গেছে কেটে গেছে।"

ফণীর ঘর হইতে ফণী ও নীহার কথার শব্দে বাহির হইল। গোরা বলিল, "এই হেঁটে হেঁটে গেলাম, চার পয়সার টিকিট করে ভেতরে ঢুকলাম, বেড়া ডিঙ্গিয়ে।"

"বেড়া ডিঙ্গিয়ে কেন?"

"যে দোর খুলে দেয় সে ছিল না,—কে দেরি করে? লাফ দিয়ে পড়লাম এক কাঁটা গাছের ঝোপে—পা কেটে, কাপড় ছিঁড়ে একাকার।—বসতে যাচ্ছি অমনি দেখি সবাই হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল—বললাম, "তোমরা উঠছ কেন?" বললে "হয়ে গেছে।" কি করি—আবার কাটা পা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলাম।"

ফণী বলিল, "বেশ হয়েছে, বললে ত শুনবিনে তুই।"

"ঐ নীহার-দার জন্যে—আমি আর নীহার-দার ঘরে শোব না।"

গোরার সঙ্গে পারিবার যো নাই। নীহার বসিয়া আছে—আচম্‌কা পিছন হইতে গোরা দিল ধাক্কা, নীহার পড়িতে না পড়িতে সামনে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"ভাই নীহার-দা আর করব না—মাপ কর।"

দুপুর বেলা গিয়া ডাকে—"নীহার-দা, বাবু এসেছেন তোমায় ডাক্‌ছেন।"

নীহার তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে মিথ্যা, গোরাকে মারিতে যায়, গোরা বলে, "রাগ করো না নীহার-দা, তোমার পায়ে পড়ি, আমি তোমার ছোট ভাই।"

আর কি রাগ থাকে?

ফণীর পিছন পিছন গোরা ভেঙ্গাইয়া হাঁটে, সকলের হাসি শুনিয়া ফণী পিছন ফিরিয়া ছড়ি লইয়া আসে—"দোহাই ফণী বাবু—নাক-খৎ দিচ্ছি।"

অষ্টপ্রহর গোরা সকলকে জ্বালাতন করে—সুরুচি বলেন, "গোরা এবার ওঁকে বলব।"

"না মা, আমি এখন অনেক ভাল হয়ে গেছি—জিজ্ঞেস করে৷ দেখুন।"

ফণী বলে, "গোরা, কাকা অফিস থেকে এলে তুই ভেতরে আসিস নে কেন? ডাকৃতে হয় আবার।"

"কেন কেন, বাবু চুপি চুপি আসেন কেন?—আমরা কি জানি কখন এলেন? হুঁ—বলে আসেন না কেন?"

নীহার বলে—"হরণ স্থন্‌তে পাস না? তোর কপালে একদিন বাবুর হাতের পিট্টি আছে গোরা,—তা না হলে তুই ভাল হবি নে।"

"সে তুমি নীহার-দা—সে তুমি, তুমি সব সময় বাবুর কাছে কাছে থাক—ভাল ভাল জিনিষ পাও, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াও—পিট্টিও তুমিই পাবে, আমরা কেন? আমরা কেন? বললেই হল?"

স্থরুচি বলিলেন, "নীহার—শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম!"

৩০

স্থরুচির একান্ত সাধ দিলীপ-মহিষী স্থদক্ষিণার মত গাভী-পরিচর্য্যা করেন।

গাভীর খোঁজ পাওয়া গেল—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "দুধ কতটা হয়?"

স্থরুচি বলিলেন, "দুধ দিয়ে দরকার কি—গাই পেলেই হল।"

ফণী নিজে গিয়া দেখিয়া গাইটি কিনিয়া আনিল—গাইটির মেঘের মত কালো, রং, কপালে তারার মত সাদা তিলক, চারিটি পা সাদা—লেজের আগাটি ধবধবে সাদা চামর—পঞ্চ কল্যাণী ধেনু, সঙ্গে দশ দিনের একটি টুকটুকে লাল বাছুর। ধেনুর নাম করণ হইল নন্দিনী আর বাছুরের নাম লালু!

নন্দিনী বড ছোট্ট—একটুখানি। নোয়ান শিং, শান্ত চলন, শান্ত চাহনি। দিন পনেরর মধ্যে নন্দিনী বাডীর একজন হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার সাবান, তাহার কম্বল, তাহার ব্রাশ লইয়া বাড়ী শুদ্ধ সেবায় ব্যস্ত, বৈকালে ব্রাশ করিতে একটু দেরী হইলে নন্দিনী ঘরের ভিতর চলিয়া আসে।

নন্দিনীকে বাঁধা হয় না, লালুকেও না। বাডীর ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান—বাহিরেও তেমনি কম্পাউণ্ড, গেট বন্ধ থাকে—নন্দিনী স্বেচ্ছায় বৎস লইযা ঘুরিয়া বেডায়। নীহারের ছোলা, মটর ও শাকশব্জীর ক্ষেত নন্দিনী একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা অফিস ঘরে বসিয়া কাজ করেন—লালু কাছে চুপ করিয়া দাঁডাইয়া থাকে। নন্দিনী অকুণ্ঠ ভাবে সেই ঘরের ভিতর দিয়া একবার বাহিরে যায়—একবার আসে। বিশ্বকর্ম্মা চা খান—লালু মুখ বাডায়, প্লেটে তাহাকে ঢালিয়া দেন।

অন্যান্য ভদ্রলোক বাছুরের ব্যবহার দেখিয়া অবাক্—বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "এই ঘরটার উপর ওর ঝোঁক বেশী।"

সমস্ত দুপুর লালু সেই ঘরের মেঝের সতরঞ্চির উপর শুইয়া থাকে, একদিন ফুলদানীর ফুলগুলি খাইয়া ফেলিল, আর একদিন দু'খানা বড বড় টাইপ করা কাগজ, নীহার দৌড়িয়া আসিযা তাহার মুখ হইতে অর্দ্ধ-চর্ব্বিত কয়েক টুক্‌রা টানিয়া বাহির করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঘরটা বন্ধ করে রাখিস।"

নীহার বলিল, "মা, এ যদি আর কেউ করত—বাপু জেয়ান্ত রাখতেন না।"

খড়, খৈল নন্দিনী খুব কম খায়, নীহার বাজার হইতে ফিরিবা মাত্র তাহার পিছন পিছন আসে এবং নিজের ভাগ বুঝিয়া লয়। বাড়ীতে যে

দিন খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন থাকে, নন্দিনীর জন্য সে দিন দোকান হইতে ফরমাস দেওয়া; নিম্‌কী সিঙ্গাড়া জিলাপী আসে।

নন্দিনীর দুধ হয় প্রায় তিন সের, কিন্তু লালু খাইয়া যেটুকু বাঁচিবে, সেইটুকু দুহিবার কথা। দুহিবার সময় সুরুচি কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন।

পাড়ার মেয়েরা নন্দিনীর কাহিনী শুনিয়া দেখিতে আসেন, বলেন, "এ বেলা কতখানি দুধ হয়?"

সুরুচি অবাক—"এ বেলা মানে? হিন্দুরা দু'বার গাই দুইবে না কি? একবার যে দোয়া হয় সেই অন্যায়।"

তাঁহারা কথা পাল্টাইয়া বলেন, "তিন মাসের বাছুর! দেখলে মনে হয়, বছর দুয়ের!"

সুরুচির মনে বড় দুঃখ—সকলে দুধের খোঁজ করে, লালু নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্ক কি কেবল দুধের?

নীহার বলিল, "মা, ওরা সবাই দুই বেলা গাই দুয়ে নেন।"

লালু এখনও ঘাস খাইতে শেখে নাই, আদুরে ছেলের মত সর্ব্বত্র ঘুরে—মায়ের দুধও মন দিয়া খায় না। তা ছাড়া ভয়ানক বাবু! গোয়াল ঘরে চেটাই পাতা, তার উপরে খড় বিছান, সে বিছানায় লালু শোয় না, সে ঘরেও যায় না। রান্নাঘরের চওড়া বারান্দায় সন্ধ্যা না হইতে উঠিয়া বসে, রাত্রে সেইখানেই থাকে! রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সুরুচি উঠিয়া তাহাদের দেখিয়া যান, বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "তোমার যন্ত্রণায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার যো নেই—ওদের এ' ঘরে এনে রাখলেই পার।"

"ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে আনি নে।"

নন্দিনী যথার্থ কামধেনু, যখনই দুহিতে যাও, দুধ পাইবে। সে আসার পরে চায়ের দুধ নিয়ম করিয়া রাখা হয় না, কি রাত্রে কি দিনে নীহার বাটি হাতে আসিয়া বলে, "দেখি নন্দিনী, একটু দুধ দে।"

এক পোয়া দেড় পোয়া দুধ সব সময়।

নন্দিনী তেমন সভ্য হইল না, সুরুচি তিরস্কার করেন, নন্দিনী তাঁর গায়ে মাথা ঘসে। লালু সেই যে সন্ধ্যার আগে বারান্দার এক দিকে বসে, বেলা হইবার আগে আর ওঠে না, কিন্তু নন্দিনী রাত্রি ভোর না হইতে বেড়াইতে আরম্ভ করে। ঝোপ-জঙ্গলে ঢোকে, অন্ধকার মানে না। লালু আলো ছাড়িয়া এক পা যায় না।

ছ'মাস বয়সে লালু দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। রাস্তা ঘাটে যায়—সকলে চেনে, যে দেখে বাড়ীতে দিয়া যায়। বন্ধুরা বিশ্বকর্ম্মাকে বলেন, "আপনাব নন্দিনী সর্ব্বজানিত হয়ে গেছে, এ দেশের দুধ বড খারাপ, বেশ করেছেন।"

"না ভাই দুধেব খোঁজ রাখি নি, সব সময় নন্দিনীব সেবা চলছে তাই দেখতে পাই।"

এক দিন বাজারে এক ব্যাপারী নীহারকে বলিতেছে, "দেখ ভাই, আর একটা বাছুর হলে এটা বিক্রী করবে ত? আমাকে দিয়ো, দাম যা চাও দেব।"

নীহার বলিল, "পারবে দিতে?"

লোকটি গরুর গাড়ীর জন্য লালুকে চায়, বলিল, "দেব, কত দাম বল?"

রণজিৎ সিংহেব মত নীহাব জবাব দিল "কুড়ি বেত, আগে কুড়ি বেত খাবে, তার পরে লালুকে কেনবার কথা বলবে। আমাদেব লালুকে তুমি কিনতে চাও? এত বড আস্পর্দ্ধা!"

বাজারের মধ্যে বিষম গোলমাল! আউটপোষ্টের হাবিলদার উপস্থিত ছিল, সে ব্যাপারটা মিটাইয়া দিল।

বিদেশী যাযাবরদের কখনও মায়াব বাঁধনে বাঁধা পডিতে নাই ফল বড মর্ম্মান্তিক হয়।

কৃষি-প্রদর্শনী বসিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "লালুকে মেলায় পাঠাতে হবে।"

লালু এখন কালু হইয়াছে, সুপুষ্ট সতেজকায় কালো মিশ্‌মিশে পালিশ চক্‌চকে একটা ষাঁড়।

গো-প্রদর্শনী বিভাগে লালু প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। লোকে গাই কেনে দুধের জন্য, পরিচর্য্যা করে দুধের জন্য, বাছুরকে কেহই যত্ন করে না। ঘরে ঘরে পরিপুষ্ট গাই দেখিতে পাইবে, বাছুর কি একটাও সে রকম দেখা যায়? যত নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ী হোক না কেন?

সকাল বেলা যথারীতি মা ও ছেলেকে সাবান দিয়া স্নান করান হইল, বেলা একটাব সময় লালুকে লইয়া যাইতে প্রদর্শনীর লোক আসিয়াছে, কিন্তু কোথাও লালু নাই।

সুরুচি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "আমারই অন্যায় হয়েছিল. লালু কেন মেলায় যেতে যাবে? ওর অপমান হয় না? মনেব দুঃখে পালিয়েছে।"

সন্ধ্যার পবে গোবার উল্লসিত চীৎকার, "মা মা, লালু বসে রয়েছে।"

নিত্যকার মত লালু বাগানের দিকে মুখ করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে। রাত্রে লালুর সামনে যতই মহার্ঘ্য জিনিষ ধরা হোক না কেন, সে মুখ ফিরাইয়া দেখে না—খায়ও না।

ফনী বলিল. "লালুকে একদিন বিক্রী করতেই হবে, বদলী হলে তখন।"

সুরুচি এ ভাবনাটা চাপা দিয়া রাখেন, রাগ করিয়া বলেন, "সে ভাবনা তোমাদের কেন?"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "সুদক্ষিণা কি কামনা নিয়ে গো-সেবা করতেন, মনে আছে?"

"নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমি কোন কামনা নিয়ে নন্দিনীর সেবা করি না, ভালবেসে করি।"

৩১

চিঠিতে পিতার অসুখের খবর পাইয়া সুরুচি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এদিকে নিজের শরীরও খুব খারাপ, সেই সময় সুধীর আসিল।

সুরুচি বলিলেন, "আজই যাই চল।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আজ দিন ভাল নয়, আজ চিঠি লিখে দাও—ষ্টেশনে গাড়ী রাখতে।"

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে সুধীর ও সতীকে সঙ্গে লইয়া সুরুচি যাত্রা করিলেন।

রাত্রি এগারটায় ট্রেন হইতে নামিয়া দেখেন কেহ আসে নাই।

টিকিট-চেকার একবার গাড়ী হইতে নামিয়া একটু ঘুরিয়া আবার ট্রেনে গিয়া উঠিল, বলিল "আপনার লোক বুঝি আসেনি, খুব অসুবিধা হবে ?"

সুরুচি বলিলেন, "আমাদের চেনা ষ্টেশন, কিছু ভাবনা নেই।"

গাড়ী দাঁড়ায় তিন মিনিট, অবিলম্বে ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। সুরুচি বলিলেন, "লোকটি বেশ ভদ্র।"

সুধীর বলিল, "চেকার কুলোত্তম।"

"আচ্ছা, এখন গাড়ীর চেষ্টা দেখ, ভেবেছিলাম পথে তুই শ্বশুর-বাড়ী নেমে যাবি, তা আর হবে না।"

"আমিও এত রাত্রে শ্বশুর-বাড়ী যেতে চাইনে।"

ছোট ষ্টেশন, লোকজন বেশী নাই। যা দু'চারজন ছিল, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করিল। একটি কুলীর সন্ধান করিয়া তাহাকে বাক্স দুটি দিয়া সুরুচি বলিলেন, "গাড়ী পাওয়া যাবে না ?"

কুলী বলিল, "আছে একখানা, চলুন।"

ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ীর আস্তানা, গাড়োয়ান কথা কয় না, অনেক বলায় তিন গুণ ভাড়া চাহিল।

সুরুচি বলিলেন, "কেন, এটা ত গাড়ীর সময়, কিছু বেশী দেব।"

"না আমার গরজ নেই, যা চেয়েছি দেন ত যাব, নয় ত না।"

একে খাটিয়া ছাড়িয়া ওঠে নাই, তার উপরে উদ্ধত সুরের এই কথা শুনিয়া সুরুচি ভীষণ রাগিয়া গেলেন, সুধীরকে বলিলেন, "আমি হেঁটেই যাব।"

"যে আজ্ঞে, কিন্তু পারবেন না।"

"পারব, ও লক্ষ্মীছাড়ার খোসামোদ করব না কিছুতে!"

ষ্টেশন ছাড়িয়া বাজারের মধ্যে পর্য্যন্ত আসিয়া সুরুচির পা চলে না।

পথের দুইদিকে সারি সারি দোকান—দাঁড়াইবার জায়গা নাই। কিন্তু সুরুচির আর সাধ্য নাই, একটা চাঁপাগাছ তলায় দাড়াইলেন। কুলী বলিল, "ষ্টেশনের ওপারে অনেক গাড়ী পাওয়া যায়—আমার কথায় আসবে না—আপনি যান।"

সুধীর বলিল, "আপনি থাকতে পারবেন?"

"পারব, তুই যা।"

সুধীর চলিয়া গেল। কুলী একটা বারান্দায় বাক্স নামাইয়া বসিল। দোকান-ঘরের লোকেরা বাহির হইয়া কয়েকবার দেখিয়া দেখিয়া ভিতরে গেল, শেষে একজন কাছে আসিয়া বলিল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সঙ্গে কেউ নেই?"

সুরুচি বলিলেন,—"আছে—গাড়ীর জন্যে গেছে।"

"এই ট্রেনে এলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে ঘরে এসে বসুন—না হয় বারান্দায় উঠে বসুন।"

"না, এই বেশ আছি।"

লোকটি দু খানা চেয়ার আনিয়া গাছতলায় দিল—বলিল, "বারান্দায় বসলেই ভাল হত।"

"না, এখানে বেশ ঠাণ্ডা।"—বলিয়া সেই লোহার চেয়ার দু'টিতে সতীকে লইয়া বসিলেন। দিনটা গরম মোটেই নয়, কিন্তু ঘরে কি বারান্দায় কাহারও আয়ত্তের মধ্যে যাইবেন না। দোকানগুলি সবই খোলা এবং আলো জ্বলিতেছে, পথে আদৌ লোকজন নাই—ভয় ভয় করিতে লাগিল। হঠাৎ বিপদ হওয়া অসম্ভব নয়, এবং হইলে পরিত্রাণের পথ কি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

দোকানের লোকগুলি অনবরত বাহির হইতেছে, এ-দোকানে ও-দোকানে যাইতেছে, দেখিলেই বোঝা যায়, উদ্দেশ্যহীন গমন, অর্থাৎ কোন কাজের জন্য নয়, অকারণ। কুলীটি গামছা পাতিয়া ঘুমে অজ্ঞান, অন্ধকার আকাশের এক কোণে চাঁদের আলো দেখা দিল, কাছের কোন এক ঘড়িতে ঢং করিয়া বাজিল একটা,—সতী চেয়ারে ঘুমাইতেছে, সুধীরের পাত্তা নাই। চমৎকার অবস্থা। ইহাকেই বলে দৈব! তথাপি সুরুচি ভাবিয়া রাখিয়াছেন—"বাবার পরিচয় দেব না, লোকে বলিবে কি, তাঁর মেয়ে অত রাত্তিরে দোকানের সামনে গাছতলায় বসিয়াছিল! তা ছাড়া পরিচয় দিলে ষ্টেশন মাষ্টারই গাড়ী যোগাড় করিয়া দিত। সম্মুখে থানা, সেখানে গেলে উপায় হয়, দরকার কি? বিনা পরিচয়েই দেখা যাক না কি হয়, ভয়ের সঙ্গে কৌতূহলও আছে।

লাঠি হাতে দুইটি লোক পথে যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া সুরুচিকে দেখিতেছে, সুরুচি বলিলেন, "একটা কাজ করে দেবেন?"

"কি কাজ?" লোক দুটি একটু আগাইয়া আসিল।

"আপনারা কে?"

"আমি থানার কনষ্টেবল, এ চৌকিদার, রোঁদে বেরিয়েছি।"

"আমি মাইল তুই দূরে যাব, একটা গাড়ী পাইনে, একটা গাড়ী এনে দেবেন? আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি, যদি একটু উপকার করেন।"

"একটা গাড়ী ত ছিল—দেখি।" তুইজন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা না হইতেই গাড়ীর শব্দ ও গাড়ী আসিয়া হাজির, লোক তুটিও সেই সঙ্গে, কনষ্টেবলটি তাড়াতাড়ি বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া দিল, কুলীকে ডাকিয়া তুলিল, বলিল, "আপনি উঠুন।"

এতক্ষণে সুধীর আসিয়া উপস্থিত, দোকানদারেরা বাহির হইল, সুরুচি বলিলেন, "চেয়ার তুলে নেবেন।"

সুধীর প্রাণপণে খুঁজিয়াও গাড়ী পায় নাই। শেষে ফিরিয়াছে, ততক্ষণ গাড়ীতে বিছানা পাতা হইয়া গিয়াছে।

সত্য বলিতে কি, এই অবস্থা—এই অজ্ঞাত বিচিত্র অবস্থা সুরুচির ভাল লাগে, এমনি একবার হইয়াছিল, এমনি অচেনা মানুষের কাছে সাহায্য, আদরযত্ন—যেন পরমাত্মীয়ের মত। সেই ইজারাদারটির কথা, ভদ্রলোকটির কথা আজও মনে আছে। বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াছিলেন, "নাম-ধাম জেনে রাখনি কেন?" প্রায়ই বলেন, "যাও, স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে হাতে হাতে পাপের ফল পাও!"

কুলী বেচারীর কষ্টও আরামও, সুরুচি তাহাকে মজুরী দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

"বড কষ্ট পেলেন মা, যান এবার।"

কনষ্টবলরা তুনিয়ার মন্দ, এই লোকটি যেন কয়লার মধ্যে হীরা। সুরুচি বলিলেন, "আপনাদের উপকার চিরদিন মনে থাকবে।"

নিশি রাত্রি। গাড়ী না ছাড়া পর্য্যন্ত লোক তুটি দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে সহায় আপনি আসে, আসিতে বাধ্য।

-বহুদিন পরে সহসা অতর্কিতে শৈশবের মিশন-স্কুলে আবৃত্তি করা বাইবেলের তিনটি ঋষিবাক্য মনে পড়িল :

'ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের মহিমা', 'পৃথিবীতে শান্তি', 'মনুষ্যদিগেতে প্রীতি।'

৩২

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে মন্থরগতি গরুর গাড়ী বাড়ীর কাছাকাছি আসিল. ফুলবাগানের পাশে সুরুচি গাড়ী থামাইতে বলিলেন, নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিলেন। ভাড়ার চেয়ে বেশী দিলেন বকশিশ, বলিলেন, "তুমি বাক্স বিছানা ঐ বারান্দায় রেখে এস, গোল ক'র না, আমার বাবার অসুখ, ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে সুধীর গেল লীলার মহলে। সুরুচি বারান্দায় উঠিয়া দেখেন, সম্মুখের ঘরে বিছানায় কে শুইয়া আছে—জানালা ধরিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেন, সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুরুচির মেজদির ছেলে—ছুটিতে আসিয়াছে।

"বাবা কেমন ?"

"একটু ভাল।"

ঘরে আসিয়া সুরুচি দেখিলেন—পাশের ঘরের মেঝেতে দিদি শুইয়া আছেন—দিদির এই অভ্যাস, মেঝেয় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়েন, ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন ভোব হইয়াছে, আর বিছানায় শোওয়া হয় না।

"দিদি ওঠ।"

দিদির ঘুম তেমনি—অনেক চেষ্টায় ভাঙ্গিল, অবাক হইয়া রহিলেন।

"আমি—বাবার জন্যে—"

ওদিক হইতে লীলা উঠিয়া আসিল, সে পাকা গিন্নী হইয়া উঠিয়াছে, তেজেনকে ডাকিয়া তুলিল, এবং ময়দা মাখিতে বসিল। সুরুচি বার বার বারণ করিলেন, সে শুনিল না।

সুধীর বলিল, "আপনি না খান আমার দরকার আছে।"

তেজেন বলিল, ".আমারও।"

ঘড়ি দেখিতে আসিয়া পিতা সুরুচিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বড় খুকী না? এল কখন ও?

সুরুচি ঘুমের মধ্যেই শুনিতেছেন—অর্থাৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম। দিদি বলিলেন, "কাল রাত দুটোয়—"

"কি অন্যায়, চিঠি দেয় নি কেন?"

"চিঠি দিয়েছিল, আমরা পাইনি।"

"কার সঙ্গে এল? হেঁটে এসেছে নাকি?"

"না, গাড়ী পেতে দেরী হয়েছিল, সুধীর আছে সঙ্গে।"

এক সময় সুরুচি বলিলেন, "দিদি দোকানের লোকগুলোর জন্যে আমার যা ভয় করছিল, কেবলই ও-দোকানের লোক এ-দোকানে আসে, এ-দোকান থেকে ও-দোকানে যায়—আমারই পাশ দিয়ে এক-শো বার পথ পার হতে লাগল।"

দিদি বলিলেন, "তারা তোমায় পাহারা দিলে, অত রাত্রিরে একা পথে বসে রয়েছ সেই জন্য; কাছে এসে যদি বসে থাকে তবে খারাপ দেখায়, তাই ও-রকম করলে। লোকের ভালটাই ভাবতে হয়, ভগবান্ মাথার ওপর আছেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখলে কিছু অনিষ্ট হয় না।"

দুই মাস সুরুচি বাপের বাড়ী রহিলেন, কলিকাতা হইতে তাপসী, পদ্মা, দ্বিজেন আসিল, বিশ্বকর্ম্মা বার চারেক আসিলেন।

ঘোষ বংশের বউরা রূপে-গুণে অদ্বিতীয় হয়, এটা প্রায় প্রবাদ। পদ্মা সেলাই-শিল্পে ওস্তাদ, গান-বাজনায়ও। লীলা রান্নায়, গৃহকর্ম্মে, গৃহিণীপনায়।

বারান্দায় সকলে খাইতে বসেন, লীলা পরিবেশন করে, পিতা বসিয়া দেখেন। লীলা তাঁর সব চেয়ে বেশী স্নেহের—মেয়েরা বলে, মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী।

লীলার নৈপুণ্যের একটা উদাহরণ দি! হাট থেকে একটা ছোট্ট দু'সের ওজনের চিতল মাছ আসিয়াছে, দ্বিজেন চেঁচামেচি বাধাইল, ও-মাছ অন্ততঃ চার-পাঁচ সের না হইলে খাইবার যোগ্য হয় না, এবং গলায় কাঁটা বেঁধে। বেগতিক দেখিয়া দিদি বলিলেন, "গাছতলায় পুঁতে দিক্‌গে।" গাছের গোড়ায় প্রায়ই মাছের সার দেওয়া হয়!

লীলা মাছ লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

ঘণ্টা দুই পরে সেই মাছটা আস্তই একটা বড় থালায় পাতের কাছে আনিল এবং ছুরি দিয়া লম্বা ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া লীলা সকলের পাতে দিল। তখন দ্বিজেন বুঝিল অদ্ভুত উপায়ে সমস্ত কাঁটা ছাড়াইয়া গোটাই রান্না হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!" সকলের সামনে লজ্জা পাইয়া লীলা পলায়ন করিল।

ছেলেরা সাধ্যপক্ষে পিতার কাছে ঘেঁসে না, বউ-মেয়েরা ধমক খাইয়াও কাছে-কাছে, পাশে-পাশে! সুরুচি বলেন:

"পুত্র রহে পুত্র সম যত দিন না করে সে কলত্র গ্রহণ।
কিন্তু কন্যা রহে কন্যা সম যাবৎ জীবন॥"

বৌয়েরা গরদ মটকার সাড়ী পরিয়া মন্দিরের কাজ করে। মেয়েরা বাপের বাড়ী আসে, গোপালের ও পিতার সেবা—দুইই তাদের কাছে এক, একের তৃপ্তিতে অন্যের সন্তুষ্টি।

বার বছর বয়সে সুরুচি শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখেন, মাংস-পেঁয়াজ-ডিম না হইলে বিশ্বকর্ম্মাদের খাওয়া হয় না। দিদিকে বলিলেন। দিদি বলিলেন, "আমাদের সবার শ্বশুরবাড়ীই তাই, ওতে দোষ নেই, ওরা জাত ভালই।"

সুরুচির ধারণা ছিল, যাহারা ঐ সব খায়, তাহারা হিন্দু নয়। কপালে তিলক-কাটা, বাড়ীতে কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর মহোৎসব বৈষ্ণব সেবা—আবার মাংস পেঁয়াজও। তাঁহাদের পরিবারের মেয়েরা "কাটা কুটি" বলেন না। সুরুচি তরকারী "কুটিতে" চাহিয়া বিষম বিপদে পড়েন, "ও কি বউ, বানানো বলতে শিখলে না, আজও?' কাটা কথাটা যুদ্ধের ব্যাপার, বৈষ্ণব পরিবারে উচ্চারণ নিষেধ। তাঁহারা পাঁঠা ও বানান, কাটেন না।

তাপসী বলেন, "দিদি তুমি মোগলবাদশার হিন্দু বেগম।"

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "সোজা হিন্দু? হিন্দুয়ানীর জ্বালায় আমরা ত্রাহি ত্রাহি করি!"

তাপসী হোমিওপ্যাথিক জানেন, নিত্য বহুলোকে ঔষধ লইতে আসে, পিতা বলেন—"ও ভারি ডাক্তার হয়েছে!" আবার নিজের কোন অসুখ হইলে আগে তাপসীকে খোঁজেন—"কৈ রে ছোট খুকী, আমার ওষুধ দিয়ে যা।"

পিতার নিয়ম—বিবাহের পর ছেলেরা সস্ত্রীক গঙ্গা স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে।

নিমাইচাঁদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে—কাপড় পরিবে না, বিশ্বকর্ম্মার আসিবার দিন কয়েক আগে হইতেই পিসিমারা নিমুকে পাখী-পড়া করাইতেছেন—"পিসেমশাই আসবে, সভ্য হয়ে থেক।"

বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া দিন কয়েক নিমু সভ্য হইয়া রহিল,শেষে একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কাপড় ফেলিয়া ছুট্।—"অ নিমু—ছি ছি—"

"না—আমি আর পারি নে, তোমরা বললে, পিসেমশাই দু'তিনদিন থাকবে, দু'তিনদিন তো হয়ে গেছে, পিসেমশাই যায় না, কিছু না," বলিয়া নিমু নিরুদ্দেশ !

পিতা ডাকিলেন—"দাদামণি শোন শোন।"

"না দাদামণি, না, আমি কিছু শুনব না।"

নিমু বেশভূষার বাহুল্য সহিতে পাবে না—মায়ের সাড়ী-গহনার বহিাব দেখিযা বিবক্ত। কৃত্রিম সুগন্ধি সহিতে পাবে না—ফুল-ধূপ-চন্দন-গন্ধের ভক্ত। যাহাবা প্রসাধন দ্রব্যাদি ব্যবহার কবে, নিমু তাহাদেব হইতে দশহাত দূরে থাকে। "উঁ পিঁসিমা কিঁ তেঁল মেঁখেঁছ মাঁথায—ছিঁ। ছিঁ" বলিতে বলিতে নাক টিপিয়া ধবিয়া ঘব ছাডিযা পালায়।

পিতা বলিলেন "দামামণি খোকাকে ডাক।" খোকা—প্রফুল্ল।

নিমু গিযা দেখে পেফুল্ল স্নো মাখিংেছে—তৎক্ষণাৎ এক দৌডে এ ঘরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'বাবা তোমার স্নো মাখা হোল ? এসো, দাদামণি ডাকছেন।"

"পাজি ছেলে দাঁড়া"—

বৈকালে ছেলে-মেয়েকে পাউডার মাখাইবার সময় নিমু আগেই আয়ত্তের বাহিরে যায়। বোনদের বলে "পেত্নীরা, আমার কাছে আসিস নে।" এক একবার বলে, "আচ্ছা পিসিমা, কলের ময়দা কি এরারুট মাখলে হয় না ? ও-ও যা, এ-ও তাই, কেবল কেবল খানিক গন্ধ—বিচ্ছিরি গন্ধ।' দুষ্টামি কবিলে তাহার চবম শাস্তি—"আন্‌ত রে গন্ধতেলেব শিশিটা," ব্যস। নিমু ব্যাকুল হইয়া কাঁদে—"আর করব না —আর করব না।"

"দাদামণি তোমার কত মেয়ে ? এ ডাকে বাবা, ও ডাকে বাবা; সব পিসিমা তোমার মেয়ে ? এত মেয়ে কেন দাদামণি ?"

"তুমি আমার মেয়েদের ওপর চোখ দিয়ো না দাদামণি।"

বাহিরের বারান্দায় সকলে বসিয়া আছেন—নিমু বারান্দায় সামনের গোলাপ গাছগুলা দেখিতেছে—আটটি গাছ, নিমু গাছগুলি ভাগ করিয়া লইয়াছে, সিঁড়ির ডান-দিকের চারটি নিমুর, বাঁ-দিকের চারটি দাদামণির; নূতন কলমের গাছ, সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে।

"দাদামণি, দেখ দেখ, কি মজা! তোমার গোপাল কোন কর্ম্মের নয়, গাছে ফুল ফোটাতে পারে না, আমার গোপাল কেমন ফুল ফুটিয়েছে।" সত্যই নিমুর চারিটি গাছে পাঁচ-ছয়টা ফুল ফুটিয়াছে—তখনি ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া নিমু গিয়া পূজায় বসিল। একটু পরে প্রসাদ আনিয়া দিল—না লইলে রক্ষা নাই।

"দাদামণি—তোমার গোপালের কত গয়না, কত পোষাক, কত লোকজন, কত বাবুগিরি, তবু তোমার গোপালের কোন গুণ নেই—আমিও গরীব, আমার গোপালও গরীব।"

পিতা দিদিকে বলিলেন "হ্যাঁ রে, তোরা নিমুর গোপালের জন্যে কিছু দিস নে?"

"দেব কি বাবা—নিমু নিজেই সব নিয়ে আসে—না পেলে পূজোরী ঠাকুরকে মেরে আধ-মরা করে।"

"ছি দাদামণি, বামুনের গায়ে হাত দাও?"

"ও আলমারীতে সব বন্ধ করে রাখে কেন?"

নিমুর হাতের মার না খাইলে কাহারও দিন ভাল যায় না।

সাত বছরের ছেলের রামায়ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ, পুরাণ-উপাখ্যানে নিমুকে হারাইতে পারা কঠিন। নিমুর ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া এক এক সময় পিতার মুখ চিন্তার সূক্ষ্ম জাল পড়ে।

অন্নপ্রাশনের দিন নিমু ভয়ানক কাঁদিয়াছিল, হাতে-খড়ির দিন ততোধিক—শেষে ফিট হইবার উপক্রম, কোন সামাজিক কাজের

মধ্যে নিমুকে নামান যায় না। সে বড়দের সঙ্গে দীর্ঘ উপবাস করে—প্রতি পূজা-পার্ব্বণের দিন।

নিমুর কথার সুর ও ধরণ ঠিক সুরুচির পিতার মত। দ্বিজেনের আসিতে দেরী হইলে বলে—"বড়কাকা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? খাও দাদামণির কাছে আজ পিট্টি!"

"ছোট কাকা তুমি এত বেলায় ওঠো কেন? দাদামণি বলে 'ওটা কিছু লেখা পড়া করে না।'"

"এসেন্সের শিশিটা কোথা দিদি? দিই ওর গায়ে ঢেলে—"

দ্বিজেন কলিকাতায় যাইবে—প্রত্যেকবার প্রকাণ্ড ফর্দ্দ হয়।

ফর্দ্দে একশিশি অনুপমা তেলের কথা লেখা ছিল, তেলটা বাহির হইয়াছে অনেকদিন—এ পর্য্যন্ত আনা হয় নাই।

পিতা ফর্দ্দ পড়িয়া বলিলেন "অনুপমা কে?"

সবাই চুপ! সুগন্ধি জিনিষ ফর্দ্দে লেখা হয় না, গোপনে আনা হয়। অনুপমা বিশ্বকর্ম্মার ফরমাস, কিন্তু তিনি এমন ভাবে বসিয়া রহিলেন যেন কিছু জানেন না।

পিতা আবার বলিলেন "কে অনুপমা? কলকাতা থাকে? এখানে আসবে না কি?"

পিতা ভাবিয়াছেন অনুপমা কাহার কোন আত্মীয়, দ্বিজেন তাহাকে লইয়া আসিবে, ভুল না হয়, সেইজন্যে ফর্দ্দে লেখা হইয়াছে।

কে বলিবে অনুপমা তেল—মানুষ নয়?

পিতা একটু সন্দিহান হইয়া বলিলেন "সব চুপ করে আছিস কেন? চিনিস নে নাকি? লেখা কার? ছোটখুকীর লেখা—ও ত দুনিয়ার লোককে চেনে—ও ভারি দাতা! একে বাড়ী করে দেয়, ওকে টাকা পাঠায়, কলকাতায় ওরই বেশী ফরমাস।"

অবশেষে দিদি বলিলেন "ও একরকম তেল, মাথা ঠাণ্ডা হয়—ওরা আনতে দিয়েছে।"

"—তেল? তেলের নাম অনুপমা? যত সব"—বলিয়া ফর্দ্দ ফেলিয়া দিলেন।

পরে তাপসী বলিলেন "বেশ জামাইবাবু, একটি কথাও না।"

"কর্ত্তার কাছে অনুপমার ব্যাখ্যা?"

দিদি বলিলেন "বড়দি অবধি বাবাকে পেড়ে কাপড় পরতে দেখে নি, বাবা চিরদিন একরকম—ঐ পোষাকেই শ্বশুরবাড়ী যেতেন।"

"কর্ত্তার আবার শ্বশুরবাড়ী ছিল না কি? জামাইয়ের সামনে শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের বেরুবার সাহস হত না বোধ হয়। যাক্, ধাক্কাটা ছোট খুকীর উপর দিয়েই গেল।"

৩৩

সুরুচিদের মামা প্রফুল্লের সঙ্গে কাপড রং ও ছাপার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, সদুপদেশ লইতে আসিলেন যাইবার আগে ভগ্নীপতির কাছে,—

"শোন, তোমার ময়লা কাপড় চোপড় ধুয়ে দাও তো?"

"আজ্ঞে না, আমরা রং করি।"

"ঐ তাই মানেই তাই, ও দুইই এক, কোরা কাপড় ধুয়ে রং করনা তোমরা? তবেই হলো, আমার অনেকগুলো পশমী কাপড় চোপড় ময়লা হয়ে রয়েছে, সে-গুলো নিয়ে যাও বুঝলে? বেশ ভাল করে ধুয়ে দিও, ফাঁকি দিওনা যেন। তা হলে ব্যবসা চালাতে পারবে না, খুলেছ ত ধোবার ব্যবসা। হ্যাঁ, রং করো না যেন, আমার রংয়ের দরকার নেই; দামী কাপড় বুঝলে? নষ্ট হয় না যেন। এই ছোট খুকী, ডাক সরযূকে, আর তোদের ময়লা কাপড় চোপড় যা আছে দিয়ে দে তোর মামাকে।"

ছেলেদের সঙ্গে—"এই গোপু—ঠাকুর মশায়কে ডেকে আনতো।" (পুরোহিত ঠাকুর)।

"ঠাকুরমশায়ের বাড়ী আমি চিনিনে।"

"চিনিস্‌নে—ঠাকুর মশায়ের বাড়ী চিনিসনে? তোদের বাড়ী চিনিস তো?"

"চিনি।"

"কোনটা তোদের বাড়ী?"

"এইটে।"

"তবু ভাল, নিজের বাড়ীটা যে চিনেছিস, সেও ভাগ্য।"

নিমুর জ্বর হইয়াছে।

"খোকা, হাটে গিয়েছিলি কেন?"

"কিছু জিনিস-পত্র আন্‌তে।"

"নিমূব বিস্কুট আনিস নি কেন?"

"ভুলে গিয়েছিলাম—"

"আর যা যা কিনতে গেছলি সেগুলো ভুল হয় নি তো?"

"না।"

'নিমুর বিস্কুটটাই ভুল হয়েছে? তা বেশ—বেশ! ওটা বড়ই অপ্রয়োজনীয় জিনিস; তোদের সারাদিন যে রকম গুরুতর কাজ-কর্ম্ম, অত কি মনে থাকে? না অবসর হয়? ঠিক কথাই বটে।"

প্রফুল্ল আবার বাইক চড়িয়া আড়াই মাইল দূরে ছুটিল।

সুরুচির খুড়তুত বোন ইলা মাস তিনেক হইল আসিয়াছে, আজ যাইবে। ইলা তাপসীর বয়সী।

বারোটায় গাড়ী। বেলা নয়টার মধ্যেই তৈরি হইয়া ইলা কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ও বাড়ীতে জনে-জনের কাছে কাঁদিয়া প্রণাম আশীর্ব্বাদ সারিয়া বিদায় লইয়া আসিল এ-বাড়ী, সঙ্গে সকলেই আসিল।

মেজদির ঘরে গিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইল। দুয়াবে দিদির সঙ্গে দেখা, তাঁহাকেও প্রণাম ও কান্না, তার পরে সুরুচি, তাপসী প্রফুল্লরা, বৌয়েরা—একে একে সকলকেই সম্ভাষণ করিল এবং বিদায় লইল।

ইলাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে হল-ঘরে আসিল। বাড়ীর সামনে গরুর গাড়ী, বিছানা পাতা ও জিনিস পত্র তোলা হইযাছে, জ্যেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া এইখান হইতে ইলা গাড়ীতে উঠিবে।

বাহিরের বারান্দায় একদিকে একটা ইজি-চেযার, তার কাছে জল-চৌকী, জল, ঘটি, গামছা। পিতা একবার গরু-বাছুর গাছপালার তদারক করিয়া আসেন—হাত মুখ ধুইযা একটু বসিয়া বিশ্রাম করেন—আবার যান।

সবে পাঁচনটা রাখিয়া একটু বসিযাছেন,—ইলা গিযা কাছে দাঁড়াইল। 'জ্যেঠামশায়' বলিয়া পায়ের ধুলা লইতে গিয়া বসিয়া পড়িযা দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

গাড়োয়ান একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঘড়ী না দেখিয়াও তাহারা নিভুল সময আন্দাজ করিতে পারে।

ইলার কান্নার বহর দেখিয়া স্বামী বেচারা তাগাদা দিবার কথা ভুলিয়া গাড়ীর ও-পাশে আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—প্রফুল্লদের সঙ্গে নীচু সুরে কথা বলিতেছে। দুই বাড়ীর এত লোকের সামনে সে কিছু কুণ্ঠিত—স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ী হইতে লইযা যাইতেছে বলিয়াই না এত কান্না—সকলের চক্ষে সে অপরাধী, এমনি ভাব।

পিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেঁদে লাভ কি? নিজের বাড়ী যাচ্ছিস। কতদিন আর থাকা চলে, তা যখন ইচ্ছে তখন আসবি তার জন্যে আর দুঃখ কি—পৌঁছে চিঠি দিস। তোর বাড়ীটা বড় সুন্দর—

নদীর ওপর, আমি দেশের দিকে একবার যাব যাব করছি, যদি যাই তোকে দেখে আসব, আমার সঙ্গে আসতে পারবি তখন।"

এ সব কথায় ইলা কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না, সমান ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

খুড়ী-মা হলের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছেন। কেহ কাঁদে, কেহ চোখ মুছে, কেহ বিষণ্ন মুখে।

পিতা বলিলেন, "গাড়ীর সময় হয়েছে বোধ হয়, তোরা ওকে তুলে দে—ক'টা বেজেছে?"

গাড়োয়ান বলিল, "হ্যাঁ বাবু, সময় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

তাপসী ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এগারটা দশ।"

"তবে আর দেরী নয়, এবার ওঠ।"

দিদি ইলার হাত ধরিয়া তুলিলেন, ইলা চোখে-মুখে আঁচল ঢাকিয়া কান্নার জোর বাড়াইয়া দিল—দিদি তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, সে চোখে দেখিতে পাইতেছে না।

বাড়ীর যেই যেখানে যাক, পিতাকে প্রণাম করিয়া তার পরে গোপাল-মন্দিরে ও মণ্ডপে প্রণাম করিয়া যাত্রা করে।

মন্দির মণ্ডপে প্রণামের পরে ইলার গলা আরও উচ্চে উঠিল—দিদি তাহাকে গাড়ীর কাছে লইয়া গেলেন, ইলা অবিরত কাঁদে—গাড়ীতে ওঠে না।

পিতা বলিলেন, "দেরি করিস্ কেন? তুলে দে না, গাড়ী ধরতে পারবে না যে।"

ইলা যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে ও কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান চটপট বলদ জুড়িয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ইলার স্বামী ও প্রফুল্লরা হাঁটিয়া চলিল, জ্যেঠাশ্বশুরের সামনে সে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র গাড়ীতে

উঠিবে না। কিছুদূর গিয়া প্রফুল্লরা যখন ফিরিবে তখন সে গাড়ীতে উঠিবে। ভদ্রলোকটি বড় লজ্জাশীল।

বেলা দেড়টার সময় ইলারা ফিরিয়া আসিল, গাড়ী ফেল।

গাড়ী ফেল করা পিতার কাছে একটা বড় অপবাদ।

পরের দিন আবার যাত্রা। খুড়ী-মা খুব সকালেই ইলাকে তৈরী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সে-বিপুল কান্নার বেগে সব ব্যবস্থা বুঝি ভাসিয়া যায়। আবার বিদায় ও কান্না, সঙ্গে দুই বাড়ীর লোকজন—ইলা বাহিরের বারান্দায় আসিল, জ্যেঠা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার বিরাম নাই।

পিতা বলিলেন, "হয়েছে, আর কাঁদিস নে, কাল তো কেঁদে কেঁদে গাড়ী ফেল করে ফেললি আজও তাই করবি না কি? আর কেঁদে কাজ নেই—এবার গাড়ীতে ওঠ, তোরা দাঁড়িয়ে কেন? ওকে তুলে দে না? নিজের বাড়ী যাবি, এত কান্নার কি আছে? ওঠ্ গাড়ীতে ওঠ্।"

সকলের এত হাসি পাইল যে সামলানো দায়।

দিদি খুব শীঘ্র সামলাইতে পারেন, তিনিই ইলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

শ্বশুর-বাড়ীতে যাইবার কালে মেয়েরা বেশী রকম কান্নাকাটি করিলে পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হন। সেই ভয়ে সুরুচিরা কান্নার পালা সাঙ্গ করিয়া তবে পিতার কাছে আসেন।

কয়েকদিন পরে মেজদির ছোট মেয়ে উষার যাইবার দিন। সে এখানেই মানুষ। অল্পদিন বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাঁদিবার বয়স ও কথা বটে, কিন্তু সে খুব চাপা মেয়ে।

খুড়ী-মা বলিলেন, "দেখিস্ লো, বেশী যেন কাঁদিস্ নে, ভাসুর ঠাকুর রাগ করবেন।"

যথানিয়মে সজল চক্ষে উষা আসিয়া ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করিল!

"নে, গাড়ীতে ওঠ, তোর মাসীর মত কেঁদে কেঁদে যেন গাড়ী ফেল করিস নে, একটু সকাল সকাল যাওয়া ভাল।"

উষার মুখেও একটু হাসি ফুটিল। দিদি উষাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

পিতাকে কেহ বিচলিত হইতে দেখে না। মনটা খারাপ হইলে নীরবে নিজের বিছানায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকেন, কথাবার্ত্তা বলেন না, এইটুকুই প্রকাশ।

৩৪

বিশ্বকর্ম্মা বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা যাইবেন, চোখ ও মাথার যন্ত্রণায় সুরুচির রাত্রে ঘুম হয় না, ডাক্তার দেখাইতে হইবে।

পরামর্শ কবিবার জন্য সকাল সকাল অফিস হইতে ফিরিয়াছেন, সুরুচি ঘরে নাই। গোরা বলিল, "মা গোলক-ধাঁধায় ছবি দেখছে।"

"সে আবার কি ?"

নীহার বুঝাইয়া বলিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তবে আমি খেল্‌তে যাই।"

পোষাক বদলাইয়া বিশ্বকর্ম্মা 'হকি' খেলিতে চলিয়া গেলেন।

ছেলেবেলায় সুরুচিরা গোলক ধাঁধার ছবি দেখিয়াছেন, আর একবার দেখিবার সাধ। কতদেশ ঘুরিয়া বেড়ান কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না। (সেই মহারাণী বসে আছে, দুই দিকে দুই দাসী আছে) ছোট্ট কাচের খুপরী দিয়া কি প্রকাণ্ড ছবিগুলি দেখায়! সেই জিনিষ দেখিবার নেশা বর্ত্তমান সিনেমার যুগেও মেটে নাই। কয়েকটি ছবি স্পষ্ট মনে আছে এখনও। কাশ্মীরের মহারাণী দাসী-মণ্ডলীর মধ্যে। একটা শিকারের ছবি, প্রকাণ্ড হাতীর পিছনে একটা বাঘ

লাফ দিয়া উঠিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, হাওদার আরোহীরা ভীত সন্ত্রস্ত, একজন ভয়ে অজ্ঞান হইয়া অর্দ্ধপতিত। আর একটা বাঘকে হাতী শুঁড়ে জড়াইয়া উর্দ্ধে তুলিয়াছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে আর একটা বাঘ দেখা যায়, ভয়ে দুরু দুরু মন লইয়া বার বার সুরুচিরা সেই ছবিটি দেখিতেন। ছবিগুলি সবই সুন্দর রঙ্গীন ও অতি বৃহদাকার।

গোরা আজ পথে দেখিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে, পাশের বাড়ীর ডিপুটী-পত্নী অবাক্ হইয়া জানালা ধরিয়া দেখিতেছেন, সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখলে বুঝবেন।"

ছবিওয়ালা সুর করিয়া ছবির বর্ণনা করিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা ছবি বদল হয়।

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিলেন, একটু পরে ছবি দেখা শেষ হইল, সুরুচি ঘরে আসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে?"

"আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। আচ্ছা সখ তোমার।"

"সে রকম ছবি আর নেই, অনেক বদল হয়েছে, তবু ভাল লাগল, আর একদিন আসতে বলেছি, এখন বল কি?

"গোপুকে চিঠি লিখে দি একটা ফ্ল্যাটের জন্যে।"

"না—তার ফাইনাল এগ্‌জামিন।"

"তবে টিকিট কার্ড দাও।"

সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে একরাশ চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল।

২৪শে ডিসেম্বর সকালের ডাকেও কোন চিঠির কোন জবাব না পাইয়া উদ্বিগ্ন মনে তেজেনকে টেলিগ্রাম করিয়া বিশ্বকর্ম্মা রওনা হইলেন।

এবার দুর্জ্জয় শীত কলিকতায়—উত্তর বঙ্গের চেয়ে কম নয়। রাত্রি থাকিতে ট্রেণ শিয়ালদহ পৌঁছিল, তেজেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে।

হোটেলে আসিয়া সব উৎসাহ গেল। তেতালায় একটি ঘর,

সামনে বারান্দা নাই, ভিতরেব দিকে সংকীর্ণ বারান্দা, ঘর অন্ধকার, শীতে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির মুখের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "কি হলো ?

"এই ঘবে দশ দিন থাকব ?"

"তাই দেখছি, আচ্ছা, চা খেয়ে নাও তাব পব দেখা যাক।"

তেজেন বলিল, "আগে কেন লিখলেন না আমায়। কাল আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে সমস্ত দিন ঘুরেছি, সব হোটেল বোঝাই হয়ে গেছে, আর একটু দেরী হলে এ ঘরটাও পাওয়া যেত না !"

তেজেন থাকে এক বোর্ডিংএ, সেই হোটেলের মালিক গিবীন বাবুব বাড়ীও টাঙ্গাইল, বিশ্বকর্ম্মা কলিকাতা আসিলে সেখানেই ওঠেন, বলিতে গেলে সেটা ইষ্ট বেঙ্গল হোটেল। অষ্ট প্রহর ভীড়—সুরুচি পছন্দ করেন না বলিয়া সেখানে যাইতে চান না।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তোমাব জন্যেই ফ্ল্যাট চেয়েছিলাম, এখন দেখ মজাটা।"

বছর দুয়েক আগে সুরুচির বাবা অসুস্থ হইযা এই হোটেলে মাস দুই-তিন ছিলেন। তিনি অসুবিধা সহিতে পারেন না, অসুবিধা হইলে নিশ্চয়ই এখানে থাকিতেন না। তাপসী-দিদি-লীলা-তেজেনরা সকলেই তাঁর সঙ্গে ছিল।

সুরুচি বলিলেন, "তুমি যে বলেছিলে খাট টেবিল চেয়ার, খুব সাজান ঘর, আলো হাওয়া খুব—এই কি সেই ?"

তেজেন বলিল, "বাবা ছিলেন চার-তলায়। পাশাপাশি ঘর ছিল। তেতালা চারতলায় আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু গিরীনবাবু দুঃখিত হয়েছেন—আপনাবা তাঁর ওখানে গেলেন না বলে।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "তাঁর ওখানে রুম পাওয়া যাবে না, সব বোঝাই।"

সুরুচি বলিলেন, "এখানে একদিনও থাকা যাবে না।"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, ডাক্তার দেখান হোক আগে—যে জন্তে আসা।'

ফণী গেল ডাক্তারের কাছে। বৈকালে ডাক্তার দেখিলেন, চোখে দিলেন একটা ওষুধ, সঙ্গে সঙ্গে চোখে যেন পর্দ্দা পড়িয়া গেল, তিন দিন পরে আবার দেখিবেন।

তিন দিনের মধ্যে যাওয়া চলিবে না।

মফস্বলের লোক কলিকাতায় যে জন্যই আসুক মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সওদা করা। বাসস্থানের দুঃখে ফর্দ্দটি বাক্সের কোণেই রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে তেজেন আসিয়া বলিল, "আমার বোর্ডিংএ তেতালায় একটা ঘর খালি হয়েছে দুপুরবেলা। গিরীন বাবু আপনাদের জন্তে নিজে দাঁড়িয়ে ঘর ধোয়াচ্ছেন—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এ বেলা খাবার অর্ডার দিয়েছি।"

"তবে খেয়ে নিন—আমি জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাই, আবার এসে নিয়ে যাব।"

অর্ডার দিবার সময় বলা হইয়াছিল খাবার আটটার মধ্যে দিতে। সুরুচি বলিলেন, "মাংসটা না খাওয়াই ভাল।"

বিশ্বকর্ম্মা হোটেলের মাংস কদাচ খান না—সেদিন অন্যমনস্ক হইয়া ভুলিয়া গেলেন।

বোর্ডিংএ পৌঁছাইয়া দেখেন—গিরীন বাবু নিজে দাঁড়াইয়া ঘর সাজানো দেখাইয়া দিতেছেন। সাদা দাড়ী গৌরবর্ণ ঋষিপ্রতিম লোক। আয়না, ড্রয়ার দেওয়া নূতন টেবিল ও একটা নূতন চেয়ার। দুদিকে দুটি চৌকি, অন্যদিকে একটা আলনা, অপর একটা পুরান টেবিল—চেয়ার খান দুই, দেওয়াল ব্র্যাকেট।

গিরীন বাবু মহা উল্লাসে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আপনার আশ্রয় ছাড়া আমাদের গতি নেই।"

"হা-হা-হা—আমি সামান্য ব্যক্তি'—সুরুচিকে "আপনি কেমন আছেন?" দেখা হইলেই গিরীন বাবু সুরুচির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "এঁর জন্যই আসা।"

তেজেন বলিল, "গিরীন বাবু আপনাদের জন্যই এই টেবিল চেয়ার নিজে গিয়ে কিনে আনলেন।"

"কেন, কেন অনর্থক খরচ করা।"

"আহা, আপনারা তো নিয়ে যাবেন না? আমারই থাকল।"

সুরুচি বলিলেন, "বেশ করেছেন।"

সুরুচিও হোটেলে খান নাই, গিরীন বাবু ব্যস্ত হইয়া নিজেই গেলেন।

এবার বিছানা খোলা হইল, দশটি লোকের যোগ্য শয্যা, নীহার বাঁধিয়া দিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'করেছ কি? তোমাদের নিয়ে বিপদ।"

ভোর না হইতে বিশ্বকর্ম্মার ভীষণ পেটের অসুখ, সুরুচি বলিলেন, "হোটেলের মাংস কি খেতে আছে?"

"বারণ করলে না কেন জোর করে?"

গিরিন বাবু একজন ভাল হোমিওপ্যাথ, তিনিই ঔষধ দিলেন, পথ্যের ব্যবস্থাও করিলেন। বৈকালের দিকে কম পড়িল। কিন্তু ফণী পড়িল দারুণ সর্দ্দিজ্বরে, সতীরও সর্দ্দিজ্বর ও কাশি! বিশ্বকর্ম্মা দুর্ব্বল দেহে শয়ান, একা সুরুচি, সর্দ্দিজ্বরে পড়তে পড়িতে রোগীদের জন্য ঠিক হইয়া রহিলেন।

তেজেন থাকে চার-তলার চব্বিশ নম্বর ঘরে, পড়া ফেলিয়া অষ্টপ্রহর তাহার তের নম্বর ঘরেই কাটে।

এদিকে চোখের ডাক্তার চোখের চিকিৎসা করিতে করিতে মাথা ও নাকের জন্য বলিযা দিলেন, আর এক স্পেশালিষ্টের নাম—বত্রিশ টাকা ফি।

বত্রিশ টাকা ফিয়ের নাকের ডাক্তার তিন সেকেণ্ডে নাক-পরীক্ষা শেষ করিলেন, বলিলেন, "একদিন পরে আবার দেখ্‌তে হবে।"

যত বড় উপাধিওয়ালা ডাক্তাব, তত অল্প সময়ের মধ্যে রোগী দেখার নিয়ম। যখন দু'শো টাকা ফি হইবে, (সেদিনের বেশী দেরী নাই, এদেশে অতি দ্রুত ডাক্তারের ফি বাড়িয়া চলিয়াছে) রোগীস্পর্শ না কবিয়া দৃষ্টিমাত্র চিকিৎসা করা হইবে, অর্থাৎ ডাক্তারের দিব্য- দৃষ্টিলাভ ও রোগীর ভিটামাটী উচ্ছন্ন।

তের নম্বরের ঘরে বন্ধু বান্ধবের আগমন হয়। নৃপেন ডাক্তার বিশ্বকর্ম্মার পরিচিত ও স্পেশালিষ্টের সহপাঠী। চিকিৎসা বিভ্রাটের পরামর্শ-সভায় নৃপেন ডাক্তার বলিলেন, "ওঁর কিছুই হয় নি, তবে আমবা মফঃস্বলে প্র্যাকটিস করি চার টাকা ফি, আমাদের মতের মূল্য কি? বিলেত থেকে এক পাক ঘুরে না এলে প্রেসক্রপশনের আদর নেই জানেন তো?"

গিরীন বাবু অভিজ্ঞ লোক, তিনি বলিলেন, "কিছু দরকার নেই।"

বিশ্বকর্ম্মা সন্দিগ্ধমনা। নিজেই গেলেন আর একটি চেনা জানা বড় ডাক্তারের কাছে, তিনিও ঐ একই কথা বলিলেন। কলিকাতায় ডাক্তারের খপ্পরে পড়িলে নিস্তার নাই কোন কালে, ভাগ্য যে এ-ক্ষেত্রে তিনজনই একমত হইলেন, তবু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আর একবার।"

তিনজনই বলিলেন, "দেখুন, চিকিৎসার শেষ নেই! চোখের পর-

নাক, তারপর কাণ মাথা ছ'মাস চলবে, অনর্থক দরকার কি ? তবে টাকা খরচ করতে চান করুন ।"

সুরুচি বলিলেন 'এখন এখান থেকে গেলে বাঁচি।'

পরের দিন এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আনা হইল।

ঘরে ছিলেন বিশ্বকর্ম্মার এক কলেজপাঠী বন্ধু, অনেক দিন পর দেখা, তাঁহার সামনে হোমিওপ্যাথি জেরা আরম্ভ হইল,—নাম ধাম কুল গোত্র স্বভাব বয়স আচরণ—উত্তর দিতে দিতে সুরুচি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

তখনও শেষ নাই, "আচ্ছা আপনি কি ভাল বাসেন ? ঝাল না টক না মিষ্টি না তেতো কোনটা ভাল লাগে ? আমিষ না নিরামিষ ?"

এবার বিশ্বকর্ম্মা সোৎসাহ জবাব দিলেন "মিষ্টি, কুইনাইনে চিনি মেখে খান।"

"কবে আমি কুইনাইনে চিনি মেখে খেয়েছি ?"

"খাওনি ?—খাওনি ? সন্দেশের টুকরোর মধ্যে কুইনিন জড়িয়ে গলায় ফেলে দাও না ?"

ফণী বলিল; হ্যাঁ ঠিক।"

"বেশ। আচ্ছা, মিষ্টি ভাল বাসেন। তার পরে, কিছু মনে করবেন না—এটা আমাদের নিয়ম। সিমটম্ না জান্‌লে ওষুধ দেওয়া চলে না। আচ্ছা, আপনার স্বভাবটি কি রকম ? খুব শান্ত, ধীর—চুপচাপ ?"

বিশ্বকর্ম্মা পরম উল্লাসে সোজা হইয়া বসিলেন,—'এর জবাব আমি দিচ্ছি' বলিয়া তাঁহাদের সিগারেট দিয়া এবং নিজে ধরাইয়া বলিলেন, "কি বললেন—স্বভাব ? ধীর ? সর্ব্বনাশ ! মোটেই না, ভীষণ রাগী—ভয়ঙ্কর জেদ, কি বলব ? বারুদে আগুন। তার চেয়ে বেশী। কারও কথা মানা নেই, নিজে যা বুঝবে তাই।"

ডাক্তার অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতে শুনিতে মাথা নাড়িতেছেন (মনে

মনে বোধ হয় সিমটম মিলাইয়া লইতেছেন) পরে বলিলেন, "আচ্ছা কান্না ? মানে চোখে জল ?"

'ঠিক ধরেছেন, ঐ যে বারুদে আগুন—তার পরেই চোখে জল—মেঘ বিদ্যুৎ বৃষ্টির মত, সে সময় সামনে যায় কার সাধ্য ?"

বিশ্বকর্ম্মা সগৌরবে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন "ওষুধ দেবেন, আপনার ওষুধ ঠিক কাজ করবে, এই কড়া মেজাজ আর জেদটা যেন কমে,—সর্ব্বক্ষণ আমাদের তটস্থ থাকতে হয়।"

ডাক্তার একটু সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সত্যি ?"

'একেবারে ধ্রুব, নইলে উনি কিছু বলতেন না ? কিরে ফণী, সত্যি নয় ?'

ফণী বলিল, "একেবারে সত্যি।"

ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, সন্ধ্যা বেলা ওষুধ আনবেন।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "কেমন ? স্বরূপটি প্রকাশ হল তো ? আগুন কি ছাই-চাপা থাকে ?"

বন্ধুটি বলিলেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না !"

স্বরুচি বলিলেন, "শোনেন কেন ? উনি পনের আনা মিথ্যে বলেন।"

"তা বটে, ওকে আমি জানি। আজ চলুন না 'সোনার সংসার' দেখে আসবেন।"

"সোনার সংসার পেতেছি আমরা, তাই দেখে যান না, এলাম কলকাতা—তা সব পড়লেন বিছানায়।"

"আপনি কেমন আছেন ?"

"আমি নার্স, আমার অসুখ করলে চলবে কেন ?"

পরের দিন চোখের চিকিৎসা একরকম শেষ হইল। চশমার এক ডাক্তার অর্ডার লইয়াছিলেন—তিনি আসিয়া দেখিয়া ঠিক করিয়া গেলেন, এক জোড়া পড়িবার ও এক জোড়া আলো এবং রৌদ্রের জন্য।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "মোটে দু' জোড়া ? স্নানের এক জোড়া, শোবার এক জোড়া ?"

ডাক্তার বলিলেন, "শোবার জন্যে লাগবে না, ঘুমই চশমার কাজ করবে।"

কলিকাতা আসিয়া না আমোদ প্রমোদ, না সওদা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "ঐ ফণীর জন্যে, ওরই জন্যে যাত্রাটা নিষ্ফল হল, ছটা অবধি বারবেলা ছিল—তার পরে বেরুব ভেবেছিলাম—না, ও আগে গিয়ে বসল গাড়ীতে।"

"কৈ আমায় ত বল নি ? ষ্টেশনে ঘণ্টাখানেক বসেছিলাম, খানিকটা পরে এলেই হত, দিন দেখিয়েছিলে না কি ? তোমার কাণ্ডই আলাদা, বড়দিনের ছুটীতে আসবে তা আবার দিন দেখান।"

"দিন দেখাইনি, ঠাকুর মশায় এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।"

"তাই বল, বিষ্যুদ্‌বারের বার বেলা—যাত্রা একেবারে ব্যর্থ।"

"ব্যর্থ হয়নি, তোমার চোখের জন্যে আসা, সে কাজটা হয়ে গেল, সার্থক বই কি। কিন্তু নাকের চিকিৎসাটা যে বাকী রইল—আমার ভারি মন খারাপ লাগছে, ডাক্তারেরা কি রকম ব্যস্ত তোমার নাকের জন্যে দেখছ তো ? তবু তো বাঁশীর মত নাক নয়।"

সুরুচি বলিলেন, "আমার এই নাকের দাম বত্রিশ টাকা তা কি জানতাম ? তোমার উন্নত নাসিকাটি তো কেউ চেয়েও দেখলেন না !"

"আমরা সামান্য লোক—ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের নাক কাণ নিয়ে ডাক্তারেরা টানাটানি করে না।'

৩৫

বায়ু বেগে বিশ্বকর্ম্মা ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছেন। ঘোড়ায় চড়িলে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ঘোড়ার সখ যেমন—শিক্ষাও

দিতে পারেন তেমনি। যত দুর্দ্দান্ত দুরন্ত ঘোড়া হোক—বশীভূত করিবেনই। ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া এক থালা বাতাসা দেন পুরস্কার স্বরূপ।—'ওঃ—ও আজ যা এসেছে!—চক্ষের পলকে যেন উড়ে এলো!' —পিঠ চাপড়ান—আদর করেন—ঘোড়ার বিশ্রাম ও যত্নের সব আয়োজন তাঁর সাক্ষাতে, তার পরে নিজের বিশ্রাম।

অনেকে বারণ করে—'অমন করে ছুটবেননা—বিপদ হবে কোন দিন—'কে শোনে সে কথা? শ্বেতকায় প্রকাণ্ড ঘোড়া—যেমন বলবান—তেমনি তেজস্বী, মনের সাধে সর্ব্বত্র বেড়ান।

ফিরিতেছেন মফঃস্বল হইতে—পথ নির্জ্জন দুপুর বেলা। সম্মুখে এক সুবিস্তৃত শস্যের ক্ষেত, তাহার উপর দিয়া যাইতে হইবে। অন্য পথ নাই। উঁচু নীচু আল, মাটীর ঢেলা—একটু সংযত হইতে হয়। কিন্তু তেমনি তীর বেগে ছুটিতে ছুটিতে একটা বৃহৎ মাটীর ঢেলায় টক্কর খাইয়া হঠাৎ ঘোড়ার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল—তাহার পিঠ হইতে বিশ্বকর্ম্মা পাঁচ ছয় হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ক্ষেতের মধ্যে দূরে কয়েকজন চাষা কাজ করিতেছিল। তাহারা দেখিল—কাজ ছাড়িয়া ছুটিয়া কাছে আসিল।—বিশ্বকর্ম্মা অচৈতন্য, প্রিয় অশ্বটি পলায় নাই প্রভুর কাছে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইজন কাছে আসিল—আর দুইজন ছুটাছুটি করিয়া নিকটের গ্রাম হইতে লোক জন জড় করিল—তাহাদের মধ্যে অভিজ্ঞ লোক এবং ডাক্তারও আছে। শুশ্রূষার ফলে বিশ্বকর্ম্মার চৈতন্য হইল—কিন্তু উত্থান শক্তি রহিত। কেহই বিশ্বকর্ম্মাকে চেনেনা, তিনি নির্দ্দেশ দিলেন—সকলে তাঁহাকে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিল। বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়।

অবিলম্বে ডাক্তার বন্ধু বান্ধব আসিয়া পড়িল। মেরুদণ্ডে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। অন্ততঃ দুই তিন মাস শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইবে।

'ঘোড়াটা অলক্ষুণে—বেচে ফেলুন—'

—'আমি পড়েছি নিজের দোষে—ও আমায় ফেলে পালায়নি—তখন ও ছাড়া কাছে কে ছিল?—ওর কোন দোষ নেই।'

সুরুচি ছিলেন পিত্রালয়ে—সেইদিনই তাঁহাকে আনিতে পাঠানো হইল। তিনি আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।—দুঃখিত হইলেন না—মনে মনে বলিলেন—'যাক্ দুতিন মাসের জন্য নিশ্চিন্ত! —ছুটো ছুটি তো বন্ধ হলো!'—

—দিনরাত ঘরে আটক,—ইহা কি বিশ্বকর্ম্মা হেন চঞ্চল স্বভাবের সহ্য হয়?—অন্য অসুখ নাই—অন্য বিধি নিষেধ নাই—শুধু বিছানা হইতে ওঠা বারণ। সুতরাং লোক জনের গতি বিধি বাড়িল—সারা দিন ঘরের মধ্যে হাসি-গল্প-আড্ডা, কত রাত্রি হয় তবু আড্ডা ভাঙ্গেনা। মজলিস না হইলে বিশ্বকর্ম্মা কি কড়িকাঠ ধ্যান করিবেন?—ক্রমে বাড়ীটা রেষ্টুরাণ্ট হইয়া উঠিল!—

সুরুচি বলিলেন—'ভেবেছিলাম ভাল হলো,—এ দেখি উল্টো—'

'ভাল হলো?—কি ভাল হলো ভেবেছিলে?'

'বাইরে ছুটো ছুটি বন্ধ—ভাল নয়?—কিন্তু আড্ডা তো বিরক্ত ধরিয়ে দিলে—'

'আমি পড়ে কোমর ভেঙ্গেছি, সে হলো তোমার ভাল? এই না কি? এই না কি স্ত্রীর কথা!—তুমি স্ত্রী নামের অযোগ্য।'—

নীহার বলিল—'অমন কথা কি বল্‌তে আছে মা?'

শীতকাল।—বিশ্বকর্ম্মা কঠিন পীড়া হইতে উঠিয়াছেন সবে,—ডাক্তার এবং অন্যান্য লোকেও বিশেষ করিয়া ধরিয়াছে ছুটি লইয়া পরিবর্ত্তনে যাইতে। বিশ্বকর্ম্মা শুনিলেন না, 'অসুখ হলেই যদি ছুটি নিতে হয়—তবে চাকরী ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

যাঁর অসুখ তিনি যদি এই কথা বলেন—অন্যের কি মাথা ব্যথা? সুতরাং সকলে চুপ করিয়া গেল। সুরুচি সরোজ সুধীর নীহার প্রত্যেকেই এক পালা ম্যালেরিয়া সাঙ্গ করিয়া উঠিয়াছে।—সকলেরই একটা পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু মূল যিনি তিনিই নারাজ—আর কার জন্য ভাবনা?—বিশ্বকর্ম্মার অসুখই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আর সকলের তেমন নয়।

পথ্য করিবার দিন দুই পরে অফিস যাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্ততঃ সাত দিনের ছুটি লইয়া ঘরে বিশ্রাম করিলেও হইত। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"এমনি দেরি হয়ে গেল—কাজ জমেছে পর্ব্বত প্রমাণ। হয়েছে কি আমার যে বিছানায় পড়ে থাকবো?"

কয়েক দিন পরে মফঃস্বল!—সুরুচি বলিলেন—'অফিস যাওয়াই অন্যায় হচ্ছে,—আবার মফঃস্বল?'—

—'না—তোমার আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকি'—

—'কথার ছিরি কি?—যা খুসী করগে, এবার অসুখ কবলে ধার দিয়েও ত আসবোনা'—

—'কত তুমি এসেছ? খালি ঘুম—ডেকে সাড়া পাইনি একদিনও'—

—'ভদ্রলোক হ'লে কি এতই মিছে কথা বল্‌তে হয়?—না এসেছি-বেশ করেছি'—

—'আমিও যা ইচ্ছে করবো—বেশ করবো।'

কাজটা জরুরী—গন্তব্যস্থান মাইল দশেক দূর। রীতিমত যোদ্ধৃবেশ পরিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একটি অনুকর্ম্মী।

অল্প বেলা আছে—বিশ্বকর্ম্মা একটা গ্রামে পৌঁছিলেন।—এখান হইতে গন্তব্য স্থান বেশী দূর নয়। কিন্তু এদিকে এই প্রথম আসা—সবে অল্পদিন এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রাম হইতে পথ প্রদর্শন জন্য একজন চৌকিদার চলিল সঙ্গে।—

গ্রাম ছাড়াইয়া নদী।—নদীর ধার দিয়া পথ।—তিন দিকেই শস্যের ক্ষেত।—ক্ষেতের পরে পরে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সীমা রেখা।—দুইটি ঘোড়া পাশা পাশি চলিয়াছে,—পিছনে চৌকিদার।

সন্ধ্যা হয়—হয়। নদীর কিনারে—পথ হইতে কিছু দূরে তিনটি লোক প্রায় জল ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে,—তাহাদের সামনে একটী ময়লা কাপড় পাতা—তাহার উপর কি সব ভাগ করিতেছে—অভিজ্ঞ দৃষ্টি মূহুর্ত্ত কাল মধ্যে বুঝিল উহা গহণা পত্র এবং টাকা পয়সা, —গোছা ভরা কাগজের থাক—সম্ভব নোট।

পূর্ব্ব দিবস একটা বড রকম ডাকাতি হইয়া গিয়াছে—ঐ ঠিক সম্মুখের গ্রামে। বিশ্বকর্ম্মা মৃদু স্বরে বলিলেন—'বাণী বাবু—ওরা না পালায়!'—

ক্ষেতের ধার ঘেঁসা পথ ছাড়িয়া নিমিষে ঘোড়া দুইটি নদীর ধারে তিন জনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—খুব সাবধানী লোকও অসতর্ক ভাবে মারাত্মক ভুল করে।—ইহারাও তাই করিয়াছে।—খুব নিবিষ্ট ভাবে ভাগ বাঁট্‌রা করিতেছিল,—পথে অনেক লোক যায়-আসে, —এ দেশে যে সে ঘোড়ায় চড়ে—প্রায় চাষী গৃহেই ঘোড়া আছে, অনেকেই ঘোড়ার পিঠে ধান বা মাল বোঝাই দিয়া হাঁটিয়া যায়। সুতরাং বিষয়টী লক্ষ্যের মধ্যে নয়।—কিন্তু যে দিকে লোকে নিশ্চিন্ত থাকে —সেই দিক্ হইতেই আসে বিপদ।

—'করিস কি তোরা এখানে?'—ধমক নয়—সহজ প্রশ্ন।

অশ্বারোহী দ্বয়ের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তাহারা চমকিত হইল—এবং নিমিষে সামনের গহণা টাকা পয়সা গুটাইয়া ফেলিল। তৎপূর্ব্বেই বিশ্বকর্ম্মা দেখিয়া লইয়াছেন—এক রাশি অলঙ্কার—রূপার টাকা এবং নোটের গাদা। ঘোড়া হইতে দুইজন নামিয়া পড়িয়াছেন—পুঁটুলীটা লইয়া একজন, বোধ হয় সেই প্রধান—ছুটিবার উপক্রম মাত্র

বিশ্বকর্ম্মা বজ্র মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বাণী বাবু ধরিয়াছেন একটীকে—তৃতীয়টীকে চৌকিদার। বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি ছয় জনে! কোথাও কোন লোকজন নাই—সাহায্যের আশা বৃথা। এক দলের ইচ্ছা পলায়ন করা—আর এক দলের ইচ্ছা আটক করা, উভয় পক্ষেই প্রাণপণ চেষ্টা।—দারুণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল,—পুঁটুলীটা নদীর ধারে পড়িয়া আছে,—সেটার দিকে আর কাহারও লক্ষ্য নাই।—

মাঝে মাঝে ঘোড়া ধরিতে হয়—নচেৎ পলায়—দুইটিই নূতন ঘোড়া।—দারুণ বিপদ!—ওদিকে চৌকিদারকে মাটীতে ফেলিয়া দস্যু তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে,—বিশ্বকর্ম্মার সবুট চরণের সজোর প্রহারে দস্যু ছিটকিয়া পড়িল,—চৌকিদার তাড়াতাড়ি উঠিল—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন'—ওটা পালায় পালাক—তুই হাঁক দে—এইটাকে ছাড়া হবেনা।'—

বাণীবাবু খুব বলবান—তবু দস্যুর হাতে নাস্তানাবুদ। বিশ্বকর্ম্মার শরীর দুর্ব্বল—তায় প্রধান দস্যুটা পড়িয়াছে তাঁহারই ভাগ্যে।—কিল চড় চাপড় এক্ষেত্রে কার্য্যকারী হয় না।—কোনমতে বাঁধিতে পারিলে হয়।—কিন্তু ঘোড়া এক বিপদ ঘটাইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—ধর ঘোড়া—ছুটো'—চৌকিদার দুইজনের ঘোড়া ধরিল। তখন তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিছুতেই হাত ছাড়াইতে না পারিয়া দস্যু বিশ্বকর্ম্মার ডান হাত সবলে কামড়াইয়া ধরিল।—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে ছাড়িলেন না। প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া—চৌকিদারের পাগড়ী লইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন।—ওদিকে ভূপতিত দস্যু কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া ছুট্ দিয়াছে,—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'ধর—ধর—'

চৌকিদার হৈ হৈ করিয়া ছুটিল তাহার পিছনে। বাণীবাবু হিম শিম খাইয়া গিয়াছেন—তখনো ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা দুই ঘোড়ার লাগাম ধরিয়াছেন এক হাতে—অপর হাত বাণীবাবুর

সাহায্যে—এইবার বাণীবাবু শত্রুকে দমন করিলেন—এবং তাহারই গামছা—তাহার দুই হাত এবং কাপড়ের অর্দ্ধেকটা পদদ্বয় বাঁধিয়া ফেলিল।—

চৌকিদারের হাঁক অনেকদূর গিয়াছে, দুই একটি করিয়া লোক জুটিতে লাগিল—তাহারাই বন্দীদ্বয়কে লইয়া চলিল।

যে বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল—দারোগা দলবল সহ সেখানেই আছেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা তার মধ্যে ডাক্তারও—বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার উপর অনেকটা স্থান ঘিরিয়া চক্রাকারে দস্যুর দাঁতের গভীর দাগ। দাঁত অনেকটা ফুটিয়া বসিয়াছিল—ফুলিয়া রক্ত জমিয়া আছে। ডাক্তর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অপহৃত পুঁটুলিটা বাণীবাবুর কাছে।—গৃহ স্বামীর বিবৃতি এবং দারোগার ডায়রির সঙ্গে ঠিক মিলিয়া গেল। চৌকিদার পলাতক আসামীকে ধরিয়া লইয়া হাজির!—সঙ্গে কয়েকজন গ্রাম বাসী।—ইহাদের সাহায্যেই ধরিয়াছে। ধানক্ষেত বা লোকের বাড়ীর বেড়া ডিঙ্গাইয়া ছুটিতে ছুটিতে একজনের আঙ্গিনায় ধরা পড়িয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'সবে অসুখ থেকে উঠেছি—না হ'লে তিনটেকেই আমি'—

'অবাক হয়ে গেছি সার—দেখতে তো তেমন নন, এক্সারসাইজ অভ্যাস আছে নিশ্চয়—

'তা আছে।'

'দেখতে কিন্তু বাণীবাবু—যেন পাহাড়'—বাণী প্রসাদ সিংহ হিন্দুস্থানী।

'সার না ধরলে আমি পেরে উঠ্‌তাম না।—ব্যাটারা কি কম এক একটা?'

ডাক্তার বলিলেন—'শুধু দৈহিক বলে কিছু হয়না।—বল কৌশল দুই-ই চাই।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'তুই বেটা চৌকিদারের নাম ডুবিয়েছিস! অক্কা পেয়েছিলি তো?—দে—চাপরাশ ফিরে দে—'

বিনয়ে লজ্জায় চৌকিদার মাথা হেঁট করিল।

তিনটি আসামীর দ্বারা দলের লোক সব ধরা পড়িল। প্রধান আসামী ত্রয়ের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়া গেল—অপর সকলের কিছু কম।—অপরাধ ইহাদের এই একটী নয়। এইরূপ অনেকগুলি অপরাধের আসামী ইহারা।—

চৌকিদার পাইল আশাতীত পুরস্কার—যা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহার সাহায্যকারী গ্রামবাসী দিগকেও যথা যোগ্য দেওয়া হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে কার্য্যোপলক্ষে জেলের ভিতর যাইতে সেই দস্যু গণের সঙ্গে দেখা হইল—বিশ্বকর্ম্মার প্রতিদ্বন্দী হাসিয়া বলিল—'বাবু, এত জোর রাখেন গায়ে?'

"এবার জেল থেকে বেরিয়ে এসব কাজ আর করিসনে—সুখ আছে কি এতে?—জেলখানায় কাটবে চিরকাল।—তার চেয়ে জমিজমা কর—চাষ বাস কর—নির্ভাবনায় ঘরে থাকিস।—খাটতে তো পারিস—ভাবনা কি তবে?"

দস্যু মাথা একটু নীচু করিয়া বলিল—মনে ভাবি বাবু—জেল থেকে বেরুলেই সব ভুলে যাই—'

অভ্যাস শতচেষ্টায়ও যায়না।

বিশ্বকর্ম্মার আঙ্গুলটি তখনো কার্য্যক্ষম হয় নাই। কলম্ ধরিতে কষ্ট হয়।

'তোর দাঁতের ধারও কম নয়—এখনো দাগ রয়েছে হাতে—'

'তবু তো ছাড়া পেলাম না।'

৩৬

স্থান রেল কামরা।—সময় রাত্রি।—যাত্রা এক দেশ হইতে আর এক দেশ।

গাড়ীতে বিশ্বকর্ম্মার একছত্র রাজত্ব।—অপর একটি আরোহী নাই। পথে ঘাটে বিশ্বকর্ম্মা সুনিপুণ গৃহিণী,—মুহুর্মুহু তাঁর বহু দরকার হয়, এটাচি কেস হইতে—বেতের ঝুড়ি হইতে—কখনো উপরের সুটকেস হইতেও—তখনি আবার ঠিক ঠাক ভাবে সন্নিবেশিত করেন স্বহস্তে—এতটুকু এদিক ওদিক কি এলো মেলো হইবার যো নাই।

পার্টিশানের গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একখণ্ড টেবিল—তদুপরি এটাচি কেসটা। এক কিনারে সিগারেট কেস দেশলাই ছাইদানী—মিষ্টি পানের কৌটা। ব্র্যাকেটে ছড়ি টুপি—বিছানার পায়ের কাছে কম্বল ভাঁজকরা—সবই নীহারের রাখা—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তে সুবিন্যস্ত। —পায়ের উপর পা হেলান দেওয়া বিশ্বকর্ম্মা আত্মপ্রসাদ ভরে উপবিষ্ট।

অপর দিকে সুরুচির মাথার কাছে খবরের কাগজটা।—পরিপাটী ভাঁজ নয় রাগ-টা। আধ খোলা গায়ের চাদর কিছু এলো মেলো। হাতে একখানা বই।

'রাগ গায়ে দেবে না?'

'দেবো—শীত করলে—'

'শীত আবার নতুন করে করবে কি?'

তুমি শোবে না? জুতোখুলে শোওনা? সারা রাত্ত বসে থাকবে না কি?—'

'তুমি মজা করে ঘুমাও—আমার খবরে দরকার কি?'

মৃদু মৃদু গানের সঙ্গে পা নাচাইতে নাচাইতে বিশ্বকর্ম্মার চরণ সুরুচির শয্যা স্পর্শ করিল।

'জুতো সরাও আমার বিছানা থেকে—ছি কপালের ওপর জুতো—'

'আমি গুরুজন নই ?' বিশ্বকর্ম্মা চরণ সরাইয়াছেন।

'তোমার জুতো আমার গুরুজন ? জুতোর মত নোংরা আর আছে ?'

'তবে জুতো পরা কেন ?'

—"জুতো পরি পা বাঁচাতে—অপরিস্কারের হাত থেকে রক্ষা পেতে—বেঞ্চের উপর তুলিনি—"

'মোজা পরনি কেন ? অমন জিনিষটা আনলাম'—

'মোজা ছিলইতো—তাই পরিনে—আবার আনলে কেন ? যত অকেজো জিনিস আনবে—আবার কৈফিয়ৎ তলব।—'

বিশ্বকর্ম্মা ভাবিলেন এখন শয়ন উচিত কিনা,—ঘড়িতে মাত্র সাড়ে দশটা। শুইয়া এপাশ ওপাশ করার চেয়ে বসিয়া থাকা ভাল।—ষ্টেশনে বই ফেরিওয়ালার কাছে খ্যাত অখ্যাত মাসিক সাপ্তাহিক এবং ঝকঝকে নাম লেখা, রং করা, বাঁধাই নয়ন লোভন ছবি ওয়ালা নভেল দেখিয়া প্রায় সবগুলিই বিশ্বকর্ম্মা কিনিতে চান।—বাছিয়া দু একখানা রাখা হয়। ফেরীওয়ালার ব্যবহার খুব ভাল। একরাশ বই ইহাদের কাছে পছন্দর জন্য রাখিয়া অপর গাড়ীতে গিয়াছিল। প্রত্যুপকার স্বরূপ বই কেনা অনিবার্য্য। বই সুরুচির কাছে—বিশ্বকর্ম্মা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াছেন খানিকক্ষণ।

'এসব করেছ কি ? না; তোমার সঙ্গে আর পারা গেল না—'

'কি করেছি ?' সুরুচি সচকিতা।

'এটা এখানে ওটা ওখানে—যাচ্ছে তাই কাণ্ড—একটা লণ্ড ভণ্ড ! গুছিয়ে রাখতে জাননা—'

খবরের কাগজটা ভালরূপ ভাঁজ নয়—রাগ এলো মেলো—আলোয়ান জড় জড়—বেঞ্চের তলা হইতে চোকানা বেতের ঝুড়ির কিয়দংশ কোনাকুনি ভাবে বাহির হইয়া আছে।—

'ঐ তোমার পানের কৌটা তখন বার করে দিলাম—'

'অমনি ফেলে রাখতে হবে?' ধাক্কা দিয়া বিশ্বকর্ম্মা সেটা ঠেলিয়া দিলেন। 'রাগটা ভাঁজ করে রাখতে হয় না গায়ে দাওতো—'

'একশো বার ভাঁজ করি—আব খুলি! বললাম আমার চাইনা—তবু কেন দিলে?—'

'চাইনা আবার, শীতে কুণ্ডলী পাকাবেন, কে খোলে তখন হোল্ড অল?—আলোয়ানটা কি রকম করে রেখেছ? কেউ উঠুক গাড়ীতে—বলবে কোথাকাব জংলী উঠেছে দুটো, ট্রাভলিং জানেনা!'—

'সেই ভেবে আড়ষ্ট হয়ে থাকবো? টিকিট করেছ—না কাক দয়ায় যাচ্ছি?—তুমি সভ্য হয়ে থাক—আমি থাকবো এমনি।'—

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির বাগটা পরিপাটী করিয়া রাখিলেন।

"আমরা কেউ কাউকে চিনিনা, এক গাড়ীতে যাচ্ছি, এমনি ভাবে চলবো—তাহলে আমাব জন্যে কেউ নিন্দে কববে না তোমায়' সুরুচি ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা চুপচাপ আছেন। একবার ছাই ঝাড়িলেন ছাইদানীতে খুব সাবধানে—টেবিলে না পড়ে। অ্যাটাচি কেস খুলিয়া আয়না বাহির করিয়া ক্ষণকাল মুখ চন্দ্রাবলোকন করিলেন। আবার যথাস্থানে রাখিয়া বন্ধ কবিলেন। কৌটা হইতে একটি পান লইয়া কৌটা বন্ধ করিলেন।

সুরুচি উঠিয়া একটি জানালা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—'কি গরম গাড়ীতে—'

'খুলোনা—খুলোনা কটকটে ঠাণ্ডা হাওয়া সইবে না আমার—'

জানালা বন্ধ করিয়া সুরুচি বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে মানুষ আসে? লজ্জা যদি থাকে আমার—আর কখনো না—যদি বেহায়া হই ভুলে যাব—'

জুতা খুলিয়া বিশ্বকর্ম্মা শয়ন করিলেন—রাগটা ভাঁজ করা ভাবে পায়ের উপর। সুরুচি ভাবিলেন—বাঁচা গেল। খুব ধীরে ধীরে উঠিয়া সাবধানে একটা জানালা খুলিলেন—বিশ্বকর্ম্মার মাথায় না ঠাণ্ডা লাগে।

'আ—কি মুক্ত বাতাস—বিশুদ্ধ হাওয়া—'

'সেই জন্যে সব বন্ধ করে ছিলে?—ঘুমোওনি কেন এখনো?"

'এবার ঘুমাবো।' বিশ্বকর্ম্মা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

মধ্য রাত্রি।—'ওঠো ওঠো এসে পড়লাম—'

ঘুম ভাঙ্গিয়া সুরুচি উঠিয়া পড়িলেন।—কি ষ্টেশন এটা?'

জানালায় দেহের অর্দ্ধাংশ বাড়াইয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ সত্ত্বেও বোঝা গেল না। ক্ষুদ্র একটা ষ্টেশন, দুএকজন মাত্র লোক—জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর নাই। ষ্টেশন ঘর খানিকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। হাতের ঘড়াতে প্রায় তিনটা।

'কে জানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না—নীহারটাও এলোনা। ঘড়িটা বন্ধ না কি?—'নেমে দেখবো নাকি?'

'নামো—ছেড়ে দিক গাড়ী—'

ইতস্ততঃ করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সচিন্তিত বিশ্বকর্ম্মা বসিয়া আছেন। কয়েক মিনিট পরে আবার ষ্টেশন। এবার স্পষ্ট নাম পাড়তে পারা গেল। ইহারও তিন ষ্টেশন পরে অবতরণ।

'ওঠো বিছানা বাঁধি—'

'এক্ষুনি কি? নীহার আসুক—গাড়ী তো দাঁড়ায় অনেকক্ষণ—'

"সব ঠিক করে প্রস্তুত থাকি—টপ্ করে নেবে যাব—গাড়ী দাঁড়াবে তো আমার কি?'

নিমেষ মধ্যে টেবিলের জিনিস উঠিল এটাচি কেসে বাস্কেটে এবং পকেটে—(রুমাল)। দুই বিছানা জড়াইয়া বাঁধা সারা—সুরুচি দাঁড়াইয়া আছেন।

'বোসনা—শেষে ঝাঁকানীতে পড়ে যাও—'

'খালি বেঞ্চে বসতে ইচ্ছে করেনা—'

'সুন্দর গদি আঁটা বেঞ্চ'—

'হোক্‌গে—'

খবরের কাগজটা বাহির করিয়া বিশ্বকর্ম্মা পাতিয়া দিলেন।

এক দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইয়া গাড়ী দাঁড়াইল—নীহার আসিতে না আসিতে বিশ্বকর্ম্মার টুপি তাঁর মাথায় উঠিয়াছে এবং হাতে ছড়ি—এটাচি কেস্‌টা সম্মুখের বেঞ্চে।

'নামো—তুমি আগে নামো, ধরবো ? আমার হাত ধরে নামো—'

'জিনিস পত্র নামুক না—'

'তুমি আগে—শেষে গাড়ী দেবে ছেড়ে—'

'দিলে ভাল হয়—তোমার শাসন থেকে বাঁচি। চলে যাই এক'দিকে'—

'মতিগতি সেই রকমই দেখছি—'ধর আমার হাত—'

বিনা বাক্যে সুরুচি নামিয়া প্লাটফরমের অনেকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

'ইস অহঙ্কার কম নয়। নে দেখে শুনে নামা—কিছু ফেলে যাস্‌নে—'

'আপনি নেমে যান—আমি নামাচ্ছি সব—'

প্লাটফরমে নামিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "কই ইনি গেলেন কোথা ?'

'ওঃ ওই যে' (নিকটস্থ)—'আমি ভাবলুম পালালে বুঝি—'

"তা হলে তুমিও বাঁচ—আমিও বাঁচি।"

৩৭

সুরুচি ছাড়া সকলে নিদ্রিত। দুপুর বেলা চারিদিক একেবারে চুপচাপ।

নীচে বাহির দুয়ারে কথাবার্ত্তা শোনা গেল। একটু পরে নীহার চোখ মুছিতে মুছিতে—তার পিছনে একটি লোক।

'বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন—সারাদিন কিছু খায়নি। থাকবে এখানে—'

লোকটির পরণে আধময়লা পুরাণো ফরাসডাঙ্গার কাপড—আদ্দির আধময়লা পাঞ্জাবী। ভদ্র ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পডিয়াছে।

নীচে তাহাকে খাবার দেওয়া হইল, ছেলেটির বরাত ভাল। সেদিন ভাল ভাল জিনিস তৈরী হইয়াছিল—কিছু কিছু ছিল তার।

'কাজ করবে তুমি ?'

"হ্যাঁ বাবু বলেছেন—"

'অফিসে গেলে কি করে ?'

সলজ্জ বিনীত হাসি হাসিয়া লোকটি বলিল—'গেলাম'—

'লেখাপডা জান ?'

'জানি—'

নাম ধাম বিদ্যা সন্তোষজনক। বিশ্বকর্ম্মার অনেক কাজ হইবে। বাডীতে এমনি একটি দবকার। ফণীরা কেহই নাই এখন।

সুরুচি উপরে আসিলেন। আহাব শেষে ছেলেটি উপরে আসিয়া বারান্দাব চৌকাঠের কাছে দাঁডাইল।

ঠিক দুপুর বেলা কথাবার্ত্তা ভাল লাগে না, থাকিবেই যখন—এখনি এত কি দরকার। তবু দুঃস্থ ভদ্র সন্তান—সুরুচি বলিলেন, কি ?"

'পান আছে মা ?'

'আছে'—একটা পান দিলেন। ছেলেটি চৌকাঠের এক দিকে হেলান দিয়া দাঁডাইয়া আছে। সুরুচি আর মনোযোগ কবিলেন না।

ছেলেটি বলিল—"নীচে যাই মা—'

'যাও।'

বিকালে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিযাই তাহাকে ডাকিলেন। নীহার বলিল নেই তো'—

'আছে বোধ হয় ঘুমিয়ে—'

"'আমি উঠে দেখিনি তাকে—'

'তবে কোথাও গেছে বুঝি।'

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়াছেন বিশ্বকর্ম্মা; ডানদিকে একটা ব্র্যাকেট একটা ড্রেস সার্ট ঝুলিতেছে—ময়লা, ধোবাব বাড়ী যাইবে। ওবেলা পোষাক পবিবাব সময় এটা বারান্দায় রাখা হইয়াছে।

'মা এর বোতাম খুলে রেখেছেন ?' নীহারের চোখ পড়িয়াছে সার্টের উপর।

'না। বোতাম ছিল না ছিল জানিনে আমি—'

'তবে ?' এক লম্ফে নীহার বিশ্বকর্ম্মার পাশ হইতে আসিয়া সার্ট ধরিল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শতবার দেখিল—বুকের তিনটি এবং দু হাতের দু সেট সোনার বোতাম নাই।

'ও বেলা রাখিসনি খুলে ?'

'তখন তাড়াতাড়িতে—এবেলা দেবো কাপড়—রাখি তো এখানে বরাবর—মা সত্যি রাখেন নি ?'

'না না আমি জানিনে।'

'সেই হতভাগার কাজ—নিশ্চয়—নিশ্চয়—এসেছিল এই মতলবে—ভাল ভাল খাবার সব খেয়েও গেল—নিয়েও গেল—'

"সে নিতে যাবে কেন—দেখেছিস নিতে ?'

'দেখিযে কি নেবে ? সে ছাড়া আর কে ?—নীচে বসে খেলে—আবার উপরে উঠে এলো—আমি বল্লুম 'যাও কোথা' বললে—

তখন বিশ্বকর্ম্মার জেরা সুরু হইল—'উপরে এসেছিল কেন ?'

'তা জানিনে, বললে 'মার কাছে—'

সুরুচি বলিলেন—'পান চাইলে—'

'ঘরে গিয়েছিল ? দেখ—আর কি গিয়েছে—'

'না না ঘরে ঢোকেনি—ঐখানে দাঁড়িয়েছিল'—

যেখানে দাঁড়াইয়াছিল—ঠিক কাঁধের কাছেই ব্র্যাকেটটা।

'তুমি বুঝি অজ্ঞান হয়েছিলে—চেয়ে দেখনি ?'

'সার্টের কথা আমার মনেই হয়নি।'

(নীহারকে) 'সে যখন এলো সঙ্গে এলিনে কেন ?—না ঘুমিয়ে অজ্ঞান—বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হোক খেয়াল নেই !'

নীহার জড় সড—'আমি কি জানি এমন কাজ করবে—'

'সদর দোর খোলা ছিল ?—'

"হ্যাঁ—"

"আর কিছু নিয়েছে কিনা নীচে থেকে—স্থাখ্—ওরা কেউ কিছু জানে ?" সকলকে তলব করা হইল—কেহই কিছু জানে না।

'তুমি কোন আক্কেলে পানের বাটা নিয়ে বসলে—'

'পান চেয়েছে তা দেবোনা ?'

'কোথাকার কুটুম্ব সে ?—আদর করে পান খাওয়াতে বসেছিলে ? ওপরের পথ চিনলো কি করে সে ?'

'তুমিই তো পাঠিয়েছিলে আমার কাছে—আমি কি রাস্তায় গিয়ে তার সঙ্গে কথা কইব ? না ডেকে এনেছি ? ঠিক দুপুর বেলা বাসার ঠিকানা দিয়ে তাকে না পাঠিয়ে চার আনা পয়সা দিতে পারনি খাবার জন্যে ?—পরে তোমার সঙ্গে আসতো ?'

'কে জানে তাকে নিয়ে এত কাণ্ড হবে'—

'কাণ্ড করলে কে ?—ভাল ঘরের ছেলে আরদালী বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে গেছে—পছন্দ করেছ—রেখেছ—দোষ হল আমার।'—

(ক্রুদ্ধস্বরে)—'দোষ তবে বলে কাকে ? এসেছে নীচে থাক্—ঘটা করে তাকে ওপরে আনা পান খাওয়ানো—কি এসব ?—চোখের সামনে চুরি করে নিয়ে গেল—দেখতে পেলে না ?—ঘরে ঢুকে যদি বাক্স ডেক্স নিয়ে যেতো তাও বলতে আমি জানিনে ?—জানিনে বললেই হলো ? ভেবেছ কি ?"

'অন্যায় কথার একটা সীমা আছে—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না—নিজের দোষ চাপাও আমার ওপর, এই তো তুমি ?"

৩৮

দেশের বাড়ী—গ্রীষ্মকাল।

রাখাল ছেলেটি বার বার অন্দরে আসে।—মেজবৌ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুই চাস কি ?' ছেলেটির বয়স বারো তেরো।

সুরুচিকে বলিল 'ছোট ঠাক্রুণ—আপনারে আনছি আমিই—'

বাড়ী হইতে নৌকা গিয়াছিল ষ্টেশনে—রাখাল ছিল সে নৌকায়। —কাজ ফেলিয়া সবার আগে চড়িয়া বসিয়াছে। রাত্রে সুরুচি অত দেখেন নাই।

'—নিশ্চয়, তুমি না আনলে আসতে পারতাম কখনো ?"

সেজবৌ বলিলেন "ভাগ্যে তুই গেছলি।"

সন্তুষ্ট হইয়া রাখাল প্রস্থান করিল।

আর একটি নূতন কৃষাণ নাম বাহাকল্লা—ভারি কর্ম্মঠ—নিজে সে সব দেখিয়া করিবে—উপদেশ আদেশে ভারি চটে। বাড়ীর লোক কিছু তটস্থ।

বিকাল বেলা বহির্ব্বাটীতে ভারি গোলমাল—সুরুচি জানালার পাল্লা একটু খুলিয়া দেখিলেন—কর্ত্তাব্যক্তিরা উপস্থিত—প্রতিবেশীরাও

জুটিয়াছে। বাহারুল্ল্যা গরু বাছুর বাঁধিতে বাঁধিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে তিরস্কার করিতেছে—তিরস্কারপাত্রটি যে কে বোঝা গেল না। মণ্ডপ ঘরের পাশে একটি দীর্ঘাঙ্গী বৌ জড় সড় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—মাথায় অল্প ঘোমটা।

বহির্ব্বাটীর সবই দেখা যায় এই জানালা হইতে—সব বৌ ঝি আসিয়া জুটিল —সেজ বৌ বলিলেন 'বাহারুল্ল্যার বড় বিবি এসেছে? —তাই ?—'

সুরুচি বলিলেন—'বড় বৌ!—ক' বিয়ে ওর ?'—

'সাতটা—আর বৌয়েরা আসেনা বড়—খবর পাঠায়। কিন্তু বড় বৌটা আসবেই ওর কাছে—এত যে গাল মন্দ—তবু—'

'বৌয়েরা ভালবাসে ওকে ?—দেখতেতো ভাল নয় বাহারুল্ল্যা—'

'সোয়ামী সুন্দর না হলে ভালবাসতে নেই ?—কথা মন্দ না তোর—'

'ও ত্যাগ করেছে তবু কেন খোসামোদ করে তারা ?'

মেজ বৌ বলিলেন 'ঐ তো মজা—'

একটা গরু বাঁধে আর একটা খোলে—একটাকে এদিকে, একটাকে ওদিকে, বাহারুল্ল্যার হাতেরও ঠিক নাই—মাথারও না।—অবিরাম বকুনি, একএকবার তর্জ্জিতে তর্জ্জিতে বৌটার কাছে আসে, আবার গরু বাছুরের কাছে যায়—গরু বাছুর বাঁধিয়া এখন জাব দিবার সময়।—বাঁধাই হয় না—তা জাব!

'কোন কালে তালাক দিছি—তবু আসিস্—তবু আসিস্। বা-রুল্যা কি সেই পাত্তর ?—জমি জিরেত আছে তোর আছে আমার কি? পুরুষ ছাওয়াল আমি খেটে খাই। তোর পয়সার ঝাঁটা মারি বিশ বার। পয়সার গরমে চোখে কানে পথ দেখিসনে ?—'

একটা অবাধ্য বাছুর কেবল লাফাইয়া ছুটিতেছিল—বাহারুল্লা সেটাকে তাড়া করিয়া ধরিল—

'নাজ নজ্জা নাই—চক পাড়ি দিয়া আসে! তোর সাতে কিসের সমন্দ?—যে বাড়ীতে আমি কাম করি সেইখানে তুই যাবিই—যাবি! ভদ্দর লোকের কাছে আমার মুখ থাকে?—'

বহির্ব্বাটীতে ইতর ভদ্র কম নয সব শুদ্ধ, সবাই নির্ব্বাক।

'তোর যন্তন্নায় কত চাকরী ছাড়লাম—কত দেশ ঘুরলাম—এবার দেখিস এমন দেশে যাব তোর চোদ্দ পুরুষের সাধ্য নাই খোঁজ পায়—'

কলসী লইয়া বাহাকল্ল্যা বাড়ীর নীচের জলাশয়ে নামিল—গরু বাছুরের পানীয় জল দিবে। এ-সব কাজ রাখালের—কিন্তু রাগের মাথায় বাহাকল্ল্যার ঠিক নাই।

বৌটা ভিতরে আসিল।—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহিল। মলিন মুখ। বাহাকল্ল্যার সঙ্গে আর দেখা হইল না—কোথায় গিয়াছে সে। সেজবৌ বলিলেন—

'তুই বা কেন ঘুরিস ওর পেছনে—নিকে টিকে করে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌গে যা—ওটা যে অমানুষ চিনিস নি এখনো?'

'পারলে তো করতাম দিদি।—কেন যে ও এমন করে কি কসুর আমার বল তোমরাই। এই তো খেটে খায়?—আমার ঘরে চিজ্‌ ধরে না।—কারে দিই কও? হাতে পায়ে ধরি তোমাগো—কয়ে বুলে দিও পাঠিয়ে—দিও দিদি দিও।—'

'তুই যেমন, ও শুনবে আমাদের কথা!'

"বৌ ছাওয়াল নিয়েই য্যান্ যায়—পোলাডারে মানুষ মুনুষ করুম। একিবারে ঘর তুযার খালি, আমি কোন পরাণে থাকি ঘরে—"

সন্ধ্যার সময়ে বৌ বিদায় হইল—একখানা বড় চক পরে তার বাড়ী। স্বচ্ছল অবস্থা। অনেক রকম খাবার তৈয়ারী করিয়া আনে বাহাকল্ল্যার জন্য। মাসে দু তিনবার দেখিতে আসে। আজ কিছুই আনে নাই। কে বলিয়াছে বাহাকল্ল্যা এখানে নাই—তাই আসিয়াছে দেখিতে।—

তাহাকে তালাক দিয়াছে পাঁচ ছয় বছর—সেই হইতে কত কাকুতি মিনতি—হাতে পায় ধরা,—সব নিষ্ফল।

বাড়ীর পিছনে একটা আম বাগান শুদ্ধ জমি—নাম জবরা বাড়ী। সেই খানে বাহারুল্ল্যা ঘর বাঁধিয়া আছে, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পত্নী, দুইবছরের একটী ছেলে। বড় বৌ সেখানেও থাকিতে রাজী, ছোট বৌও অরাজী নয়, কিন্তু ভয় পায় 'যে মানুষ চেনো তো? শেষে তুমিও মরবা—আমিও—' ছোট বৌটা বড় শান্ত শিষ্ট, এটিকেও বাহারুল্ল্যা যে খুব ভালবাসে তা নয়। তবে ছেলেটি তার প্রাণ।

মেজবৌয়েরা মাঝে মাঝে বাহারুল্ল্যাকে অনুযোগ করেন 'তোমার বড় বৌটাকে কষ্ট দিয়ো না, ও নিকে করেনি তোমার আশায়'—

"ওর নাম করবেন না, ওর পয়সা ছুই আমি? আমার নাম বাহারুল্ল্যা" !

"না ছোঁও, ও থাক তোমার কাছে, ওর খরচ তুমি দাও"।

"ও কি সোজা বজ্জাত? দেখেন অমনি? আনছিলামনা আমার কাছে? তখন আমি উত্তর পাড়ায়। দু'চার দিন থাকে, তার পরই যাই যাই—, দিন রাত কানের কাছে ঘ্যানের ঘ্যানের। দূর করে দেলাম। আবার আসে- -আবার আসে শালী নাক কাটা।'

বড়বৌ চায় স্বামী তাহার গৃহে সর্ব্বেশ্বর হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে—এই জন মজুরী খাটা কেন অনর্থক। কিন্তু বাহারুল্ল্যার সে মত নয়। দুইজনের তাই চির বিবাদ। নিষ্পত্তিও নাই—শেষও নাই।

অন্য পাঁচটি পত্নীর মধ্যে তিনটি নিকে করিয়াছে। দুইজন এখনো করে নাই। প্রায়ই স্বামীকে খবর পাঠায়। তাদের সম্বন্ধেও বাহারুল্ল্যার অভিমত একই।

—'একটা দজ্জাল—একটা পেত্নী'—

'পেত্নী মানে?'

"সত্যিকার পেত্নী কি ? ভারি নোংরা। বাহারুল্ল্যা বড় ফিটফাট। দেখিস ওর বাড়ী খান"—

'আর ছোট বৌটা ?'

বাহারুল্ল্যা নিজেই বলিল 'বড় কুড়ে, নড়তে চড়তে ছয়মাস. ছেলেডা ছোট্ট না হলে দিতাম একদিন'—

মা ছাড়া কষ্ট হইবে ছেলের, নচেৎ এ বৌয়ের অদৃষ্টেও বা কি আছে !

আগামী বর্ষার জন্য বাড়ীর নীচে চারিদিক ঘিরিয়া বাখারীর বেড়া দেওয়া হইতেছে, যে বছর নূতন মাটী দেওয়া হয় বাড়ীর ধারে—জলে ভাঙ্গিয়া না নামে।

অন্যান্য কৃষাণ অন্যান্য কাজে এদিক ওদিক গেল, একনিষ্ঠ বাহারুল্লা বেড়া বাঁধিতেছে। কাজ করে সে সাধ্যের অতিরিক্ত। বেড়া বাঁধা দেখিতেছেন সেজ কর্ত্তা। ফণীও আছে।

কে একজন গোপনে বলিয়াছে জবরা বাড়ীর আম বাহারুল্লা হাটে বিক্রী করে। কাঁচা আম পাড়ে—বা পাকা আম কুড়াইয়া নেয় সে এক কথা—কিন্তু মনিবের অজ্ঞাতে গাছের আম পাড়িয়া বিক্রয় করা ভাল কাজ নয়। সংবাদ দাতার নাম গোপন করিয়া সংবাদটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল বাড়ীরই অপর এক কৃষাণ।

বাহারুল্লার অগ্নিমূর্ত্তি—'কে কয় এমন কথা ? কোন্ সে ছ্যাঁচড় বদমাইস ? তুম্‌কে এসে কয়না ক্যান ? আমি বাহারুল্লা ছল চুরির ধার ধারিনা, নেব তো বলে কয়ে নেবো। চোর যে অন্যেরে কয় চোর ! এত বড় কথা কয় একটা ঘাড়ে কয়ডা মাথা ? আমার রাগ তো জানে না ? (ক্রোধবশে বেড়া বাঁধায় কাজ খুব দ্রুত হইতেছে) সেদিন বলে হাটের মধ্যে আমার বড় ভাইরে গলায় গামছা দিয়া কিলছিলাম—(কিলিয়েছিলাম) !'

সেজ কর্ত্তা বলিলেন 'বড় কাজ করেছিলে।'

ফণী কিছু ভয়ে ভয়ে আছে। কৃষাণের সঙ্গে সেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আমের কথা, কিন্তু বাহাকুল্ল্যার সেটা খেয়াল হয় নাই। ফণী বাঁচিয়া গেল।

'সোজা রাগ আমার? রাগ হলি জ্ঞান থাকে না, বুঝে সুঝে কথা কয় যেন"—

ছোট হাট হইলে একজনই যায়। ঝুড়িটা মাথা হইতে নামাইতে সাহায্য করিতে হয় কেননা এক হাতে থাকে মাছ। ঝুড়ি দিদির ঘরের বারান্দায় নামাইয়া দিয়া বাহাকুল্ল্যা পাকশালার সম্মুখে আসিল। মাছ বারান্দায় ফেলিয়া দিয়া বসিয়া আছে। কেহ নাই সেখানে।

মেজবৌ আসিবার একটু পরে সেজবৌ আসিলেন। বাহাকুল্ল্যা বলিল 'আমার মাছ কাঁচা থান—কি যে রান্ধেন আপনারা—একটুও সোয়াদ হয় না। আমার বিবি এমন রান্ধন রান্ধে। মাছ আমি কাঁচা নেবো—ঘরেই খাব আজ—'

বাহাকুল্ল্যা তিন বেলা এখানেই খায়।

দেবর পরিহাস করিলেন—'বাহাকুল্ল্যা হাতের রান্নার নিন্দে করে—কি লজ্জা—কি লজ্জা।'

সেজবৌ বলিলেন 'বাহাকুল্ল্যার কথা।'

'বাহাবল্ল্যা তোর বিবির রান্না খেতে নেমন্তন্ন কর একদিন' বাহাকুল্ল্যা অত্যন্ত খুসী, হাসিয়া বলিল 'সে কি আপনারা খাবেন?'··· খান যদি ভুলতে পারবেন না···এ আমি কয়ে দিলাম।'

সেজ মেজ দুই যায়েরই তামাক পাতার বড় দরকার। নির্দ্দিষ্ট মাপে ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট পাতা সযত্নে তুলিয়া রাখা হয় সারা বছরের জন্য। সেই তুলিয়া রাখিবার স্থান আছে কয়েকটি।

তার মধ্যে একটি সহজ সাধ্য—অপর কয়েকটি অসাধ্য। সহজ সাধ্য উপায়টা মেয়েদের কাছে নয়।...সে আছে বাহিরের ঘরের বারান্দায় শিলিংয়ের উপর।

চাহিলে পাওয়া যায়না—'এই সেদিন দিলাম—এত কি হয়?' ইত্যাদি সব কথা। দিলেও দু'একটার বেশী নয়। হাটে দর বেশী। কেহ বা আনিয়া দিবে হাট হইতে—বাড়ীতে যাদের অত পাতা। সুতরাং সবচেয়ে ভাল উপায় গোপনে সংগ্রহ করা। কিন্তু সুযোগ সহজে আসে না।

একদিন অন্য পাড়ায় বাড়ী শুদ্ধ পুরুষদের নিমন্ত্রণ। ছোট ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত। এমন সুযোগ বড় দুর্লভ। সুরুচি জানালার কাছে পাহারা—বাড়ীর ঝি বারান্দায়। বাড়ীর সামনে অনেকদূর পর্য্যন্ত খোলা মাঠ—সেই মাঠের মধ্য দিয়া বাড়ী আসিবার পথ। দেখিবামাত্র সতর্ক করা যাইবে।

ঘরের জানালা বাহিয়া বারান্দার শিলিংএ ওঠা যায়। কাঠের প্রশস্ত পাটাতন। কিছু পাতা এখানে এখনো আছে কৃষাণদের জন্য, তারা ইচ্ছামত নেয—আবার রাখে।

এসব কাজে সেজবৌ খুব পটু। মেজবৌ বলিলেন—'তুই ওঠ—আমার হাতে দে' এক ছুটে রেখে আসবে।'—

'ন'—না আপনিও আসুন—'সেজবৌ জানালায় পা রাখিয়া শিলিং ধরিয়া খুব সহজে উঠিয়া গেলেন—মেজবৌ ভয় পান। জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

'দিদি—শাগ গীর—শাগ গীর'—ওঃ কত পাতা। আমাদের দিয়েছে যত পাতলা ছেঁড়া আ-পাকা—আঁটি কি মোটা মোটা—ওঃ এর এক আঁটি হলে আমাদের তিনমাস,—'

'দে'না এক আঁটি ফেলে?' মেজবৌ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

'যদি গোণা থাকে? ধরা পড়বো। খুব বেশী তো নেই? বাবাঃ, বাঁধনের গিট কি শক্ত! আসুননা? তাড়াতাড়ি সব আঁটি থেকে

ছু'চারটা করে নিতে হবে, আবার এমনি করে বেঁধে রাখতে হবে—একলা পারি ?'

ঝি বলিল—'অত ভয় কাজ নেই—যা পাও নিয়ে নামো—কেউ এসে পড়বে'—সেজবৌ বলিলেন—'আঁটি গুনবে যে ? কম পড়লে হৈ হৈ হবে না ?'

'হোক্‌গে হৈ হৈ—আমরা কি জানি ? কে না কে কে নিয়েছে, এবার থেকে বুঝবে বাবুরা।'

দুই যা সে যুক্তি ভাল মানিলেন না। কাজটা তাঁরা নিখুত করিতে চান।

মেজবৌ তাড়াতাড়ি একটা টুল টানিয়া সেটার উপর পা রাখিয়া জানালার শিক ধরিয়া উঠিতে উঠিতে সুরুচিকে বলিলেন—'নজর রাখিস চারদিকে—দুই যে হাবা—'

ঝি বলিল—'যদি পচ্চিমের পথ দিয়ে আসেন ?' (সেটা বাড়ীর পিছনে।) মেজবৌ—'আমি কি পারি ? হাতে আঁচড় লেগে গেল—উঃ—'

অবস্থা বিপজ্জনক। প্রকাণ্ড বহির্ব্বাটী। চারদিক খুব খোলা পরিস্কার। পাশের দিকে একটা জঙ্গল আছে—কিন্তু সেদিকে পথ নাই—গভীর খাদ। এই ঘর হইতে অন্দরে যাইবার পথ একেবারে প্রকাশ্য আঙ্গিনার মধ্যে।

চৌর্য্য কার্য্যে কেহ পায় ভয়—কেহ হয় সাহসী। তবে দল বাঁধিয়া কাজটি করিবার একটা জোর আছে। সেই জোরে সুরুচি বলিলেন—'আমিও উঠি—'

—'না না তুই পড়েটড়ে এক কাণ্ড করবি—পথ দেখ—'

কয়েকটা পাতা সেজবৌ ফেলিয়া দিয়াছেন—সুরুচি সেগুলি কুড়াইয়া আঁচলে লুকাইয়া আবার পাহারায় গেলেন।

মেজবৌ অনেক কষ্টে এক পা জ্যনালার নীচের চৌকাঠে অপর পা পাল্লার কবজায়—দুই হাতে প্রাণপণ জোরে শিলিংএর কিনার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন—'ধরনা একটু—'

সেজবৌ তখন দূরে—সামনে তাঁর আঁটি আঁটি পাতা—দাঁড়াইবার যো নাই—বারান্দার চাল ঠেকে মাথায়। বলিলেন—'আসি—'

মা'ঠের পথে কে একজন আসিতেছে—'দিদি কে যেন আস্‌ছে ?'

'কে ?'

'বড ভাসুর ঠাকুরের মতন'—

সর্ব্বনাশ ! আর কেহ নয় সাক্ষাৎ বড কর্ত্তা। ভ্রাতৃবধূগণের তস্করতা স্বচক্ষে দেখিবেন তিনি।

'নাম্ নাম্ শীগগীর আয়'—সভয়ে মেজবৌ তাডাতাড়ি নামিতে গিয়া শিলিং হইতে হাত এবং কব্জা হইতে পা ফসকাইয়া ধপাস করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। সেজবৌও নামিয়া পড়িলেন। কাপড়ের নীচে লুকানো লুণ্ঠিত মাল, অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন মন্দ নয়।

মেজবৌ ধূলা ঝাড়িয়া মাথায় কাপড তুলিয়া দিলেন—সুরুচি জানালা ছাড়িয়া আসিলেন, তিনজন ভদ্রভাবে দুয়ারের কাছে, মেজবৌ বলিলেন—'খুব আস্তে আস্তে হেঁটে যা—খবরদার, তাডাতাড়ি করিস্‌নি।'

ঠিক বড কর্ত্তার মতই বটে—গতি এই দিকেই। বাঁচাইতে পারে ঝি—সে হাসিতেছে ! 'তোমায় দেবো বেশী করে—দোহাই তোমার—'

বহির্ব্বাটী এইরূপ নির্জ্জন পাইলে অন্তঃপুরিকাগণ দেখিতে শুনিতে আসেন—সেটা দোষণীয় নয়। আসল ব্যাপারটি টের না পাইলেই ভাল।

ধীর নম্র স্বাভাবিক ভাবে তিনজন বাহিরের সীমানা পার হইয়া অন্দরের বেড়ার ওপারে দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িলেন। সেজবৌ এক ছুটে

লুণ্ঠিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া বলিলেন—‘পড়ে গেলেন কেন শুধু শুধু ?’

‘দূর যা—বললাম পারিনে উঠ্‌তে—তবু আসুন—আসুন ! যা লেগেছে আমার !’

আগন্তুক বড়কর্ত্তা নয়। সে বাড়ীর পাশের পথ ধরিল।

দিদি বলিলেন—‘তোমরা বুঝি পাতা চুরি করতে গেছলে ?’

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে আগাগোড়া সারা বাড়ী মাঝে মাঝে তিনি ঘুরিয়া দেখিয়া যান। বৌয়েরা বহুক্ষণ অন্দরে নাই। যে ঘরে এই গুপ্ত কাজটা হইল—সেই ঘরের পাশের পথেও একবার গোয়ালঘর পর্য্যন্ত গিয়াছেন।

সেজবৌ।—‘না—না—আমরা—এই একটু—অম্‌নি—নেবু গাছটার কাছে—মেজদি আবার আছাড় পড়ে গেল—অনেকদিন যাইনি কিনা বারবাড়ীতে,—একটু দেখতে—’

‘পড়ে গেল তো শিলিংএ উঠতে না পেরে’—(সুরুচির হাস্য)।

দিদি বলিলেন—‘সুর্ত্তি তোমরা করতে জাননা—আমি করে দেবো।’

বৈকালে গা ধুইতে নামিয়া সহজে কেহ উঠেনা—নূতন জলের আমোদ। দিদি বার কয়েক বকাবকি করিয়া গিয়াছেন। সব শেষে সুরুচি উঠিলেন।

‘ছোট খুড়ীমার পায়ে জোঁক—‘মস্তবড় জোঁক’—

প্রকাণ্ড একটা কালো জোঁক আধখানা মলের মত পায়ের গোড়া বেড়িয়া আছে,—‘ওরে বাপ রে’—বলিয়া সুরুচি চোক ঢাকা দিয়া ভিজা কাপড়ে উঠানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন।

সেজবৌ জলের দেশের মানুষ—কিন্তু ভয়ানক জোঁকের ভয়—একলাফে বারান্দায় উঠিলেন। মেজবৌ বলিলেন—'জোঁকটা কি লাফ দিয়ে তোকে ধরতে গেছলো ?'

সব ছেলেমেয়ে কলরব করিয়া সুরুচির চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে জোঁক দেখিতে। মেজবৌ বলিলেন—'নুন নিয়ে আয়না ?'

দিদি বলিলেন—'বেশ হয়েছে, থাক জলে। কথা কইলে মানা নেই ! এই নে চূণ'—

সন্তরণশীলকে জোঁকে ধরিতে পারে না—জলে দাঁড়াইলেই বিপদ। নূতন জলের সঙ্গে আসে জোঁক—স্রোত প্রবল হইলে কমে। সেজবৌ ঘাটে বসিয়া ঘটি করিয়া জল ঢালেন মাথায়। জলে নামেন না। আর কারো অত ভয় নাই।

একগাদা চূণ একরাশ নুন আসিয়া পৌঁছিল ছোট ছোট হাতে। চূণ দিবার সুবিধা নাই—জোঁকের গায়ে হাত দিতে হয়, এত শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। গায়ে নুন ছড়াইয়া দেওয়া হইল। জোঁক অনড়। তখন দুই দিকের মুখে,—কোনটা মুখ বোঝা দায়। তিন চার জনে নুন ছিটাইতেছে। আড়ামোড়া দিয়া জোঁক খসিয়া পড়িল।

রক্ত ছুটিল বিষম বেগে জোঁকের মুখ হইতে, সুরুচির পা হইতে। মেজবৌ বলিলেন—'ওতে ভয় নেই—চোখ খোল।'

৩৯

আমাদের আজ দিলে রংপুরে,
কাল রাঁচিতে ফেল্‌লে ছুঁড়ে—
কালীর প্রসাদে হয়ে আছি মোরা—
একদম ভবঘুরে।

(রজনী সেন।)

১লা এপ্রিল। বেলা নয়টা।

খানকয়েক চিঠি ও একটা লম্বা অফিসিয়াল লেটার।—স্থানীয় ডাক, রোজই আসে। তথাপি কি কৌতূহল হইল—সুরুচি খামটা খুলিলেন। অতর্কিত বারতা—বিশ্বকর্ম্মা হাওড়ায় বদলী।

একটু পরে বিশ্বকর্ম্মা আসিলেন। 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গেল।

কেহ বিশ্বাস করিল না। বলিল—'এপ্রিল ফুল।

'নন্দিনী—নন্দিনীর কি হবে ?'

'নিয়ে চল —'

'ওর বাচ্চা হবে।'

'তবে তোমার বাপের বাড়ী পাঠাও, মেয়ের বদলে মেয়ের মেয়ে যাক্'—

নীহার বলিল—'এখন পাঠানো যাবে না, বাচ্চা হলে তার পরে'—

'তবে এখানে কারো কাছে থাক্'—

হরিল্লুট কুড়াইতে যেমন শত বাহু প্রসারিত হয়—নন্দিনীর দিকে তেমনি লোকে ঝুঁকিয়া পড়িল। পঞ্চকল্যাণী কামধেনু সবার ইচ্ছা কাছে রাখে। অনেকে বলিত 'আপনারা বদলী হলে আমাকে দিয়ে যাবেন।'

নীহার কাহাকেও দিল না। সুকুমার নামে একটি ছেলে বিশ্বকর্ম্মার অনুগত—সেই রাখিল নন্দিনীকে। পরে সুরুচির পিতা লইয়া যাইবেন।

নন্দিনী ঘাস খায় না আজকাল—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁধাছাঁদা দেখে—ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

শ্বশুর বাড়ীর দেশ ছাড়িতে বিশ্বকর্ম্মা বড় দুঃখিত। অর্ডার পাইবার পর মফঃস্বলের কাজ সারিয়া আসিয়া শ্বশুরবাড়ী গেলেন দেখা করিতে। সেখান হইতে আসিয়া চার্জ্জ দিবেন।

ইতিমধ্যে তেজেন আসিয়াছিল পিতার আদেশে, পার্ব্বতীপুরে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দেখা—(মফঃস্বল যাত্রায়) প্রতিশ্রুতি লইয়া তথা হইতে ফিরিল।

'তোমায় আর আসতে হবে না—স্যুটকেশটা নিয়ে যাও—ওখান থেকেই উঠো।'

'কেন ? আমি কি এতই অনাবশ্যক ?'

—'তার চেয়ে বেশী—এই কি যাবার সময় ?'

'তোমার বাবা পথ চেয়ে আছেন যে ? দেখা না করে এলে হয় ? তুমি যাবে না—আমিও না ?'

ছয় তারিখে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। পরের দিন হাওড়াভিমুখে যাত্রার দিন।

ঠাকুর বলিল—'আমার কাপড় কিনতে হবে—'

ফণী বলিল—'হাওড়া গিয়ে কিনলে হবে—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'না, এখান থেকে নিক্—'

নীহার বলিল—'ঠাকুরের বাক্স নেই—আমার বাক্সে কাপড চোপড় দিতে বল্লাম—তা দিলে না।'

ছয়টার ট্রেণে বিশ্বকর্ম্মা উত্তর দেশ ছাড়িলেন। তখনো সবার বিশ্বাস —এপ্রিল ফুল।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে হঠাৎ জানালা দিয়া এক প্রকাণ্ড হাঁড়ির প্রবেশ ও বেঞ্চের উপর উপবেশন। এবং দুয়ার খুলিয়া একজন গাড়ীতে উঠিয়া প্রণাম করিল। একটি আত্মীয—এইখানে থাকে।

জিনিস পত্রের মধ্যে রিভলভারটা ফণী রাখে নিজের কাছে। নীহার বন্দুক তিনটা। এবং ঠাকুরের কাছে ক্যাস বাক্স:

পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করিলে রাত্রির মত নিশ্চিন্ত। যাঁহারা পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন—এবার তাঁহাদের ফিরিবার ট্রেণ ছাড়িবে। অতএব টিকিট ক্যারিয়ার এবং উক্ত হাঁড়ির অংশ লইয়া তাঁহারা নামিয়া গেলেন। নীহার নিজেদের ভাগ লইয়া নিজেদের গাড়ীতে গেল, এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'ঠাকুরের পুঁটুলি চুরি গেছে—মনের দুঃখে সে খাবে না।'

ফণী জিজ্ঞাসা করিল—'নতুন জামা কাপড় সব ?'

'হ্যা—গোরারও কি সব ছিল।'

'কখন হারালো ?'

'পুল থেকে নাম্‌বার সময়'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ব্যাটা থাক্ উপোস করে,—ওর হাতে আবার ক্যাস বাক্স দেওয়া ! সর্ব্বনাশ আর কি !'

যে ট্রেণ হইতে নামা হইয়াছে—সেটা এখনো ছাড়ে নাই। ফণী শুদ্ধ চলিল সেই গাড়ীতে খুঁজিতে। কিন্তু পাওয়া গেল না।

রাত্রি এগারটার সময় সুরুচির পিত্রালয়ের ষ্টেশনটিতে গাড়ী দাঁড়াইল। দারুণ শীতে ষ্টেশন যেন কম্বলমুড়ি দিয়াছে। আলোগুলি হিমবর্ষণে অনুজ্জ্বল—জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল, একেবারে ঘুমন্ত দেশ। ঐ ওয়েটিং রুম—ঐ লতার বেড়া—ষ্টেশন ঘরের পিছনে খানদুই গরুর গাড়ী,—যাত্রীরা ছুটাছুটি করিয়া ট্রেণে উঠিল। ২।৩ জন যাত্রী মোটে।

বিশ্বকর্ম্মার ট্রেণে ঘুম হয়—হয়ও না। সুরুচির মন খারাপ নন্দিনীর জন্য। কেমন পিছন হইতে আসিয়া ঠেলা দিত। সতীর মাথার উপর দিয়া মাথা বাড়াইয়া তাহার খাবার আত্মসাৎ করিত। সেই নন্দিনীর শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকা,—চলাফেরার পথে নিঃশব্দে হাতের জিনিস অতর্কিতে টানিয়া লওয়া,—জীব জন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কত বেশী ঘনিষ্ঠ। মানুষ ছাড়া অবশ্য জীবজন্তুর দিন কাটে,—বনে জঙ্গলে মানুষ

কোথায় ?—কিন্তু জীবজন্তু ছাড়া মানুষের দিন অচল। পশুপক্ষী দুই-ই চাই।—না হইলে নয়। একভাবে না একভাবে ইহাদের সাহায্য না পাইলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না।

দু' মিনিট দাঁড়াইল গাড়ী। এ গাড়ীতে কেহই উঠিল না। অপর গাড়ীতে যারা উঠিল সুরুচি ভাল করিয়া দেখিলেন একজনও চেনা নয়। পূর্ব্বে পত্র লিখলে ষ্টেশনে কেহ না কেহ থাকিত। কিন্তু এক মিনিটের দেখায় দু'পক্ষেরই কষ্ট ছাড়া আর কি ? নিজেরা তবু ট্রেণে, কিন্তু যারা আসবে—এই দুরন্ত শীত দু'মাইল দূর হইতে আসা—এবং ফিরিয়া যাওয়া। তাই চিঠি লেখা হয় নাই।

কেবল নন্দিনীকে মনে পড়ে—আজও বিকালে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাধা ছাঁদা দেখিতেছিল। একবারও এদিক ওদিক গেলনা—ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীর ভিতরেই।

'নামলে মন্দ হতোনা'—

'ঘুমোওনি ?'

'ঘুমিয়ে ছিলাম। তুমি ঘুমোওনি নাকি ?'

'না—দেখছিলাম চেনা কেউ আছে কিনা—'

'একদিন থেকে যাওয়া যেতো, ভুল করেছি—'

'এই সব জিনিস পত্র নিয়ে নামা ?—বলা সোজা।'

'কঠিন এমন কিছু না—যাক্ যা হয়নি, হয়নি। দেশলাইটা দাও—'

'একটা দেশলাই শেষ করলে ? এরি মধ্যে ?'

'এরি মধ্যে কি ? ছটা থেকে, এখন ? স' এগারটা, পূরো পাঁচ ঘণ্টা, কম হলো ?'

'না—খুব বেশী। অবাক ! একটা দেশলাইতে এত কম ? তুমি বলে পারলে, আর কারুর সাধ্যি ছিল ?'

৪০

বিশ্বকর্ম্মা বলেন—'কুলী টাউন—'

'কুলী টাউন কি ?'

হাওড়া শুধু মিল আর কুলী। একটা জিনিস দরকার হইলে ছোটো কলিকাতা !

সুরুচির ধারণা ছিল—যে কলিকাতা—ঠিক্ সেই হাওড়া। মাঝে একটা পুল মাত্র। কিন্তু প্রদীপের নীচে সব চেয়ে বেশী অন্ধকার। অগণ্য মিল—কয়লার ধোঁয়ায় ধূমাচ্ছন্ন। এত অপরিচ্ছন্ন সহর বোধ হয় আর নাই—যেন পৃথিবীর ধাপার মাঠ। দুর্গন্ধ পঙ্কময় অগণ্য ড্রেন—সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। পচা পানা ভরা পঙ্কিল ডোবার সংখ্যা নাই। হাওড়ার জন্মের পর হইতে হাওড়া আর পরিষ্কার হয় নাই।

তারপরে মিল—যাদের কপালগুণে মিলের কাছে বাড়ী, তাদের কি অসহ্য সুখ। সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় অকস্মাৎ আকাশ বিদারী তীক্ষ্ণ ধ্বনি—কলের এলার্ম্মি, বাঁশী। আধঘণ্টা পরে আবার ! ছয়টার বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মিলের কাজ আরম্ভ। চলমান মিলের দুর্জ্জয় শব্দ অফুরন্ত একটানা। ঘস্—ঘস্—ঘস্ স্—স্—স্—স্—

সেই শব্দ এগারোটায় থামে। আবার বেলা একটায় আরম্ভ—সন্ধ্যা ছ'টায় শেষ। শনিবার বেলা দশটায় মিল বন্ধ হয়—সোমবার ভোর ছ'টায় খোলে। অগণ্য কর্ম্মচারীর রবিবার আরাম একটা দারুণ আশঙ্কা মাত্র। সোমবার ভোর হইতে সেই যে বিছানা হইতে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া তুলিবে—সপ্তাহ ব্যাপী সেই গুরুভার কর্ম্ম আর অশ্রান্ত কর্কশ শব্দ। মানুষকে যন্ত্র কি দিয়াছে ? সুখ বা আরাম কিছুমাত্রও দিয়াছে কি ? দিয়াছে শুধু অশান্তি উৎকণ্ঠা ও দারুণ যন্ত্রণা।

হাওড়ায় বিশ্বকর্ম্মা সন্তুষ্ট নন। দেখিয়া শুনিয়া সুরুচির মনও দমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু নীহার গোরার বড় উৎসাহ। তাহারা তিনজনে আছে ভাল। হাওড়া আসিয়া ভাল কথা অর্থাৎ কলিকাতার কথা শিখিতেছে। নীহারের ময়মনসিংহী ও গোরার পাবনাই ভাষা শুনিয়া শিবপুরবাসীগণ দু'চার দিনে তাহাদের চিনিয়া ফেলিল। গোরা এখন পোয়াকে 'পো'— দোয়াতকে 'দোত' ওয়াড কে 'অড'—রাত্রিকে 'রেতের বেলা' 'আতপ চেলের গুড়ো' 'ভেযের বাড়ী'—বলিতে শিখিয়া ফেলিয়াছে। নীহার অত শীঘ্র উন্নতি করিতে না পারিলেও চেষ্টায় আছে।

নীহার বাজারে। যথাসাধ্য স্ব ভাষায় জিনিস পত্র কিনিয়াছে। হঠাৎ থালটা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া মদগুর মৎস্যগুলি ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমেষে স্ব ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া নীহার বলিল—'হাঁ করে দেখ্‌তিছ কি ? মাছ কুড়ায়ে ছাওনা ? তোমার ঝুড়ির তলায় গেল যে ?'

মেছুনী অবাক হইয়া বলিল—হাঁ গা—তোমার বাড়ী কোথা গা ?'

নীহার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—'বাড়ী আমার যেহানে খুসী—সেহানে। তুমি মাছ ছাও আগে—'

মেছুনী গালে হাত দিয়া চাহিয়া রহিল।

গোরা লাইব্রেরী যায় বই আনিতে। লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীরা গোরাকে বিশেষরূপে চিনিয়াছেন—গল্প করেন—চা খাওয়ান। থিয়েটার দেখান। একদিন না দেখিলে খোঁজ করেন।

একদিন একটা বই অত্যন্ত ময়লা ও হলুদ মাখা দেখিয়া সুরুচি বই ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'এরকম খারাপ বই আনিসনে।'

গোরা লাইব্রেরী গিয়া বলিল—'অল্‌দি মাখা বই চাইনে।'

'অল্‌দি মাখা কি রে ?'

'এই দেখেন না—'

'ওঃ হলুদ মাখা ? তা আমরা কি লাইব্রেরীতে রান্নাবাড়া করি যে যে হলুদ মাখাবো ? ও যাঁরা পড়েন তাঁদেরই কাজ। হলুদ তো ভাল। আল্তা, কালি, সিঁদুর সবই লাইব্রেরীর বইতে পাবি। নে, তুইই বেছে নে।'

হাওড়ার ধূলা ধোঁয়ায় চুল ময়লা হয় খুব শীঘ্র। সাবান ফেল করিয়া গোরা মাথা মুড়াইয়া ফেলিল।

লাইব্রেরী গেলে সকলে বলিল—'কিরে—নেড়ে হয়েছিস কেন ?'

'আপনাদের বিতিকিচ্ছি দেশে যে তেলকালী—আমার মাথাটা জিকের আটার মতন হয়ে গিছিল।'

'মাথা সাফ করবার বেশ বুদ্ধি বার করেছিস তো ?'

'হ্যাঁ, আপনারাও করে দেখ্‌বেন।'

একদিন গোরা ঠাকুরকে লইয়া একটা মিল দেখিতে গিয়াছে। গোরার পরণে ব্লু ব্ল্যাক ক্রেপের হাফ প্যাণ্ট ও ছিটের হাফ সার্ট—দিব্য সতেজ ভাবে কারখানার ভিতর ঢুকিয়া গেল। ঠাকুর নিজের ধুতি পৈতা ও সভয় ভাব ভঙ্গীতে দারোয়ানের কাছে ধরা পড়িয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এক ইংরেজ কর্ম্মচারী কাজ দেখিয়া ঘুরিতেছিল, গোরাকে এদিক ওদিক বেড়াইতে দেখিয়া হিন্দীতে প্রশ্ন করিল—'ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন কাজের সময় ? তুমি বাইরের দিকে কাজ কর—না ভিতরে ?'

বাহিরে মিলের কম্পাউণ্ডে কয়েকটা মেসিন মেরামত হ'তেছে—বহু লোক সেখানে খাটে।

অকুণ্ঠ গোরা জবাব দিল—'বাইরের দিকে।'

'তবে এখানে কেন ?—যাও, নিজের কাজে যাও।'

তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া গোরা একেবারে চম্পট। এবং বিকাল বেলা নিজের বাহাদুরি খুব ঘটা করিয়া বর্ণনা করিতেছে। ফণী বলিল—'সখ মিটলো ?'

'সখ মিটবে এখুনি ?—আবার যাব—আবার দেখবো—যতদিন না সখ মেটে—' 'বেশী চালাকি করতে যাস্‌নে—ধরা পড়লে বুঝবি মজা—'

'সায়েবের সাধ্যি আছে ধরে আমায়! কি ভাবেন ফণী বাবু? যেখানেই যাই কয় 'বাঙ্গাল' 'আরে বাঙ্গালটা এয়েছে—' আমি কই 'বাঙ্গাল তো তাই কি ? কি বলতে চাও ?—করতে চাও কি ?' আর সকলে চুপ !—হুঁ গোবা সোজা ছেলে না। ধরা অম্‌নি মুখের কথা—বাঙ্গালেব পাল্লায় পড়ে দেখে যেন—'

গোরা স্থান ত্যাগ করিলে ফণী বলিল—'যাইহোক ওর সাহস আছে, তোর মতন ভীরু নয়—'

'ভীৰু কি আমি সাধে ? বাবুর ভয়ে। বলবেন—এটা করলি কি ?—ওটা করলি কেন ?—না করলে হতো' তাই ন্যায্য কথাও কইনে ভয়ে। কে সাতখান করে লাগাবে বাবুর কাছে। নইলে কথা কইতে জানিনে ? আমাব যা চোট পাট—মহাবীরের কাছে শোনেন নাই ?'

মহাবীব নীহারের ভ্রাতুষ্পুত্র, নীহারেরই বয়সী। দেশ হইতে চাকবী কবিতে আসে—থাকে নীহারের কাছে। যে কাজটী তাহাকে ঠিক করিয়া দেওয়া হয়—কয়েক দিন পরেই ছাড়িয়া বসে। মাস কয়েক এই ভাবে কাটাইয়া দেশে রওনা হয়। কিছুদিন পরে আবার আসে। নীহারের পক্কতি যে বর্ণনা করে ভাল। দেড় বছর দুবছর পর বাড়ী যায় নীহার—প্রথম তিন দিন ভালই কাটে। তারপর মেজাজের পরিচয়—শেষে রাগা রাগি চটা চটি করিয়া দূর গ্রামের কোন আত্মীয়

বাড়ী দেখা সাক্ষাতের অছিলায় বাড়ী ছাড়িয়া গেল। দিন কয়েক পরে বাড়ী ফিরিয়া একেবারে বিদেশে রওনা।

—"শুনেছি—তুই একটা সত্যিকারের পাজি—"

৪১

শ্রীমতী ইন্দিরার চিকিৎসার জন্য তেজেন শ্যামবাজারের বাসায় আছে। তেজেনের মেয়ে তুইবছরের খুকু। ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই। অনেক খেল্‌না দিয়া তাহাকে বশ করা হইল। আধ আধ কথা, 'ক —ক' বলিতে বলিতে বহু চেষ্টায় কুকুর বলিতে শিখিল। তার পরে 'ব—বুশি' 'বিশি'—অর্থাৎ পিসে মশায়। সেও তুই তিন দিন চেষ্টার ফলে তবে উচ্চারণ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুন্দর কথা বলিতে শিখিয়া ফেলিল। খুকু বিশ্বকর্ম্মার সাথী হইয়া উঠিল—এবং হাওড়া বিশ্বকর্ম্মার কাছে রহিল।

ভোর না হইতে খুকু-বলে—'গায়ি আনো মজি, কুকু যাবে' বিশ্বকর্ম্মা ঘুম ভাঙ্গিয়া বলেন—'কে খুকু ?'

'কুকু নেই।'

'এটা কি ?'

'কুকু।'

'বিশি কৈ ?'

'বিশি নেই।'

'এটা কি ?'

'বিশি।'

খুকুকে যা কিছু জিজ্ঞাসা কর—বলিবে 'নেই।' এটা তাব কথার ধরণ।

মজি—মজিদ খাঁ বিশ্বকর্ম্মার ড্রাইভার।

খুকু অত্যন্ত শান্ত—অতি মৃদু স্বরে কথা কয়। থালাকে বলে শালা। দুই হাতে একটা প্লেট শক্ত করিয়া ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলে—'দে—শালা চা—দে, শালা চা খাই—'

সকলে হাসিয়া কুট পাট। কিন্তু খুকুর কথার আসল অর্থ—'থালায় চা দাও—'

বিশ্বকর্ম্মা খুকুর সঙ্গে খেলা করেন। ছবির ফুল দেখিয়া খুকু বলে—'বা—হুল!' বাঘের ছবি দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ভয় দেখায় 'ও বাবা—ওতা কি? আঁা—'

বিশ্বকর্ম্মা সভয়ে বলেন—'ও বাবা'—

খুকু আরো ভয় দেখায় 'ধ'—ধ' বিশি ধ'!' তার পরে নিজে বিড়াল হইয়া ডাকে—'নিয়াউ—নিয়াউ'—

বিড়ালকে খুকু অত্যন্ত ভয় করে।

অর্দ্ধেক রাত্রিতে খুকু ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে—'জামা বিজা'—

বিশ্বকর্ম্মার ও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—'এঃ খুকু আমার কাপড ভিজিয়ে দিয়েছে—'

খুকু বেজায় বাবু,—ধূলা ময়লা বা ভিজা সহিতে পারে না। বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে ফিরিলে নীহার জুতা খোলে। খুকুকে বলা হইয়াছে—'ছি জুতোয় হাত দিতে নেই।' সে কথা সে ভুলে নাই। নীহারকে বলে—'সি, দুতো সি,—মুজো সি'

তেজেনের পায়ে অদ্ভুত আকারের স্যাণ্ডাল,—সে আসিলে খুকু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত হাঁটুতে ভর দিয়া সেই স্যাণ্ডাল দেখে—তার পর ক্রমে পিছু হাঁটে—এবং বলে 'সি, বকু দুতো সি—'

সুরুচি বলেন 'গোপুর জুতো যে বিশ্রী সে খুকুও বোঝে।'

খুকু গোপুকে বলে 'বকু'—কাপড়কে 'বাকল' কপিকে 'বকি'।

গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড বাজিতেছে—খুকু সকলকে বলিল—'গান—বাজ্জা—'

কেহ কান দিলনা। আবার খুকু সকলকে বলিল—'গান—বাজ্জা'—অর্থাৎ গান বাজনা হইতেছে—তোমরা মন দাও।

একটু পরে একটা বিকট সুরের রেকর্ড বাজিয়া উঠিল। খেলা ফেলিয়া সভয়ে খুকু বিশ্বকর্ম্মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—'জুজু! —জুজু!—'

খুকুর নাম মায়া। বাড়ীতে যে কেহ কাহারও নাম জিজ্ঞাসা করুক - উত্তর দেয় খুকু—'নাম কি? মায়া নাম।—নাম কি? মায়া নাম'—সে কথার বিরাম নাই। যেমন শিখানো হইয়াছে 'তোমার নাম কি?—নাম মায়া।' ঠিক সেইভাবে শেখানো সব কথাগু'ল আবৃত্তি করে।

পথে বেড়াইতে বাহির হইলে দুই দিকের দোকানের আলো দেখিয়া খুকু বলে—'নন্ বাতি—' (লণ্ঠন বাতি)

তুলার গাদা দেখিয়া অস্ফুষ্ট স্বরে—'নিয়াউ—'

সাজানো শিশি কৌটা সব—'তেল পতল—'

ছাদের কিনারায় খানিকটা তুলা পড়িয়া আছে—ভয়ে খুকু ছাদে যায় না—'নিয়াউ।' তুলাটার আকৃতি কতকটা বিড়াল ছানার মতন।

বিশ্বকর্ম্মার অবসরটুকু খুকুকে লইয়া কাটে। মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া ব্যস্তভাবে—'কৈ খুকু? ভাল পেয়ারা এনেছি।'

'খুকুকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'কেন পাঠালে? কে বললে পাঠাতে? খুকু তোমার কি করেছিল? এ সব ওস্তাদি আমি আদৌ পছন্দ করিনে, শীগগীর কাউকে পাঠাও—খুকুকে আনো।'

'এত রাত্তিরে তারা দেবেনা আস্তে—'

'দেবেনা—ইস্ !'

এমন সময় খুকুর প্রবেশ—'এই বিশি—'

'হুর রে ! এইযে খুকু ! এসো—এসো, দেখ দেখ মেয়ের মুখ দেখ—খুকু যেন পদ্ম ফুল'

'খুকু তো আছে—জামা কাপড়টা ছেড়ে নিলে হয় না ?'

'দাড়াও, খুকু—এই যে ?'

'কি ?'—খুকু হাসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল বিশ্বকর্ম্মার হাতের পেয়ারার উপর ॥

—'তোমার জন্য পুরা বাড়ী ঠিক করলাম'—

'অপবাধ ?'

'হাওড়ায় ভাল থাক্‌ছো কই ?'

'তুমি' ?

এখন ছুটি নেই—কয়েকটা শক্ত কেস্ হাতে রয়েছে'—

'তবে আমি একা ?'—

'একা কি ? বাপের বাড়ী চিঠি লেখ—দেশের বাড়ী খবর দাও—অনেকে আসবেন'—

'থাক্‌গে।'

বিশ্বকর্ম্মা বারকয়েক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। পরে ফণী বলিল—'যান্‌না—শরীরটা দেখতে হয়।'

'উনিও ভাল নেই—আমার এত কি দরকার !'

'এখনকার এই নিয়ম। স্বামীরা গাধার খাটুনী খেটে টাকা উপার্জ্জন করে, তাদের অসুখও হতে নেই—ছুটিও নিতে নেই। সেই টাকা বৌয়েরা দু'হাতে খরচ করে—হাওয়া বদলাতে যায়। বৌদের জন্যেই তো চাকরী ?'

'তবে নৈনিতাল, মুশৌরী যেতে হয়। পুরীতে খরচ কি ?'

বিশ্বকর্ম্মা শুনিয়া বলিলেন 'পাহাড়ে যাবে ? দার্জ্জিলিং আমার মাষ্টার মশাই আছেন তাঁকে লিখে দি, সবরকম সুবিধে করে দেবেন।'

'না—না, আমার ভাবনা ভাবতে তোমায় কে বলেছে ?'

ফণী বলিল—'জানি—জানি, দার্জ্জিলিং গেলে দশবার চান করা চল্‌বেনা।'

এক জামাতা কলিকাতা থাকে—দেখা করিতে আসিল। সুরুচি বলিলেন—'আবার এসো—তুমি আসনা কেন ?'

—'আসবো কি ? বড় পরিশ্রম—সময় পাইনে। ভাল লাগেনা চাকরী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আর জন্মে যেন বড় লোকের বৌ হই।'

'এমন উদ্ভট সখ কেন ?—বড়লোক নয় ? বৌ ?'

'বড়লোক বড় অসুখী। কত ভাবতে হয়—প্রাণপণ খাটতে হয়—বাড়ী গাড়ী করে ইস্ত্রী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে নিজে চব্বিশ ঘণ্টা খেটে টাকা আন্‌ছেন। বাড়ীতে ফ্যান ফিট্ করা—হাওয়া খায় বৌ, বাগান আছে—বেড়ায় বৌ, গাড়ী আছে—বেড়ায় বৌ। নিজে যা-তা মুখে দিয়ে ছুট্—বৌ মনের সাধে বসে বসে খান ! দামী দামী সাড়ী কিনছেন, সিনেমা দেখা, নভেল পড়া, বড় জোর কষ্ট করে হুকুম দেওয়া,—আর বছরে একবার পাহাড়ে হাওয়া খেতে যাওয়া। এমন সুখের জীবন আর কটা আছে বলুন দেখি ?' (সকলের হাস্য)

গোরা যখন তখন বাইক লইয়া বাহির হয়—কাহারও কথা শোনে না।

একদিন রাত্রি প্রায় আটটা। গোরা বাহির হইল, অজুহাত বিস্কুট কেনা। নীহার বলিল—'যাস্‌নে—'আমি কাল আন্‌বো। বাইকে আলো নেই।'

গোরা শুনিল না।

থানার ইনচার্জ্জ অফিসার একটা কাজ লইয়া বিশ্বকর্ম্মার কাছে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে ফোন বাজিয়া উঠিল—থানাব সেকেণ্ড অফিসার ইনচার্জ্জ অফিসার অন্নদা বাবুকে চায়।

অন্নদা ফোনে কথা বলিতেছেন—'কি বল্‌ছে? মিষ্টার রায়ের কথা বলছে?' হাঁ—হাঁ—সত্যি—এইখানে থাকে। কি হয়েছে? গোরা? কেন?'

বিশ্বকর্ম্মা কান খাড়া করিয়াছেন।

অন্নদা বলিতেছেন—'কোন অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি তো? ছেড়ে দাও'—

বিশ্বকর্ম্মা ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন—'হয়েছে কি?'

'গোবাব বাইকে আলো নেই—সার্জ্জেণ্ট ধরে থানায় নিয়ে গেছে।'

এক লম্ফে উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা অন্নদার হাত হইতে রিসিভার লইলেন—এবং বলিয়া দিলেন—'না, ছেড়ো না। পাঁচ বেত লাগিয়ে হাজতে আটকে রাখ'—

নীহাব ছুটিয়া ভিতরে গেল—'ফণী বাবু—ফণী বাবু—সর্ব্বোনাশ—গোরাকে পুলিশে ধরেছে।'

মিনিট কয়েক পরে গোবা ফিরিয়া আসিল। বিশ্বকর্ম্মা জানিতে পারিলেননা।

তার পর গোরাকে কোর্টে হাজির হইতে হইবে—কিন্তু সে গেল না।

অন্নদা ফণীকে বলিলেন 'হাজির না হলে ওয়ারেণ্ট বেরুবে।'

'শমন দিয়েছে না কি?

'সার্জ্জেণ্ট টিপ সই নিয়েছিল।'

ফণী গোরাকে বলিল—'কাকা শুন্‌লে বাঁচবিনে'—গোরা বলিল—'আবার দিন কবে?'

'কাল। অন্নদা বাবুর কাছে যাস্, যা বলে দেন, সেই রকম করিস।'

পরদিন বেলা দশটা না বাজিতে গোরা হাঁক ডাক আরম্ভ করিল—'ঠাকুর শীগগীর ভাত বাড়—কাছারী যাব।'

ঠাকুর বলিল—'ইঃ চাকরী করতে যাচ্ছেন! তাগাদা দেখ!

ভাল ভাল জামা কাপড় জুতা পরিয়া টাকা লইয়া গোরা চলিল কোর্টে। ফণী বলিল—'তুই ব্যাটা সত্যি লক্ষ্মী ছাড়া। রাজ পুত্তুর সেজে চল্লি,—ফাইন দিস্ ডবল করে।'

গোরা সগর্ব্বে বলিল—'যা লাগবে ফেলে দিযে আস্‌বো।'

ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া গোরা সুরুচিকে টাকা ফিরাইয়া দিল। বলিল—'কিছু লাগেনি মা—লাগেনি। হাকিম বললে—যা এবার। আর লাইট ছাড়া বাইক চালাসনে'—

গোরার উল্লাস দেখিয়া ফণী বলিল—'তোকে খুব বেশী ফাইন করা উচিত ছিল। নইলে তোর শিক্ষা হবেনা।'

৪৪

দক্ষিণ বন্যা (মেদিনীপুর)

আষাঢ় মাস। ছুটী অন্তে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মস্থান যাত্রাকাল।

নৌকা খুব ভোরে। মেজবৌ যাইবেন। সকলে বলিল—'কিছু আতপ চাল নাও সঙ্গে—'

'চালের পুঁটলী বইবো বই কি? তীর্থে যাচ্ছি না কি? ছ'মাস—ন' মাসের পথ? কাল দুপুরে পৌঁছুবো হাঁটা পথ নয় যে দেরি হবে—'

'বলা যায় কি—পথে ঘাটে—ধর ইষ্টিমার চড়ায় ঠেক্‌লো, কত কি হতে পারে—'

'এই থৈ থৈ বর্ষায় ইষ্টিমার ঠেক্‌বে? তা তেমন কিছু হয় হলো—ছু' একদিন উপোষ ভালই—শরীর ভাল থাকে। নিত্যি খাওয়া! নিত্যি খাওয়া! একদিন কামাই নেই। বাড়ীতে উপোষে কষ্ট। পথে শুধু বসে থাকা—তিনদিন না খেলেও কষ্ট হয় না'—

দিদি বলিলেন—'কথা শুনবেনা—যা খুসী করগে।'

পরদিন সকালবেলা শিয়ালদহ। বেলা আটটায় হাওড়ার ট্রেন! ছ'টায় একটা ছিল—সেটা ধরা যায় না।

ট্রেনের মধ্যে যাত্রীব মুখে নানা বিচিত্র সংবাদ! বিষম বন্যা হইয়া এদিকেব লাইন ধ্বসিয়া ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়াছিল—সবে দু'তিন দিন হইল ট্রেন চলিতেছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আমবা পৌছব ত?'

বিশ্বকর্ম্মার কামরাটির মধ্যে যে কয়জন যাত্রী ছিল—কেহই দূরের যাত্রী নয়, দু'চাব ষ্টেশনের মধ্যেই নামিবে। বিশ্বকর্ম্মার গন্তব্য স্থান অনেকদূব সুতরাং সেদিককার সঠিক খবর কেহই দিতে পারিলনা।

ট্রেনের গতি অত্যন্ত মন্দ। আধ মাইল—এক মাইল পর পর দাঁড়ায়। কয়েকটি ষ্টেশন ছাড়াইবার পরই বন্যার রূপ কিছু কিছু দেখা গেল। চারিদিক জলে ভরা—লোকে নৌকা ভেলা কোশায় যাতায়াত করিতেছে। লাইনটি সদ্য মেরামত করা—গাড়ী অতি সাবধানে কচ্ছপ গতিতে চলিতেছে। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে এক ঘণ্টার মধ্যে বাসায় পৌছিবার কথা—বেলা একটা বাজিল। অন্যান্য যাত্রী নামিয়া গিয়াছে—এখনো বিশ্বকর্ম্মার ষ্টেশন বহু দূর। বিশ্বকর্ম্মার অবশ্য কোন অসুবিধা নাই—তাঁর সুখ সুবিধা আরাম সবই সঙ্গে আছে। তথাপি গাড়ী যেন কিছুতেই চলিতে চায় না, দু'চারি পা যায়—আর দাঁড়ায়! দিনটি মেঘলা—রোদ চাপা। বাতাস নাই। গাড়ীর মধ্যে তিক্তকর গুমোট। হাওয়া না থাকে যদি, গাড়ী খুব জোরে চলিলে সেই

গতিবেগে হাওয়া লাগে—সে নাই। এ যেন ঠিক গরুর গাড়ী। যতই বেলা যায়—গাড়ীর গতি আরও কমে। কণ্ট্রাক্টারের কাজ, লাইন বাঁধিয়াছে বটে—কিন্তু কেবল ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে। মেরামত লাগিযাই আছে। তেমন বাঁধা লাইন হইলে কি যখন তখন ধ্বসিতে পারে? একটা অতিষ্ঠ অসহ্য ভাবে সকলে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল।

বৈকালেব শেষে গাড়ী পৌছিল ষ্টেশনে। লোকজন কেহ ষ্টেশনে আসে নাই—যানবাহনের বন্দোবস্তও নাই। ভীষণ বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। চারিদিকে জল আর জল। ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'চিঠি পায়নি।'

এখন এই বত্রিশ মাইল যান কিসে? না গেলে থাকেন কোথা? সম্মুখে রাত্রি—বাজ্যের মালপত্র সঙ্গে। যে রকম মেঘ কবিয়া আছে—কখন বা বৃষ্টি হয়! সারাদিন গবমে সকলে সিদ্ধ—আর কিছু হোক বা না হোক—স্নানটা চাই ভালরূপ। মেজবৌ সেই কাল সকালে বাড়ীতে সামান্য জলযোগ করিযাছেন—রাত্রে গোযালন্দে পদ্মা স্নানের পর, কিন্তু আজ সারাদিন নির্জ্জলা উপবাসী।

ষ্টেশনের কর্ম্মচাবীগণ অনুরোধ করিল ষ্টেশনে থাকিতে ষ্টেশনেব বাহিরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী—মালিক বিদেশে, বাড়ী খালি—তবে দারোয়ান দাসদাসী আছে। এ বাড়ীটিই থাকিবার যোগ্য। সকালে উঠিযা যাত্রাব বন্দোবস্ত করা যাইবে।

কাব না কাব বাড়ী বিশ্বকর্ম্মা থাকিতে যাইবেন? বলিলেন—'না—সে হয না।'

একটি লোক সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইল। 'চাবি আমাবই কাছে, বাড়ী অমব বাবুর।'

অমর বাবু বিশ্বকর্ম্মার ঘনিষ্ট বন্ধু। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তাঁব বাড়ী তো কাসুন্দীয়া—'

'সেটা পৈত্রিকবাড়ী, এটা নতুন করেছেন, কি জানেন—পরে যদি ভাই ভাই না বনে—'

এবার আপত্তি করিবার কথা নয়, কিন্তু পৌরুষ গর্ব্ব হুঙ্কার দিয়া উঠিল পুরুষ সিংহের অন্তরে! যাত্রাপথে কোন সুবিধা করিবার ক্ষমতা নাই, পরের অনুগ্রহে বাস? তিনি রাজী হইলেন না। সঙ্গের সকলে তাঁহারই মুখাপেক্ষী। যদিও কাল সেই অর্দ্ধেক রাত্রিতে উঠিয়া যাওার হাঙ্গামা, আজ সারাদিন ট্রেনের বিরক্তিকর ক্লান্তি—রাত্রের মত বিশ্রাম পাইলে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস হইল না। এক মেজবৌ অ-রাজী নন। যেখানে সেখানে তাঁহার শুদ্ধাচারের বিঘ্ন ঘটে। তাব চেয়ে নিজের গুছানো ঘর সংসারের মধ্যে গিয়া পড়াই ভাল। সেজন্যে যত রাত্রিই হোক—আপত্তি নাই। গাড়ীতে উঠিলে কতক্ষণ?

মেজবৌ জানেননা যে—এই বন্যায় পথ ঘাট কি তেমনি আছে যে মোটরে উঠিলেই বাড়ী?

একটিও ট্যাক্সি নাই—একখানি মাত্র বাস আছে। ট্রেনের সময় ঠিক না থাকায় যানবাহনও ঠিক থাকেনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ষ্টেশনে হত্যা দিয়া থাকিলে চলিবে কেন? নানা দিকে নানা কাজকর্ম্মে চলিয়া যায়।

জন কয়েক যাত্রীও আছে। সব শুদ্ধ সেই একটা বাসে ওঠা গেল। ভালরূপে বসিতে না বসিতে ঝম্ ঝম্ শব্দে নামিল বৃষ্টি।

প্রায় সন্ধ্যা—যাত্রীরা নামিয়া গেল বৃষ্টির মধ্যেই যে যার স্থানে। কিছুক্ষণ পরে বাস দাঁড়াইল সমুদ্রের কিনারে! আর যাইবেনা। পথ জলে ডুবিয়া গিয়াছে—চারিদিকে জল।

একখানি নৌকা দেখিতে পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিলেন। নৌকাটি খালি। সেইটা ঠিক করিয়া উঠিতে না উঠিতে বিভিন্ন দিক হইতে

আর একখানা বাস এবং দুইখানি ট্যাক্সি আসিযা দাঁড়াইল। সম্মুখের গতিপথ বন্ধ, উপায় নৌকা, নৌকা একখানি মাত্র, সে-ও বোঝাই। বিশ্বকন্যার বাসখানা আবার ষ্টেশানেব পথে ফিবিয়া গেল।

নৌকা চলিল,—অদ্ভুত নৌকা, পাটাতন নাই, খোলেব ভিতর বসিবাব স্থান। বৃষ্টিতে খোলের ভিতর আধ হাত জল। ভাগ্যে খান কয়েক তক্তা ছিল, সেইগুলির দ্বারা পাটাতন করিযা কোনমতে বসিবাব স্থান কবা হইল। তীবের বাস ট্যাক্সির আবোহী তখনো নৌকাটির আশায় কিম্বা অপর কোন আশায অপেক্ষায় আছে।

ছোট্ট নৌকা, তায় একেবারে বোঝাই, হেলিয়া দুলিয়া ডুবুডুবু হইয়া চলিল,—চলে কি চলেনা? নৌকাব কিনারা জল সমান সমান।

এমন সময় আবাব বৃষ্টি—ভীষণ বৃষ্টি। বর্ষাকাল—ছাতা সঙ্গে থাকে। কিন্তু খোলা নৌকায় এত বৃষ্টি কি ছাতায় মানে? মানুষ ও ভিজিল—জিনিস পত্রও ভিজিল! শুধু বিছানাটা না ভেজে—সেই দিকেই যা দৃষ্টি। এহেন অবস্থায় পডিয়াও মন ভারাক্রান্ত নয। বিরক্তি তো নাই—ই, বেশ স্বচ্ছন্দ চিত্ত। বিশ্বকন্যা বলিলেন, মেজবৌ? জল্-পান করবেন না তো? তাই জল সিঞ্চন হচ্ছে—' মেজবৌ বলিলেন—'হ্যাঁ—চান হযে গেল'—

'তবে জল খেয়ে নিন, জলেব অভাব তো নেই—যত ইচ্ছা—'

—'কেন? শুধু জল খাব কেন? আর কি দেবেন দিন? নিজে সারাদিন শুধু জল খেয়েছেন না কি?—

'আমার কথা আলাদা—আপনি পুণ্যবতী—স্নান না করে জলস্পর্শ করেননা'—

—'চান তো হলো—এবার দিন্না কি দেবেন? খালি মুখের বড়াই'—

—'সেই চেষ্টায় তো চলেছি। এই পৌছলাম আর কি, কাপড়টা বদলে ভোগে বসবেন—'

"আমার কত দেওর ভোগ সাজিয়ে রেখেছে এই জলের মধ্যে"—

বৃষ্টির জলে নৌকা আরও ভারি হইল।

আরোহী আটজন সবশুদ্ধ, দুই মাঝি, সরোজ নীহার ঝি সুরুচি মেজবৌ বিশ্বকর্ম্মা। সরোজ ও নীহার জল সেঁচিতেছে। মেজবৌ বলিলেন—'না নৌকো—না নৌকোর জাত! এরি নাম নৌকো? না ছিরি না ছাঁদ—না আরাম! পা ব্যথা হয়ে গেল—ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'নৌকো আমাদের দেশের—'

সুরুচি বলিলেন—'এটা সমুদ্রের দেশ, এই নৌকো নিয়েই এরা সমুদ্র পাড়ি দেয়।'

'কে জানে ব্যাটারা কি করে—'

রাত্রি এক প্রহর। এতক্ষণ আকাশে মেঘ, চারিদিকে অন্ধকার—চারিদিকে জল। এবার সম্মুখে একটা আলোকিত স্থান, দোকান বাজারের মত, সেই সব আলো জলে পড়িয়াছে কিছু দূর পর্য্যন্ত। স্থানটি বিশ্বকর্ম্মার চেনা চেনা বোধ হইতেছে, 'রাখ নৌকো রাখ্—জিজ্ঞেস করি—'

ডান দিকে একটা বাড়ী, বাড়ীর বাহির বারান্দায় তক্তাপোষের উপর এক ভদ্রলোক বসিয়া ধূমপান করিতে ছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

—'কোথায় যাবেন?' বলিতে বলিতে ভদ্রলোক নামিয়া দাঁড়াইলেন। ততক্ষণ বিশ্বকর্ম্মা স্থানটি চিনিতে পারিয়াছেন, এখান হইতে তাঁহার কর্ম্মস্থান আরো সাত মাইল। এখানে তাঁহাকে প্রায়ই আসিতে হয়। ভদ্রলোক স্থানীয় মাইনর স্কুলের মাষ্টার,

বিশ্বকর্ম্মাকে চিনিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা চিনিতে পারেন নাই। তখনো তিনি রওনা হইবার চেষ্টায় আছেন। ভদ্রলোক প্রায় জলে নামেন—'আসুন—আসুন, এইখানে আসুন, আজ রাত্তিরে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এই নৌকোয় আরো সাত মাইল ?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন মাঝিকে—'কি-রে-পারবিনে ?'

'আজ্ঞে না বাবু, ওদিকেযাইনে, জানিওনে, জল যদি বেড়ে থাকে ?'

'পারবিনে তা জানি। তোরা কোন কর্ম্মের নয়। এতক্ষণে এলি মোটে এইটুকু ?'

মাষ্টার বলিলেন—'জল ভীষণ বেড়ে গেছে ওদিকে। আপনি আর দেরি করবেন না, নামুন।'

নৌকা বারান্দার ধাপের সঙ্গে লাগানো হইল। ঘরটি খড়ের আট চালা—বেশ বড। চওডা বারান্দা। ভদ্রলোক তাডাতাডি একটা লণ্ঠন জ্বালিলেন। বাবান্দার পরে একটা বড় ঘর, পাশে আব একটি ছোট ঘর, তুই ঘরের মাঝখানে দরজা। পিছনে ঘেরা বারান্দা। তুই ঘরেই তু'খানা · করিয়া চৌকি পাতা। এটা তাঁর বাসা—একাই থাকেন। পরিবার বর্গ দেশে—অর্থাৎ মাইল কয়েক দূরে বসত বাড়ী। তবে মাঝে মাঝে দেশ হইতে আসিয়া তু'চার দিন থাকে।

মাঝিরা টাকা পয়সা লইয়া দোকানে গেল—রাত্রে দোকানেই থাকিবে। শেষ রাত্রে উঠিয়া ভাল নৌকা আনিয়া দিবে। নীহারও বাজারে গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ভাল আতপ চাল আনিস্—'

'কাপড় চোপড় ছাড়ো—'

কাপড় ছাডা কি—ভিজিয়া সকলে ভিজে কাক! সুরুচি বলিলেন—'স্নান করবো—'

'শীত পড়েছে যে ? আবার স্নান ?

'শীত কোথা ? না নাইলে ভাল লাগবেনা।'

মাষ্টার নির্দ্দেশ দিলেন—বাড়ীর বাঁদিকে একটা বড় গাছ—তার তলায় জল বেশী এবং পরিষ্কার। লণ্ঠন লইয়া ঝি সঙ্গে গেল। বাড়ীটা সদর পথের উপরে। পথে হাঁটু জলেরও কম। গাছ তলায় স্বচ্ছন্দ ভাবে স্নান করিতে করিতে অভিজ্ঞ মেজবৌ বুঝিলেন—এই খানটা একটা ঢালু মাঠ, পথের চেয়ে নীচু, তাই এত জল, পায়ের নীচে মাটী কাদা নয়—ঘন দুর্ব্বা।

বাড়ীটার বন্দোবস্ত সব দিকেই ভাল। অনেক বড় বাড়ীতেও এমন ব্যবস্থা নাই। সম্মুখেই দোকান বাজার, পথ হইতে কিছু দূরে—কিন্তু আলোর রেশ বারান্দায় আসিয়া পৌঁছায়। অপর দুদিকে বাড়া ঘর কিন্তু গায়ে গায়ে নয়— একটু দূরে।

পিছনের বারান্দায় রান্নার স্থান। দুয়ার আছে, সেইটি খুলিয়া সুরুচি বলিলেন—'বাঃ—দেখুন দিদি—দেখুন।'

যেন প্রকাণ্ড নদী, কোন বাড়ী ঘর নাই, গাছপালা দু'চারিটি আছে। দুয়ার হইতে কিছু দূরে ছোট ছোট জঙ্গলে ঘেরা একটা সীমা রেখা, তার এদিকেও জল—ওদিকেও জল।

'ও আর দেখে কি হবে ? রান্নার যোগাড় করবিনে ?'

'আসুক বাজার থেকে—ভদ্রলোক কিন্তু ভারি পরিষ্কার—'

'একলা থাকে—পরিষ্কার হবেনা কেন ?'

মাষ্টার আহারাদি করেন দোকানের এক বাসায়। কিন্তু রান্নার সব আছে। মাটী লেপা মাটির উনান, বড় বড় শুষ্ক কাঠের চেলা,—রান্না ভাঁড়ার দুই ই এই বারান্দায়। মাজা কড়াই থালা বাটী তরকারীর ডালা বঁটি, শীল নোড়া, টুল, ঘটি বালতী তেলের শিশি মশলাদি সবই যেন এক নিপুণ গৃহিণীর পরিচয় দেয়। মেজবৌ বলিলেন

'বাড়ী থেকে তো সবাই আসে, তাদেরই কাজ, পুরুষ মানুষে কি পারে ? দোর বন্ধ করবিনে ?'

'থাক্‌না খোলা—হাওয়া আসছে—'

'তোর হাওয়ায় সাধ মেটে না, আমার তো শীত করছে—'

—'আপনি এদিকে সরে বসুন। গায়ের কাপড়টা এনে দি—সন্ধ্যা-সেরে নিন শীগ্‌গীর, একটা কুপিও আছে, ধরাই। ওটা কাজে লাগবে।'

নীহার বাজার হইতে ফিরিল, চাল ডাল ঘি ইত্যাদি—নূতন হাঁড়ি কলাপাতা। বলিল, 'তরকারী নেই—সব দোকান ঘুরেছি, একটা আলু নেই কোথাও—আশ্চয্যি !'

'দিদির জল খাবার ?'

'কিচ্ছু নেই—একেবারে কিচ্ছু না ! না ফল, না কোন মিষ্টি মেঠাই, একটা কলা অবধি না—'

'কি আনলি নীহার ?' বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া আসিয়াছেন। নীহারের শেষ কথা শুনিয়া বলিলেন 'কলা একটা নিতান্ত দরকার—রাত্তিরটা কলা খেয়েই থাকতেন।'

'কলা পায় নি।'

'কোন কিছুই পেলিনা ? বলিস কি ?'

"কিছুনা। এক চিনি বাতাসা আছে—এনেছি।"

'সঙ্গে কিছু নেই ?'

'সঙ্গে কি থাকবে ? দুটো আম আছে মাত্তব—'

আম দুইটি খুব বড। নীহার বাহির করিয়া আনিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'তবে রান্না হোক শীগগীর—'

নীহার বাজারের পুঁটুলী খুলিতে খুলিতে বলিল 'আতপ চাল পাইনি—'

"পাস্‌নি ? সে কি রে ?"

'অনেক খুঁজেছি, কোথাও নেই, তাই তো দেরী হলো এত ?'

সরোজ বলিল 'আমি যাই—দেখে আসি—'

"তুই যাবি কোথা—দেখি আমি—"

বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলেন। মাষ্টার নিজে সেই জল-বৃষ্টির মধ্যে ছাতি লইয়া বাহির হইলেন। অনেক লোককে এখানে ওখানে পাঠাইলেন। কিন্তু কোথাও এক মুঠা আতপ চাল পাওয়া গেল না।

হতাশভাবে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কি হবে ?'

মেজবৌয়ের সন্ধ্যা জপ সারা। বলিলেন—'আপনি না কলা খেয়ে থাকতে বলেছিলেন ? তাই হবে—'

—'সেও তো পাওয়া গেলনা আপনার কপালে—'

সুরুচি বলিলেন—'এ দেশে আতপ চাল খায়না না-কি ?'

'দিনের বেলা হলে নিশ্চয় যোগাড় করা যেতো, এখন উপায় কি হবে তাই বল।'

'উপায় ঐ আম, ঢের হবে, আর ভেবে কাজনেই'—জবাব দিলেন মেজবৌ।

মন সকলেরই খারাপ হইয়া গেল। সবাই চুপ চাপ। মেজবৌ বলিলেন—'আচ্ছা মানুষ তো ? আবার ভাবছেন কি ? চান করবেননা ? হাজারবার বল্‌ছি—আমার কিছু কষ্ট হবেনা—কিচ্ছু না। একবার বাড়ী যেতে তিনদিন উপোষ করেছিলাম। ও আমাদের অভ্যেস,—সবাই কি আপনার মতন ? সাতবার খেয়েও অস্থির ?—এখানে তো নামবার কথা ছিলনা, এতক্ষণ জল পাড়িদেবার কথা, পৌঁছতাম তো ভোরে। নেমেছি, চান করেছি, আমার আসল কাজ যা, সেও সারা হলো—আবার কি ? অমাবতী করিনে আমরা ? আম খেয়েই তিন দিন ? একটুও তো কষ্ট হয়না। আমের কাছে আর কি আছে ?

যান, আপনি নাইতে যান।'

'জলযোগ করুন তবে।'

'তাই দেখে তবে নাইবেন—তা বেশ'—

মেজবৌ কলাপাতা ধুইয়া আম কাটিতে বসিলেন—'বঁটিটা ভাল তো?'

সরোজ তখনি মাষ্টারের কাছে শুনিয়া আসিল, 'বঁটিটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ—আঁশ বঁটি তাঁর দুয়ারের বাহিরে জলের তলে। নীহার বঁটিটা উত্তমরূপে ধুইয়া দিল। তবু মেজবৌয়ের সন্দেহ গেল না। কি জানি যদি পেঁয়াজ কাটা হইয়া থাকে? বার বার জিজ্ঞাসা করাও যায় না। তখন বঁটি বাদ দিয়া নিজেদের ঝুড়ি হইতে ছুরি বাহির করিয়া লইলেন।

'নীহার তোরা চান করবিনি?'

'বড্ড শীত'—

'তবে কাপড় ছাড়—ভিজে কাপড়ে থাকিস কেন?'

—'আপনার চানের জল দিয়ে যাব'—

নূতন হাঁড়িটায় নীহার এক হাঁড়ি জল চড়াইল, শুকনো কাঠে উনানের জোর আঁচ। রান্নার জল দোকানের পাশের ইঁদারা হইতে আনা হইয়াছে। মাষ্টারের বড় মাটির কলসীতে বাটী ঢাকা এক কলসী জল। সে জল মেজবৌ খাইবেন না। সরোজ কাপড় ছাড়িয়া একঘটি জল সেই ইন্দারা হইতে আনিয়া দিল।

রান্না করিবেন সুরুচি—সুতরাং তাঁর ইচ্ছা আরও কিছু যোগাড় থাকে। কিন্তু চাল ডাল ছাড়া কিছুই নাই। সরোজ বলিল—'কাঁচা মুগের ডাল যে—' কাঁচা মুগের ডাল কারো পছন্দ নয়।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আর কোন ডাল নেই?'

নীহার বলিল—'খেঁসারি আর অরহর ছিল—'

'ও তো ভাল হবে না—'

'হবে—ভেজে নিলে হবে—চাল ডাল এক সঙ্গে ভাল করে ঘিয়ে ভেজে নিন মা—'

'উনি? তবেই হয়েছে! আমি রান্না করি—'

মেজবৌ বলিলেন—'আর নতুন হাঁড়িটা এখুনি ভেঙ্গে ফেলুন—'

'হাঁড়িতে কি ভাজা যায় মেজদি ? ফোড়ন দিলেই ফটাস্—

নীহার মাষ্টারের গোছানো বাসন হইতে একটা কড়া বাহির করিল, বলিল—'এইটি ঠিক হবে'—

গরম জল বালতীতে ঢালিয়া নীহার উনান ছাড়িয়া দিল। মেজবৌ বলিলেন—'যান এবার—'

'রান্না না হলে স্নান করে কি হবে ?'

'আপনার সাবান মাখা, চান করা—আয়না নিয়ে বসে থাকা—তার মধ্যে নেমন্তন্নের রান্না হয়ে যায়—'

খোলা জায়গায় স্নান করা বিশ্বকর্ম্মার আদৌ অভ্যাস নাই। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। তবু বারান্দায় এক কোন কাপড় ঘেরা দিয়া নীহার একটি অস্থায়ী বাথরুম তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। লণ্ঠনটা ঘরে রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্নান করিতে গেলেন। তখন ঝি বলিল—'বড় মা, তোর উচিত আক্কেল হইল, শতেকবার সক্কলে কহিল কি—চাল নে—চাল নে, তুই বাপু কিছুতেই নিলিনা—এখন বোঝ্ কেমন মজাটা !'—ঝির বাড়ী দিনাজপুর জেলায়।

'মজা বুঝবি তোরা, এই শীতে হি-হি করে থাক্ বসে। আমি তো এক্ষুণি কম্বল মুড়ি দেবো। আর তোদের কষ্ট দেখবো শুয়ে শুয়ে। চাল আনিনি বেশ করেছি।'

'ঐ দুটো আম হবে তোর ?'

'এত বড় দুটো আম একলা পারে কেউ খেতে ? রাক্কোস না কি ? এইটে কেটে সবার পাতে পাতে দেবো—'

'না বড় মা—ওটা তুই রাখ—কি জানি কাল আবার কি হয়—'

'সে কথা মন্দ নয়—সম্বল থাক্'—মেজবৌ হাসিয়া আমটা সরাইয়া রাখিলেন।

সুরুচি বলিলেন—'লোকের কথা শুনতে হয়—ভালব জন্যই বলে সবাই। না হয় একসের চালই আসুন—না কিছুতেই না। দেখলেন তো? সব জায়গায়ই বিপদ হতে পারে।'

নীহাব নিপুণ গৃহিণী—তৎ সত্ত্বেও যাহা কিছু ভুল ছিল, মাষ্টারের ভাণ্ডারে তা মিলিল—যেমন পাঁচ ফোড়ন—আদা। ইত্যবসরে ঝি তরকারীব ডালাটা হইতে কয়েকটা ছোট আলু, একটুকবা বিলাতী কুমড়া এবং একটা কাঁচকলা বাহির কাবযাছে। সেগুলি সবই শুষ্কপ্রায়। সুরুচি বলিলেন 'দে কেটে দে—'

মেজবৌ বলিলেন 'ভদ্দর লোক ভাববে কি? অসময়ে ঠাই দিলে, তারই জিনিস চুরি?'

'তাঁকে বলে যাব—শুনলে খুসীই হবেন। না নিলে আপনার দেওরের পাতে দেওযা হবে কি?'

'ও সব খেতে তাব বয়ে গেছে—'

'হোক তো—দেখা যাবে তখন—'

হাঁড়ি নামিয়া কড়া চড়িল। বিশ্বকর্ম্মা ঘবের ভিতব লণ্ঠন সম্মুখে চৌকিতে বসিযা মনেব মত পসাধনে নিবিষ্ট। কাপড় ভাঁজ কবিয়া পাতিয়া কলা পাতা ধুইযা ঠাঁই করা হইয়াছে। মাষ্টারের গ্লাস দুইটি এবং সঙ্গের কাঁচের গ্লাসে জল। কাঁচকলাটি সুরুচি পরিত্যাগ কবিয়াছেন। নীহার বলিল—'কেন মা? ওটা ভাজবেন না?'

'নাঃ, খেতে ভারি বিশ্রী—'

'আজ বিচ্ছিরি নাগবেনা, ঐটুকুন আলু কুমড়ো ভাজা বাবুরি কুলোবেনা। এটা আমাদের থাক—'

'তবে দাও'—

বিশ্বকর্ম্মা আসনে বসিয়াছেন। সন্ত্রস্ত মেজবৌ বলিলেন—'শীগ্‌গীর থালায় ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দে—'

সকলে বিষম ভয় পাইয়া গেল। আরো মিনিট পনের অপেক্ষা করিলে ঠিক হইত। আসন হইতে ফিরিয়া যাইবার লোক নন, যদি ফেরেন আর আসিবেন না,—আসনে বসিয়া এক মিনিট অপেক্ষা করার অভ্যাস কদাচ নাই, এবং হাতে তাঁর এতটুকু গরমও সহ্য হয় না। এই ত্রিবিধ সঙ্কট আজ বিদ্যমান। নিস্তারের কোন পথই নাই। এক নিমিষে চারিদিকে যেন মহা আতঙ্ক। কি যা হয় আজ, একটা বিষম অনর্থ যে ঘটিবে—কোন ভুল নাই।

সরোজ পিছাইয়া গেল—ঝি গেল আড়ালে—নীহার সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরুচি পাতে পাতে ভাজা পরিবেশন করিলেন,—নীহার চামচ আনিয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মা আলু কুমড়ো দশন করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—'এ কোথায় পেলে?'

'পেলাম—'

'চৌর্য্যবৃত্তি—না মাষ্টার মশাইয়ের ঝুলি ঝেড়েছ?'

মেজবৌ ব্যস্তভাবে নিম্নস্বরে বলিলেন—'হয়নি ঠাণ্ডা? এক হাতা দে'না আগে? খালি পাতে বসে আছে!'

'খালি পাতে? দেখুন না আলু ভাজা শেষ হলো—'

পরিবেশন শেষ হইলে তবে সরোজ বসিল। একটা বিষম বিপদ কাটিল যেন। আবার সবার মুখে কথা ফুটিল একে একে।

'রান্না কেমন হয়েছে বলুন না—'

'রান্নার মধ্যে তো এক খিচুড়ী—'

'আর ভাজাটা বুঝি কিছু না?'

—'ও চুরির জিনিস—ওর ভালমন্দ কি?'

'তিনবার দেওয়া হলো—তবু সুখ্যাতি করবেন না? এমনি মানুষ'—

'সে-কি রান্নার গুণ? উপোষের গুণ। আপনার কপালে নেই!'

চাল ডাল ঘি কিছু কিছু বাঁচিয়াছে। নীহার বলিল—'এগুলো বেঁধে রাখি'—

'সুরুচি বলিলেন—'না—ও এই ঘরেই থাক।'

বিশ্বকর্ম্মা 'তুমি বসো'—

—'আমি এখনি কি ? ওদের দিই—'

'ওঃ মস্ত গিন্নী। তবু যদি কেউ মানতো। তা ওদেব দেবী কি ? বসুক না ?'

নীহার কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—'আপনাব হোক'—

আমার জন্যে তোদেব ঠেকা কি ? বোস্ শীগ্‌গীর—'

নীহার আব আপত্তি কবিল না। আপত্তি কবিবাব অবস্থাও নয়।

পরে সরোজ বলিল—'আমার ভয হযেছিল—কাঁচা মুগেব ডাল—রান্না যা হবে। কিন্তু এমন আর খাইনি—কাকা যা-ই বলুন—'

নীহার বলিল—'না মশলা, না কিছু, সত্যি বডমা, খেলে ভুলতেন না।'

ঝি বলিল 'বডমা তোর দোষ, যেমন চাল আনিস নি, আক্কেল পেলি।'

৪৩

ঝি সমস্যা।

বাড়ীর ঝি মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়াছে দেশে। ঠিকা ঝি দ্বারা কাজ হয়না। কোনমতে কাজ সারিয়া দেওয়া তাদেব স্বভাব। আসে দেরিতে, যায় তাডাতাডি, যেমন তেমন ভাবে গোঁজা মিল দিতে পারিলেই হইল। তাব উপর বহু বাডীব উচ্ছিষ্ট পাত্র মাজিয়া আসে, ময়লা আধ ভিজা কাপড, এক বাসন মাজা ছাডা অন্য কাজ তাহাকে দেওয়া সম্ভব নয়। ঝি বাড়ীর আসল মেরুদণ্ড—পাঁচ জন দাস রাখ, একটি দাসীর অভাবে শ্রী—শৃঙ্খলা দুইযেরই হানি ঘটিবে।

একের পর এক ঝি আসে যায়। অল্পবয়সী ঝি বিশ্বকর্ম্মা রাখিবেন না —বলেন—'ওরা ভাল হয়না।' কথাটা খুব মিথ্যা নয়। প্রসাধন দ্রব্যের উপর তাদের ভয়ানক লোভ। ঘরের ঝিকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া কে কত সাবধান থাকিতেপারে? এক এক জনের এক এক স্বভাব। কাহারো লোভ খাদ্য বস্তুর উপর, কাহারো পানসুপারী —কাহারো সুগন্ধি তেল, কাপড় চোপড় ইত্যাদি,—কেহ বা টাকা পয়সা। আবার কেউ ভালবাসে ছোট ছোট বাটী গ্লাস, ছোট জিনিস মাত্রই ফাঁক পাইলে সরাইবে। মানুষের বিভিন্ন স্বভাব। ঝিয়েরা সর্ব্ব গুণবতী হইবে এ আশা করা পাগলামী। কোন্ বিশিষ্ট ঘরের মেয়েরা সর্ব্ব গুণবতী? একে ঝিয়েরা গরীব—তায় বহুদিন সহরে বাস, লোভ-অভিজ্ঞতা দুই-ই সমান। ইহার মধ্যে দেখিয়া শুনিয়া মানাইয়া না লইলে নিজেদেরই অসুবিধা। তাদের কি? দশ দুয়ার খোলা আছে,—কাজ ছাড়িয়া দিতে একটুও গ্রাহ্য করেনা।

যাই হোক একটী ঝি আসিল,—মুখের ভাব সৌম্য গৃহিণীর মত কিন্তু রঙ্গীন সাড়ী রঙ্গীন সেমিজ, কথাবার্ত্তা বড ঘরের মত,—এক নিমিষে বোঝা গেল এ ঝিকে দিয়া কাজ করানো যাইবেনা।

ঝিয়ের কথা অনেককে বলা আছে। নিত্যই একজন না একজন আসে। বেলা দশটা—আধ ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটি বৌ নম্র ভাবে বাড়ীতে ঢুকিল। রং কালো, কিন্তু যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি গঠন—মিশ কালো চুল, এলো খোঁপা, ব্লাউজ সায়া সাড়ী খুব পরিষ্কার। ঝির মুখের দিক হইতে চোখ ফিরানো যায়না—এমন সুশ্রী। নাম বসন্ত কুমারী।

ঝিয়ের অভাবে ভারি কষ্ট—সুতরাং বসন্তই রহিল। বিশ্বকর্ম্মার মত না হইলেও সুরুচি রাখিলেন। বিশ্বকর্ম্মা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন 'ও ঝি নয়'—

'ঝি নয় তবে কি ?'

'ঘর ছেড়ে এসেছেন ! নাগরটি পালিয়েছে, এখন হয়েছেন ঝি—'

'তুমি ভারি নিন্দুক, এক নম্বরের নিন্দুক, গরীব কিনা তাই। ভদ্র ঘরের হলে শতমুখে বল্‌তে—'আহা—একটি বৌ যে আজ দেখলাম—রং কাল হলে কি হয়'—

—'আমার তো আর কাজ নেই—কেবল দিনরাত মেয়েদের সুখ্যাতি করি—'

'তা কর—নিজের বৌটা ছাড়া। যা বল—তা বল, বাসী থাকবেই, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে'—সুরুচি ইহাবই মধ্যে তাহার নাম করণ করিয়াছেন বাসী। বাসী ভারি কাজের মেয়ে—যে কাজটি পায়—তৎক্ষণাৎ সারা। যেমন তেমন ভাবে নয়—খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে। কাজ দেখিয়া সকলে অবাক। বিশ্বকর্ম্মা অন্দর মহলের খবর রাখেন না, জানেন-না। না জানিতে পারিয়াই খুসী। তবু সুরুচির কাজ নিত্য বাসীর সুখ্যাতি করা। এমন নিপুণরূপে লুচি বেলা, চা' করা খুব কম মেয়েই পারে। ঝিয়েদের মধ্যে তো দেখাই যায়না। বাসী বাজারে যায়না। সর্ব্বদা মাথায় কাপড, নম্রমুখ—খালি কাজ চায়। সুরুচি বলেন ''আমার ঠিক বৌমাদের মত মনে হয় ওকে—''

নীহারের অসুখ। দই আনিতে হইবে। কাছে তখন কেহ নাই, সুরুচি বলিলেন—'বাসী কি করি ?'

'আমায় দিন মা, বাসায় যাই—কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেবো।' কাজকর্ম্ম সারিয়া বাসী পয়সা লইয়া গেল, নিত্যই সে বাসায় যায় স্নান করিতে। আধঘণ্টা পরে ফিরিল, ধপ্‌ধপে কালপাড় সাড়ী পরা—ফুল কাটা ব্লাউজ, এলো চুল—আঁচলে চাবি—সিঁথিতে সিন্দুর। হাতে একটী কাঁসার ছোট থালা—তার উপর চারিটি দইয়ের খুরি বসানো—কলাপাতা ঢাকা। এমন সুন্দর দেখিতে—যেন পবিত্র

ডালা হাতে কোন বিশুদ্ধান্তঃপুরচারিণী বধূ। সুরুচি জিজ্ঞাসা করিলেন 'বড় একটা পাওনি বুঝি—'

'পরকে দিয়ে আনানো মা, দেড়পো এনে বলবে আধসের—তাই আমি চার খুরি আনতে বলেছিলাম। সুরুচি বলিলেন 'তোমার তো খুব বুদ্ধি ?' বাসী হাসিল—হাসিটি খুব মিষ্ট—কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্ট। সুরুচি বলিলেন—'তুমি লেখাপড়া জান ?'

'না-মা, গরীব মানুষ কে শেখাবে—'

'বই কিনে পোড়ো, শিখে ফেলবে টপ্ করে'—

বাসা দুপুরে বাসায় যায়। বিকালে আসে—আবার সন্ধ্যায় যায়। স্বামী এক মেসে রান্না করে—অনেক রাত্রিতে ছুটি পায়। তত রাত্রে বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী সুষুপ্ত। সন্ধ্যায় গেলে বাসী একলা যাইতে পারে। কিন্তু কাজের গতিকে রাত্রি হইলে পৌছাইয়া দিতে হয়। প্রথম কয়েক দিন বিশ্বকর্ম্মা কিছুই টের পাননা। কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ঝি না থাকিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে—সব সংসারেই কাজের ধাক্কাটা সকাল সন্ধ্যাতেই বেশী। আবার যেদিন নীহার পৌছাইতে যায়—বিশ্বকর্ম্মা অভ্যাসমত মিনিটে মিনিটে 'নীহার'—'নীহার' ডাক দিয়া জবাব পাননা। তখন নীহার বলিল—'এ তো ভাল আপদ ! নিত্য যাব ঝি এগিয়ে দিতে'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এমন ফুলকুমারী ঝি চাইনা'—

'ঝি—ঝি কর কেন ? ও ঝি নয়'—

'না উনি রাজ কুমারী ! রোজ রোজ যাসনে ওকে পৌছাতে—ভাল এক জ্বালা জুটেছে ! থাকে থাকবে না থাকে থাকবে।'

সুরুচির ভয় হইল পাছে বাসী শোনে—মনে কষ্ট পাইবে। তিনি সরিয়া গেলেন।

পরদিন নীহার গেলনা। সুরুচি অনুনয় করিয়া ফণীকে রাজি করিলেন 'যাওনা? একটু দাঁড়াবে পথে, বেশী দূর তো নয়,—ভয় পায় একলা'—

'কেন ওর স্বামী নিয়ে যাক্‌না'—

'তখন তোমরা ঘুম ভেঙ্গে দেবে দোর খুলে? ও যদি আর ঝি-দের মতন হতো,—খাতির পেতো। ভাল মানুষ কিনা তাই আদর নেই—'

'মানুষ আপনি খুব চেনেন! তা আমি যাচ্ছি, এত-করে বললেন। কিন্তু আর যাবনা। ঝিকে রোজ এগিয়ে দিতে যাব—লোকে শুনলে বলবে কি?'

'তাহলে সন্ধ্যার আগে ছেড়ে দিতে হবে—'

'আর আমরা নিজেরা কাজ করে-নি? মজা মন্দ-না—'

সুরুচি রাগ করিয়া বলিলেন 'এ-ও-না? ও-ও-না? তবে আমিই দেবো ওকে পৌঁছে, তোমাদের কাউকে যেতে হবেনা—'

'আপনার সঙ্গেও যেতে হবে একজনকে, বড়াই শুধু মুখে। সাহস আছে একলা পথে বেরুতে?'

পরদিন রাত্রে বাসীর স্বামী আসিয়া লইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন স্বামী-না আর কিছু!—

'তোমার খালি সন্দেহ! বাসীর ভাসুর-ও এখানে কাজ করে।'

'যা বলে তাই বিশ্বাস কর?'

একা সুরুচির কাছে বাসীর চাকরী। বিশ্বকর্ম্মা তা'কে দেখিলেই ভ্রূকুঞ্চিত করেন। সুরুচির ভারি রাগ ও দুঃখ হয়। সরকারী কাজ করিলে মানুষ কি এমনি হয়—দুনিয়ার লোককে সন্দেহ আর বিচারের চক্ষে দেখিবে?

একদিন বাসী আসিলনা। মহা বিপদ, কেউ বাড়ী চেনেনা। সুরুচি বলিলেন—'বাড়ী চেনোনা কেন? ক'দিন তো তাকে পৌঁছে দিয়েছ?'

'বাড়ী অবধি তো যাইনি? পথের মোড়টা পার হয়ে বলতো 'যাও—এবার আমি যেতে পারবো।'

বিশ্বকর্ম্মা জেরা সুরু করিলেন 'কোন্ বাড়ীটায় ঢুকেছে তা-ও দেখিস্‌নি?'

'না—মোড় থেকে ফিরে এসেছি—'

সুরুচি বলিলেন 'তবে সেখানে গিয়ে খোঁজ করলে হয়, ঝি পাড়া সেটা?'

'অনেক ভদ্দর লোকও আছে।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আপদ গেছে যাক্, আর খোঁজ করা কেন?'

আবার কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলা। সুতরাং খোঁজ করিতে হইল। নীহার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া আসিল, যেখান হইতে বাসী নীহারকে বিদায় দিত, সেখানে বা তার আশে পাশে কেউ বাসীকে চেনেনা।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ঐ শোন।'

এমন মিষ্টি স্বভাব—এমনি করে চলে গেল?'

'বাচা গেছে!'

পরদিন বেলা ন'টা—খর খর করিয়া এক ঝিয়ের প্রবেশ, পিছনে আরও একজন—কাজ করিবে সেই। নাম বাণী। খুব কুণ্ঠিত মলিন চেহারা—লজ্জায় কারও দিকে চায়না। দূর সম্পর্কীয় বোন চারুর কাছে সবে আসিয়া উঠিয়াছে। চারু খুব পাকা মেয়ে, দশবছর সহরে। কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া চারু বাণীকে রাখিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'এ বেশ ভাল, পাড়া গেঁয়ে বৌ, সহর চেনেনা। কাজকর্ম্ম না করুক—লোক হবে খাঁটি—'

'খাঁটি বলে খাঁটি!—পথে বেরুতে ভয় পায়, জন্মে তো আসেনি,—কিছু চেনে না। একবার কোথাও গেলে আর চিনে আসতে পারবে না।'

'তা হলে আরও ভাল। বাড়ী থেকে বেরিয়েই কাজ নেই।'

মানুষ যে এমন নিঃশব্দ নির্ব্বিরোধী হয়—জানা ছিল না। দুখানা ময়লা কাপড়, একটী ময়লা লণ্ঠন, একটা খুঁটিনাটী কি সব বাঁধা ছোট্ট পুঁটুলী। রাণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ঘর কন্না করিয়া বসিল।

তৃতীয় দিন বসন্ত হাজির! অসুখ করিয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা একবাক্যে নিষেধ করিয়া দিলেন 'অমন নবাব ঝি আর না, একটা দায়িত্ব বোধ নেই। একটা খবর দিতে পারলো না যে অসুখ করেছে? অসুখ না অসুখ! যত সব—'

সুরুচির ইচ্ছা—বাসীই থাক্। কিন্তু রাণী খুব নিরুপায়—কথা দিয়া তাহাকে রাখা হইয়াছে। বাসীকে দেখিয়া রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। অত্যন্ত ভযে ভয়ে নীহারকে বলিতেছে—'আমাকে রাখবেন না?' বাসীর অবশ্য কোন ভাবনা নাই, এমন সুন্দর ঝি, অনেক ভাল ভাল বাড়ীতে তার আদর। তবু তার উপর মায়া জন্মিয়াছে। বিদায় দিতে যথার্থই কষ্ট হয়।

'একটা খবর দিতে যদি!'

'কি করবো মা, কপালের দোষ', গতিকটা বাসী বুঝিয়াছে।

'তোমার সেই ঠাকুরমা না কে যার সঙ্গে এসেছিলে—তাকে দিয়ে বলে পাঠালেই হতো। এরা তোমার বাড়ী চেনে না—'

বাসী চুপ করিয়া ম্লান মুখে বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। তার পাওনা মিটাইয়া দিয়া সুরুচি খুব দুঃখের সঙ্গে বলিলেন 'রাণী বাড়ী যাবে যখন, তখন তুমি এসো।'

বাড়ীর সামনের পথে বাসী আসে যায়—এই দিকেই কোন কোন বাড়ী ঠিকা কাজ করে। মাঝে মাঝে জানালা হইতে সুরুচি দেখিতে পান—চলাফেরা তার ভারি সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে ঢাকা, কাপড় জামা কোনদিন ময়লা নয়। পথে কাহারো দিকে চায় না—কাহারও সঙ্গে কথা বলেনা, নিতান্ত চেনা হইলেও দু'এক কথা বলিয়া বলিয়া পাশ কাটাইয়া যায়। দৃষ্টি সব সময় নীচু। রীতিমত উচ্চ ঘরের লজ্জাশীলা বধুটির মত কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে ঝি মনে করিবে।

এক এক দিন আসে ঠিক বাড়ীর বৌয়ের মত, চায়ের সময় হইলে সুরুচি তাকে চা দেওয়ান। আবদার করে বাসী, সুন্দর চোখ দুটি তুলিয়া বলে—'আমি আবার আসবো, আসবো—'

তারপরে তাকে আর দেখা গেল না। হয়তো অন্যত্র গিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা যাই বলুন—সুরুচি বিশ্বাস করেন না।

৪৪

বাণীর কথাবার্ত্তাও অতি মিষ্ট, মুর্শিদাবাদী সুর। কিন্তু একেবারে অকর্ম্মা—দু'খানা বাসন লইয়া তার বেলা দুপুর। একটি কাজও ভালরূপ করিবার ক্ষমতা নাই। বাড়ী শুদ্ধ ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল। নীহার যতটা পারে, সারিয়া নেয়। সুরুচির পরিশ্রমও বাড়িয়া গেল। 'মাছটা কুটে দাও।'

'মাছ কুটতে জানিনে ঠাকুর মশাই'—নীহার গলায় একটা পৈতা দিয়াছে। অনেকেই তাহাকে ঠাকুর বলে।

'বলতে লজ্জা করেনা? মেয়ে মানুষ মাছ কুটতে জানেন, এমন কথা শুনিনি—'

রাণী নীরব। কোন সময়ে কোন কাজে তাহাকে পাইবার যো নাই। বিশবার বলিলেও চুপ করিয়া থাকে। নির্ব্বোধ না কি?

শুধু নির্ব্বোধ নয়—আসলে সে কিছুই জানেনা। অথচ বেতন চারু ঠিক করিয়া গিয়াছে ভাল ভাল ঝিয়েদের মত।

ফণী বলে—"তোমার একটাকা মাইনে হওয়া উচিত—পানটাও ধুতে পারনা ?—নিজের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করতে হয়না ?'

শেষে বিঁশ্বকর্ম্মাও বলিলেন—'এ-টা কোন কর্ম্মের নয়।'

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিছু পারনা কেন ?'

'মা আমি এক মা-র এক মেয়ে' বলিতে বলিতে রাণীর চোখ জলে ছলছল করিয়া উঠিল—'মা কিচ্ছু করতে দেয়নি, সব নিজেই করেছে—'

অবসর কালে সুরুচি তার সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। রাণীর মা ভাল গৃহস্থ,—একটি মেয়ে—ঘর জামাই করিয়াছিল। তিনটে গাই বাঁড়ীতে—ক্ষেত খামার পুকুরের অংশ—ভাল চাষী। জামাইটি কুড়ে, সুতরাং তেমন ফসল হয়না এখন। রাণীর একটি মাত্র ছেলে—পনের বছরের। মেয়ের সখ মিটাইতে সাত বছরের বউ ঘরে আনিয়াছে। সেই বিবাহের দেনা মিটাইবার জন্য এই চাকরী। স্বামীরই বিদেশে আসিবার কথা, কিন্তু সে আসিলনা ! রাণীকে বলিল—'তুমি যাও'। তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বহু মেয়ে বিদেশে আছে, কিন্তু পুরুষেরা চাষবাস ছাড়িয়া বড় আসেনা। সুতরাং রাণী চারুর আশ্রয় লইয়াছে। নতুবা রাণী পল্লী গৃহস্থ বধূ—স্বভাব অত্যন্ত নম্র-শান্ত বিনীত। মায়ের আদরিণী, একটা কুটা ছিঁড়িয়া দু'খানা করে নাই।

এই সব শুনিয়া সুরুচি আর কিছু বলেন না—আশা আছে ক্রমে কাজকর্ম্ম শিখিয়া লইবে। কিন্তু দিনের পর দিন কাটে—রাণীর কোন উন্নতি নাই, চেষ্টাও নাই। চেষ্টা হয়ত সে প্রাণপণ করে—পারেনা—সে তার অদৃষ্ট। এদিকে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিল। সারা বাড়ী অপরিচ্ছন্ন—কোন শ্রী—ছাঁদ নাই। কোন কাজে কোন সময় রাণীকে পাওয়া যায়না। কয়লা ভাঙ্গা উনান ধরান ঘর ঝাঁট বাট্না কুট্না

—পান সাজা বিছানা করা কিছুই পারে না সে—সময়ই পায় না। —জানে না এসব কাজ। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাদে কাপড় উড়িতে থাকে —তোলা হয়না। ঘরে সন্ধ্যা বাতি দেওয়া, ধূনা দেওয়া এসবও নীহারকেই করিতে হয়। ভোর হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত—এবং বিকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বাসন লইয়া সে একেবারে অদৃশ্য! না হয় বাসন ধোয়া, না সে এদিকে আসে। কাজকর্ম্ম শেখে—সেইটা চায় সবাই—কিন্তু সকলের শেখানো—বোঝানো সব ফেল পড়িল। তাহাকে শিখাইবার সময় নির্ব্বাক পুতুলের মত দাঁড়াইয়া দেখে, বুঝিল কি বুঝিল না—সেটাও বোঝা যায় না।

বেলা দশটা হইবে, নীহাব একটা পাত্রের জন্য ভীষণ গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছে—'রান্না ঘরে কি দিয়ে কি হয়? এই তো ক'জন মানুষ, নেমন্তন্নের বাসন যেন মাজতে বসেছে! এতবার বলছি দু'খানা আগে ধুয়ে দাও, না কিছুতে না—ও সব নিয়ে তবে আসবে! এদিকে সব কাজ বন্ধ।'

এদিকে সুরুচিও কতকগুলি কাজ সারিয়া হয়রাণ—ভীষণ রাগ হইয়া গেল। রাণীকে ডাকিয়া বলিলেন—'তুমি যাও—তুমি আর পারবে না, ভেবেছিলাম শিখবে—কিন্তু আর-না। খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে গেছে সব। নিজেরাই করবো সেও ভাল—তবু তুমি যাও—'

রাণী চুপ করিয়া রহিল। সুরুচি বলিলেন—'মাইনে তোমার কম নয়। কৈ তুমি তো বলনা 'এত মাইনে না দিলেন?'—মানুষের একটা জ্ঞান থাকে—বনের পশু পাখীও তোমার চেয়ে ভাল শিখতো যা করে শিখানো হচ্ছে!—তোমারও কষ্ট আমারও কষ্ট। তার চেয়ে তুমি যাও—তোমারও ভাল—আমারও ভাল—'

রাণী চুপ করিয়া মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সুরুচি তাহার বেতন হিসাব করিয়া দিয়া স্নান করিতে

গেলেন। কেহই কিছু বলিলনা, নীহারও সুরুচির ভাব দেখিয়া সাহস পাইলনা কিছু বলিতে। অনেকক্ষণ রাণী বসিয়া রহিল লোহার খাটের কোনটিতে, শেষে পুঁটুলিটা ও লণ্ঠনটি লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। স্নানান্তে সুরুচি আসিয়া বলিলেন 'ঝি এবার ভাল দেখে এনো'—

কিন্তু রাত্রে আর ঘুম আসে না কেন? বার বার রাণীর কথা মনে পড়ে—সেই নির্ব্বাক মলিন মুখ—সসঙ্কোচ চাহনী। কি মুস্কিল,—সব চিন্তার উপরে রাণীর চিন্তা। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বেশ করেছ—কিছু জানেনা ওটা—'

'আমিও তো কিছু পারিনে—আমাকেও দূর করে দেওয়া উচিত। পরের বাড়ী তাই' 'আবার মনে মনে ভাবেন 'বেশ হয়েছে—জ্বালিয়ে মেরেছে ক'দিন—'

ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা মনে পড়ে, চোখে ঘুম নাই—'কেন অমন বললাম? কোন কিছুতেই তার আপত্তি তো ছিলনা? সবাই পান খায়, পান—পান করে অস্থির। বাটায় সে হাতও দেয় না, দায় পড়ে-না কাজ করতে এসেছে পরের বাড়ী? তার নিজেরও ঘর সংসার আছে এমনি—সেখানে তাকে এমনি করে বলতো কেউ? যাবার ইচ্ছে ছিলনা— জোর করে তাড়িয়েছি। একটা কথা বলেনি এত বকুনিতে, কথা বলতেও শেখেনি! একবারও বললে না 'আমি যাব না।' বললেই কি শুনতাম? তখন যে রাগ আমার! এই রাগেই আমার সব নষ্ট করলে! কতক্ষণ বসে রইলো—তবু বলিনি একবার—'তুমি থাক'—

ভোর বেলা হইতে সুরুচির মুখে বাক্য নাই। আশ্চর্য্য! রাণীর অভাবটা সকলেই অনুভব করিতেছে! মলিন মুখী মলিন বসনা অকর্ম্মা একটা গ্রাম্য বধূর অভাব এমন করিয়া বাজে—এটা জানা ছিল না। সুরুচি বুঝিলেন মহা পাপ করিয়াছেন।

'নীহার তুমি যাও, তাকে নিয়ে এসো যেখান থেকে হোক—'

'বাসা দেখিনি যে—'

'পাড়াটা চেনো ? জিজ্ঞেস করলে পাবে—চারুকে সবাই চেনে—'

'এখন তো কাজ—দুপুর বেলা যাব।'

দুপুরে নীহার গেল। কাজকর্ম সারিয়া ঝিয়ের দল বাসায় ফিরিয়াছে—তেলের বাটী লইয়া কলতলায় মহা মিটিং সুরু করিয়াছে সবে—'কে গা—কে তুমি ? কি চাই ?'—

'চারু গোপালের মা কে' রাণীর ছেলের নাম গোপাল। রাণী সুরুচিকে বলিয়াছিল 'আমায় গোপালের মা বলে ডাকবেন—ছেলের নাম টা তবু সব সময় শুনতে পাব মা—'

'গোপালের মা আবার কে ?'—

নীহার দেখিল রাণী একটু দূরে বসিয়া, মুখ আরও ম্লান। বলিল 'গোপালের মা তুমি এসো, মা ডেকেছেন—'

তখন সেই ত্রিশ চল্লিশ জন ঝির হাস্য পরিহাস বন্ধ হইয়া গেল। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়াও ভাল ছিল এর চেয়ে! এক সঙ্গে সকলে ছাঁকিয়া ধরিল নীহারকে—

'হ্যা—যাচ্ছে ? যাবে! নজ্জা করেনা ? কোন মুখে ডাকতে এলে ? শ্যাল কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়ালে—মানুষ নয় ও ? —তোমাদের ঝি রাখা কর্ম নয়—'

'ঝি রেখেছিলে সাতজন্মে ? আবার ডাকতে আসা ? নোক মেলেনি বুঝি ? বড় না ভদ্দর ? ঠিক দুপুরে না জলটুকু মুখে বাড়ী থেকে নোক তাড়ানো! অভদ্দর—অভদ্দর—খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দাওনা—এম্‌নি ছোটনোক—'

বাক্যজালের ফাঁদে পড়িয়া নীহার পথ পায়না—রাণী প্রতিবাদ করিল—'পয়সা দিয়েছেন—'

সে কথা কেহ কানে তুলিল না। সকলে কেশচর্চ্চা ফেলিয়া নীহারকে ঘিরিয়াছে, মারমুখী চেহারা,—'কোন্ মুখে এলে আবার? ভাল বুঝে ভাল নোক দিয়েছিলুম—তার এই খোয়ার? এক নম্বর পাজি তুমি, তুমিই নষ্টের গোড়া—জানিনে তোমাকে? রং বেরংএর ঝি খুঁজে নাওগে—যাও—ভাল চাও তো যাও—'

রাণী আবার বলিল—'ঠাকুর মশাই কিছু বলেন নি'—

সে ক্ষীণ মৃদু স্বর কে তোলে কাণে?—'সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভেবেছ ও যাবে? তোমাদের চেয়ে শতগুণ ভাল বাড়ী ঠিক করিচি ওর জন্যে বুঝলে? কি বেহায়া, কি নিঘিন্নে! তাড়িয়ে দিয়ে আবার পা ধরতে এসেছে গো—মুখ পোড়াব রকম দেখ!'

বেগতিক দেখিয়া নীহার পলাইয়া আসিল। ঝিয়েদের মধ্যে অনেকেই পাড়ায় কাজ করে, নীহারের চেনা। কিন্তু সে পরিচয় কোন কাজে আসিল না।

সুরুচি হতাশ হইয়া গেলেন।

নূতন ঝি আসিল—বিশ্বঝর্ম্মার পরিচিত এক ব্যক্তি বলিয়া কহিয়া একেবারে ঠিক করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাপড়ের পুঁটুলিটা লইয়া আসিয়াছে। বয়স অল্প—গৌরবর্ণা—বেশ সুন্দর চেহারা, ধপ্ধপে থান পরা। দিব্য সপ্রতিভভাবে বিশ্বকর্ম্মাকে বলিল—'যা দেবেন বিবেচনা করে দেবেন—আপনি ভদ্দরনোক—বেশী কি বলবো'—এইভাবে কোন ঝি বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কথা বলে নাই। ঝি ঠিক করে নীহার ফণী—কদাচ সুরুচি। কিন্তু এ সরাসরি বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে ঠিকঠাক করিয়া লইল। ভাবগতিক দেখিয়া আর কেহ কিছু বলিল না, সকলেরই সমীহ হইল কিছু। এ-কি সাধারণ দলের নয়। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে জানে। নিজের মহিমা প্রকাশ দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে দখল করিয়া লইল।

সরোজিনী আসিয়াছে দিন কযেক হইল। সেই সব দেখে শোনে—সুরুচি সব ছাড়িয়া দিয়াছেন, দুঃখ, অনুতাপের সীমা নাই,—'কত আশা করে এসেছিল—'মা এই আমার বাড়ী—এইখানে এসে উঠেছি—আর কোথাও যাব না—ঘর ছেড়ে কত ভয়! তেমনি ঘর পেলাম'—স্বামীকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল—'তুমি ভেবোনা, আমি ঠিক নিজের বাড়ীর মতন আছি'। ছি—ছি কি সব মিথ্যা কথায় স্বামী তার নিশ্চিন্ত! এ আশ্রয় ঘুচাইল কে? সুরুচি, আর কেহ নয়। এ পাপের কি সীমা আছে?

রান্নাঘরের সম্মুখের ঘরে লোহার খাট পাতা, তাহার পাশে কলে যাইবার পথ, অন্য পথও আছে—তবে এই পথেই বেশী যাতাযাত। খাটখানা শূন্য ছিল রাণী যাইবার পর হইতে। নূতন ঝি কোন কাজে হাত দিল না, খাটে পা ঝুলাইযা বসিয়া সরোজিনীকে নীহারকে সাংসারিক বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। ফণীকেও দেখিলেই নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। ফণী যথাসম্ভব এড়াইয়া যায়।

'এই বিছানা বুঝি? মাগো কি নোংরা! ওতে আমি শুতে পারবো না, ধোবা বাড়ী দাওনি কেন?'

'একটা মশারী—ধোবাবাড়ী দিলে কি চলে? বাড়ীতে কাচা হয়'—'তবে সাবান এনে দিও। কাচ্‌বে কে? পরের ময়লা আমাকে কাচ্‌তে হবে? কি মুস্কিল।'

নীহার অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া রহিল। হয়তো বলিযা ফেলিত—'আমি কেচে দেবো—'

এ রাণী নয়—বাসীও নয়, ইহাকে ফরমাস করা চলিবে না সেটা বোঝা গিয়াছে। আপন- অজ্ঞাতে সকলে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এক সুরুচি—তিনি ঘরের মধ্যে চুপচাপ।

সন্ধ্যাবেলা। লোহার খাটটিতে টান টান হইয়া শুইয়া দেয়ালে পা তুলিয়া দিয়া ঝি রান্নাঘরের কাজ দেখিতেছে। রান্নাঘরের মধ্যে নীহার খুব ব্যস্ত, বিশ্বকর্ম্মার জন্য যে বিশেষ রন্ধনাদি—তাহারই তত্ত্বাবধানে। ঝি প্রশ্ন করিল—'তোমার নাম কি নীহার?'

'হ্যাঁ—'

—'তোমার বাড়ী কোন্ দেশে? মেয়েদের নাম কেন তোমার?'

'ছেলেদের নামও নীহার আছে—'

'আছে?'—ঝি হাসিল। 'আমায় কি কি কাজ করতে হবে?'

'সব কাজ'—

'সব? সব কাজ কি কেউ একলা পাবে? তোমরা কিছু করবে না?'

'যা পার কোরো'—

'কাজ ঠিক করে দেবেনা?'

'কাল দেখে শুনে নিয়ো'—

'কাল কেন? এখুনি বল না?'

সুরুচি ডাকিলেন—'নীহার!' সে ডাক নীহার শুনিতে পায় নাই। ঝি বলিল—'নীহার—ও নীহার! তোমায় ডাকছে যে?'

সরোজিনী অস্ফুটস্বরে বলিল—'ওমা, নীহার দা'কে নাম ধরে বলা হচ্ছে!

সকলে কাজে ব্যস্ত—ঝি তেমনি শুইয়া শুইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে সংসারের বহু খবর—নানা কথা। শেষে বলিল—'আমায় নারকেল তেল দেবে তো? দোক্তা? পান চাই কিন্তু খুব বেশী—তোমরা বুঝি পান খাওনা? কৈ কাকেও তো খেতে দেখছিনে—পান দাও তো ছুটো—'

ঝির অত্যন্ত গল্প করিবার ইচ্ছা; কিন্তু নীহারের কথা বলার সময় নাই। তাড়াতাড়ি পান আনিয়া দিয়া আবার কাজে বসিল।

'আমি কিন্তু একাদশী করি, বুঝলে? রুটি দিতে হবে আমাকে একাদশীর দিন।'

'রুটি তো রোজই হয়—'

'হয় নাকি? আচ্ছা।'

সকালবেলা ঝি উঠিল অনেক বেলায়। উঠিয়া বাসন লইয়া গিয়াছে। অন্যান্য কাজ সকলে সারিয়া ফেলিল। ঝিকে বলা সুরুচির কাজ—কিন্তু তাঁহার দুঃখে সকলে বিমর্ষ। সুরুচি কিছুই দেখেন না।

'নীহার, তুমি কেন গোপালের মাকে যেতে দিলে? কেন রাখলে না?'

'সেকি পারি মা? তখন আমাদের ভয় হয়ে গেল—যে আপনার রাগ—'

'তাই সবাই শত্রুতা করলে!'

ফণী বলিল—'দোষ করলেন নিজে—আমাদের ওপর রাগ করলে কি হবে?'

সুরুচি আশায় থাকেন—রাণী আসিবে, আপনা হইতে আসিবে। 'আহা—আসে যদি! কিন্তু কেন আস্‌বে? যে দুর্ব্ব্যবহার পেয়েছে—আর কি আসে?'

সুরুচির আহার গেল—নিদ্রা গেল। নীহার বলিল—'মা সে বাড়ী চলে গেছে—না হ'লে আসতো—যাবার ইচ্ছে তার ছিলনা একটুও'—

বাড়ী গিয়াছে? তা হইলে প্রায়শ্চিত্তের অবসর আর হইল না। সুরুচি অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন—'তুমি একবার যাও আজ—দেখে এসো, যেমন করে পার নিয়ে এসো থাকে যদি। না হলে ঠিকানা নিয়ে এসো তার বাড়ীর—আমি চিঠি দেবো—'

'বাপ্‌রে—আবার যাব ঝি-পাড়া? সেদিন আমায় ধরে মারে আর কি? তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। যেমন করে সবগুলো তেড়ে এসে

ধরলে ! মেয়েমানুষের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় ? উল্টে আমারি দোষ পড়বে—'

নূতন ঝি কোন কাজ করিতে চায় না, ইচ্ছা নাই, গরজ নাই। বাসন ক'খান ধুইতেই অসম্ভব দেরি। স্নানের সময় সরোজিনীর সাবানখানা দিয়া উত্তমরূপে স্নান করিল। নীহার অনেক খাতির করিয়াছে, সহ্যও করিয়াছে ঢের, এইবার অধৈর্য্য হইয়া বলিল—'কোন্ আক্কেলে তুমি বৌদির সাবান মাখলে ?'

'আমি জানি কার ?'

'জিজ্ঞেস করবে তো ? যদি বাবুর সাবান থাকতো ? তুমি তো আচ্ছা।'

ঝি মুখ ফুলাইয়া হাঁড়ি করিল, আর ঠাট্টা তামাসা করে না, বিষম ভাব ভার। নীহার ভিন্ন কেহই তাহাকে কিছু বলে নাই। দুপুর বেলা ঝি চলিয়া গেল। ফিরিল একেবারে পাঁচটার পর।

সুরুচি রাণীর জন্য শেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'তার মত কোথায় পাবে ? সে ছিল গৃহস্থ ঘরের বৌ, এ'কথা সুরুচির দুঃখানলে আহুতি দিল, তবে তো বিশ্বকর্ম্মাও রাণীর মূল্য বোঝেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সুরুচি বলিলেন— 'আমি যা করেছি—তার মাপ নেই।'

বৈকালে আবার আর একটি ঝি। বড় ভাল মানুষ, পাড়াগেঁয়ে, অত্যন্ত সাদাসিধে, সহরে কেবলি আসিয়াছে। অপর একটি লোক ইহাকে বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কাজে চলিয়া গিয়াছে।

নীহার বলিল—'এই থাক্—ওটা ভারি লক্ষীছাড়া—'

'তাহলেও রয়েছে যখন—কি বলে ছাড়ানো যায় ?'

'ওকে দিয়ে কাজ চলবেই না।'

সুরুচি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন। এই সব সাংসারিক ব্যাপার বিশ্বকর্ম্মার নিতান্ত না পছন্দ। সাধ্যপক্ষে এড়াইয়া যান, বাধ্য হইয়া রায়

দিতে হয়। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'ভাল এক জ্বালা জুটেছে! ঝিয়ের পাট দাও উঠিয়ে, একটা ছোক্‌রা নিয়ে আসুক ভাল দেখে'—

তারপর বলিলেন—'ওটার ভাবগতিক ভাল না—ওটাকে দিয়ে চলবে না, তবু দেখা যাক ক'দিন—রোজ ঝি ছাড়ালে বাড়ীর একটা দুর্ণাম উঠবে—তা ছাড়া ভদ্রলোক বলবেন কি? এটাকে না হয় হাতে রাখ—'

সুরুচি ভালমানুষ ঝিটিকে বলিলেন—'আজ তুমি যাও—খবর দেবো তখন এসো—'

কিন্তু সে যাইবে কিরূপে? যে তাহাকে রাখিয়া গেল—সে কাজ সারিয়া আসিবে বলিয়াছে—সে না আসিলে এক পা চলিবার যো নাই। একেবারে নূতন, সহরের পথে বাহির হইবামাত্রই হারাইবে। সুতরাং সে রহিল।

সুন্দরী ঝিকে দেখিয়া নূতন ঝি জড়সড় হইয়া রহিল—আর ইহাকে দেখিয়া সুন্দরীর মুখ আরও ভারি হইল। নীহারের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি—ফণীর সঙ্গে সরোজিনীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস একটু কমিল।

পরদিন সকালবেলা নূতন ঝির লোক আসিল না। নীহার বলিল—'দুটোই থাকবে নাকি?'

সুরুচি বলিলেন—'দেখনা দু'দিন'—ঝিয়েদের সুরুচি সহিতে পারেন না, এ-দের দেখিলে রাণীকে বেশী করিয়া মনে পড়ে; ঝিয়েদের সঙ্গে তাহার না বাক্যালাপ—না দেখা সাক্ষাৎ! দুই ঝির মধ্যে আড়াআড়ি ভাব। ভালমানুষটি চুপচাপ—কিন্তু একটু আড়াল হইলেই সুন্দরী তর্ক বাধায় তার সঙ্গে, সে আঁটিয়া উঠিতে পারেনা। ভয়ে ভয়ে থাকে। তার পরে সুন্দরী সরোজিনীকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল 'ওকে রাখবে তোমরা?'

'তোমায় কে বললে?'

'রাখবে না ত আনলে কেন?'

'আমরা জানিনি তো—অনেককে বলা ছিল ঝিয়ের কথা—কে পাঠিয়ে দিয়েছে—'

'তবে রইলোকেনে ?'

'যে দিয়ে গেছে সে না এলে যাবে কি করে ?'

'কি জানি বাপু—বুঝিনে তোমাদের ভাব গতিক !'

নীহার বাজার হইতে ফিরিল। ঘরে গিয়া সুরুচিকে বলিল—'মা গোপালের মা যায়নি—'

'কোথায় সে ? দেখেছ ? সত্যি ?'

'হ্যাঁ—বাজার যাচ্ছি পেছন থেকে হাত ধরলে—ফিরে দেখি গোপালের মা।'

'নিয়ে এলেনা কেন ?—তুমি তো আচ্ছা !—যাও—এক্ষুণি যাও—'

'চাকরী নিয়েছে যে, বাবুর সঙ্গে বাজার যাচ্ছে। বাবু আগে আগে—পেছনে সে ঝুড়ি নিয়ে। যেন মনে সুখ নেই—মুখ ভার—কথা কইতে পারলে-না—চোখে জল—'

'তুমি বলেছ তাকে ?'

'বলবার সময় কোথা ? বাবু ফিরে দেখে যদি, ভাববে কি ? আসতে বলেছি, আসবে বিকালে—'

সুরুচির আনন্দ বিষাদ দুই ছাপাইয়া উঠিল,—সংবাদ তো মিলিল ; নিশ্চয় ভাল বাড়ীতে আছে। তারা সুরুচির মত নয়,—তবে আসিবে কেন ?

সমস্ত দিনটা গেল উৎকণ্ঠায়। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সুরুচি বলেন—'যা—হয় কর।' পথের দিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল—আলোও জ্বলিল। দুই ঝি রান্না ঘরের সম্মুখে—সেদিকটা গুলজার।

নিঃশব্দে একটি ছায়া মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া সরুচির পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

'গোপালের মা, আমি মন্দ—খুবই মন্দ, কিন্তু তুমি কেন গেলে—জোর করে রইলেনা কেন? তুমি বলেছিলে 'এই তোমার বাড়ী'—বাড়ী হলে চলে যেতে? আমার সামনে থেকে একটু আড়াল হয়ে থাকতে পারলেনা?—এই তোমার বুদ্ধি?'

'আমি বুঝিনি মা'—রাণীর চক্ষের জল মুছিয়া সারিতে পারে না—সুরুচির কান্না। দুইজনের মনের ভাব সমান—নচেৎ দু'জনার চক্ষেই জল পড়িবে কেন? নীহার উঁকি দিয়া দেখিল—সরোজিনী চুপি চুপি দেখিয়া গিয়াছে। ও-দিকে ঝিয়েরা কান খাড়া করিয়া আছে। সুরুচি দুয়ার ভেজাইয়া দিলেন।

'আর তোমাকে যেতে দেবোনা, কি কষ্ট পেয়েছি'—

'আমারি দোষ মা—' রাণী নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। সুরুচি কষ্ট পাইয়াছেন—তারই দোষ!

'নীহারকে পাঠিয়ে ছিলাম—এলেনা কেন?'

'আসতে দিলেনা, সেই দিনই কাজ ঠিক করে দিলে। এখান থেকে গিয়ে পড়ে পড়ে কেঁদেছি—জলটুকু মুখে দিইনি সারা দিনমান। দেশ থেকে এসে উঠেছি এই খানে—এই আমার বাড়ী,—আর কোথাও কি থাকতে পারি মা? দু'দিন ধরে কাজ করছি বটে—খালি কান্না পায়, খালি চখের জল মুছি। কেবল ভাবি—নিজের বাড়ী ছেড়ে এ কোথায় এলাম—'

'লোক কেমন তারা?'

—'লোক ভাল, কিন্তু আমার মন বসেনা মা। ওবেলা বাজারে গেছি—দেখি ঠাকুর! তখন আমার কান্না উঠছে।—কতবার ভেবেছি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হতো যদি পথে। মাথা ধরেছে বলে চাল নিতে মানা করে ছুটি নিয়ে বাসায় এলাম। চাক কত রাগ করছে।—'

'করুক গে—তুমি যেয়োনা আর—'

'বলে কয়ে আসি মা—নইলে ভাববে দুষ্টু মেয়ে, কাজ কি ?'

'কখন আসবে ?'

'সকাল বেলা।'

'তিন সত্যি কর—আসবে—'

'না এসে কোথা যাব মা ? আর কোথাও আমি থাকতে পারবোনা, যখন যাই—দেশে যাব'—

রাণী চলিয়া গেল। সরোজিনী বলিল—'কাকীমা, ঝিয়েরা বলাবলি করছে চুপি চুপি—'

'ওদের-না ঝগড়া ?'

'ভাব হয়ে গেছে।'

'নতুন লোকটি না বোকা ?'

'বোকা দেখতে—কথা কইতে জানে বেশ—'

সে রাত্রেও চক্ষে ঘুম নাই। বসিবার ঘরের জানালায় সুরুচি দাঁড়াইয়া আছেন—তখনো অন্ধকার, ভোর হয় নাই। প্রকাণ্ড শাক সবজীর ঝোড়া মাথায় বিক্রেতা বাজারে চলিতে সুরু করিয়াছে। কদাচিৎ পথিক দুই এক জন আসিল—গেল। দূর হইতে চেনা যায়না। এই ভাবেন ঐ বুঝি সে, কিন্তু সে অন্য পথ ধরে। শেষে একজন বাড়ীর দিকেই আসিল। দুয়ার খুলিয়া রাখা,—যেন হারা নিধি মিলিল ! তবু সন্দিহান হইয়া বলিলেন—'তোমার জিনিস পত্তর ?'

—'ওবেলা আন্‌বো, দুটো ঝি রয়েছে—ওরা যাক্—'

'তোমার কাজ ছেড়ে দিয়েছ তো ?'

রাণী এই প্রথম হাসিল—'রাত্তিরেই'। এখান থেকে গিয়েই বললাম তা আসতে দেবে না। বল্‌লাম 'আমি থাকবো না' রাগ করলে—বললে—'তিন দিনের মাইনে পাবে না, আমি বল্‌লাম—'না পেলাম'—বলে চলে এলাম—'

'রাত্তিরেই এলেনা কেন তবে ?'

'ছুটো রয়েছে যে ? গোলমাল দিয়ে কাজ কি ? চারু খুব রেগে গেছে—'

'তুমি চারুকে ডেকে এনো, আমি বলবো তাকে বুঝিয়ে। আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি, আমি হাজার রাগ করি—কিন্তু তুমি যেতে পাবেনা—'

একে একে সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। সুরুচি বলিলেন 'নীহার' যত রাগ করি যা ইচ্ছে বলি—তুমি ওকে লুকিয়ে রেখো, লুকিয়ে খাবার দিও। কিন্তু যেতে দিওনা কিছুতেই'—

রাণী হাসিয়া ফেলিল। নীহার বলিল 'যাক্, বাঁচা গেল, মা তো শয্যে নিয়েই ছিল'—

'ঠাকুর কাল বলেছিল 'মা তোমার জন্যে নায়না খায়না'—সেই শুনে তো আমি আরও—'

ফণী ঠাট্টা করিল—'পেলেন আপনার গোপালের মা ? আহা কি অপরূপ চিত্র।'

বিশ্বকর্ম্মার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, পালঙ্কে উঠিয়া বসিয়াছেন সবে। রাণী তাঁহার দুই পা দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—আঁচলের কোন গলায় জড়ানো—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। এমন প্রণামের ধরণ নিজেদের আত্মীয়-জনের মধ্যেও দেখা যায় নাই। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'বেশ—বেশ'—

সুরুচি বলিলেন—'তুমি কিছু করতে যেওনা এখন, ওরা আছে দু'জন, করবে'—

'সে কেন মা ? আমার কাজ আমি করবোনা—দেবো পরের ওপর ছেড়ে ?' ঝাঁটা হাতে সে অফিস ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বৈকালে নূতন ঝির অভিভাবিকা আসিল, কিছু বক্‌শিশ দিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাহাদের বিদায় করা হইল। তারপরে রূপসীর পালা, নীহার বলিল 'আমাদের ঝি এসেছে—রাগ করে গেছ্‌লো'—

রূপসীর মুখ চোখ রাঙ্গা—'তা বুঝেছি—ওই থাক্‌বে না কি ?'

'থাক্‌বে তো'—

'আমায় রাখবে না ?'

'তুমি আর কি করবে এখানে ?'

'কে তোমার কথা শোনে ? মনিব বলুক—তোমার কথায় যাব নাকি ?'

উচ্চ কণ্ঠ বিশ্বকর্ম্মার কানে পৌঁছিল। 'ফণী, তুই ওকে বলে দে—'

ফণী বলিতে গেলে ঝির কণ্ঠ উঠিল আরও উচ্চে—বিশ্রী ঝগড়ার সুর, বিশ্বকর্ম্মা ঘর হইতে বারান্দার বাহির হইলেন 'কি বলছো তুমি ?'

ঝি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল 'আমাকে রাখবেন না ?'

'রেখেছিলাম তো—আমাদের ঝি এলো—'

'তা হলে আপনারা এই রকম্ করেন ?'

'আস্তে কথা বল—এই রকম মানে কি ?

'দু'একদিন রেখে রেখে ঝি বিদেয় করেন। আমি এখন যাই কোথায় ? কাজ কি পড়ে থাকে পথে ঘাটে ? এই কি ভদ্দরনোকের বেবহার ?' ঝি উদ্ধত হইয়া উত্তরের অপেক্ষায় আছে। সকলে প্রমাদ গণিল। নীহার, ফণী আড়ালে গেল, সরোজিনী সরিয়া দাঁড়াইল—সুরুচি ঘরে ঢুকিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা শুধু বলিলেন 'ভদ্রলোকের বাড়ীর যোগ্য ঝি তুমি নও—'

'যদি রাখবেন না সে কথা আগে বলা উচিত ছিল'

'উচিত অনুচিত তোমার কাছে শিখতে হবে ? বেয়াদব কোথাকার ! নীহার, ওর পাওনা দিয়ে বের করে দে এখান থেকে'—

নিতান্ত স্ত্রীলোক বলিয়াই বিশ্বকর্ম্মা চাপিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার চোখ মুখ দেখিয়া ঝি আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না। বিষম ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে ছিটকিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নীহার ছুটিতে ছুটিতে গিয়া তাহার পাওনাটা দিয়া আসিল। ফণী বলিল 'অমন পাজিকে আবার পয়সা দেওয়া—কাজ তো কিছুই করেনি'—

একটা উৎপাত গেল যেন। কয়দিন বাড়ীর লোককে জ্বালাতন করিয়া দিয়াছে। রাণীর আবহাওয়া খুব নিরিবিলি। শুচিতা-জ্ঞানও বেশ। সেদিন সে খাটে শুইল না। পরদিন ঘর খাট বিছানা কাপড় রাখিবার দড়ি, দেয়াল পর্য্যন্ত ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া লইল।

রাণী আর সে রাণী নয়। কয়দিনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সে সঙ্কোচ জড়তা কিছু নাই, সরল সহজ ভাবে বাড়ীর লোকের মত কথা বলে, কাজ করে। কপাল ঢাকা ঘোমটা সিঁথি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সুরুচি সঙ্কল্প করিয়াছেন সে যেমন ইচ্ছা তেমনি থাক তাহাকে কখনো কিছু বলিবেন না। দুঃখের পাঠশালে পড়িয়া উভয় পক্ষের শিক্ষা হইল সম্পূর্ণ। একদিকের অবহেলা এবং অপর দিকের দীনতা দুই-ই অন্তর্ধ্যান করিয়াছে।

মাস দুই পরে বিশ্বকর্ম্মা শ্বশুরালয়ে চলিলেন। যাত্রাকালে রাণী ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। সুরুচি অনেক বুঝাইয়া বলিলেন 'দাদাবাবু রইলো। আমার আসতে দেরি হয় যদি—তোমার বাবু চলে আসবেন শীগ্‌গীর—ভয় কি?'

রাণীর সে ভয় নাই। একলা বাড়ীতে থাকা, সেই ভয়।

সুরুচির ফিরিতে দেরি হইল। বিশ্বকর্ম্মা এবং নীহার ফিরিলে রাণী বলিল 'মার আসতে দেরী আছে—আমি বাড়ী ঘুরে আসি।'

দুই তিন মাস পরে রাণী বাড়ী হইতে ফিরিল। তখনো সুরুচি ফেরেন নাই। রাণী বলিল 'মা আসুক, তখন আসবো'—

চারুর কাছে একটা মাস রাণী নিজের সঞ্চিত অর্থ শেষ করিল। কোন বাড়ীতে চাকরী স্বীকার করিল না। চারু বহু তিরস্কার করিল, রাণী বলিল 'বলিসনে তুই, বলিসনে, ও বাড়ী ছাড়া আমি কাম করতে নারবো।'

সুরুচি ফিরিবা মাত্র নীহার সংবাদ দিল। সুরুচি বলিলেন 'এক্ষুণি নিয়ে এসো। তাকে বাড়ীতে রাখনি কেন, কি অন্যায়!'

পরে রাণী বলিল—'আমার মা নেই ঘরে—কার কাছে এসতে যাব?'

'তাই হাতের টাকা পয়সা শেষ করলে?'

'করিছি তো করিছি।' (রাণীর সানন্দ হাস্য)

৪৫

(মফঃস্বল)

'আমি বেড়াতে যাব।'

'কুন্‌ঠে?' (উত্তর বঙ্গীয় ভাষা)

'যেখানে হোক—দিন কয়েক ঘুরে আসি। অনেক দিন যাইনি কোথাও—'

'পিত্রালয়ে?'

'নাঃ—এইতো সেদিন এলাম—'

'তবে যে বললে অনেক দিন কোথাও যাওনা?'

'তুমি কি বুঝবে? নিত্যি মজা করে মফঃস্বল বেড়াও—'

'তুমিও চলনা মফঃস্বলে—'

'তোমার সঙ্গে? কোন্ দুঃখে? আর কোথাও ঠাঁই নেই?'

'এখানেও তো আমারি কাছে'—

—'এখানে তুমি একা না-কি? পাঁচজন আছে। এটা সংসার। কিন্তু একলা তোমার সঙ্গে? সর্ব্বনাশ!'—

বিশ্বকর্ম্মা নীরবে দর্পণে মুখচন্দ্রাবলোকন করিতে মন দিলেন।

'এখানে নদী নেই, কিছু নেই। আমার ভাল লাগে না। গৌহাটী যাব বহ্মপুত্র দেখতে'—

'নদী আছে এখানে—নেই বললে কে?'

'আছে?—কেমন নদী? কই শুনিনে তো? সত্যি করে বল দেখি—'

'মিথ্যা কথা মহা পাপ! নদী আছে তু'মাইল দূরে—সরু খালের মত। কচুরী পানায় একেবারে ঢাকা। স্রোত নেই—হেঁটে পার হতে হয়—'

'তবে গৌহাটী যাব।'

'কার সঙ্গে?'

'ফণী, আমি, সতী।'

'আচ্ছা।'

সুরুচি পরম উৎসাহে প্রস্তুত হইতেছেন।

ফণী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার,—দিন কয়েকের ছুটী লইল।

যাত্রার দিন ঠিক ঠাক। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'ব্রহ্মপুত্র আমি দেখিয়ে আনবো।'

'তুমি চলনা এঁঙ্গ সঙ্গে।'

'মফঃস্বলটা সেরে আসি। দেরী হয়ে গেছে; ফিরে এসেই যাব।'

'কতদিনে তোমার কাজ সারা হবে ঠিক-কি? তোমার কোন্ কথাটা সত্যি?'

সব সত্যি—খাঁটি নির্জ্জলা সত্যি—ফিরে এসেই যাব-দেখো—'

—'তোমার চালাকী, আমাদের যাবার দিন ঠিক—এখন মন খারাপ হয়ে যাবেনা ?'

'মন খারাপের দরকার কি ? চল মফঃস্বল বেড়িয়ে আসবে, সুন্দর জায়গা—নদী আছে, খুব ভাল লাগবে দেখো।'

বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কোথাও গিয়া সুখ নাই। কেবলি ব্যস্ততা, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সমান ভাব।

তবু নদীর কথা শুনিয়া মন ফিরিল। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

নীহার পরম খুসী 'চলুন মা চলুন। সেই ভাল, সবাই যায়—আপনি যান না কেন ? আপনি গেলে কত ভাল হয়, আমার ভাবনা থাকে না ; —এসে গৌহাটী যাবেন।'

ফণী বলিল 'তা হলে বেশ হয়। কতকগুলো কাজ আছে—দু'দিন পরে গেলে ছুটী নিতে পারবো আরো ক'দিন বেশী—'

'মা যদি একবার যায়, তা হলে আর কোথাও যেতে চাইবে না—খালি মফঃস্বলেই বেড়াবে।'

সতী নাছোড বান্দা 'বা—ওরা তো যায়, আমরাই যাই না—এবার যাব, যাবে না তুমি ?—নিশ্চয়ই যাবে। যেতে হবে—'

সুরুচি রাজী হইলেন। দেখাই যাক্‌না জায়গাটি কেমন। সর্ব্বোপরি বিশ্বকর্ম্মা হেন ব্যক্তির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অনুরোধ অবশ্য সব সময় তিনি করেননা। গ্রাহ্যই করেননা—তার আবার অনুরোধ। তবে কারে পড়িলে মানুষটি একেবারে বিনয় ও প্রেমের অবতার। এমন আদর্শ স্বামী দেখা যায়না ! আসল কথা সুরুচিকে কোথাও যাইতে দিতে রাজী নন। সেইটি বন্ধ করিবার জন্য সব রকম উপায় অবলম্বন করিবেন। তখন তাঁর মত ভাল মানুষ আর নাই। (কার্য্যোদ্ধার হইলেই আবার যে সেই।) সুরুচি তবুও ফাঁদে পা দিলেন। মহা—মহা ব্যক্তির মতি ভ্রম হয়—সুরুচি কোন্‌ তুচ্ছ !

গোছ গাছ ঠিকই রহিল। ব্রহ্মপুত্র যাত্রার জিনিসপত্র কতক কমিল—কতক বাড়িল। স্বাধীন ভ্রমণে—অপরিচিত স্থানে নিতান্ত সাদাসিধা ভাব। পরিচিত এলাকায় সেভাব চলে না।

সম্মুখে ড্রাইভার একটি আরদালী নীহার,—পশ্চাতের সীটে সতী সুরুচি বিশ্বকর্ম্মা। গাড়ী সহর ছাড়াইল। দু'দিকে জঙ্গলের মধ্যে সহর তলী। পথের দুইদিকে গভীর ড্রেন—ড্রেনের উপর কোথাও তক্তা—কোথাওবা টিন পাতা—যাতায়াতের পথ। বাড়ীগুলির শ্রী ছাঁদ নাই। টিনের চাল—চাটাইয়ের জীর্ণ মলিন বেড়া—খড়ের ঘর ও কম নয়। প্রত্যেক বাড়ীর পিছনে ঘন জঙ্গল না হয় শস্যের ক্ষেত কিম্বা খোলা মাঠ। কিন্তু পিছনে এইরূপ অবাধ জায়গা সত্ত্বেও বাড়ীগুলির সম্মুখে এতটুকু স্থান নাই। ড্রেন পার হইয়া ঘরের সিঁড়ি বা বারান্দা। এমনি ভাবে ড্রেন ঘেঁসিয়া ঘর তুলিয়াছে—এই তো গৃহস্বামীর রুচি। পথের উপর ছেলেমেয়েরা খেলিতেছে। এ পাড়া দরিদ্র পাড়া নয়—সম্পন্ন অবস্থাপন্নের। কিন্তু ছেলেমেয়ের বেশভূষা বা বাড়ী ঘরের চেহারা লক্ষ্মী ছাড়া কুরুচির পরিচয়। মাঝে মাঝে আবার পতিতালয় আছে।—বাঁকা সিঁথি—পায়ে পামসু—হলদে-লাল গোলাপী সেমিজ সাড়ী পরা—দু'চার জন মেয়ে নিজ নিজ গৃহ দ্বারে কি পথের উপরে হাস্য পরিহাসে নিযুক্ত। ড্রেনের উৎকট দুর্গন্ধে পথের বায়ু দূষিত—নাকে কাপড় না দিয়া উপায় নাই। কিন্তু পাড়ার অধিবাসীদের ভ্রুক্ষেপ নাই। স্থানটি না সহর—না পল্লীর রূপ। সহরের কলঙ্ক।

অবিলম্বে পাড়া ছাড়াইয়া গাড়ী খোলা মাঠে গিয়া পড়িল—জনহীন পথে গতি অবাধ। শীতকাল দুপুরবেলা, সহরের রৌদ্রতপ্ত বায়ু উন্মুক্ত মাঠে ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। দুইদিকে বড় মাঠ—মাঠের মাঝে মাঝে ছোট বড় জঙ্গল। বিশ্বকর্ম্মা খুসী হইয়া উঠিলেন। এইরূপ দ্রুতগামী যাত্রার আনন্দ নগরের গৃহবদ্ধ প্রাণী যেমন বোঝে—

এমন আর কেহ না। সাধে কি মফস্বল ঘুরিলে বিশ্বকর্ম্মার শরীর ভাল থাকে?

পরিপক্ক রবিশস্যের ভারে ক্ষেত সমৃদ্ধ। বড় বড় আম কাঁঠালের জঙ্গল। কাঁঠাল এদিকের সম্পত্তি। মাইলের পর মাইল,—কোথাও দৈন্যতা বা রিক্ততা দেখা যায় না। গাছপালার পাতা যেমন ঘন তেমনি সবুজ। ক্ষেত্র শস্য ভরা—উপচিয়া উঠিয়াছে। আম গাছে এত মুকুল যে পাতা অদৃশ্য। মুকুলে জড়ানো। মাঠ ঘন পুরু দুর্ব্বায় ঢাকা। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—মাঠের ধারে—দূরে দূরে ছোট ছোট পাড়া। নয়ন রঞ্জন ছাব বটে।

সন্ধ্যায় কিছু পূর্ব্বে নদী পার হইতে হইল। এই নদী?—নদী কি এত সঙ্কীর্ণ হয়? তবে স্রোত আছে—নৌকা চলিতেছে। নদীর দুই পারে বন্দরের ন্যায় সারি সারি দোকান-বাজার-আড়ত। কোথাও খালি জায়গা নাই। গৃহস্থের বাড়ী ঘরও নাই। নদী পার হইতে কিছু দেরী হইল। তারপরই ডাকবাংলো।

সাধারণ বাংলো যেমন হয়—তবে আকারে বড়। দুদিকে দুই শয়নঘর—দুই বাথরুম—মাঝখানে বৃহৎ হল। সামনে পিছনে বারান্দা। খুব উঁচু বাংলো—অনেকগুলি সিঁড়ি—সামনের বারান্দাটি বেশ বড় এবং গোলাকার। বাংলোর কম্পাউণ্ড বিস্তৃত-মাঠ বিশেষ। সীমানার লতার বেড়ায় অনেক রকম ফুল ফুটিয়া আছে। দুইটি গেট। একদিকে ফুলের বাগান—বিলাতী ফুলই বেশী। পিছনে বাবুর্চিখানা—আউট হাউস—ছোট একটু পুকুর। সেদিকটা পাড়া গাঁয়ের মত গাছ পালা। সম্মুখের দিক যেন সাজানো সহরের ভাব। যাই হোক বাংলোটি ভালই বেশ। বিশেষ সৌভাগ্য, ডাকবাংলো তখন একেবারে খালি।

বিশ্বকর্ম্মার আতিথ্যে কোন ত্রুটি তো নাই-ই উপরন্তু এত বেশী

আদর সমাদর করিলেন সুরুচিকে—নামিবা মাত্র তাড়াতাড়ি চা আনিতে বলা—প্রত্যেকটি বিষয়ে সুরুচির সুখ সুবিধের দিকে অতিমাত্রায় মনোযোগী, সুরুচি ভাবিলেন—'সবিাই আমার দোষ। এলে তো পারি—সবাই আসে। একলা একলা বাড়ী থেকে কি সুখ? বুদ্ধি সুদ্ধি আমার নেই—তা ঠিক'—

প্রত্যুষে বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইয়া গেলেন—সঙ্গে লোকজন। কর্ম্মস্থান এখান হইতে মাইল দশেক দূর। বিকালে একটা মিটিং আবার আছে সেখানে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষ্ণ জলে স্নান—প্রাতবাশ, সঙ্গে টিফিন। সঙ্গে যাঁহারা যাইবেন—তাঁহারাও উপস্থিত,—এই ব্যস্ততার মধ্যেও বিশ্বকর্ম্মা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন 'এত সকালে স্নান করতে যাবে কেন? রোদে বেড়াও—তারপর স্নান কোরো। দুপুর বেলা ঘুমিয়ো মজা করে লেপ মুড়ি দিয়ে—'

'কোনদিন দুপুর বেলা লেপ মুড়ি দি? দুপুরে লেপ মুড়ি দেবার মত মন্দ কাজ নেই আর। অসুখ বিসুখ হয়—সে আলাদা।'

'তবে কি করবে? বই এনেছ? তাই পোড়ো—না হয় ঐযে পূর্ণবাবুর বাড়ী বেড়াতে যেয়ো সেই বেশ ভাল হবে—'

—দুপুরে আমি পাড়া বেড়াইনে—বেড়ানোর সময় হচ্ছে সন্ধ্যা—'

'তবে তো তোমার কষ্ট হবে—'

—'কষ্ট কি? আমি যেমন থাকি—তেমনি থাকবো। তোমাকে ভাবতে হবে না—'

নীহারকে শতবিধ উপদেশ—এবং সুরুচিকে সহস্রবিধ সুখে থাকিবার নিয়ম প্রণালী বুঝাইয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রস্থান করিলেন। এত গুরুভার রাজ কার্য্যে নিযুক্ত, কত পরিশ্রম, তাহারি মধ্যে স্ত্রীর সামান্য সুখ সুবিধার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—স্ত্রীর সম্বন্ধে উদ্বেগ, চিন্তা,

—বার বার প্রশ্ন করা কোন্‌টা তাঁব চাই—বাহিরের দাসত্ব এবং ঘরের দাসত্ব। ইহা পতিপ্রিয়া নারীমণ্ডলীর গৌরব। যাঁর স্বামী যত্ত আদর সোহাগ করেন—তিনি তত সুখী তত অহঙ্কারী। কিন্তু সুরুচির বুঝ চিরকাল উল্‌টা। তিনি আদৌ পছন্দ করেননা এসব। 'তুমিও য—আমিও তা। তোমার কাজ আলাদ—আমার আলাদা। তুমি কুকুর .বেড়াল পেযেছ যে ইচ্ছে মতন সোহাগ করবে—পিঠ চাপড়াবে? আমার কি লাগবে না লাগবে আমি জানিনে? না—আমি যেন ঝি—যেন কচি খুকি—কিচ্ছু জানিনে!' উনি কেবলি দয়া করবেন! অনুগ্রহ কববেন। যেন খুব দয়ালু মনিব!'

আজ কিন্তু এসব বিরুদ্ধ ভাব মনে উঠিল না। বরং বিশ্বকর্ম্মার গাড়ী অদৃশ্য হইলে সুরুচির মন খারাপ হইল একটু—'কত কঠিন কাজ—এইতো চলে গেলেন—আবাব এরই মধ্যে আমাব জন্যে কত ব্যস্ত—দোষ আমারি! ওঁকে বুঝতে পারিনে—'

এবাব নীহারের কাজ কম, চিন্তা কম। বলিল—'আমি বাজার করে আসি, আপনি চান করুন। এখুনি আসবো—গরম জল আছে গোসল খানায—বাবু সবটা নেননি—'

বাথরুম বেশ বড—আযনা, টেবিল, আলনা ব্র্যাকেট দ্বারা সাজান। মেঝের মাঝখানটা আধ হাত নীচু—এক ইট কম গাঁথনী। সেখানে প্রকাণ্ড এক বাদামী সাইজ এলুমিনিয়াম টব—জল পূর্ণ। কিনারায় বড় জল চৌকি বসিয়া স্নান করিবার। টব হইতে জল চৌকি অনেক উঁচু। আর একখানা চেয়ার এবং দুটি টুল আছে—তবে সেগুলি যেন তোলা, ব্যবহারেব চিহ্ন নাই। ডাকবাংলায় সাময়িকভাবে বহুবার সুরুচিকে উঠিতে হইয়াছে—দু'একবেলা বাসও করিতে হইয়াছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে দু'চারদিন কখনো থাকেন নাই। সেটা এইবার প্রথম। ষ্টেশানের ওয়েটিংরুম এবং ডাকবাংলো একই প্রায়। তবে ওয়েটিংরুমের বাথরুম

অনেক বেশী বড়—সারি সারি সাজানো কল। স্নানের টবের জল ব্যবহার না করিলেও চলে।

সুরুচি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একটা বালতীতে আধ বালতী গরম জল আছে। কিন্তু স্নান করিবেন কি এই বাথরুমে? অসংখ্য ব্যক্তির-বিভিন্ন জাতির ব্যবহৃত এই বাথরুম—ঐ আয়নায় কত মুখের ছায়া পড়িয়াছে—কত লোক এই টুলে বসিয়া এই এনামেলের অথবা সাদা জাগটিতে টবের জল তুলিয়া স্নান করে। টব হইতে এত উচু টুল—অঙ্গধৌত জল সবই প্রায় টবে পড়ে। প্রতিদিন দু'বেলা এত বড় টব ধোয়া মাজা চলে না। না হয় তিনি যে দুদিন আছেন নিত্য ধুইয়া লইবেন। কিন্তু নিজেরই গায়ের জল টবে পড়িলে সে জল আর কি ব্যবহার চলে? এ-কি বিসদৃশ ব্যবস্থা! টবটা বরং টুলের চেয়েও হাত দেড়েক উঁচু হওয়া উচিত। এসব ব্যবস্থা ইউরোপীয়। বাঙ্গালী সেইটাই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। নিজেদের নিয়মপ্রণালী আর মনে পড়ে না।

টুলের উপর প্রচুর সাবানের দাগ—আয়না টেবিলের একপাশে সাবানের পুরাতন দাগ—একদিনের নয়—বহু কালের। নানা রকম সাবানের একটা মিশ্র গন্ধ ঘরটায়,—আসলে ঘরটি একটি বিশ্রী নরক কুণ্ড! শুধু পরিস্কার পালিশ আবরণে ঢাকা দেওয়া।

'নীহার!'—নীহার বাজার হইতে ফিরিয়াছে।

'কি মা?'

'এ জলে আমি নাইবো না—'

'ভাল জল, কাল রাত্তিরে টব ধুয়ে ভরে রেখেছে।'

'তা হলেও ভাল জল চাই। এ মগ নোবনা—ঘটি দাও—'

'বাবুর মগ কি?'

'না ঘটি, মগে কতটুকু জল ধরে?'

'তুত্তোরি, আপনার না এলেই ভাল ছিল ! সব বাবুদের বৌরা দিব্যি এসে থাকে—কেউ তো এমন করে না'—

তা সত্যি। বহু অফিসার সস্ত্রীক আসেন। মেয়েরা নিঃসন্দেহে এই ঘরেই স্নান করেন—সুরুচি কেন পারেন না কে জানে। হয়তো তিনি অফিসারের স্ত্রী হইবার যোগ্য নন।

'তারা যা খুসী করুকগে—তুমি জল দেবে কিনা ?'

রান্নাঘরের বড় দুইটি বালতী ইন্দারার জলে ভরিয়া ডাকবাংলোর চৌকিদার বাথরুমে অপর টুল দুইটির উপর রাখিয়া গেল।

'নেন, এবার মনের সাধে চান করুন।'

দুপুর বেলা। নীহার অপর দিকের ঘরে নিদ্রিত, সতী অকারণ ঘরে বাহিরে বাগানে ঘুরিতেছে। আউট হাউসে ডাকবাংলোর লোক দুইটি নির্ভাজ। সুরুচি বারান্দায় একা। বড় একটা গোল টেবিল তাহার চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার। একটা সেলাই ছিল—ভাল লাগিলনা। সেটা ঘরে রাখিয়া এবার একটা বই—দু'পাতা পড়িয়া সেটাতেও অরুচি। অথচ ডাকবাংলো বাসিনীদের ফ্যাশন বারান্দায় বসিয়া সেলাই বোনা ও বই পড়া। সকালে এবংবিকালে বাংলোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ানো—মধ্যে মধ্যে বাবুর্চ্চি খানায় উঁকি !

নাঃ—ভাল লাগেনা ! একটুও না। বিশ্বকর্ম্মা থাকিলে বা কথা ছিল। কিন্তু তিনি ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করিতে বা ছুটি যাপন করিতে আসেন নাই ? সকলেই তাঁরই মত কাজে আসেন—কাজে বাহির হন। পত্নীরা একলা থাকিবেন না ত কি ? আসলে তাঁহারা বস্তা—পুঁটুলী বিশেষ। তাই আরাম দায়ক নিরাপদ ডাকবাংলোয় সেগুলি রাখিয়া কর্ম্মশীল কর্ম্মচারীগণ নিশ্চিন্ত মনে কাজে যান। ডাকবাংলোটা প্রধানতঃ হল্টিং ষ্টেজ। আসল কাজকর্ম্ম অনেকটা দূরে—অনেক জায়গা এবং বহু লোকজন লইয়া। সে সব স্থানে বাংলো নাই।

কোথাও অখ্যাত পল্লী—কোথাও নদীর ধার—ক্ষেত—কত রকম কত আবেষ্টনী। কিন্তু সেই সব স্থানেও কোন কোন সাধ্বী পতির সঙ্গিনী হন—(নাম সঙ্গিনী—কাজে একটুও নয়। কারণ এই সব যাত্রার আসল সাথী—যাদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম—তারাই)—এবং সেই সব কর্ম্মস্থানে পৌঁছন। স্বামী যান কাজের অবস্থা দেখিতে নানা জায়গায় —স্ত্রী মোটরে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বড় জোর নামিয়া পাই-চারি করা। গাড়ীর চারিপাশে গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা ভিড় করে—গ্রাম্য লোক জড় হয়—গ্রামবধূরা দ্বার হইতে সকৌতুহলে দেখিতে থাকে —যেন অভিনব একটা দর্শনীয় বস্তু। চিড়িয়াখানার চিড়িয়া। গাড়ীর মধ্যে বন্দী এক অদ্ভুত প্রাণী। গরিমা এবং অহঙ্কারের আবরণে ঢাকা আত্মমর্য্যাদার অপমান। ইহা ভিন্ন অপর পন্থা নাই। স্বামী ঘুরিবেন কত দোকান, আড়তে—কত মিটিংয়ে—পাঠশালায়, স্কুলে—কত বারোয়ারী মণ্ডপে, কোথাও জেলেপাড়ায়—জলাভূমিতে, কোথাও মজুর বস্তির মধ্যে।

সুতরাং ডাক বাংলোয় একলা থাকা ভিন্ন উপায় নাই। সঙ্গে গেলেও গাড়ীর মধ্যে একলা—বন্দিনী, তার চেয়ে এ ভাল। কিন্তু কি ভাল?—কই কিছুই তো ভাল নয়?—

সতী আছে বেশ—কখনো ফুল তোলে—কখনো দৌড়বাজী—একবার বা রাস্তা ঘুরিয়া আসে। প্রজাপতির পিছনে দুই হাত মেলিয়া নিজে প্রজাপতি হইয়া ছুটিতে থাকে। নীহার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। সম্মুখে কম্পাউণ্ডের পর সদর পথ, পথের ওদিকে মাঠ—প্রায় চারিদিকেই মাঠ—মাঝে মাঝে ভদ্র পল্লী। মাঠে গরু বাছুর চরিতেছে। পথটায় লোক চলাচল খুব বেশী নয়।

নীহার সিঁড়ির ধাপে বসিল,—'মা ঘুমোন নি?'

'কবে আমি ঘুমোই?'

'বাড়ীতে কাজ থাকে—এখানে তো কাজ নেই ?'

'বাড়ীতেই বা কি এমন কাজ ? তুমি বুঝি এম্‌নি ঘুম দাও ? বাড়ীর চেয়েও বেশী ?'

'ঘুমোবো বলেন কি মা ? ভাবনায় ভাবনায় অস্থির হয়ে থাকি —বাবু কখন আসেন—কি চান, কি রান্না হবে—কি দিয়ে চা দেবো —কখন কি লাগবে—এই ভেবে ভেবে রাত্তিরে ঘুম হয়না—তা দিনে! আপনি আছেন তাই ; দেখেননা কত মানুষ আসবে,বলবেন 'চা দে —খাবার দে—'

'কৈ নীহার, 'কি সুবিধে বল ? ভাল লাগছেনা আমার—'

'সে কি মা ? সুবিধে নয় ? কেমন আরাম! সবাই তো আসবার জন্যে পাগল—সেই বউটাকে দেখেননি ? মাসের অর্দ্ধেক দিন মফঃস্বলে থাকে। বেড়াতে যাবেন ? ঐ যে সব বাড়ী—খুব ভাল লোক— বাবুর সঙ্গে চেনা খুব—ওদের বাড়ী চলুন—'

—'ওদের বাড়ী যাব কেন ? ওরা তো ডাক বাংলায় আসবেনা কখনো ?'

'তবে এমনি বেড়াবেন চলুন—'

'পথে পথে ঘুরে বেড়াবো কেন ?'

'তা হলে চা করি।'

'একটু পরে—ওবেলার মত দু'বালতী জল বাথরুমে দিতে বল আগে—'

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুরুচি কখনো বাগানে,—কখনো গেটের কাছে,— কখনো বাংলোর পিছনে,—খানিক ক্ষণ ঘুরিয়া আবার সেই বারান্দায়। কেন যে ভাল লাগেনা নিজেও বোঝেননা। এরই নাম মফঃস্বল ? কাজ নাই—কর্ম্ম নাই—নাম মফঃস্বল! 'ভাববার অবধি কিচ্ছু নেই! না এলে ভাল হতো।

রাত্রি আটটা। কতক্ষণ আর খোলা মাঠের শীতের হাওয়ায় থাকা যায়? অগত্যা সুরুচি ঘরে ঢুকিলেন। সতী প্রাণ ভরিয়া দুষ্টামি করিতেছে। কিন্তু সুরুচির কোন কিছুই করিবার নাই।

বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়াছেন—সঙ্গে লোকজন। বারান্দার বাঁতি জ্বালানো। চা দেওয়া হইল সেইখানে। প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্মের মজলিস—বাজে গল্পের আড্ডা নয়। এ সব স্থানে কাজ কর্ম্ম ভিন্ন অপর সম্বন্ধ বা কি আছে।

সেই রাত্রেই সুরুচি প্রশ্ন করিলেন 'কাজ সারা হয়েছে ?'

'প্রায়—'

'হয়নি তবে ?'

'সামান্য একটু বাকী—কেন ?'

'কাল যেতে পারবেনা ?'—

'কাল যাবে কি ? দু'দিন থাক—দেখ শোন, জায়গাটা তো বেশ'—

'হোক্‌গে বেশ—ভাল লাগছেনা আমার—কাজ শেষ হতে ক'দিন লাগবে তোমার ?'

'তবে চল যাই কাল। কাজ যা আছে—তার জন্যে কোন ঠেকা নেই—'

সকাল বেলা চা পর্ব্বের পরই যাত্রা। আনন্দ যেটুকু—পথের। মুক্ত অবাধ যাত্রা, মুক্ত হাওয়া। ডাকবাংলোর গেট—ফুল্ল বাগান, বৃহৎ সীমানা—দুর্ব্বা ঢাকা জমি, বড় বড় গাছ পালা—পুকুরটা, পথিকের সকৌতুহল সাগ্রহ দৃষ্টি—কোন কিছুর জন্যই সুরুচির কষ্ট হইলনা। গাড়ীতে উঠিয়া যেন পরম পরিত্রাণ। চক্ষের পলকে নদী পার হইয়া গাড়ী ছুটিল।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বল যাত্রা—মেয়েদেয় প্রকাণ্ড গর্ব্ব। পাশের বাড়ীর অফিসার—যাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নীহার ফণীর বিবাদ—স্বামীর সঙ্গে

ছেলেমেয়ে সহ নিয়মিত মফঃস্বল যান। ভদ্রলোকের কাজ মফঃস্বলেই বেশী—মাসে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ দিন। বাড়ী প্রায়ই বন্ধ থাকে। তিনি সগর্ব্বে নারী সমাজে গল্প করেন 'আমি প্রায়ই থাকিনা—এইতো এসেছি—আবার যাব' সুরুচির হাসি পায়—'যাব' বটে! কিন্তু গিয়ে করবেন কি?' স্বামী যান কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজে, স্ত্রী একটা লেজুড়ের মত পিছনে! বাড়ীতে বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে যিনি স্বাধীনা—মফঃস্বলের ডাকবাংলোর তিনি বন্দিনী চিড়িয়া। তাহারি গর্ব্ব—'আমি প্রায়ই বাড়ী থাকিনা'। থাকেননা বটে—কিন্তু কোন্ কাজে যান? এই কথাটি একবার মনে পড়েনা কেন? "উনি সস্ত্রীক এসেছেন"—"ওঁর স্ত্রী এসেছেন"—এই কথাটুকুর জন্যে?

বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন—'তোমার ভাল লাগ্‌ছেনা কেন? সবাই তো খুব খুসী হয়ে থাকে—'

'করে কি তারা?'

'বাঃ—করবার কিছু নেই? সুন্দর সুন্দর শাড়ী পরে, সেলাই করে, ঘুরে বেড়ায়, পেয়ালার চা ঢালে, পথের লোক চেয়ে দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে—'

'তারি জন্যে ডাক বাংলোয় আসা?'

'তা কেন? স্বামীর সঙ্গিনী—স্বামী সেবা—'

'স্বামী সেবা? স্বামীকে যে রকম কাজ কর্ম্মে লোকজনে ঘিরে রাখে—তার মধ্যে সেবার ফাঁক কোথা? বাড়ীতে থেকে স্বামীর সুখ সুবিধার কাজগুলো করে রাখলে এর চেয়ে ঢের ভাল হয়।'

'তবে সীতা দেবী বনে গেছলেন কেন?'

'বনই তাঁদের সংসার সেই জন্যে। রাজ কার্য্যে যেতে সীতাকে নেননি। তুমি যদি তীর্থে যাও—কি দেশ ভ্রমণে—কি বন ভোজনে,—তখন তোমার আমার একই উদ্দেশ্য—একই মন—একসঙ্গে যাবার

মানে হয়। কিন্তু সরকারী কাজে তোমার সঙ্গে যাওয়া—জাহাজের পিছনে ডিঙ্গির মত! ছিঃ—আর আমি যাচ্ছিনে। আর ঐ বাথরুম —কি বিশ্রী—কি বিশ্রী!'

'বাথরুম খারাপ বলছো? কেমন সুন্দর ডেসিং টেবিল—আয়নাটি কি?' 'আয়না ধুয়ে জল খাব? বাড়ীতে ওসব নেই? ওরি জন্যে ছুট্‌তে হবে?'

"সত্যিই তুমি অদ্ভুত! সবাই যে বলে—মিছে কথা নয়—"

—'আমি যা তাই। মফস্বল এসে তুমি বেরুবে কাজে—আর আমি সারাদিন হাঁ করে বসে থাকি! লোকে চেয়ে দেখবে বৈ কি? ভাবে, সং এসেছে—একটা দেখবার জিনিস! একটা লেজুড়—লাগেজ! একটা পোষা কুকুর, সাহেবের সুন্দর একটা কুকুর, সাহেব বেখে গেছেন—ফিরে এসে পিঠ্ চাপড়ে আদর করবেন! কি মর্য্যাদা! কি সম্মান!'

'থাম—থাম—সিগারেট টা ধরিয়ে-নি—'

'সব তোমার চালাকী,—শুধু শুধু আমার ব্রহ্মপুত্র দেখা মাটী করলে!'

৪৬

বর্ষাকাল। ভরা সন্ধ্যা; একটা করুণ—অতি ক্ষীণ মিউ মিউ ডাক শোনা গেল। বাড়ীর পিছনে অনেকটা অসমান জমি জঙ্গল ভরা—নীচু স্থানে জল জমিয়া আছে। সেই নির্জ্জন দ্বীপে কে একটা বিড়াল বাচ্চা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—কিম্বা বাচ্চাটাই কোন গতিকে আসিয়া পড়িয়াছে আর ফিরিতে পারে নাই—এখন নিরুপায়, আশ্রয় চায়। দু'চারবার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সকলে নিরস্ত হইল। অন্ধকারে কোথায় কে

খুঁজিবে, কারই বা এত গরজ। কিন্তু রাণী কোন্ এক সময় বাচ্চাটাকে উদ্ধার করিয়া আনিল এবং নিজের মহলে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিল।

কেহই কিছু জানেনা। মাঝে মাঝে ক্ষীণ 'মিউ মিউ' শোনা যায়—জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ রাণী বলে—'কই না? কিচ্ছু না'—নীহার বলে—'না-না আমাদের বাড়ী না—বাইরে কোথায়' 'রাণী আবাব বলে—'বিড়েল নয় মা—কি জানি—কি!'

কিছুদিন পর আর লুকানো চলিল না। অতি আদরে যত্নে বাচ্চাটা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। বেশ চলাফেরা করে, কিন্তু নিজের সীমানা ছাড়িয়া এক পা যায় না। শিক্ষা দিতে জানে রাণী! ভোর হইতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে রাণী সেখানে সে,—রবিবার পাওয়া গিয়াছিল, রাণী নাম দিয়াছে রবি।

বিশ্বকর্ম্মায় চোখে পড়িল বাচ্চাটা—'ওটা আবার কোত্থেকে এলো-রে?' স্থরুচি বলিলেন—'দিয়ে এসো যেখানে হোক—বাড়াতে রেখোনা'—ফণী বলিল 'বেড়াল কখনো পোষে?.ফেলে দিয়ে আয় শীগগীর'—বাড়ীর সবাই বিড়াল বিদ্বেষী।

রাণী আবার তাহাকে লুকাইল, অসম্ভব মায়া বিড়ালটার উপর। নীহার বলিল—'শিশুর উপর কি রাগ করে মা? কোথায় যায় ও? এত করে বাঁচালুম—'

'লুকিয়ে রাখলে এতদিন কিছু তো জানিনি'—

'বাবু ফেলে দিতে বলবেন সেই ভয়ে—'

জানাজানির পর রবির বন্দীদশা ঘুচিল। এখন ছাড়া থাকে। শুধু দুবেলা খাবার সময় পাছে বিরক্ত করে—একটা দড়ি দিয়া রাণীর খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে—ডাক দিবামাত্র দড়ির কাছে গিয়া দাঁড়ায়। ফণী বলে—'বেড়ালের গলায় দড়ি বাঁধা অবাক কাণ্ড!

সব জন্তু জানোয়ারকে বাঁধতে পারা যায়—বেড়াল কিছুতেই বাঁধতে দেয় না'—

হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ রবি—সাদা ধপ্ ধপ্ রং। রবি দেশী বিড়াল নয়, দেশী বিড়ালের বড চাকা মুখ—মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত সমান—লেজ সরু। কিন্তু রবির মাথার দিক নীচু—পিছন দিকটা উঁচু—বেজীর মত—লেজটা খুব মোটা—সর্ব্বাঙ্গে বড বড লোমে ঢাকা। মুখটা ছোট, চোখের চাবিপাশ এবং জিভ ঠোঁট লাল টুক্‌টুকে। দুই কানেব উপর—কপাল হইতে ঘাড পর্য্যন্ত মিশ্‌মিশে কাল—কপালের উপর কালো রংটা দুই ভাগ করা—ঠিক সিঁথির মত—লেজটাও মিশমিশে কালো। ভারি সুন্দর দেখিতে। কোথা হইতে এমন সুন্দর বাচ্চাটা আসিয়া জুটিল—বিশ্বকর্ম্মা মাঝে মাঝে প্রশ্ন কবেন, চোখে পড়িলে চাহিয়া দেখেন। দু'একবার ডাক দেন 'আয়—আয়'—রবি আসে না। সে জানে ইহাবা কেহ তার আপন নয়। রাণী বাসন মাজে—সে পাশে বসিয়া থাকে, বাণী বাটনা বাটে—সে পাশে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে—নীহার বলে, কিরে, কাজ শিখছিস ?'

'মিউ'—

'হ্যাঁ ঠাকুর মশাই, ও আমার সব কবে দেবে—দুঃখু কিসের ?'

নীহার বাজারে যায়—রবিও বাহির হয়—কিন্তু রাস্তায় নামে না বাগানের বেড়ার মধ্যে ফুল গাছতলায় বসিয়া থাকে—আবার নীহারের সঙ্গে ভিতরে আসে। রাণী মাছের থলি ঝাড়িয়া মাটীতে ঢালে—রবি একবার মাছের চারিদিকে পাক ঘুরিয়া দেখে, তারপব বসিয়া থাকে। রাণী মাছ কুটিয়া ধুইতে গেল—সেও গেল। শেষে উনানের ধারে একেবারে রাঁধুনীর কোলের মধ্যে।—'সর্, সর, পুড়ে মরবি'—এক পা সরিবে না, যতবার সরাইয়া দেয় আবার সেই উনানের মুখের কাছে

বসিবে। এক একদিন নীহার গরম জল সাবানে রবিকে স্নান করায়—সেদিন আরো সুন্দর হয় দেখিতে।

ইদুর আরশোলা ধরিতে শিখিল—ইঁদুর বড়ই অত্যাচার সুরু করিয়াছিল, প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। এইবার বিশ্বকর্ম্মা ভারি খুসী হইয়া উঠিলেন—অনেক ভাল জিনিস ইঁদুরে নষ্ট করিয়াছে। 'আমি দেখি ওকে—ধরণ ধারণ ভারি সুন্দর—চুরি করে খায়না কিছু?'

নীহার বলিল—'নাঃ—কত সময় আলগা থাকে সব—কিছুতে ও মুখ দেয়না—যেটা ওকে দেবো—সেইটে শুধু খাবে। কাঁচা মাছ পর্য্যন্ত খায়না।'

আস্তে আস্তে সকলের মনোযোগ পড়িতেছে রবির উপর। কাঁচা মাছ সত্যই খায় না। অনেক সময় মাছ ঢাকা থাকে—রবিও পাহারা দিয়া কাছে বসিয়া আছে। একদিন ঘণ্টা দুই মাছ পড়িয়াছিল—রাণী ছিল অন্য কাজে। রবি পাহারা রহিল।

একদিন হেঁসেলের মাছ ঢাকা দিতে রাঁধুনী ভুলিয়া গিয়াছে। রবি নিত্যকার মত রান্নাঘরে ইঁদুর ধরিতেছিল, দুপুরবেলা সবাই বিশ্রামে, নীহার বিছানায় গিয়া বসিয়াছে—তখনো শোয় নাই। ইঁদুর খুজিতে মাছ দেখিতে পাইয়া একখণ্ড মাছ কড়া হইতে তুলিয়া লইয়া রবি নীহারের ঘরে গেল—নীহারের পায়ের কাছে মাছটা নামাইয়া রাখিয়া মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল—'মিউ'—মানে এই—'এরকম হলো কেন? এখন কি হবে?'

নীহার মনোযোগ দেয় নাই। বার বার 'মিউ মিউ' শুনিয়া চাহিয়া দেখে ব্যাপার কি!

মাছ কাটা ধোয়া হইলে সুরুচির কাছে আনা হয় দেখিবার জন্য। নীহার ভাগ করে—কাহাকে কিরূপ দেওয়া হইবে। রবির নিশ্চয় ভাল একখানা। রবি সঙ্গে সঙ্গে আসে—থালার উপর ঝুঁকিয়া থাকে

দেখানো হইলে আবার বান্না ঘরে ফিরিয়া যায়। একদিন রবির নাম ভুল হইয়া গেল—রান্নাঘর হইতে বারান্দা পর্য্যন্ত রবির বিষম 'মিউ মিউ'—একবার যায়, একবার আসে, সুরুচি বলিলেন 'হলো কি ওর ?'

'ঐ যা রবির মাছ তো দেয়া হয়নি।' আবার রবির ভাগ নাম করিয়া দেওয়া হইল—তখন চুপ করিয়া বসিল।

সেদিন সকালে বাজার হয় নাই—রবি মিউ মিউ করে আর রাণীর মুখের দিকে চায়। নীহারের সেদিন অবসর নাই। অত বেলায় রাণী গেল মাছ কিনিতে—রবি পথ চাহিয়া বাগানে বসিয়া রহিল—রাণী ফিরিলে বটির কাছে—মাছ কাটা হইলে কলতলায়—রান্নার সময় উনানের ধারে। তাও যেমন তেমন সিদ্ধ করিয়া দিলে ছোয় না একবার মুখ দিয়াই সরিয়া যায়। রীতিমত তেল ঝালে মশলায় রান্না চাই।

সুরুচি বলিলেন 'বেড়ালটাকে নবাব করে তুললে—জন্মাষ্টমীর দিনও বাড়ীতে মাছ আসবে ?'

'বাইরে রান্না করবো। একটা প্রাণী উপোস করে থাকবে—সেও তো খুব বড় পাপ—'

নবাব বলে নবাব! ধূলো নয়—মাটী নয়—শয়নের স্থান রাণীর কোল, রাণীর বিছানা। দিন দিন অধিকার বাড়ে—বিশ্বকর্ম্মার লিখিবার টেবিলে হাত পা ছড়াইয়া নিদ্রা যায়—সোফার উপর যখন তখন—অবশেষে বিশ্বকর্ম্মার খট্টাঙ্গে। শীলতা জ্ঞান আছে—ঠিক পায়ের কাছে শুইবে। কিন্তু পা নাড়িবার যো নাই—একটু নড়িয়াছে কি থপ্ করিয়া ধরিল। জোর কামড়ায় না—সেদিকে ঠিক আছে, তবু কখনো কখনো আঁচড় লাগে। কিম্বা খাটের রেলিংয়ে হাত রাখিয়া দাঁড়ানো কিছুতেই চলে না তড়াক করিয়া লাফাইয়া আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিবে। ইঁদুর না কি মনে করে কে জানে। এইভাবে সকলের মায়া কাড়িয়া লইয়া বড় হইয়া উঠিল। সুরুচি নাম দিলেন—রুবি।

এক দিন নিরুপায় ভাবে আশ্রিত যে, অনাদরে পালিত—কত উপেক্ষা—তার আদর এখন দেখে কে? ভোর বেলা গোয়ালা আসে,—খোলা সদর দুয়ারে কোন্ ভোর হইতে রুবি বসিয়া আছে। পাওনা লইয়া তবে সরিবে। জানালায় খাটে টেবিলে যেখানেই শুইয়া বসিয়া থাক্—চামচ পেয়ালার ঠুন ঠুন শব্দ কত দূরে কানে যায়—লাফ দিয়া দৌড়! চা খায়না—কিন্তু দুধ খাইবে। দিতে দেরী হইলে মিউ মিউ শব্দে নীহারকে পাগল করিয়া ছাড়ে।

ছাদে প্রথম মাদুরখানা পাতিবামাত্র রুবির বজ্জাতি সুরু—মাদুরের তলায় লুকাইবে,—যত বার মাদুর পাতে ততবার সে উল্‌টায়…… লাফালাফি ঝাঁপা ঝাঁপি—মহা আনন্দ। ঠিক সুরুচির মুখের কাছে শুইয়া থাকিবে। তারই মধ্যে বার বার রান্না ঘরে দেখিয়া যায় কত দূর!

বিশ্বকর্ম্মা বাথরুমে যান—রুবি বাথরুমের সিঁড়িতে শুইয়া থাকে,—ঘরে আসেন—পথ রোধ করিয়া মাটীতে টান-টান,—'রুবি সরো'—

'মিউ—'

'সরো—পথ দাও—ঘরে যাবনা?'

'মিউ—'

প্রতি দিন সকাল বেলা বিশ্বকর্ম্মার পায়ে প্রণাম করে—একবার দুইবার তিনবার—তারপর খাটে উঠিল। অফিস হইতে ফিরিতে দেরি হইলে নীহারের কাছে সদর দুয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করে, যতক্ষণ তিনি না ফেরেন। দেখিবা মাত্র সদর দুয়ারেই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া অভিযোগ জানানো—সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসা—নিশ্চিন্তভাবে খট্টায় আরোহণ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি আরো মনোরম হইয়াছে রুবির,—দুধের মত ধপধপে সাদা মুখ,—কানের ধার, চোখের চারিদিক,

নাকের আগা—ঠোঁট দুইটি এবং জিভ লাল টুকটুকে,—মোটা মিশ কালো লেজ—কালো মিশ মিশ লোম কপাল হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত—কপালের উপর সিঁথি কাটা, সিঁথিটা আবার ডান দিকে। স্বভাবে শিশু চাঞ্চল্য—গাম্ভীর্য্য দুই ই। নির্ভয়ে মন্দ গতিতে সর্ব্বত্র চলা ফেরা করে। কবির আওয়াজ খুব মৃদু এবং ক্ষীণ। দিনে দুই একবার মাত্র ডাকে—খুব বিশেষ কারণ থাকিলে। তা ভিন্ন সর্ব্বদাই নীরব।

দুই একটা কবিয়া সঙ্গী সাথী জুটিয়েছে—সেগুলিকে আমল দেওয়া হয় না। বসিবার ঘরে কবি একটা সোফায—অপর একটা দেশী বিড়াল অপর একটা সোফায়, দুটাই চুপচাপ। সেদিন উভয়েই প্রহার খাইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'কবি জানে বসবার ঘরেই বন্ধু বান্ধবকে বসাতে হয়—তার জন্যে মার দেওয়া উচিত হয়'ন'—

একদিন কবি নিরুদ্দেশ। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া নীহার হতাশ হইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'নিশ্চয় কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে'—

পরদিন সকাল বেলা কবি অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে বাগানের মধ্যে বসিয়া আছে—কেহ কাছে যাইবামাত্র লজ্জায় ছুটিয়া পালায়। আবার আসে। বেলা একটার পরে তবে বাড়ীতে ঢুকিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কোথা গেছ্‌লে? ছি অমন করে কি যেতে হয়?'

কবি আজ 'মিউ' শব্দে জবাব দিল না। নির্ব্বাক ভাবে কেবল পায়ে মাথা ঘসে। নিজের অন্যায় সে বুঝিতে পারে।

নীহারের শরীর ভাল নাই। বাজারে গেল না। বিশ্বকর্ম্মা অফিসে গেলে বলিল—'যাই মাছ নিয়ে আসি, কবি উপোষ করে থাকবে'—

দুবেলা অন্ন এবং দুবেলা চায়ের সময় দুধ এ ছাড়া কবি অন্য কোন খাবার ছোঁয় না। দুধও ঐ দুবার, অন্য সময় স্পর্শও করে না।

বিড়ালটা সত্যই অদ্ভুত। ডিম, দই, লুচি রসগোল্লা এ সবের ধারেও যায় না। সুরুচি বলিলেন 'ইঁদুর ধরে খাক্ না'—

'ইঁদুর কি রেখেছে মা? কবিটা ভারি পাপিষ্ঠ—একেবারে নিষ্ঠুর বাচ্চাগুলো পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছে'—

একরাশ চিংড়ি কিনিয়া আনিয়া নীহার বাছিতে বসিল। এতক্ষণ কবি ভাব গতিক দেখিয়া জানালায় শুইয়া ছিল। এবার উঠিয়া কাছে আসিয়া বসিল। মাছগুলি কুচা চিংড়ি নয়—কিছু বড়। অন্য সকলে তখন অন্যান্য কাজে আটক। একলা নীহার সেই একরাশ মাছ লইয়া বসিয়াছে, কবি সরিতে সরিতে একেবারে তার কোলের মধ্যে। নীহার বলিল 'নে-না, হাতে হাতে কবনা—শীগগীর হবে। কেবল খাবার ওস্তাদ।' অপর একটা ছোট্ট বিড়াল জুটিয়াছে—সেও আছে। সেটা বড় ধূর্ত্ত, দিনে দশবার ফেলিয়া আসার প্রস্তাব হয়। বিশ্বকর্ম্মা বলেন 'না থাক্ থাক কবি ওকে ভালবাসে'। ভালবাসে সত্যই—অনেকটা যেন সন্তান স্নেহ।. সেটাকে আলাদা খাবার দেওয়া হয় তবু ছুটিয়া কবির ভাগ কাড়াকাড়ি করে। একবার নিজের ভাগে একবার কবির ভাগে। কবি শান্ত ভাবে মুখ তুলিয়া বসে। সুরুচি বলেন —'ওটা সত্যিকার ছোট লোক'—নীহার বলে—'ভারি ছুঁচো'—বিশ্বকর্ম্মা বলেন—'কবির ধরণ রাজ রাজড়ার মতন, অমন কি কারো হয়?'—

মাছ ধুইয়া রান্নাঘরে রাখিয়া নীহার গেল বাগানের ভাঙ্গা বেড়ার পালা হইতে বাখারী ভাঙ্গিয়া আনিতে, কয়লার উনান নিভিয়া গিয়াছে। না রাঁধিলে কবি খাইবে না। একরাশ বাখারী ভাঙ্গিয়া আসিয়া দেখে ছোট বিড়ালটা মাছের আধাআধি সাবাড় করিয়াছে। কবি কাছে বসিয়া—বাধা দেয় নাই।

'দূর হ—দূর হ! দূর-দূর-দূর'—এবং সেই বাখারী দ্বারা পিটিবার শব্দ।—নীহারের চীৎকারে দুপুর বেলা সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল—'হলো কি ?'

পিটুনী খাইয়া দুইটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দুই দিকে ছুটিল। রাগ করিয়া নীহার মাছ ঢাকা দিয়া রান্নাঘর বন্ধ করিল। সুরুচি বলিলেন 'রাঁধবে না ?'

'আবার ? হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! এত কষ্ট করলাম আর ওর এই কাজ ? মরুক গে চুলায় যাক'—

'রুবি তো খায়নি'—

'তাড়ালে না কেন ? বসে বসে দেখছে পাজি! থাক্ উপোষ করে'—

সমস্ত দিন গেল রুবির নির্জ্জলা উপোষ। খাটে তেমন করিয়া শুইল না জানালার বহির্দিকে বসিয়া রহিল। ভয়ে ভয়ে নীহারের কাছে আর ঘেঁসে না, রাত্রে রান্নাঘরের বাহির হইতেও একবার খোঁজ লইয়া দেখিল—বিশ্বকর্ম্মার কাছে আসিয়া পদতলে সটান। সাষ্টাঙ্গ প্রণামে নীরব ক্ষমা ভিক্ষা!

'কেন, কি হয়েছে ? অমন করছো কেন ?'

"মাপ চাইছে! উপোষ করেছে আজ কিনা, খেতে বস্‌তে বল্‌ছে তোমায়—"

উপোষের কারণ শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'ভারি অন্যায় নীহার' দে আগে রুবিকে দে—'

শুনিবা মাত্র রুবি ছুট! নীহারের কাছে আর ভয় নাই, অর্ডার পাশ হইয়া গিয়াছে। নীহারের পাশে অবিরাম ঘোরা আর অতি ক্ষীণ—মিউ মিউ মিউ!

'এঃ আবার নালিশ করতে যাওয়া হয়েছে বাবুর কাছে, আবার করবি —অমন কাজ করবি ? আহ্লাদে উঠে বসেছেন মাথায়—নয় ?' রুবি চুপ করিয়া নীহারের মুখের দিকে চাহিল—'বুঝলি ? ঐ ছোট লোকটার সঙ্গে

মিশে যদি ছোট লোক হস্—লাটি পেটা করে তাড়াব বলে দিলাম—ভাল বলে ভালবাসি তার এই কাজ ?

"নীহার দিলি ওকে ?"—

'এই দিচ্ছি'—

৪৭

'মা অমূল্য ঘোষ এসেছে টাকা নিতে' (দুধের দাম)—'দিচ্ছি'—

'বাবুর নীল রুমালটা দেখেছেন ?'—

—'না'—

'সেদিন বাবু খবরের কাগজে দাগ দিয়েছিলেন সেটা কোথা ?'

'ঘরেই আছে'—নীহার ইংরেজী কাগজের তারিখ দেখিতে জানে।

'দরবারী একটা টাকা চায়'—দরবারী বাড়ীর ধোবা।

'বাবু চা দিতে বললেন'—

'ক' জন ?

'তিন জন, শুধু চা দেবো ?'

'মোটরের পাশটা কোথায় আছে ?'

'দেশলাই নেই আর ?'—

নীহারের কথার বিরাম নাই হাতেরও নয়। হাত পা মুখ তিনই সমান চলে তার। অন্য সকলকে অষ্টপ্রহর ধমকায় 'হাত চলে না কেন ? অত আস্তে চলিস কেন ? কাহিল নাকি ?' সুরুচি বলেন 'ঐ ভাল। অত গোলমাল কি সারাদিন ?'

'বেণীর কাপড়টা মিলিয়ে নিন্'—বেণী বিশ্বকর্ম্মার ধোবা।

রবিবার দিনে কাজ যেন ভিড় করিয়া আসে, সুরুচি বলিলেন 'পারিনি অত ফরমাস খাটতে এক পয়সা মাইনে নেই—'

'মাইনে নিলেই পারেন কে বারণ করে ?' (ফণীর উক্তি)

—'কত মাইনে হওয়া উচিত বল—'

'পাঁচ টাকা, না, পাঁচ টাকারও কম। পাঁচ টাকায় বেশ ভাল ঝি পাওয়া যায়'—

আমার চেয়ে ভাল ?'

'ঢের ভাল। কয়লা ভাঙ্গা, বাট্না বাটা, কাপড় কাচা, টিউব ওয়েলের জল আনা কোন্ কাজটা আপনি ভাল পারবেন ঝিয়ের চেয়ে ?'—

'ঝি সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা করবে আমার মত ?'

'না করে আরও একটা রাখলে হবে। তাও ঢের কম খরচ, দামী সাড়ী সুগন্ধি তেল গহনা এসেন্স পাউডার কিচ্ছু লাগবে না দু'বেলা দুটো খাওয়া আর বছরে পাঁচখানা কাপড় দু'খানা গামছা হলেই খুশী।'

—'অসুখ বিসুখ করলে মা খুড়ীমার মত করে ? তখন সব নিয়ে পালাবে'—

'ঝিয়েরা চুরি করে সামান্য সামান্য জিনিস। বড চুরি করে না। সেটা করে ঠাকুর চাকর। মা খুড়ী কি বলছেন ? অনেক ঝি মা খুড়ীর চেয়ে অনেক বেশী করে। আজকাল মা খুড়ীরা তো নবাব, বই পড়া সিনেমা দেখা ভাল সাড়ী পরা এ ছাড়া করেন কি ? আসল গিন্নী বাড়ীর ঝি, সবই সে দেখে—সবই করে। মা খুড়ীর পেছনে যে খরচ তাতে চারটে ঝি রাখা চলে।'

অভিযোগের মুখে উল্টা অনুযোগ ! সুরুচি ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলেন ফণী নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। সংসারের সবখানি দায়িত্ব ঝিই বহন করে। একদিন না হইলে অচল। কিন্তু সংসারে তার যোগ্য প্রতিদান নাই।

৪৮

সকালবেলা। বিশ্বকর্ম্মা একটা জরুরি চিঠি লিখিয়া আরদালীকে দিতে বলিলেন। সুরুচি বলিলেন—'বেলা দশটায় আমারও একটু কাজ আছে আরদালীকে—'

একথাটি বলিবার দরকার ছিল না। আরদালী যে কাজে যাইতেছে—বড় জোর ঘণ্টাখানেক। যথেষ্ট সময় আছে দশটা বাজিতে। কথাটা একটা স্বাভাবিক স্বগতোক্তির ন্যায়, যে কাজটা করিব—আগে হইতে বলা এইমাত্র। কিন্তু এই সামান্য কথায় বিশ্বকর্ম্মা হঠাৎ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন—বাঁ হাত তুলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—'দশটায় যাবে তার এখন কি?'

সদ্য সকালবেলা—সুরুচি সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নীহার বলিল—'বাবুর গরম জল লাগবে কি এখুনি না একটু পরে?'

'জানিনে—আমি কিচ্ছু জানিনে—ভাল লাগেনা আমার কিচ্ছু—'

বিশ্বকর্ম্মা ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হয়েছে রে?'

'মা রাগ করেছে—আমরা তো কিচ্ছু করিনি—'

'মা শুধু শুধু রাগ করে? কে সইতে পারে চোখ রাঙ্গানি?'

'কে চোখ রাঙ্গিয়েছে নীহার?' তখনো বিশ্বকর্ম্মা নিঃসন্দেহ! শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরুচির রাগের কারণটা জানিতে চান। নিজের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন।

'আবার কে চোখ রাঙ্গাবে আমার ওপর—তুমি ছাড়া? তুমি—তুমি! কেন তুমি সকাল বেলা অমন করে ধম্‌কে উঠ্‌লে—কি বলেছি আমি?'

বিশ্বকর্ম্মাও চটিয়া উঠিলেন—'ইস—গলবস্ত্র হয়ে কথা বলতে হবে।'

'হয় ধম্‌কানি—নয় গলবস্ত্র—এর মাঝামাঝি কিছু নেই ? তা হলে' আমার সঙ্গে কথা বলোনা। তুমি—একটাও না'—সুরুচি স্থানত্যাগ করিলেন।

মহা আরামে দিন কাটে সুরুচির—এত আরাম যে সংসারে আছে—কে ধারণা করিতে পারিত ? সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত স্বাধীন সুখের বাস। সর্ব্বদা সশঙ্কভাবে বিশ্বকর্ম্মার কাছে কাছে আশে পাশে থাকিতে হয় না। বেড়ান, গল্প করেন, বই পড়েন—সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠিয়া যান। সভা বসে সেখানে। বিশ্বকর্ম্মার আহারাদি শেষে তবে নামেন। কেবল অফিসের টিফিন এবং বৈকালের জলযোগটার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কারণ তখন বিশ্বকর্ম্মা অনুপস্থিত। অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর রাগ কি ? তা ভিন্ন সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাতে কোন ব্যবস্থার কোন কিছুতেই তিনি নাই। 'আমি কিছু জানিনে—জিজ্ঞেস কর তোমার বাবুকে—'

'বার বার জিজ্ঞেস করা যায় ? রেগে উঠবেন—'

'তবে তোমরা যা জান তাই কর, আমাকে কিছু বলোনা ,'

নীহার ভয়ে ভয়ে থাকে—জিজ্ঞাসা করে বিশ্বকর্ম্মাকেই—নিজের বুদ্ধিতে সব কুলায় না—না জিজ্ঞাসা করিলে আরো বিপদ ঘটিবে, বিশ্বকর্ম্মা রাগ করেন না, বলিয়া দেন। সুরুচির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ।

মুক্তির আনন্দে অতি মাত্রায় খুসী হইয়া সুরুচি বলিলেন—'আমি আলাদা হবো। আমার খরচ আলাদা করে নেবো। রাণী আমার দিকে—'

রাণী খুব রাজী। নীহার তাহাকে অনুনয় করিল—'গোপালের মা, আমাদের বাসনটা তুমি মেজে দিও—'

'তা দেবো। আমাদের বাজারটা আপনি করে দেবেন—আমি পারিনে।'

'আর বাট্‌নাটা—'

'মা যদি বলে'—

'না তুমি দিও—এই দুটো কাজ না দিলেই হবেনা। তোমাদের যা দরকার সব আমি এনে দেবো। তুমি তো বাজার করতে জান না।'

ছাদে যার যার আলাদা বিছানা। কলরব মুখর সভা। বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত ভাল মানুষের মত ছাদে যান—তাঁর বিছানাটি তখন পাতা হয়। সভা শান্ত হয়। সভায় যোগ দেন বিশ্বকর্ম্মা—কিন্তু আলাপ জমে না। শেষে একে একে সকলে নামিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন—'কেমন আছ—'

'তোমার কি একটুও লজ্জা নেই ?'

'আমি কি স্ত্রীলোক যে লজ্জা থাকবে ?'

'তা বলে এত বেহায়া? আমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছ না ?'

'ও—মনে ছিল না, যে কাজের ঝঞ্ঝাট—'

আহারের ডাক পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'চল—'

'এখন নয—পরে—'

'চল—চল, খেতে হবে না ?'

'পরে !'

'পরে কেন ? মনের সাধে কাঁটা চিবানো হবে না বলে ? 'একটি একটি কাঁটা ভাবিয়ে ভাবিয়ে—অবলা বিরলে যান বেরালে হারিয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা না খাও আমাদের খাওয়া দেখবে—'

'তা দেখতে যাব দায় পড়েছে ! 'এটা ভাল নয়' 'ওটা খারাপ' 'সেটা হয়নি কেন ?' 'অমুকটা করলে হতো'—এই সব শুনতে ? যা খুসী করগে—বলগে। বেঁচে গেছি আমি। আরদালী পেয়েছ যে যখন ইচ্ছে

ধমকাবে ? হুকুম করবে ? এই কটা দিন প'র ও-মাস থেকে আমার খরচ আলাদা করে দিয়ে তোমার টাকা তুমি রাখবে।'

'কত দিতে হবে তোমাকে ? দশ ? পনের ?'

'তোমার মাইনের এক চতুর্থাংশ। যদিও অর্দ্ধেকটা প্রাপ্য।'

'ইস্—দিলাম আর কি ?'

'তা হলে কি করবো জান ?'

'কি করবে ? কেস্ ?'

'অমন বিশ্রী কাজ আমি করিনে। 'বন্দেমাতরম' বলে নিশান হাতে বেরুবো। চাকরী করতে আর হবে না !'

৪৯

প্রহেলিকা

বেলা বারটা। প্রখর রোদ। হঠাৎ দুয়ারে সজোরে ধাক্কা।

একটি মলিন বসনা বৌ, আধ ঘোমটা টানা, সুরুচির সামনে মাটীতে আলুথালুভাবে বসিয়া পড়িল—'বৌদি, আমার তাকু পথ্যি পাবেনা বৌদি ?'

সুরুচি হতবাক—কে এ ? অচেনা বৌ--কিন্তু সম্বোধন নিতান্ত আত্মীয়ের মত। কোনো দরিদ্রা আত্মীয়া না কি ?

'বোসো—বোসো ভাল করে—কে তুমি ? চিনিনে তো তোমায়—'

'আমার তাকু—তাকু আমার আজ একুশদিন পরে পথ্যি করবে, কত করে রোগ সাবালুম—ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে, আজ তাকে কি দেব বৌদি ? কি দেবো বলুন ? শুধু হাতে ফিরে যাব বৌদি ? আমি যে তাকে বলে এসেছি—সে যে আমার পথ চেয়ে রয়েছে—পায়ে পড়ি বৌদি—'

'পায়ে হাত দিয়োনা—ছি, আমি বুঝতে পারছিনে তোমার কথা—ভাল করে বুঝিয়ে বলো ? তোমার স্বামী কোথা ?'

দু হাতে দুটি সাদা ঢাকাই শাঁখা ছাড়া বৌটার গায়ে আর কোন কিছু নাই। সেমিজটাও লালপেড়ে কাপড়টার মত আধ ময়লা। কিন্তু গলার সুর যেমন মিষ্ট তেমনি করুণ, দুঃখের সরল ভাষা, উচ্চারণ নিখুঁত।

'স্বামী আছেন বাড়ীতে—'

'কি করেন তিনি ?'

'কম্পোজিটার ছিলেন। অসুখের জন্যে চাকরী নেই—কত করে ভিক্ষে করে ভাল করলাম। তার পরই পড়লো আমার তারু—কত সয় বৌদি ?' দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল তাহার।

বৌটি পূর্ণ গর্ভা ! সুরুচি বলিলেন—'তা তুমি না বেরিয়ে তিনি কেন বেরোন না ? তূমি বৌ মানুষ—তোমার কি সাধ্য ? থাক কোথা ?'

'হাজরা রোডে। স্বামী বলেন 'আমি ভিক্ষে করতে পারবো না, ছেলে পথ্যি পাক্ আর না পাক। একটু জল দিন্না বৌদি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে—এই রোদে ঘুরে ঘুরে'—কি হবে বৌদি—'

জল এবং কিছু জলখাবার দেওয়া হইল। বিশ্বকর্ম্মা অফিসে। বাড়ীর আর সবাই জড় হইয়াছে। সুরুচি বলিলেন—'তা তুমি পেয়েছ ত কিছু ? এত বেলা আর না ঘুরে বাডী গেলেই পারতে—ছেলেকে পথ্যি দেবে কখন ? ওবেলা আবার না হয় বেরুতে ?' বৌটির আঁচলে কিছু বাঁধা দেখা গেল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আর ঘুরবোনা—এখান হয়েই যাবো—বাবা কি রোদ ! হয়রাণ হয়ে গেছি বৌদি—' বলিতে বলিতে মাটীতে শুইয়া পড়িল। সুরুচি উঠিয়া ঘরে আসিলেন। ফণী বলিল—'যত সব বাজে ! কে দিলে দরজা খুলে ? দুপুর বেলা কখনো কাউকে ভেতরে আসতে দিতে আছে ?'

'দেখছোনা ওর অবস্থা ? কি দিই বল তো ?'

'যা হয় দিয়ে শীগগীর বিদেয় করুন—আপনাদের সঙ্গে পারা যাবে না—'

'সব বাড়ীতেই তো যাচ্ছে, বৌ মানুষ—না চোর না ডাকাত ভয় কি ?'

'কে জানে কে ? ঠিক সময় বুঝে আসে—'

সুরুচি একটি টাকা বাহির করিয়া বৌটির কাছে গেলেন—বলিলেন 'ওঠো—এই নাও—ছেলেকে পথ্যি দাওগে—'

বৌদি ধীবে ধীবে উঠিয়া বসিল—'এই ? আর কিছু দেবেন না বৌদি ?'

ফনী বলিল—'বাড়ী কোথায় তোমার ?'

'শ্যামবাজাব। চন্দ্র সূর্য্যে মুখ দেখতে পায়নি বৌদ, আজ কিনা পথে বেরিয়েছি ! গা ভরা সোনাব গয়না তিন চার প্রস্থ জড়োয়া গযনা—কত আদরেব বৌ আমি। আজ আমার এই দশা বৌদি—'

''এ রকম হলো কেন ?''

'অনেক কথা বৌদি—অনেক কথা, স্বামী আমার রাগ করে বাড়ী ছেড়ে এলেন সেই থেকে—তা বৌদি আর কিছু দেবেন না ?'

'আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিকানাটা রেখে যাও'—

'ঠিকানা আট নম্বব হাজরা রোড্, গেলেই দেখতে পাবেন আমার তাক সাধন পথে খেলা করছে। একখানি ঘর নীচে, বাড়ীওলা দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। স্বামী আমার বড়লোকের ছেলে, কি কষ্টে যে আছেন'—

'আমি লোক পাঠাব দেখে শুনে আসবে, তুমিও আবার এসো। তোমার স্বামীর নাম ?'

বৌটি অনেক উপমা দ্বারা বানান করিয়া স্বামীর নাম বলিল—ফণী লিখিয়া লইল—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮নং হাজ্‌রা রোড্। কথাবার্ত্তা যেমন সুপণ্ডিতের মত বৌটির বিদ্যা তেমন নাই, স্বামীর নাম বানান করিতে অনেক ভুল গেল।

'তবে যাই?' বৌটি উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইল। সুরুচি বলিলেন 'ওর ভাব দেখে আমার ভয় হচ্ছে—সঙ্গে কেউ যাওনা?'

'কি যে বলেন আপনি—ওর সঙ্গে যাব কেন?'

'ব্রাহ্মণের বৌ দুঃখে পড়েছে, সঙ্গে যাওয়া কি এতই দোষের? যখন বড় লোক ছিল তখন ভাব করতে পেলে ভাগ্য বলতে মানতে না? গেলে তো বাড়ীটা দেখেও আসতে, একটা কাজ টাজ জুটিয়ে দিতে ওর স্বামীর।'

'সে যখন যাই যাব। এখন কে যাচ্ছে?—যদি বাসের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে 'এই লোকটা আমার পেছু নিয়েছে' বলে -তখন মার খেয়ে মরি আর কি?'

'আচ্ছা এমন সব কথাও তোমাদের মনে হয় আশ্চর্য্য!'

"আশ্চর্য্য কি? দেখে শুনে জ্ঞান হয়েছে আপনার চেয়ে ঢের বেশী'—

হঠাৎ জানালায় সুরুচির দৃষ্টি পড়িল—লম্বা পথ অনেকটা দেখা যায়—'দেখ দেখ সেই বৌটা যাচ্ছে—'

ক্ষিপ্র বেগে বৌটি হাঁটিয়া চলিয়াছে। ফণী বলিল' ওকে পৌছে দিতে বলেছিলেন না? কেমন জোরে হাঁটছে দেখুন—যেন ছুটে চলেছে'—

'কি জানি—ভাব দেখে মনে হচ্ছিল চলতে পারবে না।'

'আপনার ঐ রকমই মনে হয়।'

বৈকালে সুরুচি তাগাদা দিলেন 'যাওনা? বেড়াতে যাচ্ছ অমনি দেখে এসো, কতক্ষণ লাগবে?'

'থাক্না দু' এক দিন'—

'কেন? একটু উপকার যদি করতে পার করবে না?—যাও—'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফণী গেল। কিন্তু ৮নং হাজরা রোডে একটা গৌড়ীয় মঠ! বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় কোথাও নাই। ফণী বলিল 'জব্দ হয়ে এলাম—মঠ আজকের নয়—অনেক দিনের!'

৫০

গড়িয়া হাট মার্কেটের খুব সুখ্যাতি করে ফণী, ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নতুন বাজার। 'চলুন না দেখবেন—'

'মেয়েরা যায়?'

'তার মানে? দলে দলে মেয়ে! দিব্যি জিনিস পত্র কিনছে—আপনার মতন নয়! দু' বেলা নিয়ম করে যায়। সেদিন দেখি খুকীর মা এক ইলিশ মাছের গলায় দড়ি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্ছে—'

খুকীর মা অপর পাড়ার বাসিন্দা। পরিচয় আছে। উচ্চজাতি, ধনশালিনী এবং সুরুচি সম্পন্না বিধবা। অনেকটা ইঙ্গ বঙ্গ ধরণ। পরিবারে প্রায় সবাই বিলাত ফেরৎ। সাদা ধপ্ ধপে থান ব্লাউজ পরেন। নিজেও উচ্চ শিক্ষিতা। সুরুচি বিশ্বাস করিলেন না।

'হেঁটে—না গাড়ীতে?—'

'হেঁটে, কতটুকু পথ? সবাই কি আপনার মতন চলতে জানে না? কেমন গট্ গট্ করে চলে সবাই।'

'খুকীর মাকে কবে দেখেছ?'

'এই কিছুদিন আগে—'

'সকাল বেলা?'

'না বিকাল বেলা'—

'বিকাল বেলা ? মাছ হাতে ? হতেই পারে না'—

'আমি নিজে দেখলাম ! হয়তো খুব দরকার—হয়তো তখন বাড়ীতে কেউ নেই—নিজেই এলো,—শুধু তিনি কেন ? তাঁর চেয়েও বড় বড় ঘরের মেয়েরা মোটরে আসে' নিজের জিনিস নিজে পছন্দ করে নেবে আশ্চর্য্যের কি আছে ? না নেওয়াই তো অন্যায়।'

'ভিড় হয় না ? ঠেলা ঠেলি ?'

'সকালের দিকে খুব হয়।'

'তারি মধ্যে আসে ?'—

'হ্যাঁ। ভিড় দেখে আসবে না ? গঙ্গা স্নানে ভিড় হয় না ? তীর্থে তীর্থে ভিড় হয় না ? মেয়েরাই তো যায় বেশী ! ভিড় মানে ? ধাক্কা ধাক্কি করেও যায়। তবে বাজারের কি দোষ ? বিকালে ভিড় কম।'

—'আচ্ছা, আমি দেখবো বাজার। দেখিনি কখনো।'

পশ্চিম গেট। পথে বহু খুচরা দোকান বসিয়া আছে। গেটের ভিতর ঢুকিয়া বাঁ দিকে মাটীর বাসনের দোকান। দুখানি ঘর সম্মুখে, বাঁকারীর বেড়া ঘেরা প্রাঙ্গণ। রাশিকৃত হাঁড়ি কলসী সাজানো একদিকে। প্রাঙ্গণে অনেক তুলসী গাছ—দু' চারটা ফুলের গাছও আছে। দোকানীর গলায় তুলসীর মালা, স্বভাবটি বৈষ্ণবের ন্যায় বিনীত। যোড় হাতে ডাকিল—'আসুন আসুন'—যেন ক্রেতা নয়—অতিথি।

'দেখ দেখ সহরের মধ্যে পাড়া গাঁ!'—

'কিছু কিনবেন ?'

'কিনবো আবার কি ?'

'তবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'দেখছি—'

'চলুন, চলুন, দেখবার আছে কি ?'

'আসুন মা—কি নেবেন ?—'

'আজ কিছু নয়—'

কিছু কেনা উচিত ছিল—লোকটি বড় ভাল। সুরুচি ভাবিলেন আর একদিন আসিবেন।

'অত কথা কি ?—আসুন না চলে—'

'লোকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেবো না ?'

'কত জবাব দেবেন ? ওদের কাজই ঐ—কিছু বলবার দরকার নেই'। সুরুচি ভাবিলেন বাজারের নিয়ম বুঝি এই।

দুই দিকে সারি সারি শাক সবজীর দোকান। সুরুচি দেখিতেছেন, ফণী বলিল—'আবার দাঁড়ালেন কেন ?'

'দেখবো না ?'

'কুমড়ো টমাটো লেবু পেঁপে দেখেননি কোনদিন ?'

'এ সব বিক্রী হয়ে যাবে আজই ?'

'সবই। যা থাকে কাল বেচ্‌বে।'

বাজারের ভিতরেও শেডের তলায় বাঁধানো মেঝেতে শাক সবজীর দোকান অনেক। সে গুলির পরে মনিহারী-কাটা কাপড়-দর্জ্জির দোকান। সুরুচি দেখেন আর দাঁড়ান। ফণী বলিল 'অমন হাঁ করে দেখছেন কি ? ভাববে কি ওরা ? কিছু কিনবেন তো কিনুন—না হয় সোজা চলে আসুন'—

'দেখবো না তবে এলাম কেন ?'

'চলে যেতে যেতে দেখবেন। দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকলে ওরা হাসে—ভাবে পাড়াগেঁয়ে এসেছে একটা—'

'ওরা যা খুসী ভাবুক গে—বয়ে গেল আমার।'

সামনে মাছের বাজার—উৎকট দুর্গন্ধ। সুরুচি নাকে কাপড় দিয়াছেন।

'চলুন-চলুন, ছিঃ—আপনাকে আনাই অন্যায় হয়েছে—'

কিছুদূরে বাজারের অপর একটি গেট। কিন্তু সম্মুখে একটা সরু ড্রেণ। 'ড্রেণ পার হয়ে যাচ্ছিনে, যে পথে এসেছি সেই পথে চল—'

'অনেকটা ঘুরতে হবে—'

'তা হোক।'

এবার মাংসের দোকান।—'কিনবেন?' 'ছিঃ—চল শীগগীর—'

'দাঁড়ান না—কত মেয়ে কত বৌ কত গিন্নী দাঁড়িয়ে থেকে ওজন করে। পছন্দ করে বেছে বেছে নেয়—'

ফণী ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুরুচি তাহাকে এতটা পথ ঘুরাইবেন সেও সুরুচিকে জব্দ করিবে।

'তুমি ওজন কর—আমি চল্‌লাম।'

সুরুচি ফিরিলেন। গতি খুব ধীরে। পথ চিনিয়া বাহির হওয়া বিপদ।

গেট পার হইয়া সুরুচি বলিলেন 'তুমি যে বললে ভাল ভাল বৌ ঝি বাজার করে—ঐ গন্ধের মধ্যে?'

'নিশ্চয়। যেমন আমরা করি—তেমনি তারা। আপনার মত নাকে কাপড় দিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করেনা।—সব্বাই চেয়ে ছিল দেখেছিলেন?'

'না দেখিনি। মেয়েরা দাঁড়িয়ে মাংস কেনে—দর যাচাই করে—সত্যি? ঠিক করে বল? হাতে মাছ ঝুলিয়ে নিয়ে যায়—এই ভিড়ের মধ্যে দোকানে দোকানে চলা ফেরা করে—দেখলে বিশ্বাস করিনা। তুমি বললে খুব পরিষ্কার বাজার—তা এই?'

'পরিষ্কার নয়? হরদম ধুয়ে দিচ্ছে ঝাঁট দিচ্ছে—তবু নিন্দে? এ যদি পছন্দ না হয় নিয়ে যাব একদিন জগুবাবুর বাজার—দেখবেন তখন!'

"আমি যাচ্ছিনে আর বাজার।"

'আপনাকে যেতেই হবে। সবাই যা করে করবেন না কেন—কি এমন লাট সাহেব আপনি? বেশ পছন্দ মত সব কিনে আনবেন। আমরা আনলে বলেন এ ভাল-না—ও ভাল-না—দরকার কি? নিজে যাবেন দু'বেলা—'

'আচ্ছা।—খেয়ো ভাল করে!'

৫১

বিষম বিতর্ক ছাদে।—ফণী মেয়েদের নিন্দায় পঞ্চমুখ।—'ঐ দেখুন—এত রাত তবু একলা একলা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—। কেবল ভাল ভাল সাড়ী দেখিয়ে বেড়ানো।'

'যার যেমন মন। হিংসে হয় তো পর না?'

'এ বেলা একখান—ওবেলা একখান। এক পাড়ের—একরঙ্গের কাপড় দু'দিন দেখবেন?'

বলিয়া ফণী এক রাশ উদাহরণ দিল। পথে একটি খুব লম্বা চওড়া বৌ চলিয়াছে। সঙ্গে স্বামী—দুই হাতে দুইটি বাজারের বড় বড় বোঝাই থলি—ভদ্রলোক ভার সাম্য হেতু সটান। এরা বেশী দূরের নয়। এই পাড়ারই। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরী করে।

একটী বাড়ীর দোতালা হইতে কে একজন বৌটাকে ডাকিল। বোধ হয় একই অফিসে কাজ করে। বৌ ফিরিয়া দাঁড়াইল—উপরে সেই ভদ্রলোক রেলিং ধরিয়া, নীচে মহিলাটি। স্বামী বৌয়ের কাছে দাঁড়াইয়া—দুই হাতে দুই থলি।

দু এক মিনিট নয়। প্রায় পঁচিশ মিনিট। ফণী হাসিতেছে—'দেখুন দেখি বোকাটা—তুই কেন দাঁড়িয়ে বোঝা নিয়ে? চলে যা-না বাড়ী—'

'একসাথে এসেছে—ফেলে যায় কি করে—'

'দুজন দু অফিসে কাজ করে। রোজ বৌকে একলাই যেতে আসতে দেখি—ওকে তো দেখিনে।'

''চাক্‌রে বৌ বিয়ে করে বোঝ মেজাজ! সেদিন আর নেই—যখন তখন চোখ রাঙ্গানো। বলে বস্‌বে 'চলে যাও তুমি—'

'এক পক্ষে কিন্তু বেশ ভাল হয়েছে। মেয়েদের দুঃখের দিন গেছে! স্বামীর শাসন—শাশুড়ীর—ননদের—জনে-জনের।'

'তা বলে এত বাড়া বাড়ি ভাল নয়। স্বামীর অবস্থা বুঝে চল্‌তে হয়।'

'তা চলে। পথে হয়তো ভাল কাপড় পরে চলে—বাড়ীতে যেমন থাকতে হয়—থাকে। এটা হচ্ছে সমান সমান যুগ—'

'বাইরে বেরুচ্ছে খুব বেশী—দিন রাত টো—টো—'

স্কুল কলেজে পড়া—চাকরী করা—জিনিস পত্র কেনা—ঘরের ভিতর থেকে কোনটা হয়? এইতো বেশ সুখ্যাতি করছিলে মেয়েদের?'

—'হঠাৎ নবাবী দেখলে রাগ ধরে। বুঝে চললে নিন্দে করেনা কেউ। এই দেখুননা সিনেমায় ভিড় মেয়েদের বেশী। কতকগুলো বৌ আছে—স্বামীকে জোর করে নিয়ে যাবে। সমান সমান যুগ যদি হয়—একলাই যা-না?'

বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ। কিসের আলোচনা—সেটা শুনিয়া লইয়া বলিলেন 'সে ক্ষমতা নেই—পুরুষ ছাড়া এক পা নয়।—মুখের বড়াই শুধু! প্রগতি না অপ্রগতি! একলা যান অনেকে বাহাদুরী করে—পড়েন গুণ্ডাদের হাতে!—সমান অধিকার চাই তো সমান গায়ের জোর ও চাই—'

'পাহারা দেওয়া আর দারোয়ানী এ দুটো পুরুষেরই কাজ।'

'তা যদি বল, রাজা—জজ—মাষ্টার—ডাক্তার সবাই পুরুষ।'

"ও সব মেয়েরাও পারে। মানায়ও ভাল। রাণীগিরি মেয়েদের। দারোয়ানী নয়—পাহারা চৌকিদারীও নয়।"

'হুঁঃ—কোন্‌টা বা পারেন ? চুরি হলে ছুটে আসেন দারোগার কাছে! ট্রামে উঠে দয়ার ভিখারী, লেডিজ সীট আলাদা। কেনরে বাপু—সমান যদি, আমাদের মতন চলা ফেরা করো—তবে তো বুঝি ?'

নীচে কে আসিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা নামিয়া গেলেন। সুরুচি বলিলেন 'তোমার মতের ঠিক নেই—একবার সুখ্যাতি—একবার নিন্দে—কোনটা সত্যি ?'

'দুটোই সত্যি। ভাল মন্দ সবাই বোঝে। আজ হয়েছে কি জানেন ? বাজারের ভিতর দিয়ে আসছি—বাপরে, কি মেয়েদের ভিড় —দিন দিন যেন বাড়ছে! আগে এতটা দেখিনি। কি সব পোষাক! —যেন নেমন্তন্নে কি সিনেমায় চলেছে! পাউডার মাখা—দামী দামী সাড়ী—এসেন্সের গন্ধে চার দিক ভরা—'

'তবে তো ভাল। বাজারের দুর্গন্ধ কমেছে—'

'ঠেলা ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি—আজ এত ভিড় কেন বুঝলাম-না। বিকালে তো এত ভিড় হয়না ? যেমন পুরুষ—তেমনি মেয়ে। এবেলা আবার চাষা কুলী বেশী—আটটায় কাজে যায়—ছুটি পায় বৈকালে —বাজারটা রাত্রেই করে।'

'তারি মধ্যে মেয়েরা ? ছোঁয়া লাগছেনা ?'

'ছোঁয়া ? ভদ্র লোকেরা তবু একটু খাতির করে,—চাষারা ডোণ্ট কেয়ার। মেয়েদের ঠেলে চলে যাচ্ছে।'

'কিছু বলেনা ?—'

'বললে দশ কথা শুনিয়ে দেবে। সে দিকে ঠিক। আমার সঙ্গেই আজ লাগলো একটী মেয়ের ধাক্কা—অমনি কি চোখ রাঙ্গানো!—

'দেখতে পাননা ?' আমিও তেমনি বললাম—'বাজারে এলে ধাক্কা খেতেই হবে। এ কারো কেনা জায়গা নয়। আসেন কেন বাজারে ?—'

"মেয়েটা কি বল্‌লে ?"

"বলবে কি ? বলবার আছে কি ? সবে গেল গট্‌ গট্‌ করে।—ভদ্র লোকের কাছে ওদের যত মান।—চাষাদের কাছে থাকেন জব্দ।—দুজন ভদ্রলোক ছিল আমার পেছনে। বললে—'মশাই বেশ বলেছেন—ওদের জন্যে আমাদের বাজার করা বিপদ।'"

৫২

দুপুরে বিশ্বকর্ম্মা নিদ্রিত। কেহ আজ আসে নাই। সুতরাং প্রাতঃভ্রমণ, খবরের কাগজ পাঠ, স্নানাহার এগারোটার মধ্যেই শেষ। আর সকলের এত তাড়াতাড়ি হয় না।

ঘরের মধ্যে নিতান্ত সাবধানে চলাফেরা করিতে হয়। অতি সতর্কের ফলে সুরুচির হাত লাগিয়া টেবিলের উপরে একটা সোডার বোতল কাৎ হইয়া পড়িল।

'উঃ-আঃ—ছুটীর দিনটাও যদি শান্তিতে কাটানো যায় ? হয়েছে কি ?'

'এত চুপি চুপি এলাম ঘরে, যে ভয় তাই, কি করে বোতলটা পড়ে গেল যে ! এত সাবধান হই বলেই বোধহয়—'

'তা অত হুটো পাটি কেন ?—অত হুটো পাটি কিসের ঘরের মধ্যে ?'

'আমি কি ছেলে পিলে না চোর ডাকাত না গরু বাছুর ?'—

'শেষেরটা—'

'তোমার উচিত একলা বাড়ীতে থাকা।'

'সেই চেষ্টায় আছি।'

বিকালটা একরূপ কাটিল। কথাবার্ত্তা নিতান্ত যেটুকু না বলিলে নয়।—রাত্রে সুরুচি ঘরে আসিয়া দেখেন বিশ্বকর্ম্মা বিছানায়।

ও দিকে পাশ ফিরিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত।—অন্যদিন কিছুক্ষণ পায়ের উপর পা তুলিয়া উর্দ্ধমুখে ধূমপান করেন, ভাল বই থাকিলে পড়েন। দুই মিনিট পরেই বই চশমা সব সরাইতে হয়—মশারী একটু উঁচু হইলে বিষম অনর্থ ঘটে, আলো নিভাইতে দেরি সয়না—নানা অনর্থ।—আজ ভালই হইল। আলোটা ভালরূপ আড়াল করিয়া সুরুচি একটা বই লইয়া বসিলেন।

'আলোর কাজ সারা হয়নি এখনো?'

বিশ্বকর্ম্মা জাগন্ত!—তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া সুরুচি শুইয়া পড়িলেন।

"অসুবিধে হয় যদি তোমার—কাল থেকে আমি অফিস ঘরে শোব—"

সুরুচি একটু চুপ করিয়া পরে বলিলেন—'তেমন ঘর থাকলে আমি সেই ঘরে থাকতাম—তা যখন নেই—তুমিই থেকো অফিস ঘরে।—'

বিশ্বকর্ম্মা চুপ।—একটু পরে বলিলেন 'এত রাত আলো রাখবার হেতুটা?'

'এত রাত কি? আটটা তো মোটে—ঘুম পায় এত শীগগীর? তোমার জন্যে এগারোটা বারটা অবধি জেগে থাকিনে আমরা? তোমার যে দিন যা খুসী যা ইচ্ছে তাই কর। আমাদেরই উঠ্‌তে বস্‌তে দোষ। মানুষ নই? না হচ্ছে অনিচ্ছে নেই?—'

'তুমিও সমানে সমানে—ছাড় কই?'

'যা বলি শেষে বলি—না বলে পারিনে তাই বলি।'

কিছুদিন হইতেই বিশ্বকর্ম্মার মেজাজ ভাল নাই। অকারণ উষ্মা—সর্ব্বদা বিরস মুখ—রুক্ষ বাণী। গৃহে শান্তি নাই—তাঁরও না—অপরেরও না। কারণ নাই কিছু, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মাত্র। আপনা আপনিই হয়—যায়ও আপনা আপনি।

—'আজ অফিস যাবেন কি খেয়ে ?'

উত্তর নাই। ইহার পরে প্রশ্ন কারক যদি স্থান ত্যাগ করে তবে মঙ্গল।—আর যদি দাঁড়াইয়া থাকে তবে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে—'যা খুসী হোক্‌গে—'

স্নানান্তে টেবিলে বসিয়া—'এ কি ? এ আমার চল্‌বে না—' যোগাড় রাখা হয় তিন চারি প্রকার। পরেরটা—'নাঃ—এ কেন ? আর কি আছে ?' তার পরেরটা—এই সব দিচ্ছ কোন বুদ্ধিতে ? নেই আর কিছু ?'

প্রশ্নের উত্তর যদি না পান—আপন মনে গজ্‌ গজ্‌—'কি সব কাণ্ড ! "সেটা করলে হতো—ওটা হয়নি কেন ?"—

নীহার অবশেষে বলিল 'জিজ্ঞেস করলাম'—

'জিজ্ঞেস করা কেন ? বুদ্ধি নেই তোদের ? রোজ বলতে হবে ?'

সুরুচি তখন বলেন—'ওদের যা বুদ্ধি—সে করেছে, তোমার পছন্দ না হলে একটু বলে দিলে দোষ কি ?'

'কি জানি, এত সমস্যা কি' এর মধ্যে যে না বললে হবে না'—তারপর—'উঠলাম'—

কেহ কিছু বলে না। উঠিবেন নিশ্চয়, দোষান্বেষণ মাত্র।

বৈকালে নিদ্রাভঙ্গে নীহারের প্রথম প্রশ্ন 'মা বাবু খাবেন কি এসে ?

'আবার কি ? টিফিন যায়নি ?'

'সে তো অফিসে। বাড়ীতে ?'

'জানিনে। সারাদিন শুধু খাবার যোগাড়—ভোর থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত। যা ইচ্ছে করগে—'

'ভদ্দর লোকই বারে বারে খায় মা, সাহেবেরা ছ' বার খায় না ?'—

'তোমার বাবু ক' বার ?'

নীহার হিসাব করিতে বসিল—'ছটায় এক—আটটায় দুই—সাড়ে ন'টায় তিন—আপিসে বারোটা, আড়াইটে, সাড়ে চারটে, এই ছয়,—বাড়ীতে এলে—সকাল সকাল এলে দু'বার দেরিতে এলে এক—আর—রাত্তিরে সব শুদ্ধ আট ন'বার—তা কি হয়েছে ? তা কি হয়েছে ? হবেই তো—আমরা একবাবে যা খাই বাবু সারাদিনে তা। কষ্ট করে চাকরী করবেন উপোষ করবার জন্যে ?'

'উচিত ছিল কতক গুলো ছেলেপিলে বাড়ীতে থাকা—তা হলে কাকার খাম খেয়াল সেবে যেতো—যেমন্ সব্বার—দিনরাত অস্থির হয়ে থাকে—'

'তা যখন নেই বাবুর কপাল ভাল। ভাগ্যিমান মানুষ সুখ করবে না তবে করবে কে ? এতজনা মানুষ একজনের জন্যে, তবে কষ্ট হবে কেন ? যা চা-বেন কেন পাবেন না ? আট ন'বার কি ? বাব চৌদ্দবার খান না কেন ?'

'কে বারণ কবছে ? বিশবার দিও,—আমাকে কেন অত জিজ্ঞাসা কর ? অত বুদ্ধি আমাব নেই। যা করলে ভাল হয় করগে—'

সন্ধ্যার সময়ে বিশ্বকর্ম্মা অফিস হইতে ফিরিলেন—মুখের চেহারা বিষম বিরক্তিতে অন্ধকার, যেন দুনিয়া শুদ্ধ তাঁহার নিকট এমন অপরাধ কবিয়াছে যাহার মার্জ্জনা নাই। ছাদ হইতে দেখিয়া সুরুচি বলিলেন—"ভাবতে ভাবতে আসছেন বাডীর লোকগুলোকে শালে দেবেন-না শূলে দেবেন—কোন্টায় দিলে বেশী কষ্ট পাবে—'

'আপনি নেমে আসুন শীগগীর—'

'আমি থাকলে মেজাজ আরো চড়বে'—সুরুচি নামিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মার অসংখ্য প্রয়োজন—তাঁর বাজার করে নীহার। আর কেহ করিলে কিছুতেই পছন্দ হয় না—বিশেষতঃ খাদ্যবস্তু। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন এক পা কোথাও যাবার যো নাই

নীহারের—এক নিমেষের জন্যও। ডাকিয়া না পাইলে বিষম কাণ্ড। যদি বলিতে যায় বিশ্বকর্ম্মা নিষেধ করেন—'বাজারের দরকারটা কি? যখন তখন বাজার!"—ঠিক সময় না গেলে ভাল জিনিস পাওয়া যায় না এ তাঁকে বোঝানো দুষ্কর। 'কেন?—আর কেউ যাক না? তুই এখন যাবি কি করে?—'

ফিরিবার সময় তাঁর কোন কালেই ঠিক নাই।—নীহার বৈকালে গেল বাজারে সেদিন,—বাজার খুব কাছে—যাতায়াত দশ মিনিট।

নীহার হয়তো পৌঁছে নাই বাজারে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া উপস্থিত! সে গিয়াছে একপথে, বিশ্বকর্ম্মা অপর পথে—দেখা হইলে তখনি ফিরিত। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়!

ডাইনে বাঁয়ে দুজন—ইহারাও কাজকর্ম্ম বেশ শিখিয়াছে—জুতা মোজা খোলা, টাই কোট সার্ট প্যান্টালুন ঠিক ভাবে রাখা—লুঙ্গীখানি হাতে দেওয়া। সুরুচি খাড়া পাহারা।

'বাজার? এই অসময়ে? কি সব অনাসৃষ্টি কাজ! যাচ্ছে তাই!'

'পরে গেলে পায়না কিছু—'

'পাবে না কেন? যত সব বাজে কথা! বাড়ীতে এসেও শান্তি নেই, একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে।—'

এ কথা বলা চলে না 'তার জন্যে কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না—' যে রাগ! সুরুচি বলিলেন—'এ সময় আসনা কোনোদিন, তাই গেছে—'

'আসবো না কেন? কোন ভোরে গেছি—সারাদিন থাকবো অফিসে? কেন?' একটানে তোয়ালেটা লইয়া সরোষে বাথরুমে প্রস্থান।

পরদিন নীহার অপেক্ষায় আছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

পোষাক ছাড়িয়া জলযোগে বসিয়া প্রথম প্রশ্ন—'রাত্রে কি আছে?'

—'বাজারে যায়নি এখনো'—

'আর কোনকালে যাবে? বাজার উঠে গেলে? এতক্ষণ সেরে আসেনি কেন? কখন যাবে? কোন কাজেরই ধারা নেই? যা খুস তাই?—'

পরদিন বৈকালেও নীহার বাজারে গেল না। বিশ্বাস নাই। একটি আরদালী অফিসের পর বাসায় আসে—নিত্য তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়। সে বলিল সাহেব অফিস হইতে বাহির হইয়াছেন।—সেদিন বাজিল রাত্রি সাড়ে আটটা প্রায়। তিন চারিদিন এই ভাব চলিল। নীহারের কিছু সাহস হইয়াছে। বাবু তবে সন্ধ্যাবেলা আসিবেন না। সুতরাং চতুর্থ দিনে সন্ধ্যাকালে সে বাহির হইল।—তারও যাওয়া —বিশ্বকর্ম্মারও আসা!—

'সারা দিন কুড়েমি করে বসে ঠিক আমার আসবার সময় বাজার? বলে কি একে? বলে কি?—ভেবেছ কি তোমরা—সেইটি বল দেখি, তা হলে বুঝতে পারি?' 'এক্ষুণি আসবে—'

'এক্ষু'ণ এসে কি করবে আমার? প্রয়োজনের সময় না পেলাম যদি? কি দুরাদৃষ্ট!—কি যন্ত্রণা!'—একে সারাদিনেব শ্রম—তায় ভীষণ রাগ, ভ্রুকুটি কুটিল অন্ধকার মুখমণ্ডল—টাইটা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—সখের ভাল টাইটা—অনুচর দ্বয়ের একটিকে বলিলেন 'গাধা কোথাকার—তুলতে পারিসনে ওটা?' অপরটিকে বলিলেন 'সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার চাইনা কিছু!' দরজার পাশে ঝি আসিয়াই সরিয়া গিয়াছে—(জরুরি কথা আছে—সুরুচির সঙ্গে) বিশ্বকর্ম্মার নজর এড়ায় নাই—'ওখানে উঁকি ঝুঁকি কেন? চায় কি? আমি একটা সং এলাম দেখতে এসেছে সব?' রাত্রি কালে মশারীর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা শয়ান—সুরুচি বলিলেন—'কাল থেকে বাজার বন্ধ—বুঝলে?'

'কেন?' স্বর শান্ত।

'নীহার এক পা বেরুবে না বাড়ী থেকে—'

'তা হলে ওরা করবে—'

'ওরা আর সব পারে—বাজারটা সত্যিই পারে-না—শুধু পয়সা যায়।'

'তা হলে নীহার যাবে—'

'না—অত বকুনি সইবেনা রোজ রোজ। বাজার তো তোমার জন্যে—'

'তোমাদের জন্যে নয়? তোমাদের কিছু চাইনা?'

'আমাদের যা চাই—সে ঘড়ি ধরে না গেলেও পাওয়া যায়।—সে যাক—তোমার ব্যবস্থা তুমি কোরো। আমাদেরটা তোমার চল্‌বেনা। আজই বলে রাখছি সে কথা। পরে রাগ করলে চলবেনা।'

"আচ্ছা বেশ।"

মৎস্য বর্জিত নৈশাহার!—একদিন—দুই দিন—তিন দিন।—শান্ত ভাবে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বাজার যাসনে কেন? গেলেই তো পারিস—'

'তুমি না এলে কি করে যাবে?'

আমার কি এমন কাজ?—ওরা রয়েছে—নীহারের আটক কি?'

'ওদের কাজ তোমার পছন্দ হয়না—'

'পছন্দ হয়না কে বললে?'

"তুমিই বল—ব্যাটারা উজবুক—কিচ্ছু পারে-না—'

"বেশ পারে।"

৫৩

মাসকয়েক হইল বিশ্বকর্ম্মার কাজের মাত্রা কিছু বেশী হইবার দরুণ ফিরিতে অনেক রাত্রি হয়।—প্রকৃত অভ্যাস দুই বেলাই খুব সকাল সকাল স্নানাহার করা। চাকরীতে অবশ্য সেটা হয়না।

প্রথম প্রথম কিছুদিন নিয়মিত সময়েই রান্না হইত। শেষে দেখা গেল—ইহা সুবিধা নয়। তবে বিশ্বকর্ম্মার ফিরিবার অন্ততঃ পনের কুড়িমিনিট পূর্ব্বে সব প্রস্তুত থাকে।

সে দিন রাত্রি আটটায় বিশ্বকর্ম্মা দিলেন দর্শন—(দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে) প্রশ্ন করিলেন 'রান্না হচ্ছে কি ?'

'রুটি—'

'রুটি কেন ? খিচুড়ী করতে বল্—'

সুরুচি চুপ। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কি ?—হবে না ?'

নীহার জুতা খুলিতেছিল 'খুব হবে—এক্ষুনি হবে' বলিয়া একছুটে রান্নাঘরে গিয়া বলিয়া আসিল। সুরুচি বলিলেন—'দেরি না হয়—'

'আমি কি এখুনি চাইছি ? দেরি মানে কি সমস্ত রাত ?'

নীহার বলিল 'দেরি হবে না।'

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে গেলেন। বাথরুমে মুখ হাত ধুইয়া আয়নায় কাছে দাঁড়াইলেন।—নীহার সুরুচিকে বলিল—'বাবু রাগ করছিলেন আর কি ?'

'আগের রাগ বরং ভাল। কেউ যদি এখন এসে পড়ে তো বাঁচবে, নইলে দেখো—'

'কিছু বলবেন না। নিজেই বলেছেন।'

প্রসাধনে দেরি হইল না আজ। বারান্দায় ফিরিলেন—বারান্দাটা দক্ষিণের—মাঘ মাসেও আরামদায়ক। কয়েকখানি চেয়ার টেবিল ইজি চেয়ার দুখানা আছে। দিনের অধিকাংশ সময় এবং রাত্রির প্রথম ভাগটা এইখানেই কাটে।

একটা ইজিতে বসিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কত দেরি ?'

'ফুট্ছে—দেরি নেই।'

'রুটি হয়েছে ?—'

'আটা মাখা আছে—'

'তবে রুটি করতে বল্—'

রুটি বেলিতে বেলিতে খিচুড়ী নামিল। তবু বাবু রুটি চাহিয়াছেন নীহার রুটি সেঁকিতে সেকিতে বলিল 'ঠাকুর খিচুড়ী তুমি নিয়ে যাও— রুটি নিয়ে যাচ্ছি আমি—'

বিশ্বকর্ম্মা উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন 'কৈ-রে দিবি—কি দিবি নে !'

ঝি টেবিলে জলের গ্লাস রাখিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়াছে। ঠাকুব খাবার আনিয়া দেখে বাবুর ইজিচেয়ার শূন্য !

সুরুচি বলিলেন—'খাবার দিয়েছে—'

মশারীর ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—'না।'

সুরুচি ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। নীহার বলিল—'আর একবার ডাকুন মা—'

'না'—নীহার বলিল—'ঠাকুর তুমি যাও—'

'বাপরে সে আমি পারবনা।'

তখন নীহার গিযা বলিল—'উঠুন—আসুন'—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধমক !—ঠাকুর ছুটিয়া পালাইল। সুরুচি বলিলেন—'বললামনা তখন ? রুটি রুটিই সই। তবু তো খাওয়াটা হতো ? চেনোনা মানুষ কে ?'

নীহার অত্যন্ত দুখিত হইয়া বলিল—বুঝিনে মা, ভাল করতে যাই—মন্দ হয়। আপনি বলুন আর একবার—'

'না—তোমরা সেরে নাওগে—সতী যা—'

'তুমি ?'—

'না।'

আজ না-এর পালা ! সতী বলিল—'আমিও না'—বলিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। সুরুচি ও দুয়ার বন্ধ করিলেন।

সকাল বেলা জানা গেল নীহারেরা সকলেই অনাহারে শয্যাশ্রয় করিয়াছিল।

"কোন লজ্জায় খেতে বসবো মা? বাবু না খেয়ে! ঠাকুরকে বললাম, সেও বললে—'না—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তোরা এক একটা আস্ত গাধা! আমি খেলামনা বলে সবশুদ্ধ না খেয়ে রইলি?'

'দেখ একটা কথা বলি—'

'বল'—অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বর।

"তুমি কিছু ফরমাস করতে যেয়োনা,—তাহলে উল্টো বিপদ ঘটে! যা হবে তাই খাবে। সত্যি তো তোমায় কিছু অখাদ্য দিই'নে আমরা?"

—'কিন্তু আমার কোন কষ্ট হয়নি, বেশ হাল্‌কা আছি। মাঝে মাঝে রাত্রে লঙ্ঘণ দেওয়া ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভারি উপকার—'

'সে তোমার হতে পারে। কিন্তু যে বেচারী দিনে দু'বার খায়, তাদের পক্ষে নয়,'—

'তা হলে তোমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়েছিল?'

'না হবে কেন? সব্বারি হয়েছে—সতী বলছিল--'

'কি বলছিল?'—

'বলছিল—'অর্দ্ধেক রাত ঘুম আসেনা, খালি এ পাশ ওপাশ করি।'—

'ও খায়নি কিছু কাল?'

'না'—

'দিলেনা কেন? ভারি অন্যায়—'

'দেবো আবার কি? তখন আমার সাধাসাধি করবার ইচ্ছে থাকলে-তো?—আর যা কর এই কাণ্ডটি কোরোনা—'

'আমি তো কিছু করিনি।'

৫৪

দেড়বৎসর চাকরীর মধ্যে দু'বার রাণী বাড়ী গিয়াছিল—সাঁইথিয়া ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। বাড়ী হইতে নিজের ক্ষেতের এবং ঘরের অনেক জিনিস আনিয়াছিল। গৃহস্থ বটে। হাল লাঙ্গল—মেটে কোঠা দোতালা।—দেনাটা শোধ হইলে রাণী যে বিদেশে থাকিবে সে ভরসা কম। পনের বছরের ছেলে আট বছরের বৌ—নূতন সুখের ঘর কন্না ফেলিয়া থাকিবে কেন? অনেকগুলি রূপার গহনা আছে রাণীর—শেষবার লইয়া আসিয়াছে, কঙ্কণ, ঝুমকা-তাবিজ। পরিলে বেশ দেখায়। নিত্য বিকালে চুল বাঁধে, সিঁদুরের বড় টিপ পরে—চাকুদের পাড়া হইতে আলতা পরিয়া আসে। কাপড় চোপড় এখন খুব পরিস্কার। স্বামী রাণীকে খুব সমীহ করে—তাব সাধ্য হইলনা বিদেশে আসিতে—স্ত্রী চাকরী করিয়া দেনা শোধ করিতেছে। চা পানের অভ্যাস হইয়াছে রাণীর—বাড়ী যাইবার সময় চা লইয়া গিয়াছিল,—স্বামী কাছে বসিয়া দেখিত খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে—"বেশ—বেশ—সেখানে বুঝি চা খেতে হয়? সহর বিদেশ কিনা? তা তুমি খাও—খাও,—ফুরিয়ে যায় আমি এনে দেবো যেখান থেকে হোক,—' রাণী স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিল একটু চা খাইতে—স্বামী বলিল—'আমি চাষা মুখ্য ওসব কি খেতে জানি? মুখটুক পুড়িয়ে ফেল্‌বো। তোমার অভ্যাস—না হলে তো চলবেনা।'—দুবেলা তাগাদা দিত 'কৈ তুমি চা খেলেনা এখনো'—

'কাজ সেরেনি'—

'পরে কোরো—শেষে মাথা টাথা ধরে—জল চড়াও—চড়াও—'

দেড়বৎসর পরে রাণী বাড়ী চলিল—স্বামীর অসুখ। প্রতি সপ্তাহেই তাহার দেশের লোক আসা যাওয়া করে। রাণীর খুড়তুত যা কিরণ একটী মেয়ে লইয়া মাস কয়েক হইল চাকরী করিতেছে—দেবরের

অসুখ সংবাদে সেও যাইবে। কিরণ বড় ভাল মেয়ে—পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করে; চারুর মত নয়। চারুর স্বামী দেশে—চারু এগার বছর বিদেশে আসিয়াছে আর যায় নাই। স্বভাব যাই হোক—ইহাদের পরস্পরের উপর মায়া মমতা ভালবাসা অত্যন্ত। একে অন্যের আশ্রয়। কিরণ চারুর কাছেই উঠিয়া ছিল—চারুই চাকরী ঠিক করিয়া দিয়াছে কিরণের এবং কিরণের মেয়ের। মেয়েটি বছর এগারো—একটা ধনী গৃহে ছোট ছেলে রাখে। কিরণ ঠিকা কাজ করে তিন বাড়ীর। বৈধব্যের পর নিরুপায় হইয়া বাহির হইয়াছে বিদেশে।

চারুর ঘরে ভাল জিনিস আসিলে রাণীকে নিমন্ত্রণ করে। একদিন রাণীকে না পাইয়া সুরুচিকে বলিয়া গেল। কিন্তু রাণী যাইতে চায়না।

'যাওনা, অনেক করে বলে গেছে—আরও কয়েকদিন না-কি বলেছিল তুমি যাওনি—'

'কি যাব মা—ভাল লাগেনা ইয়ার্কি ফাজলামি। সে লোকটা আসে—চারু তো ভাল মেয়ে নয়?—চাকরী করে সেও—বিকেলে আসে। কেন ওপাড়া খেতে যাব?—দুপুরে দেখা সাক্ষাৎ করে এলাম, দুটি ভাল মন্দ কথা কয়ে এলাম সে এক—রাত্তিরে যাব নাক,—'

'কিরণ তবে থাকে কি করে ওখানে?'

'কিরণের আলাদা ঘর। ভাল নোকও ওপাড়া আছে মা—সবাই কি সমান?'

'দুপুরে নেমন্তন্ন করলেই পারে?'

'ওর সব উল্টো মা—দুপুরে ও রাঁধেনা—রাঁধে রেতের বেলা। —কিরণ তো দিনে রেঁধে দু'বেলা করে।'

কিরণ কয়েকদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল রাণীকে দুপুর বেলা—আর

নিমন্ত্রণে রাণী যায়। কিরনের মেয়েটি বেশ সুন্দর—রাণীকে ডাকে 'কাকীমা—কাকীমা'—তার গলা পাইলে সুরুচি কাছে আসিয়া আলাপ করেন।—

'গোপালের মা তুমি যাবে—আমার উপায় কি?'

'লোক দিয়ে যাব মা—'

'ভাল লোক দিও কিন্তু—'

'সে কি আমি জানিনে? আপনি বলবেন তবে? তা আমার যাবার কথা বলেছেন বাবাকে? বাবা কিছু বলবেননা?'

রাণী যেমন স্পষ্ট ভাবে 'বাবা' বলে—এমন কোন ঝিই এপর্য্যন্তনা। সামনা সামনি আজও সে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কথা বলেনা নিতান্ত দরকার না হইলে, কিন্তু 'বাবা' বলে অপকট ভক্তির সঙ্গে। বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদাবশেষ রাণীর জন্যে নির্দ্দিষ্ট, এত ভক্তিভাবে নিজের সন্তানও বোধ হয় প্রসাদ গ্রহণ করেনা।

একটী দল চলিল দেশে,—চারুই পাণ্ডা—সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবে। সরলা নামে একটী ঝি দিয়াছে রাণী। রুবিকে কোলে লইয়া অনেক আদর সোহাগ করিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া রাণী চলিয়া গেল।

সরলার বয়স বড় কম, স্বামী পরিত্যক্তা। খুব শান্ত নম্র।—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এটা করেছে কি? এসব ঝি ভাল নয়—'

'আর পাওয়া গেলনা—কি হবে?—'

বিশ্বকর্ম্মা ভারি খুঁত খুঁত করিতেছেন, 'নাঃ ও ঝি বিদায় কর—ও কি ঠিকে কাজ করবে?'

'না—সারাদিনের। বিদায় করলে চলবে কি করে, ভাল পেলে তখন যাবে—'

ছুটির দিন। বিশ্বকর্ম্মা অপ্রসন্ন মুখে শুইয়া আছেন। আবার উঠিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন।

'মা—এদিকে শোন—' জানালায় দুই অপরিচিত।

'কেন গো?'

'ঝি রাখবে?'

'তুমি?'—হ্যাঁ—নাম কি তোমার?'

'বরদা।'

'বরদা? নামটি তো বেশ? বর দিতে এলো—'

দিনকয়েক হইল সরোজ আসিয়াছে, খুব জ্বর তার।—সরলার উপর বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ চটা, তাহাকে এদিকের কোন কাজেই আনা যাইবেনা। বরদা বেশ ছোট খাট আঁটি সাঁট পাতলা গিন্নী চেহারা।—

'ওটি কে?'

''ও আমার সঙ্গে এসেছে, রাখ যদি মা বেঁচে যাই, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে'—

'কে?'

—'ঝি থাকতে এসেছে—'

'মন্দ হবেনা'—বিশ্বকর্ম্মা জানালার কাছে গিয়া বলিলেন 'এসো তুমি। যা চাইবে, পাবে—'

বরদা এক নিমিষে বহাল হইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'ওটাকে বিদায় কর এক্ষুণি—'

এই সব অপ্রিয় কাজ নিতান্ত দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। নিতান্ত নির্দ্দোষ মেয়েটি—বাসীর মতই নম্র বিনীত। হাজার মিষ্ট করিয়া বলিলেও কথাটার মানে—'তুমি যাও'—

সকালে আসিয়াছে—একটী বেলা মোটে,—সুরুচির কিছু পুরস্কার দিলেন—যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। 'আবার তোমায় ডাকলে এসো'—এসো কিন্তু'—

এই সব পল্লী গৃহস্থের মেয়ে—নিরুপায় অবস্থা—আজ এর কাছে

—কাল ওব দুয়ারে—কেহ আদর করে, কেহ অনাদর। ভাগ্য বিড়ম্বিতা—পরের ঘরে অস্থায়ী ঘর সংসার। কতটুকু ভালবাসা পায় এরা ?

মন খারাপ করিয়া সুরুচি বসিয়া রহিলেন একলা। সরলা একটি কথাও বলে নাই—নীরবে মাথা হেলাইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বরদা অধিষ্ঠান হইল গোপালের মার খাটে। রুবি খালি তার মুখ পানে চায়—আর সারা বাড়ী, উপর নীচ, কলতলা গোপালের মাকে খোঁজে। আহারের সময় কিছুই ছুঁইলনা—শুধু অস্পষ্ট 'মিউ মিউ'।

সন্ধ্যাবেলা বরদা কাজের শেষে খাটে বসিয়া আছে—চক্ষু বুজিয়া রুবি জড় সড় ভাবে সেই খাটের এক কোণে। এতক্ষণে বুঝিয়াছে গোপালের মা নাই। রুবির দশা দেখিয়া সবারি মনে লাগিল। সুরুচি একবার দেখিয়া বলিলেন—'বরদা—তুমি ওকে একটু আদর করনা।'

'বেরাল ফেরাল আমি আদর করতে পারিনে—ভালবাসিনে' –

যেমন কাজকর্ম্ম চট্‌পটে—তেমনি মুখে—বরদা নীহারকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। এক কথা বলিলে ঝন্ ঝন্ করিয়া দশকথা শুনাইয়া দেয়। নীহারের উচ্চ কণ্ঠ সারা দিন বাড়ী তোলপাড় করিত—এখন চুপ! 'শক্তের ভক্ত নরমের যম!' এ গোপালের মা নয় 'আজ্ঞে—ঠাকুর মশাই—আপনি'। এ বরদা—তীক্ষ্ণ দজ্জালী। সুরুচি মনে মনে খুব খুসী—নীহারের একটু আক্কেল হওয়া ভাল। ও যে কাউকেই মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেনা। এবার বুঝুক—

কেহ বাজার করিলে নীহারের অত্যন্ত অপছন্দ—"ভাল নয়—বাসী—শুকনো—এত আক্রা কেন ?—খালি পয়সা নষ্ট—বিচ্ছিরি—একি মানুষে খায় ?"—এই সব শুনিয়া শুনিয়া কেহ আর বাজারে যাইতে চায়না। এ দিকে রুবির জন্যে না গেলে নয়।—অগত্যা বরদা গেল সেদিন—বাজারে যাইতে সেও নারাজ—দরদস্তুর করা বা পয়সার হিসাব—দুয়ের একটাও পারেনা। অনেক বলায় অনিচ্ছায় সঙ্গে গেল—

এক গাদা ট্যাংরা মাছ।—নীহার চটিয়া লাল!—'কে কাটে সারা দিন ধরে? এগুনো আনলে কেন?—না পেলে না আনতে! ছাই মাটী আনবে তা বলে? উনুন পুড়তে থাক এখন? আমি ও কাটতে পারবোনা'—

'না পার বসে থাকগে—আমার হাত নেই নাকি? ট্যাংরা কি মাছ নয়? ঘরে নিত্যি পোনা মাছ খাও? অত কিসের? কত বাবু ভদ্দর কি'ন নিচ্ছে—তুমি কোন্ ঠাকুর?'

নীহার একটী কথারও জবাব দিল না আর। অন্য কাজে গেল। তার পরে খাইতে বসিয়া বরদা বলিল—'পিত্যু গাসে মুণ্ডু খাবা—গায়ে অণ্ড হবা—'

বরদার বাড়ী লক্ষ্মীকান্তপুর জয়নগরের কাছে। ঐ অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। সম্বোধন ইহাদের 'তুমি'—আপন পিতা, শ্বশুর, গুরু—সকলকেই। 'আপনি' বলিতে জানে না। রাণীর দেশের ভাষা অন্যরূপ—সে সকলকেই 'আপনি' বলিত। তবে বরদা বিশ্বকর্ম্মাকে রাণীর মতই 'বাবা' বলে।

শুধু নীহার নয়—বরদা সকলকেই অল্প বিস্তর ঠাণ্ডা করিয়াছে। সুরুচিকে বলে—'নাও—নাও—অত জল ঢালতে হবে না, বেরিয়ে এসো—'

বিশ্বকর্ম্মার শরীর কিছু খারাপ। বরদা বলিল—'বাবা কোত্থেকে কি সব খেয়ে আসে—তাই অসুখ করে, না হলে বাড়ীতে এত যত্ন—অসুখ করবে কেন?'

বিশ্বকর্ম্মার এক সহকর্ম্মী ইংরাজ, টিফিনের সময় উভয়ের টিফিন কেরিয়ার ভাগা ভাগি হয়। বরদার মন্তব্যের ইহাই কারণ। বরদা বৈষ্ণব। এই মন্তব্য বিশ্বকর্ম্মার কানে গেল। তিনি বলিলেন—'না কোল্ তেমন নয়—' কোল্ ইংরাজ অফিসারের ডাক নাম।

তখন কোলের গুণাবলী শুনিয়া সুরুচি চমৎকৃত ! সে হিন্দুর চেয়েও হিন্দু ; প্রতি শনি মঙ্গলবারে বিশুদ্ধ নিরামিষাশী। সেদিন বিশ্বকর্ম্মাব টিফিন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। বলে—"কি জানি—যদি পেঁয়াজ থাকে ? দরকার কি ?'

সুরুচির শ্রদ্ধা বাড়িল। শনি মঙ্গলবারের টিফিন দেওয়া হয় খুব বিশুদ্ধ ভাবে সেই হইতে। কোল দেশীয় খাদ্য খুব ভালবাসে। স্ত্রীর জন্য লইয়া যায়।

"তোমার কথা—সত্যি তো ? ফাউল অবধি না ?"

"আজ কাল হিন্দুর ঘরেই ফাউলেব আদর বেশী। এক ফাউল ছাড়া হিন্দুর অখাদ্য কোন কিছু সে স্পর্শ করে না।"

কিছুদিন পরে রুবির ভীষণ অসুখ। কিভাবে সম্মুখের পায়ের নখ একটা উল্টাইয়া গিয়াছে। একটা দুরন্ত বিড়ালের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি বাধে। আহাব ত্যাগ করিয়া রুবি সর্ব্বদা শুইয়া থাকে। শেষে জল বিন্দু পর্য্যন্ত না। তিনদিনে যেন মিশিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা এক একবার সযত্নে সাবধানে কোলে তুলিয়া নেন—রুবি বলে—'মিউ'—কিন্তু সে এত অস্পষ্ট যে শোনা যায় না। দারুণ চিন্তা ভাবনা—বিড়ালটার কি হয় ? এক ফোঁটা দুধ না খাওয়াইতে পারিয়া হতাশ হইয়া সকলে হাল ছাড়িয়া দিল। রুবির শরীর খুব গরম, জ্বর রীতিমত কয়েক ডিগ্রী।

সকলের শেষে বরদা হাল ধরিল।—'বিরেল আবার খাবে না ! দেখি' বাটীতে একটু দুধ ও চামচ লইয়া নীহারকে বলিল—'তুমি শক্ত করে ধর ওকে—'

নিজে জোর করিয়া একটু একটু দুধ দিল রুবির মুখে। বেশীর ভাগ মুখ বাহিয়া পড়ে, বরদা বলিল—"যা গিলেছে ওতেই কাজ দেবে।' রাত্রি তখন দশ'টা—সে এক হুলুস্থূলু ব্যাপার। ভাগ্যে বিশ্বকর্ম্মা নিদ্রিত। সুরুচি দুয়ার ভেজাইয়া দিয়াছেন।

পরদিন দু'ঘণ্টা অন্তর দুধ। সন্ধ্যা নাগাদ রুবি উঠিয়া বসিল। পরের দিন খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে পারে। সুরুচি বলিলেন—'দেখ বরদার চিকিৎসার গুণ—'

রুবির অসুখের জন্য ব্যস্ত নীহার বহু চেষ্টা করিয়াছে, বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সবাই বলে—'বিড়ালে খায় না, তা কি করবে? জানিনে তো কিছু? অসুখ করলে সারবে। পশু-পক্ষীর চিকিচ্ছে ওরা নিজেরাই কবে। মানুষে করবে কি?'

এক আছে পশু চিকিৎসালয়। সুরুচি বলিয়াছিলেন সেখানে লইয়া যাইতে—কিন্তু সেটা কোথায় কেহ বলিতে পারিল না। বরদা বলিল—'থাম দিকি!—যত সব অসৈল!—বিরেলের আবার দাক্তার!'

বরদাব ডাক্তারীতে রুবি সাতদিনের মধ্যে আবার মোটা লেজ উঁচু করিয়া হেলিয়া দুলিয়া অলস গতিতে বিশ্বকর্ম্মার পায়ে প্রণাম করিতে পারিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'আহা এসো এসো রুবি, কি হয়েছিল তোমার—জ্বর?'

'মিউ?'—ছোট গোল মুখটি রুবি উর্দ্ধে তুলিল!

"নীহার—রুবি কি দিয়ে পথ্য করবে রে? ভাল মাছ আনিস ওর জন্যে—"

রুবি বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই নীহারের গলা শোনা গেল —'হয়েছে!—হয়েছে!—শুনতে পেয়েছি। কাজকম্ম করি—তবে তো বাজারে যাব—তোমাব শুধু পেটের চিন্তে— আমাদের কি তাই?'

'রুবির সঙ্গে অত কথা কি?'

'ও সব বুঝতে পারে।'

রাত্রে নীহারেরা গোল হইয়া খাইতে বসিয়াছে,—রান্নাঘরের সামনে ছোট জায়গাটীতে সকলে বসিবে। একটু পাশাপাশি বসিলে স্থান হয়,

না—সকলে একত্র গোল হইয়া মুখোমুখি বসে। তাহাদের থালার ঠিক মাঝখানে রুবি, আধখানা শরীর মেজেতে এলানো, কারো পাতের কিনারে লেজটার আগা, কারো থালার কাছে একটি থাবা, কারো পাতে কানের পাশ,—রাঁধুনী সবার থালা ধরিয়া দিয়া সবশেষে নিজে আসে, অন্য সকলে অনুপস্থিত, রুবি এই ভাবে থাকে পাহারায়। তার পরে সবাই একে একে আসিয়া বসে—তখনো সেই ভাব। কেহ বাঁ হাতে একটু ঠেলিয়া দিল—রুবি সেই ভাবেই রহিল।

'ছি—ও কি? বিড়াল মাঝখানে নিয়ে বসা কি? একেবারে পাতের ওপর—'

বরদা বলিল—'কথা শোনে না।'

''আহা, ওকে কি মারতে পারা যায় মা?—নীহার বাম হাতটি রুবির পিঠে বুলাইল একটু—রুবির আধবোজা চোখ দুটি বুজিয়া গেল।

৫৫

সকালে বিকালে সময় পাইলেই বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে যান। রাত্রি থাকিতে উঠিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বায়ু বেগে ধাবমান! সুরুচি কদাচ বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে পদব্রজে বাহির হন না—ইহার জন্য সুরুচির প্রতি বিশ্বকর্ম্মার অবহেলামিশ্রিত অনুকম্পা!

'চল—বেড়িয়ে আসি—'

'না ফণীর সঙ্গে যাব'—

'সে তো ঘুমিয়ে'—

'ডেকেছি—উঠ্ছে'—

'আমার সঙ্গে চলনা কেন?'

'নাঃ, তুমি যে ধাঁই ধাঁই করে হাঁট'—

'তবে কি তোমার মতন পিঁপড়ে হাঁটা হাঁটবো?'

"না ছুটবো! বেড়াবো ইচ্ছে মতন, বেড়ানো যাকে বলে, না—পথে নেমেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট"—

"হাঁটতে হয় অমনি করে, ব্যায়াম! ব্যয়াম বলে যাকে। মেয়েদেরও দেখি কি জোরে চলেছে! কেউ কেউ পাল্লা দিয়ে চল্‌তে থাকে"—

'জোর দেখাবার জন্যে বেড়াতে চাই না আমি—না দেবে কোথাও দাঁড়াতে না কিছু দেখতে, না একটু বসতে—অমন ঘোড় দৌড়ের বাজী আমি ভালবাসিনে।'

"আচ্ছা আজ পিঁপড়ার মতন চল্‌বো এসো—'

'পথে নেমে তোমার মনে থাকলে তো?—তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, মানে—কুইক মার্চ্চ করে সমান তালে পা ফেলে চলা—আমি অমন সৈন্য হ'তেও চাইনি, যাবও না।—তুমি যাও'—

তখনো অন্ধকার। স্থরুচি পথে বাহির হইয়া দেখিলেন—কোথাও বিশ্বকর্ম্মার চিহ্ন নাই। অথচ প্রায় একসঙ্গেই বাহির হইয়াছেন। বলিলেন—'দেখেছ? এমন মানুষের সঙ্গে বেড়ানো যায়?'

স্থরুচি যখন অর্দ্ধপথে—বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইয়া ফিরিলেন। স্থরুচিকে বলিলেন—'এতক্ষণে'? তারপরই দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য।

ভ্রমণ স্থানটি একমাইল দূরে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় এবং অনেক গাছপালা জঙ্গলাদি। রেল লাইনের ধারে আশে পাশে মাঠ। বহুলোক তখন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছে। মেয়েরা এ বেলা কম। তাদের ভীড় সন্ধ্যা বেলা। এ বেলা স্কুল কলেজ আছে—একবার সকালে একবার দশটায় বেশ বিন্যাস সময়ে কুলায় না।

বাড়ী ফিরিতে রোদ উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা চা পান করিয়া শেভ করিতে বসিয়াছেন। বলিলেন—'ট্রেণে কোথাও গেছ্‌লে বুঝি?'

'ট্রেণে যেতে যাব কেন? বেড়াবার জায়গা নেই? জলে হাত

মুখ ধুয়ে বসেছিলাম খানিকক্ষণ—তারপর ওদিকে ঘুরে এলাম। তোমার বেড়ানো দায় সারা—আমার তো তা নয় ?'

বৈকাল পাঁচটায় আবদালী অফিসের বাক্সটি (বিশ্বকর্ম্মার এটাচি কেসটা—কাগজ পত্র থাকে কম—অন্যান্য দরকারী জিনিস বোঝাই) এবং টিফন ক্যারিয়ারটা দিয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মা আসেন অনেক পরে ! যথা রীতি নীহার ও কবি সদরে বসিয়া। প্রশ্ন করিল নিত্যকার মত—'বাবু' ?

আবদালী বলিল—বাবু অফিস হইতে বাহির হইয়াছেন —এখনও আসেন নাই ?—ইহা কিছু নূতন নয। প্রশ্নোত্তরটা অভ্যাস মাত্র।

পাঁচ।—ছয়।—সাত।—আট।—এপর্য্যন্ত কাহারো মনে হয় নাই। কিন্তু নযটা বাজিয়া গেল—পৌষের রাত্রি আছেন কোথা ? গেলেন কোথা ? কাজ-কি এত ?

দশ।—এগার।—এবার চিন্তা। সত্যই তো, এভাবে কোথাও দেরী হইবার কথা নয়।

এগারো।—বারো। এখন অনুসন্ধান না করিলে নয়। সম্ভব মত যথা সাধ্য খোঁজ করা হইল—কেহই কিছু বলিতে পারেনা। জানেনা। অফিস হইতে ঠিক সময চলিয়া গিযাছেন—এইটুকু অফিসের লোক জানে।

একট।—তুবন্ত শীতের রাত—হিম কুয়াসায় পথ ঘাট বাড়ীঘর আচ্ছন্ন—চারিদিক নিস্তব্ধ। দারুন উদ্বেগ,—সদর খোলা, মাথা কাণ ঢাকা সকলে সেখানে পথ পানে চাহিয়া আছে। সুরুচি বলিলেন —'আবার যেতে হবে'—

'আর কোথায় যাব ?—কোথাও তো নেই—'

'একখানা ট্যাক্সি আনো—আমিও যাব—'

'—আপনি যাবেন কোথা? বলে দিন কোথায় যেতে হবে—আমরা যাই—'

'হেঁটে হেঁটে কোথায় যাবে আর? বাস ট্রাম সব তো বন্ধ—ট্যাক্সি করে ঘুরতে হবে। তোমরা কি বল না বল বুঝিনে—আমি গেলে বুঝবো। অফিসারদের ঠিকানা পাব অফিসের ঐদিক থেকেই—'

'না মা সোক কথা? এর মধ্যে বাবু যদি এসে পড়েন? আমরাই যাই।'

'এসে পড়েন—বরদা রইলো—'

'বরদা কি করবে? খালি বাড়ী ফেলে কি যায়? দশ বিশজন ঢুকে পড়ে যদি? যে সব কাণ্ড হচ্ছে সহরে—বরদা সাধ্য কি?'

'তা হলে তোমরা কেউ থাক—আমি যাব। এরকম দুর্ভাবনা নিয়ে—

নীহার ঝাড়া দিয়া উঠিল—'একবার ঘুরে আসি, যদি না পাই তখন যাবেন—'

'তা হলে দেরী করবেনা,—এক একবার এসে বলে যাবে—'

'—রাত্তিরে টেক্সি অনেক ভাড়া চায়—'

'যা চায় তাই ঠিক করো—যাও—'

তাহারা বাহির হইয়া গেল। বাড়ীতে বরদা এবং সুরুচি,—সদর দুয়ার খুলিয়া রাখা আর নিরাপদ নয়। বরদা রহিল অফিস ঘরে—কেহ ডাকিলে মাত্র জবাব দিতে পারিবে। সুরুচি বলিলেন 'তুমি বিছানা করে নাও—লেপ মুড়ি দিয়ে বসো—অমনি কি থাকা যায়?'

উনান জ্বলিতেছে—এক একবার কয়লা দেওয়া হয়। আরো কতকগুলি কয়লা ঢালিয়া দিয়া বরদা অফিস ঘরে বিছানা করিয়া লইল। আবার একবার সদর খুলিয়া পথের দুই দিক যত দূর দেখা যায় দেখিয়া সুরুচি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন যে দুর্জ্জয় শীত, দুশ্চিন্তার উদ্বেগে শীত বোধ নাই, উপরন্তু যেন গরম—রীতিমত গরম।

এক একটা নিমেষ—এক একটা যুগ। এমন দিনও আসে! সুরুচি বার বার উঠিয়া অফিসঘরের জানালা খুলিয়া দেখেন। বরদা লেপ গায়ে বসিয়া আছে।

দুইটা।—সদর দরজায় জোর ধাক্কা পড়িল। সুরুচি ঘরের বাহির হইতে হইতে বরদা দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। দৃপ্ত দম্ভভরে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ—যেন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিলেন! 'নীহার—নীহার—'

বরদা পারত পক্ষে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কথা বলেনা। কোন ঝিই বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কথা বলেনা—যত দূর পারে তফাতে থাকে। আজ ভয়ে ভাবনায় কিছু ঠিক নাই। বরদা বলিল—'নেই'—

'নেই? কোথায় গেছে?' ঘরে আসিতে আসিতে বিশ্বকর্ম্মা দাঁড়াইয়াছেন।

বরদা বলিয়া ফেলিল—'তোমাকে খুঁজতে গেছে'—

'আমাকে?—কেন? আমি কি হারিয়েছি?'

সুরুচি বলিলেন—তুমি?'

সুরুচি ভাবিয়াছিলেন—নীহাররাই ফিরিয়াছে।

'আমাকে খুঁজতে গেছে মানে?'

'তোমাকে পাওয়া যাচ্ছেনা—খুঁজতে যাবেনা?'

'কেন? কোথায় গেছি আমি?'

'সে তুমি জান—'

'বলকি? জাননা তোমরা?'

'না কিছুনা—'

পোষাক না খুলিয়া শয্যায় বসিয়া চিন্তিত ভাবে কপাল হাত বুলাইতেছেন।—'দেখ দেখি কোথায় গেল তারা? পাঠাইবা কাকে? সারা রাত ঘুরলেও তো আমাকে পাবেনা—'

'তুমি গেছলে কোথায়?'

'মফঃস্বলে—বলেনি আরদালী? আমি বলে দিলাম 'বাসায় বোলো—'

'না কিছুনা—সে বললে তুমি অফিস থেকে বেরিয়েছ—'

'ঐ ব্যাটারাই সব গোলমালের মূল। বলি এক—শোনে আর, না শুনেই ছোটে। এক ব্যাটা এলো বাসায়, একজন তো আমার সঙ্গে—আর একটার পাত্তাই নেই—থাকলেও দেখিনে তাকে। যে-টা বাসায় এলো তাকে থাকতে বললেনা কেন?'

'কে জানে এমন কাণ্ড হবে—'

—'কিন্তু নীহার দেয় জন্যে যে ভাবনা ধরলো'—

'তা ভাব, এতক্ষণ আমরা ভেবেছি—এবার তুমি একটু ভাব। মুখে না বলে একটা শ্লিপে একটা লাইন লিখে দিতে পার না? না সে-টা তোমার অফিসের রুটিন নয়? যে মানুষ অফিসের কাজ করে এত নিখুঁত—নিজের বাড়ী সম্বন্ধে এত উদাসীন সে? কি আর বলি'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন মফঃস্বলের কথা—'কদিন বেরুইনি কিনা? যা ঠাণ্ডা হাওয়া, কি ভাল লাগছিল—'

রুবি পায়ের কাছে সটান পড়িয়া পায়ে মাথা ঘসিয়া আদর আপ্যায়ন জানাইয়া লেজ উঁচু করিয়া হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিল—রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে। এতক্ষণ তারও সমান উদ্বেগ গিয়াছে। একবার বরদার কাছে একবার সুরুচির কাছে। বরদার সঙ্গে তত সম্প্রীতি নাই,—বরদা বিড়াল ভালবাসে না। কিন্তু রুবির কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। অপরের আদর সোহাগের কাঙ্গালী নয়।

আবার দুয়ারে মৃদু শব্দ। ভয়ে শীতে দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ নীহার বিশ্বকর্ম্মার আগমন বার্ত্তা পাইয়া নবোৎসাহে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মার পাদুকা খুলিতে বলিল। শীতে তাহারা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা—গাত্রবস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে। অনেকটা হাঁটিয়া তবে গাড়ী পাইয়াছিল।

'গরম জল আছে?'

'আছে।'

'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি তো?'

'না—আগুন আছে।'

'আগুন আছে? বেশ—বেশ! এতক্ষণ শীত করেনি—এবার যেন করছে একটু।—দেরি হবেনা আমার। আমায় খাবার দিয়ে তোরা শুতে যা—' (একটা ছোট তোলা উনানে আগুন দেওয়া থাকে, সেটা ঘরের জন্য। রাত্রে শয়নকালে স্থরুচি সেটা বাহির করিয়া দেন, তখন টানাটানি বাধে, সকলেই নিজ ঘরে চায়।)

'শোবে কি? খাবেনা বুঝি?'

'খায়নি না কি?'

'না—'

"দেখ দেখি কি নির্ব্বোধের পাল্লায় পড়েছি। আমার কত কাজে দেরী হতে পাবে। তা বলে সব শুদ্ধ না খেয়ে থাকবার দরকার? নাঃ—কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন নিয়ে—'

পরদিন তিন আরদালীকে বিশ্বকর্ম্মা জেরা স্থরু করিলেন—বাসায় এরূপ বিপ্লব তাহারা ঘটাইল কেন? একজনও থাকেনাই কেন? তাঁহার মফস্বল যাত্রার খবর দেয় নাই কেন?

তিনজনই বিনয় নম্রভাবে বলিল—হুজুরের সঙ্গে যে গিয়াছে সেই তো রাত্রে বাসায় থাকে। হুজুর যে মফঃস্বল গিয়াছেন—তাহা কাহাকেও বলেন নাই।

'বলিনি?'

'না হুজুর—কভি না—বললে আমি বলবোনা, এত বড় তাজ্জব বাৎ।'

স্থরুচি বলিলেন 'কেন ওদের শুধু শুধু জেরা করা? উনি বলবেন 'খবর দিয়ো বাড়ীতে?' হয়তো মনে হয়েছিল একবার—কিন্তু

বলেননি। ভেবেছেন বলেছি। ঐ তো স্বভাব? নেমন্তন্ন করে বলতে মনে থাকেনা তা এই কথা বলতে যাবেন।'

নীহার বললেন— হ্যাঁ মা ঠিক্—ঠিক্—'

'আমার ঠিক মনে আছে বলেছি—'

'আমি জানি—বলান।'

শীতের অর্দ্ধ রাতে মোটরে ... হিম হাওয়ায় আরাম বোধ হয়েছিল—তার ফলাফল—দু তিন দিনের মধ্যে। ... ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর সর্দ্দি—পরে ... কাশি। দেড়মাস ব্যাপী বড় চিকিৎসা।

ছয় মাস পরে মনে পড়ল ঐ মফস্বলটার বিল করা হয়নাই! বিশ্বকর্ম্মার মনে ছিলনা। ... সব ... স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বিলও তৈরী করিলেন। 'কিন্তু ট্র্যাভলিং এলাউন্স বিলের নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গিয়াছে। সেটা ... পাওয়া গেলনা। উপরন্তু কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে উপর হইতে—এতদিন বিল করা হয় নাই কেন? কারণ কি'

সুকোচ বাললেন 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—ভারি খুসী হয়েছি।

'টাকা পেলেনা বলে? হু—মফঃস্বল করি কি টাকার জন্যে? বাইরে গেলে ভাল লাগে একটানা আফিসের কাজের পরে—সেই জন্যে।'

ভাল লাগে বটে—কিন্তু গরজ করিয়া বাহির হওয়া ঘটিয়া উঠে না। অফিসেই দিন কাটে। নিতান্ত যেদিন না বাহির হইলে নয়—সেই দিনই জোর তাগাদার চোটে তবে বিশ্বকর্ম্মার মফঃস্বল। সরকারী চাকরেদের মফঃস্বল একটা বড় রকম আয়। ট্রাভলিং এলাউন্সটার পরিমাণ বাড়ে—সেই চেষ্টায় কারণে অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনেককেই অবিরত মফঃস্বল ঘুরিতে দেখা যায় এবং সদরে ফিরিয়া অবিলম্বে বিল করেন। বিশ্বকর্ম্মার মফঃস্বলের বিল করে তাহার অফিসের লোক। বেতনের বিলও,

'আছে।'

'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি তো?'

'না—আগুন আছে।'

'আগুন আছে? বেশ—বেশ! এতক্ষণ শীত করেনি—এবার যেন করছে একটু।—দেরি হবেনা আমার। আমায় খাবার দিয়ে তোরা শুতে যা—' (একটা ছোট তোলা উনানে আগুন দেওয়া থাকে, সেটা ঘরের জন্য। রাত্রে শয়নকালে সুরুচি সেটা বাহির করিয়া দেন, তখন টানাটানি বাধে, সকলেই নিজ ঘরে চায়।)

'শোবে কি? খাবেনা বুঝি?'

'খায়নি না কি?'

'না—'

"দেখ দেখি কি নির্ব্বোধের পাল্লায় পড়েছি। আমার কত কাজে দেরী হতে পারে। তা বলে সব শুদ্ধ না খেয়ে থাকবার দরকার? নাঃ—কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন নিয়ে—"

পরদিন তিন আরদালীকে বিশ্বকর্ম্মা জেরা সুরু করিলেন—বাসায় এরূপ বিপ্লব তাহারা ঘটাইল কেন? একজনও থাকেনাই কেন? তাঁহার মফস্বল যাত্রার খবর দেয় নাই কেন?

তিনজনই বিনয় নম্রভাবে বলিল—হুজুরের সঙ্গে যে গিয়াছে সেই তো রাত্রে বাসায় থাকে। হুজুর যে মফঃস্বল গিয়াছেন—তাহা কাহাকেও বলেন নাই।

'বলিনি?'

'না হুজুর—কভি না—বললে আমি বলবোনা, এত বড় তাজ্জব বাৎ।'

সুরুচি বলিলেন 'কেন ওদের শুধু শুধু জেরা করা? উনি বলবেন 'খবর দিয়ো বাড়ীতে?' হয়তো মনে হয়েছিল একবার—কিন্তু

বলেননি। ভেবেছেন বলেছি। ঐ তো স্বভাব? নেমন্তন্ন করে বলতে মনে থাকেনা তা এই কথা বলতে যাবেন!'

নীহার বলিলেন—'হ্যাঁ মা ঠিক্—ঠিক্—'

'আমার ঠিক মনে আছে বলেছি—'

'আমি জানি—বলান।'

শীতের অর্দ্ধ রাত্রে মোটরে যে হিম হাওয়ায় আরাম বোধ হইয়াছিল—তার ফলাফল—দু তিন দিনের মধ্যে। তীব্র ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর সর্দ্দি—পরে ভীষণ কাসি। দেড়মাস ব্যাপী বহু চিকিৎসা।

ছয় মাস পরে মনে পড়িল ঐ মফস্বলটার বিল করা হয়নাই! বিশ্বকর্ম্মার মনে ছিলনা। অফিসের সরকারী স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বিলও তিনিই করিলেন। কিন্তু ট্র্যাভলিং এলাউন্স-বিলের নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইয়া গিয়াছে। সেটা তো পাওয়া গেলইনা। উপরন্তু কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে উপর হইতে—এতদিন বিলকরা হয় নাই কেন? কারণ কি?

সুরুচি বলিলেন 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—ভারি খুসী হয়েছি।'

'টাকা পেলেনা বলে? হুঁ—মফঃস্বল করি কি টাকার জন্যে? বাইরে গেলে ভাল লাগে একটানা অফিসের কাজের পরে—সেই জন্যে।'

ভাল লাগে বটে—কিন্তু গরজ করিয়া বাহির হওয়া ঘটিয়া উঠে না। অফিসেই দিন কাটে। নিতান্ত যেদিন না বাহির হইলে নয়—সেই দিনই জোর তাগাদার চোটে তবে বিশ্বকর্ম্মার মফঃস্বল। সরকারী চাকরেদের মফঃস্বল একটা বড় রকম আয়। ট্রাভলি এলাউন্সটার পরিমাণ বাড়ে—সেই চেষ্টায় কারণে অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনেককেই অবিরত মফঃস্বল ঘুরিতে দেখা যায়। এবং সদরে ফিরিয়া অবিলম্বে বিল করেন। বিশ্বকর্ম্মার মফঃস্বলের বিল করে তাঁহার অফিসের লোক। বেতনের বিলও।

'তোমারও কৈফিয়ৎ হয় ? জবাব দিয়েছ ?'

'না—তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে দেবো—'

'আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে কাজ করলে ভালই হতো—করনা বলেই দুর্গতি ! দেড়টি মাস ভুগলেন—অসুখ করলে কে চব্বিশঘণ্টা করে ? এদিকে তো ডোণ্ট কেয়ার ! বিছানায় পড়লে একমাত্র গতি কে ?—বল—স্বীকার কর—'

'দেখি ভেবে চিন্তে—'

'তুমি করবে আমার সুখ্যাতি প্রাণ ধরে ? তেমনি দরাজ মন বটে ?'

"জয় রাধে গোবিন্দ বল—জয় রাধে গোবিন্দ—"

"এই সেরেছে ! ব্যাটা ঠিক এই সময়ে আসবেই—যাও বরদা শীগগীর—'

'সাবান হাতে যাই কি করে ? তুমি যাওনা ?'

'ওরে—রাধে গোবিন্দ বল—'

'বৈরাগি ঠাকুর চুপ ! চুপ !'—

'কেনে মা ?'

বাবু ঘরে শুয়ে—আজ রবিবার। রবিবারে কেন তুমি আস ? কত দিন বলেছি—'

'ক' রবিবারে আসিনি—মনে থাকে না মা ভুলে যাই—'

'যদি এসো দশটার মধ্যে—তার পরে আর না—'

'পাঁচ বাড়ী ঘুরে দেরি হয়—'

'তা হলে রবিবার বাদ দিয়ে এসো—তোমার ভালই হবে। রবিবারে ভিক্ষা তো পাবে না—উলটো বকুনি—'

'তবে আজ দেন—যাই—'

'দাঁড়াও, গান গেয়ো না যেন—'

'কেন ঠাকুর তুমি নিত্য এসে বাবুর ঘুম ভাঙ্গাও ? ভারি তো গান ! এক পুরানা গান শুনাচ্ছ বছর ধরে ! কত বল্লুম—তোমাদের লজ্জা নেই। সাতদিন পরে বাবু একটু ঘুমোয়—'

'কে—কে নীহার—'

'সেই বৈরাগিটা—'

'দে ব্যাটাকে তাড়িয়ে—দিসনে ভিক্ষা। বেলা বারটার সময়,—নাঃ অদৃষ্টে সুখ যদি না থাকে। সবে চোখ দুটো বুজেছি—কাগজ খানা হাত থেকে পড়ে গেছে—'সুরুচিকে দেখিয়া, 'ভিখারীর আড্ডা ! তোমার জন্যে পালে পালে দলে দলে আসবে—বদ্‌মাইসের দল—শরীর কি ? পাজি ব্যাটাদের ধরে জেলে দিতে হয়—"

ভিখারী বিশ্বকর্ম্মা দেখিতে পারেন না। অন্ধ খঞ্জ বা রুগ্নকে পয়সা দিতে নারাজ নয—যদি ধীরভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি উচ্চকণ্ঠে ক্রমাগত চীৎকার করে—তার চেয়েও জোরে বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিয়া উঠেন 'দে ওটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে—কিছু দিবিনে"—হোক সে মেয়ে বা পুরুষ। এইজন্য রবিবার সাধারণের ভিক্ষা দানের দিন হলেও এবাড়ীতে রবিবার বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।

সুরুচি নিরুত্তর থাকিলে বিশ্বকর্ম্মা জানেন অপরাধ গুরুতর—সুতরাং ক্রোধ বাড়িল 'বাড়ীতে লোকে আরাম করে—আমার অশান্তি। সব শুদ্ধ এক-একটা ষড়যন্ত্র মূলক কাণ্ড—কি দুর্ভাগ্য ! যন্ত্রণা সহ্য হতে চায়না আর ! রবিবার কোথাও চলে গেলে পারি'

'তা ভাল। বাইরের দোরে কথা—তা শুনে এত দূর থেকে যদি অশান্তি হয়—তবে তার শান্তি কোথাও নেই। পথে ফেরিওয়ালা যে মিনিটে মিনিটে চেঁচাচ্ছে—শাসন কর না ? যত পেয়েছ আমাদের ?'

ফেরীওয়ালার চীৎকারেও ঘুম ভাঙ্গে। এক একদিন তাহাকেও নীহার বলে 'এত চীৎকার কর কেন ?'

অশান্তি কি কম ? হাওয়ায় দুয়ারের কড়া বাজে—জানালার খড়খড়ি পড়ে—পাল্লা খট্ খট্ করে—চড়াই পাখী ঘরের মধ্যে ফর্ ফর করিয়া ওড়ে ভেণ্টিলেটারের মধ্যে বাসা বাঁধিবার চেষ্টায়। ব্র্যাকেটের গেঞ্জিটা পড়িয়া গেল বাতাসে—ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়িতেছে—শতেক উৎপাত শতেক জঞ্জাল ! বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াই সহ্য করেন—অপর কেহ হইলে কোন দিন সংসার ত্যাগ করিত।

তেমনি নীহার বরদার গলা। 'উহারা এখনো স্নান করেনাই কেন ?—অত ধোয়া ধুয়ি কি ? বাড়ীটা যেন ধোবার পাট ! দু'দুটো ধোবা—তবু বাড়ীতে কাপড় কাচা ?'

'নীহার, এত করে বলি—রবিবার কাপড় কেচো না। শোনগে বাবুর বকুনি !'

"সব কি ধোবা বাড়ী গেলে চলে—এতদূরের শব্দ বাবুর কানে যাবে কেন ?'

ফণী বলিল—'তোর বাবু সোনা কানি—'

'বরিগিটা বাবুর মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গেল। ওকে দেবোইনা আর।'

ঝাড়ুদার বেতন চাহিতে আসিল।

'তোকে মা ছুটি দিয়েছে রবিবার—তবে এলি কেন ?'

'কাজ করতে আসিনি, মাইনে নেবো'—

'এলি যদি কাজ কর ?'

'না রবিবার আমার ছুটী।'

'কথা শোন ! কাজ করবেন না—তাগাদায় আসবেন ! আজ কিছু পাবিনে যা—বাবু না শুনতে শুনতে যা—'

বিশ্বকর্ম্মার পাশের খবরের কাগজ বাতাসে খড খড করিতেছে—ত্রস্ত সুরুচি সেটার উপর একটা বই চাপা দিলেন।

ফণী পা টিপিয়া টিপিয়া চলিল—'কে এমন বোবা হয়ে ঘরে থাকবে ?'

'উঠে তোমায় ডাক্‌লে তখন ?'

'কি দরকার আমার ? কোথাও গল্প করিগে বসে—'

'যাও, কৈফিয়ৎ দিও—'

ফণী ফিরিয়া বিছানায় গিয়া বসিল।

স্নানান্তে নীহার ছাদে কাপড শুকাইতে দিতে গিয়াছে। নীহারের সাজানো অন্ন পাত্রে জল—পিঁড়ে পাতা, পিঁড়েতে কবি বসিয়া পাহারায় আছে। অপর বিড়ালগুলি এদিকে ওদিকে।

দেরি দেখিয়া কবি উপরে গেল—বার কয়েক মিউ মিউ করিয়া নীহারের পায়ে গা ঘসিয়া নামিয়া আবার পিঁড়িতে বসিল।

ছাদেও খানিক হৈ, হৈ 'ঘুঁটে তোল'নি কেন ? বিষ্টি আসে যদি ?—এ কাপডটা কাল থেকে দেখছি—'

'আমি যখন সময় পাব, তুলবো তোমার কি ?' বরদা তুলসী গাছে জল দিতেছে।

নীহার নামিয়া আসিলে কবি পিঁড়ি ছাড়িয়া বসিল—'কি কবি ডাকতে গেছলে ?' নীহারের সঙ্গে এবেলার সর্ব্বশেষ আহার কবির। 'যতই যে দিক্ আমার সঙ্গে না খেলে ওর হয়না—'

'তোমাদের গোলমালের চোটে বাডীতে থাকা দায়, খেয়ে বাবুর কাছে এসো—'

"তা মা অত সকালে কি খাওয়া যায়। পাঁচটা কাজ কর্ম্ম দেখতে হয়।"

বাডীর আসল গিন্নী নীহার—পরে ফণী। একদিন এক ব্রাহ্মণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'বাডীর গিন্নী কে গো ?' সুরুচি বলিলেন 'আমি ছাড়া আর সকলে'—

গিন্নীপনার বড ঝঞ্ঝাট। সাধ করিয়া কেহ যেন ঐ নামটী না নেয়।

বিশ্বকর্ম্মা নিদ্রিত—এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত ভাবে বসা যাইবে। কাগজ পডিবার যো নাই—পাতা উল্টাইতে শব্দ হয।

চক্ষু মেলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বাইরে কে ডাকে ?' (অলসকণ্ঠ)

'কেউ না ?'

'হ্যঁা, তিনচাব বার ডেকেচে, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

বাহিরের দুই দিকের দুই দুয়াব খুলিয়া রৌদ্র তপ্ত পথ যতদূর দেখা যায়—জনমনুষ্যের চিহ্ন নাই।

'কে ?'

'কেউ না, বললাম তবু—আমায দেখলেই তোমার ফরমাস। তোমাব কাছে থাকা সোজা মুস্কিল ? এক মিনিট বসতে দেবেনা—খালি উঠে উঠে ঘোবা, পারে কেউ ?'

এখনি জল চাহিবেন—সকলে খাইতে বসিযাছে। জল বাখিয়া সুরুচি বই বালিশ লইয়া একেবারে ঘেরা বারান্দায় অধিষ্ঠান।

ঘবের মধ্যে পদ শব্দ নানাভাবে এদিক ওদিকে। নীহাররা যে যার স্থানে গেল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন 'খাবার জল কোথা ?'

'দিয়ে এলাম যে ?'

'আবার চাই'—

'ঐ যে কুঁজো ওখানেই গেলাস, আমি উঠ্তে পারবো না। তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করা—তোমার কাছ থেকে দূবে থাকা 'এই দুটো না করলে দুর্গতির একশেষ।'

'আঃ আমি জল নিয়ে খেতে পারিনে বুঝি ?'

'পার—নাওগে। আমায় একটি ফরমাস কোবো না—আমি ঝি নই !'

জল পানান্তে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'রাইটিং প্যাডটা ? চিঠি লিখবো'।

'ঘরে আছে—'

'দেখলামনা—'

'তাহলে অফিসঘরে—তুমিই নিয়ে গেছ। প্রাইভেট চিঠি লিখে টেবিলে ফেলে রাখ লোকে এসে পড়ে। নিজের প্যাডটা শেষ করেছ, আমার টাও। এটা কিনলাম—এটাও—'

'আজই আমি ভাল ভাল লেফাফা প্যাড সব কিনে আনবো। যাবে ? চল—যাই দোকানে।'

'যাচ্ছ দুপুরে রোদে !'

'কই দাও প্যাড ?'

সুরুচি নিরুত্তর।

'ফণী !—'

ফণী ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল, ডাক করিয়া উঠিয়া প্যাড আনিয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে ঢুকিলেন। 'থাকগে একলা ঘরে—সেই তোমার উচিত।' (হাস্য)।

"কি রণজয় করেছেন আহা। খাম আছে ? টিকেট ? দিয়ে যাও—'

'ক্যাশ বাক্সে—নাওগে—'

'চাবি ?'

'বাক্স খোলা আছে।'

বিশ্বকর্ম্মার আর সাড়া পাওয়া গেলনা। বোধ হয় চিঠি লিখিতে বসিয়াছেন। বেলা একটা—নীহার দাঁড়াইয়া পান সাজিতেছে—রুবি পায়ের কাছে, প্রথমে দাঁড়াইয়া—দেরী দেখিয়া আধ শয়ান। নীহার বলিল—রুবি আমায় খুব ভালবাসে।

বরদা বলিল 'ও সব্বাইকে বাসে—'

'তা বলে তোমায় নয়।'

নীহার গেল স্বস্থানে—রুবি চঠিয়া চলিল। তাহাকে পৌছাইয়া ফিরিয়া নিজের স্থানে। দিনের বেলা সে বিশ্বকর্ম্মাব ঘরে।

'রুবি—রুবি—চলে কি সুন্দব? বিড়াল নয় ও—কি ম্যাজেষ্টিক ডেযারিং।'

সাড়া দিলনা রুবি—এ বেলার কর্ম্ম তার সমাপ্ত। এক লম্ফে খাটে উঠিয়া নিজ স্থান দখল কবিল। আবার উঠিবে—যখন বিশ্বকর্ম্মা বলিবেন 'চা কব'। লাফ দিয়া নামিয়া নীহারকে ডাকতে যাইবে। চায়ের পরে জানালায় বসিয়া থাকে পথের দিকে দৃষ্টি, একভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

৫৬

চায়েব নিমন্ত্রণ। বিশেষ করিয়া 'বলিযাছেন প্রিয়নাথ বাবু। একা বিশ্বকর্ম্মা নয়—আরো অনেকে। নূতন আসিযাছেন তিনি। সবার পালা শেষ, এবাব তাঁব পালা।

একটু চা ছাড়া বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু স্পর্শ করিলেননা—'রাগ করবেন কিছু না খেলে—কতকরে যোগাড কবছেন'—

'বাত্তিরে রান্না হবে কি? যে বকম বলছো।—হেভি টি' যদি হয়—আবার কি খাবে?'

'তোমাদের রান্না হবে না?'

'আমাদের জন্য তো অত যোগাড নয়?'

'যদি খাই—তাতেই হবে। রুবি রুবি! দেখেছ? সাধকের লক্ষণ ওর, বেড়াল নয় ও—ঠিক যেন ধ্যানে বসে থাকে।'

আর একটু পরে কবি বেড়াইতে বাহির হইবে ঠিক সন্ধ্যায়। বাড়ীর পাশে ছোট ছোট জঙ্গল সেই জঙ্গলের ভিতরে চলন্ত কবির সাদা শরীর দেখা যায়। তার পরে পথে এদিকে ওদিকে—মিলিটারী মোটর থাকে বাড়ীর সম্মুখে দুতিনখানা সব সময়—সেগুলির মধ্যে একবার ওঠে—আর নামে। কিন্তু কোন বাড়ীতে সে যায়না। শত ডাকিলেও না।

বেড়ানো সারিয়া সদরে—বিশ্বকর্ম্মা না আসা পর্য্যন্ত। তাঁর সঙ্গে ছাদে। ছুটাছুটি—মাদুরের তলায় লুকানো—সে সব শেষে বিশ্বকর্ম্মা বা সুরুচির পাশে শয়ন।

একটু বেশী রাত্রি হইল—চায়ের বিষয়টা শুনিবার জন্য সুরুচি উৎসুক।

"ও! কত আয়োজন, কি যোগাড়! যেমন সৌজন্য তেমনি আদর। চমৎকার ভদ্রলোক,—ছেলে মেয়েদেরও কি সুন্দর স্বভাব—'

'কি কি করেছিলেন?'

"লুচি—খেজুর গুড়ের মোহন ভোগ—" স্বর বেশ দরাজ।

'আর কি?'

'আর আবার কি?' ঈষৎ রুষ্ট স্বর।

সুরুচির হাস্য।

'হি—হি কিসের অত?'

'এবার আমিও করবো চায়ে ঐ সব- শিখলাম। লুচি, খেজুর গুড়ের মোহন ভোগ'—(হাস্য)

'সে তোমার কর্ম্ম নয—পারবেই না অমন—'

বরদা গেল বাড়ীতে মেয়েদের দেখিতে। প্রাণের টান আছে, নূতন পয়রা গুড় এক হাঁড়ি, পেঁপে আরো কি সব নিজের গাছের,—

কত কি আনতে পারতাম, একটা দেড় কোশ মাঠ পার হতে হয় ভয় করে, জন মানষ্যি নেই সেখানে—এক ছুটে পার হই, ভাবি হাতে কষ্ট হয়—'

'কেন আনতে গেলে ওসব অত কষ্ট করে—'

'খালি হাতে আসবো? ঘরের জিনিস ভুতেরা খাচ্চে, খেয়ে খেয়ে আমার ঝাঁঝরা করে দিল।'

স্বাবলম্বিনী গৃহস্থ কন্যা, দর্জ্জাল স্বভাব। বাড়ীতে সতীন পো সতীন পো বৌ থাকে। সতীন পো বরদার হাতেচ মানুষ। দুই সতীন ঝি ভাল অবস্থাপন্নের ঘরের বৌ। তাহারা বলে 'মা আমার কাছে এসে থাক—কেন পরের দোরে খেটে বেড়াও—'

বরদার কাকা সরকারী চাকরে—বাপের খুড়তুত ভাই। অবস্থা খুবই ভাল, বাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ী আছে—পাকা বাড়ী বাগান পুকুর। কাকা খুড়ী বলে—'বরদা এখানে থাক্, কেন অমন কাজ করিস?'

'তাদের গা ভরা গয়না, বড় নোক, কেন থাকতে যাব সেখানে? খেটে খাই সেই আমার ভাল।'

মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ মত—'জামাই বাড়ী আদবে যাব আসবো, শাউড়ী হয়ে কুটুম বাড়ী থাকতে গেলাম কোন্ দুঃখে?'

বরদার নিজের দুই মেয়ে, এগারো বারো বছরের সরলা—আট ন' বছরের চপলা—দুই জনই সকল কর্ম্মে অত্যন্ত পটু। এতটুকু মেয়ে যে এমন নিখুঁত ভাবে সব কাজ করে আশ্চর্য্য। মেয়েরা দেখিতেও ভাল।

'কত দুঃখু মা এই দুটোকে নিয়ে—যাহোক করে টেনে বড় করেছি।'

দুই মেয়ে দুই বাড়ী কাজ করে। কাছাকাছি। বরদার এক ভাই আছে, বরদার বাড়ীতেই থাকে। মাছ ধরে, জাল বোনে, শাক শবজী করে, দিন যায়। সৎভাগ্নীয়া মামাকে খুব ভালবাসে—কিন্তু মামার

স্বভাবও বরদার মত—' তোদের বাড়ী যাব কেন ? তোরা দেখে যাস এসে—'

সতীন পো কুড়ে আলসে। সামান্য জমিতে দু' তিন মাস চলে। বিদেশ হইতে বরদা সব টাকা পয়সা পাঠাইয়া দেয়। সরলার বয়স যখন পাঁচ ছয় বছর, টাকার লোভে তার বিবাহ দিয়াছিল। বরদা তখন বিদেশে সরলা ছিল দেশে ভাইয়ের কাছে। মামাও কি কাজে অন্যত্র গিয়াছে। সেই হইতে সতীন পোর সঙ্গে বরদার মনান্তর।

'বিশ্বাস করে মেয়েটাকে থুলুম—বড্ড ভুগতে নাগলো ও বছর—তা এই কম্মো ? কত টাকা পয়সাওলা নোক মেয়েটার জন্যে বলে রেখেছিল তা এই কাম করলে ? নিজের ভাই হলে করতো ? ঐ হতচ্ছাড়ার পাছে আমি সব খোয়ালুম ! —

ছোট ছোট মেয়ে, একটানা কাজে ক্লান্তি আসে—মাঝে মাঝে দেশে যায়। দেশের লোক বলে 'মেয়ের আবার বিয়ে দাও—ও বিয়ে বিয়ে নয়।' বড় মেয়ে জামাই এবার বিশেষ করিয়া ধরিয়াছে 'মা সরলাকে রেখে যাও খুব ভাল ঘরে বিয়ে দিচ্ছি—' সে ঘরও বরদা দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সরলা থাকিল না। জিদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

সরলার স্বামীটা থাকে বড় বোনের বাড়ীতে—বড় বোন বিধবা, এক জমীদার নায়েবের আশ্রিতা। বালিকা হইলে কি হয় ? মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী, নিজের পছন্দ মত চাকরী করিবে। বরদা একটা বাড়ী ঠিক করিল—সে বাড়ীতে অনেকগুলি পরিচারক। বাড়ীটা খুব বড় লোকের —সরলা বলিল '—একগাদা পুরুষ নোক, ও বাড়ীতে নয়—'

কয়েক দিন পরে কাজ হইল ঠিক পছন্দ মত বাড়ীতে—বরদার পরিচিত এক ঝি আছে সেই বাড়ীতে। মেয়েটি চুপ চাপ, কিন্তু বুদ্ধি খুব স্থির। দরিদ্রের সাহায্যকারী কে আছে ? সেইজন্য আত্মরক্ষা

বুদ্ধি আপনা হইতেই আসে। নচেৎ এত ছোট মেয়ের মুখে এমন কথা শোনা যায় কি ?

"বাড়ী বাড়ী কাজ করা এই বয়সে! খেলা ধুলোর সময় এই, তুমি ওর বিয়ে দিলে না, কেন টেনে আনলে দুঃখের মধ্যে—'

'বিয়ে দেবো কি? মেয়ের কথা শুনেছ? বলে 'একবার বিয়ে দিয়েছিল, আবার কেন? দু'বরা হব না আমি।'

সরলাকে কিছুতেই রাজি করা যায় না। নিন্দার ভয় নাই। জাতিতে খাঁটি বৈষ্ণব। দেশের সকলে একবাক্যে সম্মতি দিয়াছে। শুধু সম্মতি নয়—আগ্রহের সঙ্গে নিজেরাই অগ্রগামী। কিন্তু সরলার এক কথা—'দু'বরা হবো! ধেৎ—অমন কথা বলিসনে! ছি—'

'তাহলে ওর ইচ্ছে কি?'

'ওর ইচ্ছে সেই ঘর করে—'

'তবে সেখানেই দাও।'

'তেমন হলে কি এত কষ্ট হয় মা? জামাইটে হতচ্ছাড়া, থাকবার মধ্যে এক বোন, আর কেউ নেই। বোনটা আবার এক—মুখে আগুন! গা ভরা গয়না! জামাইর নিজের ঘর দোর তো নেই—থাকে বোনের কাছে, সেখানে নিয়ে গেল। আগে কি জানি মা? তাহলে দেই যেতে? বোন মাগী এত বড় বজ্জাত,—মেয়ে আমার কুড়ে নয়—দেখছো ত? যখন তখন মার! শেষে নিয়ে এলুম। সেখানে দেবো যেতে আর? কম্মে আছে বাঁদী বিত্তি করুক—'

'জামাই করে কি?'

'হলো এটা ওটা করলে—আবার নিখোঁজ হয়ে যায়; মরুক গে!'

চপল মায়ের কাছে রাত্রে আসিয়া থাকে। সরলা আসে মাঝে মাঝে। বরদা রোজই দেখিয়া আসে একবার। এ বাড়ীতে দুই বোন

যেন নিজের বাড়ীর মত। নীহারকে বলে মামা। সুরুচিকে দিদি। আদর আবদার ঝগড়া সব নীহারের সঙ্গে।

চপলার মনিবরা গেল কয়েক দিনের জন্য দেশে, চপলা মায়ের কাছে রহিল, বরদার সব কাজই সে করে। সুরুচি বলিলেন 'ঐটুকু মেয়েকে ঐ বাসনের গোছা দিয়েছ?'

'আমি দিয়েছি! কেড়ে নিলে আমার ঠাঁই—'

কি পরিষ্কার কাজ! সুরুচি দুইটি শিশি দিয়াছেন ধুইতে, চপলা ঝকঝকে করিয়া আনিয়া দিল। কল আটকাইয়া রাখিয়াছে যতক্ষণ না ধোয়া হইল—'বা দিদি বলেছে। না ধুয়ে আমি উঠ্‌বো না, তোমরা যাওনা ওদিকে—'

'দেখেছ বরদা? তুমিও পার না এমন। চপলা তোর কাপড় বড্ড ময়লা—কাপড়ে সাবান দিয়ে গায়ে মাথায় দিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো—'

'মা সাবান দাও—দিদি বলেছে, দাও, দাও শীগগীর—'

'সাবান কোথা পাব আমি? যাঃ—'

'দাওনা—দেবে না?' চপলা কান্না জুড়িয়াছে।

'কাঁদছে কেন ও? মেরেছ বুঝি?'

'কেলে মেয়েটা বড় বজ্জাত দেখ কি? সাবান চাই-ই ওর—'

'আয় আমি দিচ্ছি।'

চক্ষের জল মুছিয়া সাবান লইয়া চপলা স্নানে গেল। রংটা কালো। গঠন, মুখশ্রী ভারি সুন্দর। আট বছর বয়স, একান্ত বালিকা, কোথায় আদর কোথায় বা যত্ন, পরের ঘরে পরের খাটুনি খাটিয়া দিন যায়।

ছাদে সুরুচি, আর কেহ না তখনো। প্রথমে মন্দালস গতি রুবি—চারিদিকের সব অগ্রাহ্য করিয়া আধনিমীল চক্ষে—লেজটি উঁচু, অর্দ্ধপথে একবার বসিল—সুরুচির কাছে একবার শয়ন—ছাদের কিনারে একবার মুখ বাড়াইয়া পথ দেখিল, ঠিক যেন ছোট ছেলে পিলে।

বরদা হাসিমুখে সংবাদ দিল 'জামাই আলাদা ঘর বেঁধেছে মা, সরলাকে নিয়ে যাবে—'।

বরদার ভাই আসিয়াছে সংবাদটা তাহারই আনা।

''বেশ তো দাও পাঠিয়ে কেন পরের বাড়ী রাখা—'

'আসুক, নিজে নিয়ে যাক তবে তো? যেচে যাব মেয়ে নিয়ে দিতে উড়ো খবর শুনে?'

'সে কথা মন্দ না।'

সল্লি বলে কি 'আর একটু বড় হই মা তখন যাব।'

যত ছোট সংসার হোক—গৃহিণীপনার দায়িত্ব একই। পরের ঘরে ফরমাসী কাজ করে মাত্র। সুতরাং সরলা বুঝিয়াছে একলা ঘরের একলা গৃহিণী হইবার যোগ্য সে এখনো হয় নাই।

বিশ্বকর্ম্মার মত নিয়মিত ভ্রমণ সুরুচির নয়। ইচ্ছা হইল গেলেন —না হয় না। উপরো উপরি কয়েক্‌দিন বেড়াইলেই বিরুচি।

'আপনার কোন কিছুর ঠিক নেই, ঘরে বসে কি সুখ পান? চলুন, টালীগঞ্জ বেড়িয়ে আসি ট্রামে—'

'ট্রাম আমার বিশ্রী লাগে—সেবার কলকাতা এসে দেখিনি? না দেয় ওঠা নামার সময়—না বসবার কোন সুবিধে—'

'আর কি সে ট্রাম আছে? আজকালকার ট্রাম কি সুন্দর—চড়েন নি-তো।'

'গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসা—সেটা কি বদলেছে?'

'আপনাদের লেডিজ সীট—'

'ওইতো পাশাপাশি একজনের নাকের সঙ্গে একজনের মাথা। গায়ে গায়ে সিট—গা ঘেঁসে চলবার পথ,—মিনিটে মিনিটে দাঁড়ায়, দলে দলে যাওয়া আসা।'

'তা হলে রেল গাড়ীতে ওঠেন কেন ?'

'সে কি ট্রামের মত চাপা চাপি ছোট জায়গা ?'

'দুপুর বেলায় ট্রামে ভিড় থাকেনা—তাই চলুন—'

'নয—নয়—নয়, আমাব ট্রামে যাবাব কি মানেটা হয় ? অকাজে ঘুবে বেড়ানো-ত ? যারা কাজ কর্ম্ম করে—ট্রাম তাদের—'

'তবে বাসে চলুন—'

'ওরে বাপবে। সেদিন ধোপা প্রকাণ্ড এক ময়লা কাপড়ের বস্তা নিয়ে উঠলো বাসে ! ট্রামে তবু দুটো ক্লাশ, বাসে কে যে এসে পাশে বসবে ঠিক আছে ? না বলা যায় কাউকে কিছু ?'

'তবে হেঁটে চলুন—বেড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব দরকার।'

'পথে পথে ঘুরতে বিশ্রী লাগে আমার। যে তোমাব সহরের পথ, এই পথে আবার লোক বেড়ায় ? গাড়ী লরী মোটর—এদিকে ডাষ্টবিন ওদিকে ডাষ্ট বিন—ছিঃ—'

'গাড়ীতে চলুন, লেকে যাই, সব চেয়ে ভাল বেড়াবার জায়গা'—

'লেক দেখে দেখে অরুচি ! একই জল—চেনা গাছ, চেনা ফুল, বসবার বেঞ্চি—দলে দলে মানুষ—রোজ সেই একই সব'

'লেকটা কি সিনেমা ? মিনিটে মিনিটে সিনাবী বদলাবে ? তাহলে এক দেশ ছেড়ে রোজ আব এক দেশে যেতে হয়—'

'তা কেন ? আসল জিনিস পুবানো হয় না। নদীর ধারে বসো, উঠতে ইচ্ছা হয় ? সমুদ্রের ধারে ? চিবকাল থাক—পুরনো হবে ? একই জিনিস কিন্তু নিত্য নতুন, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এক একবার এক চেহারা। মানুষের তৈরি নকল জিনিষ দু'দিনের বেশী মনে ধরবে না।'

যত সব অদ্ভুত উদ্ভট্টি কথা। সবাই লেকের জন্য পাগল—'

'যার ভাল লাগে সে যাক, কে বারণ করছে ?'

৫৭

সারাদিন হৈ হৈ করিয়া কাটায় নীহার। যে কোন কাজ হোক—সবাই ফেল তার কাছে। সকাল হইতে একটা দেড়টা—বিকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত। দুপুব এবং রাত্রি ছাড়া বিশ্রাম লইবে না। যত কাজই থাক—দুপুরে বিশ্রাম তার চাই-ই। তা ভিন্ন সারাদিন বাঁধা। দুপুর বেলা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও তাকে ডাকিবেন না।

নীহারের খুব পড়িবার সখ। বর্ণ-পরিচয় না হইলেও তীক্ষ্ণ মেধা অভ্যাস ও মনোযোগের ফলে যুক্তাক্ষরহীন লেখা বেশ পড়িতে পারে। সংবাদ পত্রের বড বড হেডিং, সিনেমাব বিজ্ঞাপন, বিবাহের নিমন্ত্রণ বা উপহার পাইলেই উপুড় হইয়া পডিতে থাকে। চিঠি পত্রের বাংলা শিরোনামা যদি স্পষ্ট হয়—আধ ঘণ্টা ব্যয় করিয়া পড়িবেই! জডানো লেখা হইলে রাগ করিয়া ফেলিয়া দেয়—'কি ছাই মাটী লিখেছে!'

নাটক নভেলের উপর নীহারের অত্যন্ত ঝোক। লাইনের পব লাইন বানান করিয়া পড়িতে ধৈর্য্যহীন হইয়া গোরার শরণাপন্ন হয়।

সুরুচি বলিলেন,—'তুমি দ্বিতীয় ভাগখানা পড়। দু'মাসে সব বই পড়তে পারবে।'

'ওসব যে জোড়া জোড়া লেখা, দুটো তিনটে ক' ব' দিয়ে নেপ্টে রেখেচে'—

'পড়লে বুঝতে পারবে। অ' আ—ক' খ' সব চেন তো?'

বর্ণমালার শেষের কয়েকটা অক্ষর নীহার চেনে না।

একখানা প্রথম ভাগ আনিয়া ফণী বার কয়েক পড়াইয়া বুঝাইয়া দিল। নীহার বলিল—'তিনটে শ'?

'হ্যাঁ—মুর্দ্ধন্য ষ—দন্ত্যে স' আর তালব্য শ'।

'র তিনটে?'

'তিনটে 'র' কোথা পেলি তুই ?'

'এই যে—'নীহার র ড় ঢ় দেখাইল।

'ও—হ্যাঁ।'

'নাঃ বাংলা বই একটু ভাল নয়। তিনটে স' তিনটে র' যদি পড়তে হয়—আর সব পড়বো কখন ?'

—'পড়না। লোকে কত কষ্ট করে লেখা পড়া শেখে।'

'না, অত শ' র' আমি পডতে পারবো না। কারা লিখেছে এই সব বই ? তাদের একটু বুদ্ধি নেই।'

'যা—না পড়লি তো বয়ে গেল।'

সুরুচি বলিলেন—'এক কাজ কর—র' আর শ' গুলো ভাল করে চিনে রাখ। নাম মনে থাক বা না থাক। বইয়ে যেখানে যে শ' কি-'র' দেখবে—শুধু শ' র' বল্‌বে। অত দন্ত্যে স' তালব্য শ' কি ড য়ে বিন্দু ঢ'য়ে বিন্দু বলবার দবকার নেই। তুমি তো পরীক্ষে দেবে না। বই পড়ে বুঝতে পারলেই হলো।'

'তবে পারবো। যাই—পড়িগে।'

'এইখানে পড়না—'

'না আমার লজ্জা করে—ঘরে পড়িগে।'

দু'তিন দিন পরে সুরুচি জিজ্ঞাসা করিলেন—নীহার ঘুরে বেড়াচ্ছ যে ? পড়বে না ?'

'পড়েছি-মা'—

'কখন ?'

'দুপুর বেলা।'

'দুপুর বেলা তো ঘুমিয়ে কাটাও।'

'পড়ে রেখে ঘুমোই।'

'তবে পড়া দাও।'

আর খানিকটা পড়েনি, একবারে বেশী করে পড়া দেবো।'

'খুব ভাল করে মুখস্থ করো।'

'তা করি।'

কয়েক দিন পরে সুরুচি আবার পড়া চাহিলেন। নীহার বলিল—'সবটা পড়া হয়নি।'

—'একটা বই একেবারে শেষ করে পড়া দেবে নাকি? কতটা হয়েছে?'

এই 'কাল কাক—ভাল নাক—'

'তবে অনেকটা হয়েছে—আনো দেখি।'

'কাল দেবো।'

পরের দিন পড়া চাহিবা মাত্র নীহার বলিল—আমি পড়বো না মা, অত শ' র' এর বই আমি পড়বো না।'

''তোমায় যে বলেছিলাম—সব শ'-সব র' একরকম করে পড়তে? নাম জেনে কি দরকার?'

'তা কি মনে থাকে? এক একটা এক একরকম দেখতে, যেখেনে সেখেনে বসে রয়েচে! বিচ্ছিরি বই—পড়তে গেলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। আর আমি পড়বো না ও বই—'

ফণী বলিল—'আচ্ছা! বাংলা ভাষা অনাথ হয়ে গেল! ফের যদি দেখি উপুড় হয়ে বানান করতে—তখন দেখিস্।'

লেখাপড়া শিকায় উঠিল। কিন্তু অভ্যাস গেল না। আশা ছিল নিজে শিখিয়া পড়িবে। এবার সে দিকে নিশ্চিন্ত! মেধার গুণে অশিক্ষিত পটুত্ব, ইংরাজী ক্যালেণ্ডার ভালভাবে পড়িতে পারে। ইংরাজী কাগজের বার তারিখ মিলাইয়া রাখে। এবং লাইব্রেরীর ভাল বই রাত্রে গোরাকে দিয়া পড়িয়া শোনে। অর্দ্ধেক রাত আলো জ্বলে তাদের ঘরে।

'ছাতু কোথাকার! বললাম লেখাপড়া শেখ, নিজে পড়া এক, শোনা আর—'

'এই ভাল এই ভাল,—দিব্যি মজা করে শুয়ে শুনছি। পড়তে যাব কি দুঃখে? লেখাপড়া শিখে আমার দরকার? চাকরী করবো না মাষ্টারী করবো?'

'লেখা পড়া শিখলে কাকার অফিসেই ভাল মাইনে কাজ পেতিস্—'

'কি হবে আমার টাকায়? শতেক জনের ফরমাশ খাটি সারা দুপুর—কেন? কি দু'খে?

'দুঃখ বইকি! বেশী টাকা মাইনের চাকরী খুব দুঃখ। যেমন তুই ভূত—তেমনি বুদ্ধি।'

৫৮

বিশ্বকর্ম্মার শরীর ভাল নাই। 'ফুট বাথ' তালমিছরী বচ শুঁঠ আদা চা ইত্যাদি পর্ব্ব শেষ করিয়া বলিলেন—'সর্দ্দির ওষধ কি জান?'

'কি?'

'নাশ, মাস, উপবাস, তিনে হয় সর্দ্দিনাশ—'

'তবে শেষেরটা।'

'তা বলবে বৈকি? আমি যত না খাই, তোমার খরচ বাঁচে। নীহার! আমায় তোরা সত্যি উপোষ করিয়ে রাখবি!'

'নাঃ—কে বল্‌লে? মাংস হচ্ছে—'

'আর কি?'

'রুটি।'

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'মনোবৃত্তানুসারিনী ভার্য্যা।'

কিছুদিন বিশ্বকর্ম্মা কিঞ্চিৎ অসুস্থ রহিলেন। সুরুচি এক দিন সন্ধ্যাবেলা বলিলেন—এই ঔষুধটা খাও—'

'কে দিলে ?'

'কবিরাজ'—

'কোন কবিরাজ ?'

'তুমি চিনবেনা।'

'তবে ওষুধ কি করে পেলে ?'

'—অবস্থা জেনে ওষুধ দিয়েছেন।'

'রোগী ডাক্তারে দেখা নেই—ওষুধ ! আমার অবস্থা জান ?'

'কি করে দেখা হবে ? তোমার গতিবিধি কোনদিন ঠিক্ ? কাউকে কথা দিয়ে রাখনা, কত লোক দেখা করতে এসে ফিরে যায়। সময়ের জ্ঞান আছে তোমার ? না হিসাব আছে ? অবস্থা তোমার তোমার চেয়ে আমরা ভাল জানি—'

'সম্বর ! সম্বর ! আর লেকচার ঝেড়োনা। দাও ওষুধ।'

বিশ্বকর্ম্মা কবিরাজী ওষুধের ভক্ত বরাবর। বিশ্বাস বা ঔষধের গুণে ভাল হইয়া উঠিলেন। 'এঁকে তোমার জন্য ডাক।'

সে দিন বিশ্বকর্ম্মা বাড়ীতে রহিলেন,—সময় বা কথার খেলাপ করিলেননা।

সুরুচি বলিলেন—'ওষুধ খেতে রাজী আছি, কিন্তু এটার রস, সেটার গুঁড়ো, ওটা জ্বাল করা, এ'সব মনে হলে ভয় করে।'

কবিরাজ বলিলেন 'এমন ওষুধ দেবো—কিছু হাঙ্গামা হবেনা।'

কিছুদিন পরে সুরুচি ঔষধ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কেন ?'

'আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কোয়েকার ও'ট,—চা-বিস্কুট পথ্যের ব্যবস্থা আছে নাকি ? ডাক্তারী মতে কবিরাজী চিকিৎসা করবোনা। কোন দিন বল্‌বেন একটু চিকেন ব্রথ খেতে—'

'ভাল—ভাল ! তোমার সঙ্গে আমিও একটু পেতে পারি ।'

'থাক্‌গে—আমার কবিরাজী ওষুধ চাইনা ।'

'তা হলে কবিরাজকে বল তোমার নিউ আবিস্কারের সংবাদটা—'

'বলবোনা ভেবেছ ? আসুন না—'

কবিবাজ আসিলে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন ব্যাপারটা, কবিরাজ একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিলেন—'ওসব পছন্দ না কবেন দেশী জিনিসই খাবেন ।'

'এবার ?'

'আগে দেননি কেন দেশী ব্যবস্থা ? আসল কথা দেশী জিনিসের উপব ওঁর শ্রদ্ধা নেই । কি হবে বিলাতী কবিরাজ দিয়ে ?'

হাওডার বাডীটির সম্মুখে খুব চওডা বাস্তা—রাস্তার উপর বাড়ীর গেট লতা ঢাকা । গেটেব দুই ধারে তকুণ বকুল গাছের সারি । রাস্তাব ওধারে টলটলে জলে ভবা সুদীর্ঘ ঝিল,—সন্ধ্যাব পরে ঝিলের জলে পথের আলোর সারি পডিয়া হাজার চাঁদের ছবি কাঁপিতে থাকে । বাঁ দিকে গঙ্গাবক্ষে অর্ণব পোতের সারি—গতিশীল । ঝিলের ওপারে বিস্তৃত রেল লাইন । ম্যাপের ছবির মত অগণ্য লাইনের ক্রসিং । অগণ্য ট্রেণ অহোরাত্রে শান্টিং হইতেছে । বহুতর বিচিত্র শব্দ—ঝক্ ঝক্—ফোঁস্ ফোঁস্—শাঁ শাঁ—বাঁশীর তীক্ষ্ণ হুঙ্কার । বাতাসে অজস্র কালী মেশানো ধূম্র কুণ্ডলী সমস্ত হাওড়ার উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে ।

—'কি রকম লাগছে হাওড়া ?'

'কি আর বলি—'

'তোমারি সখ—নাও আরাম করে থাক, আমি একবার তোমার বাপের বাড়ী থেকে আসি'—

'আবার এখন সেখানে যাবার দরকার কি ?'

'সে তুমি কি বুঝবে ? তোমার কি প্রাণ আছে ? এতদূর এলে—বাবাকে দেখে এলেনা। তিনি কি রকম ব্যস্ত আমাদের জন্য, তোমার মনে দাগ পড়েনা,—কন্যারত্ন ! অকৃতজ্ঞ কন্যা ! আমি যাব—যাব। কে শোনে তোমার কথা ?'

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

হাওড়ায় বেশ চেনা জানা হইয়া উঠিল। অনেক স্বজাতি খোঁজ নেন—বিবাহ যোগ্য পাত্র আছে কিনা।

ফণী ও নীহার অনেক খবর রাখে।

সুরুচি বলিলেন—'নিজের দেশ ছেড়ে বাঙ্গাল পাত্র খোঁজা কেন ?'

ফণী বলিল—'ভদ্রের খোঁজ করেনা—এমন কুটুম এদেশে নেই।'

নীহার বলিল—'ভাল কথা ফণীবাবু—স্বন্ন বাবুর বাড়ী গেছলাম যে, বাবু পাঠালেন, ওনার ভাইবৌ ওনার সঙ্গে কথা কয়—'

সুরুচি বলিলেন—'আজকাল সব দেশেই ওটা হচ্ছে, পাড়া গাঁয়ে অবধি, কেউ মানেনা'—

'মানা ভাল, ভাসুরের সঙ্গে গল্প না করলে কি ক্ষেতিটা হয় ? কি ক্ষেতি হয় ?'

'আমি কি জানি ? যারা গল্প করে তাদের জিজ্ঞাসা করগে—'

'করবোই তো—উচিত কথা কইবো, ভয়টা কি ? ম্যাম্ হইছেন নাকি ? ঐ পাপেই ত্মাশ গেল ! বছর বছর রেলগাড়ী পড়ে পড়ে যায়—ভুইকম্প হয়—মতিস্বন্ন হয়ে গেছে মানষের, কলি পুন্ন হলো। ত্মাশের নিয়ম মানবেননা ? শাসন নাই—তাই এত আল্লাদ। আগের মতন শাশুড়ী থাক্‌তো—তবে এই সব বৌ-ঝির আল্লাদ বার করতো।'

সুরুচি বলিলেন—'তোমার কি ? দুনিয়ার মাষ্টারি কি ভগবান তোমায় দিয়েছেন ? ওঁর আসবার সময় হলো—এখন থাম—'

'আমার বাবু কাউকে কিছু বলেনা।'

'মোটেনা, সেইজন্যে বছরে তিনবার পুঁটলি বাঁধ—'

'সে আপনি মা, আপনি। আমরা না।'

ফণী বলিল—'এদেশে দেখি বৌ দজ্জাল—শাশুড়ী নরম—'

—'আর আমাদের দেশে শাশুড়ী দজ্জাল বৌ নরম।'

'ও একই কথা। দজ্জাল বৌ শাশুড়ী হয়ে নরম হয়, আর নরম বৌ শাশুড়ী হয়ে দজ্জাল হয়।'

সুরুচি বলিলেন—'এ দেশে শাশুড়ী নরম কে বলে? বৌকে কষ্ট দেয়, বাপের বাড়ী যেতে দেয না, তত্ত্ব পছন্দ না হ'লে পা দিয়ে ফেলে দেয—'

—'সে খুব কম। শতকরা পাঁচটা। ধনীর ঘরে সধবা শাশুড়ীর অত্যাচার এদেশে খুব বেশী। কিন্তু বেশীর ভাগই বৌয়েরা আরাম করে। শাশুড়ী রান্না করে—কাজকর্ম্ম করে। যেন নিয়ম। ঘরে ঘরে দেখছি। তার জন্যে কারু কোন অভিযোগ নেই। বৌ জানে—আমি যখন শাশুড়ী হবো কাজকর্ম্ম করবো, এখন আরাম করি। শাশুড়ী ভাবে—বৌ ছেলে মানুষ—সাজ পোষাক করুক, আরামে থাক, বুড়ো হলে তখন সংসার করবে—'

সুরুচি বলিলেন—'পূর্ব্ববঙ্গে শাশুড়ীর প্রতাপ খুব বেশী। হাজার বয়েস হোক, তেজ তাদের সমান থাকে। বৌ যে—সে নাতীর ঠাকুমা হলেও শাশুড়ীর কাছে বৌ। বৌ ঘরে এলে কখ্খনো কেউ কাজে কাজ হাত দেবেন না—শুধু গিন্নিপনাটি করবেন।'

ফণী বলিল—'কোনা ভাল?

নীহার বলিল—'আমাদের দ্যাশ ভাল। বুড়ো হয়ে মান্ষে আরাম করে, না ঝির মতন খাটে? বুড়ো শাশুড়ী রাঁধে, ছেলে বউ খায়—চক্ষু নজ্জাও নাই—পাপ পুন্যি জ্ঞানও নাই! মরবে নরকে পড়ে! শাশুড় গুরুজন না?'

সুরুচি বলিলেন—'কেমন করে পারে, মায়া হয় না ?'

ফণী বলিল 'তার জন্যে দুঃখ কি ? বৌয়ের ছেলে যখন বিয়ে করবে—বৌয়ের ঐ দশা হবে। এটা তারা খারাপ চোখে দেখেনা—'

সুরুচি বলিলেন—'কিন্তু আমাদের যেন কেমন কেমন লাগে—শীত গ্রীষ্ম বারোমাস দু' বেলা নাকি গিন্নিরা রান্নাঘরে থাকবে—'

'তখন তাদের আর কাজ কি ? সখ টখ মিটে গেছে, হাঁড়ী ধরেছেন। তবে বৌ ভাল হলে সাহায্য করে—না হলে সব কাজ শাশুড়ীর ঘাড়ে। একাদশীব দিন একাদশীর পরের দিন সমান খাটতে হবে।'

নীহার বলিল—'আর সেই যে একটা বইতে আছে—একাদশীর পরের দিন বৌয়ের খাবার নিয়ে দোতালার সিঁড়িতে উঠ্‌তে গিয়ে শাসুড়ী পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিছিলো। বউ আবার গাল দিতে লাগলো —থালা ভাঙ্গলি ক্যান ?'

'অতটা সত্যিই কি হয়। এমন পাজি আর কেউ আছে ?'

'আছে—আছে। না থাকলে লিখবে ক্যানো ?'

৫৯

টুপিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জুতা খুলিয়া বিশ্বকর্ম্মা শয্যা লইলেন। তখনও বাড়ীর কেহ কিছু জানেনা। সুরুচি আসিয়া লেপের তলা হইতে গুণ্ গুণ্ গীত ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন—'জ্বর এলো ?'

—'সুন্দর মম ওহে আজি পরমোৎসব রাত্রি!'

উৎসব বটে। বিশ্বকর্ম্মার জ্বর দেখিবার জিনিষ। জ্বরের প্রথম ভাগে খুব উল্লসিত থাকেন। শেষের দিকে—থাক সে কথা।

'চলে গেলে নাকি ? যাবে বৈকি, স্ত্রী মাত্রে আত্মসুখী—'

ক্রমে বাড়ীর সকলে সমবেত হইল।

'আন্ চা—আদা দিয়ে। জান্‌লা খোলা কেন? উঃ কি শীত! লেপ টেপ দাও দু'চার খানা—এ কি যার তার জ্বর? দাও, জল দাও—'

'জল না সোডা?'

'সোডা আসুক—ততক্ষণ জল দাও—'

'একটু গরম করে দেবো?'

'না—না, ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা কাকে বলে জানো? বরফের মত—শীতের মত, শীতকালের মেটে কলসীর জলেব মত—'

এক গ্লাস, দুই গ্লাস—'আঃ কি মিষ্টি! জল এনে রাখ ঘরে'—

একটা কুঁজা আসিল। তার পর সোডা।

পাঁচামানিট অন্তর বিশ্বকর্ম্মা জল পান করেন। সোডা মুখে দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—'ছিঃ—জল দাও। হাত পা ভয়ানক ব্যথা—হঠাৎ কেন জ্বর এলো কে জানে!'

'চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী—'

'রেকর্ড কেনা সার—কোন দিন একটা গান শুন্‌তে পাইনে। দিন গত পাপ ক্ষয়! যার যার খুসী মত সে চল্‌ছে, আমিও যেমন!'

'গান দেবো?'

'কে ফণী? তুই আছিস নাকি? যা—ডাক্তারের কাছে থেকে ওষুধ নিয়ে আয় এক ডোজ, এক ডোজ, এক্ষুণ যেন শীতটা কমে ও—গরম জল—গরম জল—পা ডুবাবো—'

ফুট বাথের পরে লেপ ফেলিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কাপড় দে—এ গুলো ছাড়ি। এবার জ্বর ছাড়বে। জানো এ সব? সব জানালা এঁটেছিস কেন? খোল্ খোল্—ঘরটা গুদাম করে রেখেচে।'

একটু পরে আবার শীত আরম্ভ হইল। লেপ ঢাকা দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বেলা তিনটেয় জ্বর টের পেলাম। উঠি উঠি করে আর এলামনা। দাও থার্ম্মোমিটার—'

জ্বর ১০১।

'কুছ পরোয়া নেই। গ্রাহ্য করিনে। কাল অফিস করবো দেখো। ঠিক ১০১? ভুল করনি? আবার দেখ—থার্ম্মোমিটার দিতে শেখনি? আচ্ছা—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দাও—'

দ্বিতীয়বার—ঠিক ১০১।

'ভালকরে দেখেছ? দাও দেখি আমার কাছে! আলোটা বাড়াও না,? আচ্ছা,—ক্রমে বাড়বে। জানালা খুলে ঠাণ্ডা খাওয়াচ্ছ কেন? আলোটা একটু কমিয়ে দাও, না থাক্ থাক্—'

বিশ্বকর্ম্মা মুখ বাহির করিয়াছেন।

'মাঝে মাঝে জ্বর হওয়া ভাল, এসব প্রাকৃতিক চিকিৎসা। সবাই এখানে, আজ রান্না হবেনা?'

'কি আর হবে—তোমার অসুখ—'

'—ইস্ ইস্ ভক্তি দেখ!' আসল কথা বিশ্বকর্ম্মার জ্বর দেখিয়া সকলের প্লীহা চমকাইয়া গিয়াছে। অন্য কোন কথা মনে নাই।

'জল দাও তো,—'উঠ বীর জায়া বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রুনীর'—লেপটা সরাও—একটা থাক্—একটা সরাও—'

'না, মশারী ছেড়োনা, মাথায় একটু হাওয়া দাও, এলাচ আছে এঘরে? টেম্পারেচারটা দেখনা আবার—'

'চা খাবে?'

'চা? ক্ষেপেছ? জ্বর হলে কিছু মুখে দিতে পারা যায়?'

'সবে তো জ্বর এলো—'

'তোমার ইচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ১০১ থাক্ কেমন? 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'—ও—আঃ—কৈ চা দিলেনা?'

চা আসিল। 'দু'বার হলো—আর ক'বার দেবে?'

'জ্বরে চা মন্দ নয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তার বাবু! আপনার প্রেসক্রুপসানে ঢের লোক জ্বর বানিয়ে বস্‌বে, আচ্ছা সেই গানটা তোমার মনে আছে ?'

'ঘন তমশাবৃত অম্বর ধরণী—'

গর্জ্জে সিন্ধু'—

—গর্জ্জন শব্দে ঘর কাঁপিয়া উঠিল।

অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মা ঘুমাইলেননা, কাহাকেও ঘুমাইতে দিলেন না। যত সঙ্গীত যত স্তব সাধনা আছে—ক্রমে ক্রমে শেষ হইল।

—'ফণী, ঘুমাসনি কেন ? যা—যা। তুমিও শোও—'

'তুমি কি কিছু খাবেনা ?'

'খাবার নাম করোনা, একি তুমি ? জ্বর যদি হলো, ঘণ্টায়, ঘণ্টায় রকমারি পথ্য !'

জ্বর যতদিন থাকে—ডাবের জল ও সোডা ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু খান না।

—'কত দিন বাড়ী যাইনে, দেখতে ইচ্ছা হয় কিনা ? স্বার্থপর হয়েছি। তোমার কি ? তোমার আত্মীয়জন হলে পাগল হয়ে ছুট্‌তে,'—

'ফণী!—ফণী!' ফণী শুইতে গিয়াছিল, নীহার ডাকিয়া আনিল।

'আঃ আবার এলি কেন ? কাল বাড়ী যাব—বুঝলি ? নিশ্চয় বাড়ী যাব। এখন কি ঢাকা মেলে খুব ভীড় হয় ?'

'বহু দিন পরে হইব আবার আপন কুটীর বাসী—টেম্‌পারেচারটা দেখ—'

জ্বর ১০২।

'বাস্‌—বাস্‌—আর উঠবেনা। ঘুমো তোরা—রাত্রি কত ?'

'দুটো' 'আচ্ছা, টিকেট কার্ড আছে ?'

'আছে।'

'বাড়ীতে চিঠি লিখবো। দিদি কেমন আছেন!—হাতে করে মানুষ করলেন, কি পাষাণ হয়ে গেছি—ভুলেও মনে করিনে—'

অনুতাপে বিশ্বকর্ম্মার কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া উঠিল।

'শোও তুমি শোও, রাত জেগে অসুখ করলে আমার উপায় কি? আমার জন্য কিছু ভয় নেই—চিন্তা নেই। জ্বর হলে পাগলামী করি জান তো, তোমাদের কষ্ট দি, ঘুমোও ঘুমোও—'

পরের দিন। জ্বর ছাড়িয়াছে।

অত্যন্ত বিরস মুখে বিশ্বকর্ম্মা বসিয়া আছেন। দুনিয়ার উপর দারুণ বিরক্তি।

—'ওষুধ আমি খাবনা, আমার মা আমাদের ওষুধ দিতেন না। এমনি সেরে যেতো—'

চায়ের পেয়ালা স্পর্শ কবেন নাই, মেলিনস ফুড দেখিয়া নাক এত উর্দ্ধে উঠিল যে কেহ আর দ্বিতীয়বার বলিতে সাহস পাইলনা। বেদানাব দানা, কচি পেয়ারা-ন্যাসপাতির টুক্‌রা একটা একটা করিয়া মুখে দিয়া তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিলেন।

'তোমার উচিত এক বাটী বার্লী'—

'যাও—যাও, কিছু করতে না পার যেখানে ইচ্ছে যাও—' সুরুচির প্রস্থান।

—'মেজাজ! চিরকাল একরকম। কে ধার ধারে? 'তাঁতি বিনে ধামরাই আঁধ'! নীহার, একটা ডাব কাট্—'

নীহার ডাবের জল দিল।

'ডাব আর আছে তো? আমার কাগজ পত্র এনে দে, জামা কাপড় দে। পরশু যে সুটটা ধুতে দিয়েছিস্ দেয়নি? যেটা বাইরে আছে ওটা চলবেনা,আর একটা বার কর—অফিস যাব—'

'কাপড় চোপড় ঠিক মত দেয়না কেন ধোবা? তাগাদা দিসনে কেন?'

'অফিস যাবেন ?'—

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাজকর্ম্ম দেখে আসি। হাঁ করে চেয়ে রইলি কেন ? বুঝতে পারিস্‌নি ? ঠাকুর বেটা রান্না ঘর খুলে গেছে কোথা ? কাজে মন লাগেনা বুঝি ? ফণী আসেনি ? সারাদিন টো টো কোথায় ঘোরে নাপিতের মত ?'।

জ্বর ছাড়িলে সকলে একটু আড়ালে আড়ালে থাকে।

অফিসের কাপড় পরিতে পরিতে দেহ বিকল বোধ হইল, শীত এবং কম্প। দুই মিনিট অপেক্ষা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা জুতা খুলিয়া মোজা শুদ্ধ বিছানায় উঠিয়া লেপ টানিয়া গায়ে দিলেন।

—'রাগ করে চলে গেলে না কি ? 'যাদেব চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে—' নাও—নাও, আর অফিস যাবনা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো, এখন এসো মাথাটা টিপে দাও, পতিবাক্য নাহি কর হেলা—'

দিন তিনেক পরে বিশ্বকর্ম্মাব জ্বর সারিল। বিশ্বকর্ম্মার স্বাস্থ্য খুব ভাল—সহজে ভাঙ্গেনা। তাঁর চেয়ে বাড়ীর লোকে কাহিল হইল বেশী।

সেই দিন রাত্রে।

'এ ক'দিন অনাহারে রাখলে—লোকে বল্‌বে কি ? নীহার ! কাল পথ্য করবো কি দিয়ে ? কি আন্‌বি ? কই মাছ ওঠে ? বড় মাগুর ?'

'ওঠে—মাগুর একেকটা আধ সের—কই একটা এক পোয়া। দেড় টাকা সের। শিঙ্গি ও ওঠে—বেশ বড় বড়—'

"তার সের কত ?"

'ঐ একই—দেড় টাকা।'

—'থাক্‌গে—তবে থাক্‌গে। ছোট মাছ টাট্‌কা—'

'দামের জন্য তোমার কি ? তিন দিন খাওনি—চার আনা হিসাবে বারো আনা তোমার পাওনা। ডাক্তার মোটে একদিন এসেছে—আর দু'দিনের ফি বেঁচে গেছে,—তাতে মাছের দাম উঠ্‌বেনা ?'

বিশ্বকর্ম্মা কিঞ্চিৎ হিসাব করিয়া বলিলেন—'তা বটে—আচ্ছা। কই মাগুর দুই আন্‌বি, এক সের করে আনবি ?'

'না—না—একটা করে।'

'আর ছোট মাছ সুক্তোর জন্যে—কতটা ?'

'এক্ পোয়া'—

'মোটে ? আর সবাই ? তোমরা ?'

'দরকার নেই।'

নীহার বলিল 'আপনার জন্যে রুগীর মতন রান্না হবে। ও বেশী আন্‌বো কেন ? আমাদের জন্যে অন্য মাছ আন্‌বো।'

'ও—তাই বল্। আচ্ছা, ভাল চাল আছে ? খুব সরু খুব পুরোণো ?'

'আছে, আতপ—'

'না আতপ নয়। সিদ্ধ চাল। তার পর তরকারী কি নিবি ? উচ্ছে পটল—কচি ডাঁটা পাওয়া যায় ?'

'যায়—আন্‌বো।'

'আচার পাওয়া যায় না ?'

এখানে ভাল পাওয়া যায় না। বাড়ীতে আচার চাট্‌নী আছে তো।'

'আছে না কি ?'

'আছে। মাসীমা পাঠিয়েছিলেন—'

'কে জানে, কোন দিন তো দিস্‌নে, জান্‌বো কি করে ?'

সুরুচি বলিলেন—'রাত বারোটা বাজলো—এখুনি উনুন্ ধরাবো না কি ?'

'বাজুক না—তাগাদা কেন? অত ঘুম কি? মাছে বেশী মশলা দিয়োনা—আমি দেখিয়ে দেবো, সে এক দিন খেলে ভুলতে পারবেনা! নীহার, বাজার যাবার আগে নাপিতটাকে ডেকে দিবি—'

'আচ্ছা—যাই।'

প্রভু গত প্রাণ নীহার কথাবার্ত্তায় ভুলিয়া গিয়াছে এটা বাজার যাইবার সময় নয়—রাত্রি।

'এখন নাপিত ডাকবে কি? যাও নীহার শোওগে যাও—

যা—যা, আচ্ছা দাঁড়া একটু, শোন, ভাল লেবু পাওয়া যায় না?'

'যায়—আমি তো আজও এনেছি—'

'কই? দেখলাম না তো?'

নীহার লেবু লইয়া আসিল, 'কিছু খান না, দেবো কি করে—'

'এ নয—এ নয়, লেবু তুইটি নাকের কাছে ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'না—সুগন্ধ কই? এ গোঁড়া লেবু—'

'গোঁডা নয় কাগজী—'

'একে বলে কাগজী? কিছু চিনিসনে! এর রস ভারী অপকারী। সুস্থ মানুষের জ্বর হয়। এলাচী লেবু ওঠেনা? সরবতী লেবু?'

'সব রকম আনবি বুঝলি? বাজার করতে শিখলিনে এখনো—'

'বাজাব শুদ্ধ ধরে আনবে বাডীতে। নিজে যাওনা একদিন, কত বড বড লোক নিজে দেখে শুনে জিনিস পত্র কেনে—তুমি এমন কি?'

'আমিও পারি—কালই যেতাম—জ্বরটা হলো—'

'বাজার উঠে যাচ্ছেনা! কিন্তু আমার ঘুম আছে—'

তুপুর বেলা অত ঘুমিয়েছ—আবার ঘুম—'

তুপুরে আমি ঘুমাইনা—বললে মিথ্যা কথা?'

'নিশ্চয় ঘুমিয়েছ—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'বেশ করেছ—আবার আমার ঘুম পাচ্ছে। যাও নীহার যাও শীগগীর, ভোরে উঠতে হবেনা ?'

নীহার বাহির হইবা মাত্র সুরুচি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন।

৬০

সুরুচির একটা দিনের বিছানা আছে—শয়ন ঘরের একদিকে। সেটার উপর বিশ্বকর্ম্মার ভয়ানক কু-দৃষ্টি।

একদিন অতিথি সমাগম হেতু বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন—'নীহার ! এই চৌকীটা নিয়ে নীচে বিছানা করে দে—'

এমন সময়ে সুরুচির প্রবেশ। 'কি ?'

'এটা নীচে নিয়ে যেতে বল্‌ছি—'

'ক্যাম্পখাট ?'

'তা থাক্‌—এটা এ ঘরে কি দরকার ? শুধু যায়গা জুড়ে থাকা।'

'ওটা দুপুরে একটু শোবার জন্যে। যখন তখন খাটে চড়ে শুয়ে পড়া আমি পছন্দ করিনে—'

'চোদ্দটা বিছানা কার আছে ? ঘরে বারান্দায় টেবিল চেয়ারের গাদা—তবু আবার একটা বিছানা ?'

'রাত্রের বিছানা দিনে ব্যবহার করলে রাত্রে একটুও আরাম হয় না।'

'তুমি দুনিয়ার ব্যতিক্রম। এটার দরকার নাই কিছু—নিয়ে যাক সরিয়ে—'

'আমার বিছানা সরাবে ? সরাও দেখি—'

'নিশ্চয় সরাবো, কি করবে ?'

'সরিয়ে দেখ—'

'একশো বার সরাবো, দু'শো বার সরাবো, আমার হুকুম,—আমি কর্ত্তা।'

'আমি কর্ত্রী—'

'তুমি কর্ত্রী কে মানে?'

'তুমি কর্ত্তা—কেইবা মানে?

'মানে না? আচ্ছা—নীহার!'

দু'দিক হইতে দু'জন আসিল—নীহার তখন বাড়ীতে নাই।

'তোরা যা, নীহার এলে পাঠিয়ে দিস্—'

'কই সরালে না?'

'তুমি যখন ঘরে না থাকবে—এখন একটা গোলমাল করবার সময় নেই আমার।'

'তার চেয়ে এক কাজ কর। নীচের ঘরে যাওনা—তোমার সব ঠিক ঠাক করে দেবে; ওপর নীচ করতেও হবে না—আমার সঙ্গে ঝগড়াও হবে না। আমি ওপরে যেমন খুসী তেমনি থাকি।'

'তা চলবেনা, আমার কাছে যা খুসী তা চলবে না—'

'কি বললে? তুমি মনিব—তোমার বাড়ীঘর? তোমার হুকুম? যা খুসী তাই কর।'

সুরুচি চলিয়া গেলেন। পিছনে শোনাগেল বিশ্বকর্ম্মার হাস্যধ্বনি সহ—'সাবাস'।

বিশ্বকর্ম্মা খুব উৎসাহে ঝগড়ার আয়োজন করেন। পরে মাঝপথে সহসা চুপ করিয়া মজা দেখেন। উত্তেজিত প্রতিপক্ষ এক সময়ে লজ্জিত হইয়া থামিয়া যায়। তবে এ নীতি সব সময়ের নয়।

বিশ্বকর্ম্মাকে ঘুমাইয়া পড়িবার অবসর দিয়া একটু বেশী রাত্রে সুরুচি ঘরে আসিয়াছেন। মশারী ফেলা খাটের বিছানা। নিঃসন্দেহে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আজ দিনের বিছানায় শয়ন; বেশ বই পড়া

যাইবে! একটা ভাল ধোয়া চাদর পাতিলেই চলিবে। আর কিছু দরকার নাই। তোয়ালেটা আজই বদলানো হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা শুইয়া আছেন! খোলা খবরের কাগজে মুখ ঢাকা।

'তুমি এখানে যে?'

কাগজ উল্টাইবার শব্দ হইল।

'যাও খাটে যাও, এই বিছানাটা তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না— তবে এখানে শোবার মানে?'

'মানে আছে—'

'মানে টানে কিছু নেই—যাও তুমি খাটে যাও—'

'এখানে আরাম আছে বেশ, অন্ততঃ কাগজ পড়ার পক্ষে—'

'তবে কেন একরাশ কু-বাক্য বললে?'

'কু-বাক্য? আমি? তুমিই একরাশ যা তা বলে গেলে, চুপকরে শুনলাম—একটি কথাও বলেছি? তোমার মত মেজাজ কি আমার?'

৬১

সুরুচির পিতা আসিয়াছেন—নবদ্বীপ যাইবার পথে। তাপসী শ্যামবাজারের বাসায় আছেন—সকলে এক সঙ্গে নবদ্বীপ যাইবেন।

বিশ্বকর্ম্মার জিনিষ-পত্র কিনিবার অভ্যাস নাই, অর্থাৎ নিজের জিনিষ। কাপড়ের অভাবে বিছানার চাদর পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিবেন। এত দোকান ভীতি।

সুরুচি কলিকাতা যান দরকার পড়িলে। বিশ্বকর্ম্মা রাশিকৃত ফরমাস করেন—কাপড় গেঞ্জি, জুতা, ছাতা, সেণ্ট, সাবান প্রভৃতি— 'অমন পাড়, তেমন রং, সেটা ভুলোনা'—ফিরিতে দেরী হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে

বাসে চড়িয়া অফিস যাতায়াত করেন। তারপর ফিরিলে জিনিষ পত্র বুঝিয়া লইয়া শেষে বলেন—'দেরী দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছিল—'

'কি সন্দেহ ?'

'বোধ হয়'—আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে—'বোধ হয় আসবেনা—'

'কোথা যাব তবে ?'

'স্ত্রী জাতির যাবার স্থানের অভাব কি ?'

'নিজের মতন পরকে ভেবো না।'

দুপুর বেলায় সুরুচি শ্যামবাজার গিয়াছেন বৈকালে সুরুচির পিতা প্রশ্ন করিলেন 'বড় খুকীর সঙ্গে গেছে কে ? সবাইকে তো বাড়ীতে দেখছি—'

নীহার বলিল—'মা কাউকে নিলে না।'

পিতা বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'কেউ না ? একা গেছে ড্রাইভারের সঙ্গে ? যা খুসী করুক গে।'

এমন সময় বিশ্বকর্ম্মার অফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

পিতা দ্বিগুণ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'সারাদিনের পরিশ্রম—এলো কিনা বাসে! গাড়ী নিয়ে এতক্ষণ সেখানে তার থাকবার দরকারটা কি ?'

নম্র ও বিনীত ভাবে বিশ্বকর্ম্মা নীরবে শুনিলেন। তারপরে নিজের ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সুরুচির প্রবেশ। বিশ্বকর্ম্মার উল্লাস আর বাধা মানে না—'আজ তোমার বাপ মেয়ের গুণ টের পেয়েছেন। যাও না—শোনগে না ?'

সুরুচি পিতার কাছে গেলেন।

—'বড় অন্যায়—ভারী অন্যায়! কাউকে নিয়ে গেলিনা কেন ?'

'নীহার ওঁর জন্যে—সতী আপনার জন্যে—'

'আমার জন্যে ? আমি কি শিশু, পাহারা রেখে গেলি ? আমায় বললে আমি যেতাম। ও সারাদিন পরে এলো, এত দেরী কেন হলো ? উচিত হয়নি—মোটে উচিত হয়নি একা ড্রাইভার নিয়ে যাওয়া, একজন কাউকে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল—'

সুরুচি চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা অফিসের কাপড় ছাড়েন নাই, গোপনে একবার দরজার কাছ হইতে শুনিয়া গেলেন।

সুরুচি ঘরে গেলে—'শুনলে ? দেখলে ? ভাগ্যে এই উদার মহাপুরুষের হাতে পড়েছ ! অনন্ত ক্ষমা, বিশ্ব বিস্তারী প্রেম, অনুভব করবে শক্তি নেই—'

'সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না—'

'শুধু ঠাট্টাটা দেখলে ? অফিস থেকে ছুটে আসি কেন ? সেদিন তোমার কথা ভাবতে ভাবতে পড়ে গেছ্লাম আর কি। সেই যে বলেছিলে শাড়ীর সরু পাড়—কোন দোকানে পাওয়া যায় ভাবছিলাম—অমনি একসিঁড়ি পা পিছ্লে—'

'—জানি—জানি !'

—রে জগৎবাসী ! একবার এই অসীম প্রেমরাণী অবলোকন কর—' বক্ষে হাত দিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে একটি পাক দিয়া ফিরিয়া দেখেন ঘরে সুরুচি নাই। তখন হতাশ হইয়া বাথ রুমের দিকে প্রস্থান।

বিশ্বকর্ম্মা শয্যায় সটান।

'মশারীটা ফেলতে পারনি ?'

'তুমি বারণ করেছ।'

'কবে ?'

'কবে নয় ? আগে রোজ আমি মশারী ফেলতাম—'

মশারী ছাড়িতে ছাড়িতে সুরুচি বলিলেন—'তুমি?'

'হ্যাঁ,—আমি, আমি—এই শর্ম্মা, আর কেউ না। তুমি বলেছ 'গিন্নিপনা কেন? অনধিকার চর্চ্চা কেন?' কত বলেছ। কত! কম গঞ্জনা সয়েছি, কত বাক্য যন্ত্রণা! তবে না ছেড়েছি মশারী ফেলা? রোজ আমি মশারী ছেড়েছি—তুমি মজা করে শুয়ে পড়েছ, গরমের দিন পাখার বাতাস করি তুমি মনের সাধে ঘুমাও। তুমি কি কম? আবার আমি সেই কাজ করবো? আমার কি লজ্জা নেই? মান অপমান নেই?'

এক নিশ্বাসে একঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্বচ্ছন্দে চক্ষু বুজিলেন।

বাড়ীতে খুকুর যোগ্য খেলনা জুটিয়াছে ঢের। সে সব অচেতন পদার্থের চেয়ে সচেতন পদার্থের উপর খুকুর টান বেশী। বিড়াল, কুকুর, পাখী, পোকা প্রভৃতিকে এখনও খুকু চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। সভয়ে দেখিতে দেখিতে একবার ঘরে যায়, আবার বাহির হইয়া দেখে। খাবার সময় বিড়ালগুলি ঘোরে, খুকুর চোখে পলক পড়ে না। সে সময় হাসি খুসী সব বন্ধ।

সন্ধ্যা বেলা। বিশ্বকর্ম্মা ছবির বই লইয়া খুকুর সঙ্গে খেলা জুড়িয়াছেন। খুকু সত্যিকার হাতী দেখে নাই! ছবির হাতী দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারে না! জীব-জন্তুর নামগুলি মনে রাখে।

বিশ্বকর্ম্মা ছবি আঁকেন। খুকু পেনসিলটা চায়, 'দে পং দে' কলমকে বলে পং। তারপরে কাগজে কয়েকটা দাগ কাটিয়া মুগ্ধ হইয়া বলে 'বা হুল!'

'চমৎকার ফুল এঁকেছ।'

বাঘের ছবি দেখিয়া বলে 'বাবা! ওতা কি ?'

বিশ্বকর্ম্মা ছবিটার উপর হাত দেন, খুকু বলে 'কাম্‌মা ?'

উঃ বলিয়া বিশ্বর্ম্মা হাত টানিয়া লন, খুকু তাঁর হাত ধরিয়া এপিঠ ওপিঠ ভাল করিয়া দেখে কোথায় কামড়াইল, বিশ্বকর্ম্মার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চায়, এখনি বুঝি বিশি কাঁদিয়া ফেলিবে।

বিশ্বকর্ম্ম আস্তে আস্তে হাত বাড়ান, থাবা দিয়া খুকু তাঁর হাত ধরে। বিশ্বকর্ম্মা আবার হাত দেন, খুকু হাত সরাইয়া দিয়া বলে 'সাত সাত' (ষাট ষাট) কামড়াইবার দুঃখ তখনো যায় নাই। ভাষার ভাণ্ডার খুবই কম, জিজ্ঞাসা করিতে পারে না 'সত্যি কি খুব লেগেছে ?'

তারপর চা আসে—ভাজা। খুকু বলে—'বাস্‌ বাস্‌ আর না।'

অফিসে যাইবার সময় বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া গেলেন 'খুকুকে হাতী দেখিয়ো।'

হাওড়ায় সার্কাস আসিয়াছে। শ্যামবাজার খুকুকে লইয়া যাইতে হইবে। খুকু জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল 'মজি আয়, গাযি আনো, কুকু যাবে।'

মজিদ উত্তর দিল 'হামি গাড়ী আনবো নাই, তুমি হামার কাছে আস্‌লে নাই কেন ? হামি ডাক্‌লো যখন।'

হাওড়া ময়দানে সার্কাসের তাঁবুর বাহিরে সাতটি হাতী বাঁধা। একটি নিতান্ত বাচ্চা, দুরন্ত শিশু স্বভাব। পায়ের শিকল ছিঁড়িয়া ছুটিতে চায়।

'আতী' দেখিয়া খুকু মজিদের কোলে আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। বাচ্চাটি বার বার ছোট্ট শুঁড় বাড়াইয়া খুকুকে ধরিতে চায়। শুঁড় খুকুর গায় ছোঁয় ছোঁয়।

সুরুচি বলিলেন 'ছেলে মানুষ কিনা, খেলতে চায় খুকুর সঙ্গে—'

দ্বিজেন আছে গড়ীতে, সে বলিল 'খেলতে চায় কি শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড়। দিতে—কে জানে?'

দ্বারিক ঘোষের দোকান হইতে খাবার কিনিয়া সুরুচি খুকুকে শ্যামবাজার দিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে খুকুরা বাড়ী গেল। কিন্তু দু' বছরের শিশু মেয়েটির স্মৃতি বাড়ীটায় সর্ব্বত্র। ছাদে, উপরে, নীচে, বাগানে, সামনের পথে, জানালার লোহার শিকে পর্য্যন্ত দুটি ফুলের কুঁড়ির মত ছোট ছোট মুঠির ছাপ।

বাড়ীর সম্মুখের পথে খুকু হাত ছড়াইয়া ছুটিত!

সার্কাসের বাচ্চা হাতীটা খুকুর সঙ্গে এক হইয়া মনে পড়ে। রাত্রে যখন বাচ্চাটির মা সার্কাসের খেলা দেখায়, বাচ্চাটি আগে আগে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে আসে; না হইলে মা আসে না! দর্শকেরা মা'র খেলা ছাড়িয়া বাচ্চাটিকে দেখে। মা খেলা দেখায়, বাচ্চাটি ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া দর্শকদের হাত পা শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া টানা টানি করে। ছেলে পিলেরা হাত বাড়াইয়া ডাকে 'আয় আয়'। খুকুর কথা শ্যামবাজার হইতে শালিমার পর্য্যন্ত।

খুকুর জন্যে বিশ্বকর্ম্মার দিন কাটিতে চায় না। সময় সময় শোনেন যেন খুকুর কথা—'বিশি! 'কুকুযাবে' ওতা কি? 'আতী' 'নাম কি? মায়া নাম'—সেই মৃদু অস্ফুট সুমিষ্ট সুর।

'কেন দিলে? কেন রাখলে না খুকুকে? তেজেন রেখে যেতে চেয়েছিল, যত তোমার কাণ্ড। আমি নিয়ে আসবো খুকুকে, থাক্‌তে পারা যাচ্ছে না—'

'তবে যাও দেখে এসো খুকুকে—'

"যাব ? যাবার সুবিধে হয় সব সময় ? তুমি রাখতে পারলে না ? বেশ ছিল—বেশ থাকতো। পিসিরা কত ভালবাসে। তোমার সব উল্টো। আমাদের পিসিমা আমাদের কত ভালবাসতেন, আপন নয়, বাবার খুড়তুত বোন। কিন্তু কি ভালবাসতেন—সারা বছরেব জিনিস যোগাড় করে রাখতেন কবে আমরা যাব বলে—উৎপাত করেছি কম পিসিমার উপর ? আর তুমি এমন লক্ষ্মী মেয়েটাকে নিজে গিয়ে রেখে এলে ?'

'না রেখে এলে খুকু কি একলা যাবে ?'

"আমি হলে কখনো পারতাম না। আমি বিশ্বাস করিনি তুমি অমন কাজ করবে'—

"যা তুমি বিশ্বাস করনা—এমন অনেক কাজই আমি করি"—

বিশ্বকর্ম্মা ঘর হইতে বারান্দায় গেলেন। একটু ঘুরিয়া আবার ঘরে ফিরিলেন ; এইখানে তিনি বসিতেন—আর খুকু খেলা জুড়িত —সে খেলা ভাঙ্গিত অনেক রাত্রে।

'খুকুর মত মেয়ে দেখিনি আর—"

সুরুচির পিতার ইচ্ছা সব শুদ্ধ নবদ্বীপ যান।

সুরুচি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন—নবদ্বীপ গুপ্ত বৃন্দাবন, গেলে কণ্ঠী বদল করতে হয়—'

'সত্যি ? তবে তো যেতে হবে। নিশ্চয় যাব'—তার পর সাতঙ্কে —'তবে তোমাকেও কণ্ঠী বদল করতে হবে ? সর্ব্বনাশ ! তুমি থাক— আমি যাই—'

'মহাপুরুষের উদারতা গেল কোথা ?'

বিশ্বকর্ম্মা হাস্য করিলেন—'উদারতার অর্থ অনেক রকম একটা মানে না কি? ধব যাকে যেটা মানায়। একজন পুরুষ একশোটা বিয়ে করতে পারে? মেয়েরা পারে?'

স্বকাচ নবদ্বীপ গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা ছুটী পাইলেন না।

যেদিন স্বকচিব ফিরিবার কথা—বিশ্বকর্ম্মা দু'ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে গেলেন—এবং সমস্ত ট্রেন আসিবার ঘণ্টা খানেক পরে ফিবিলেন।

পরেব দিন স্বুক'চ আসিলেন—বিশ্বকর্ম্মা তখন বেড়াইতে গিয়াছেন। একটু পরে ফিরিয়া নীচে হইতে খবর লইয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন।

— অমন পা টিপে টিপে আসা কেন? চমকে উঠেছি একেবারে'—

'সন্দেহ হয়, নারী প্রগতির দিন—বান্ধবেব অভাব নেই—'

—'নাবীরা এত বোকা নয় যে স্বামীব আসবার সময় বান্ধব আসবে' "স্বামীব উপস্থিতিই সব চেয়ে নিরাপদ—"

'তা কেউ পারেনা—যাই বল তুমি—'

—'ঐটে বাহাদুবী! সবলতাব ভাণ হচ্ছে দুষ্কর্ম্মের আবরণ'

সুরুচি উঠিলেন।

'বোস, বোস, নবদ্বীপেব গল্প বল,—কাল এলেনা, ভয়ে ভাবনায় আমাব ঘুম হলোনা, কণ্ঠী বদল করে ফেল্‌লে না কি—"

'সবাই তোমার মতন কিনা—নবদ্বীপের অত নিন্দে কেন? মন্দ যারা মন্দ—ভাল যারা ভাল—যাওনা, দেখে এসোনা?'

'আমার দেখা আছে—আমি জানি। তুমি কি দেখে এলে তাই বল'—

'দেখবো আবার কি? বাড়ী থেকে কোথাও যাইনি?'

"তাই? বেরুলে দেখতে পেতে—ওখানে শতকরা ষাট ঘর—'

'ষাট ঘর কি?'

প্রেমিকা—গৃহত্যাগিনী!—দিব্যি সংসার করছেন।'

'বেশতো—তুমিও যাও—অমনি একটি জুটবে—'

'সেই তো ভয় হয়—যদি আব না ফিরতে পারি—'

"পারবেনা কেন ?"—

লোকে বলবে কি ? লোক নিন্দা একটি বিষম ব্যাপাব—'

'না পার—সেখানেই থেকো।'

'তুমি—তুমি কি করবে ?'

'আমি এসব বেচে কিনে একেবারে বেডাতে বেরুবো—'

'কোথায় ?'—

'সে তখন জানতে পারবে।'

আহারের ডাক পডিল।

'আর কেন ? তুমি তো নবদ্বীপে—কণ্ঠী বদল করেছ—জাত নেই। তোমার সঙ্গে খেতে গেলাম কেন ?'

'রাখো, রাখো ওসব বাজে কথা। পাপ কথা! কানে আঙ্গুল দিতে হয়।' আমাব নামে যা-তা বলা, এর ফল পাবে একদিন। এমন পবিত্র পুণ্যাত্মা—'

"যিনি উঠিতে বসিতে নিজের পরিবারটিকে শাসন করেন।"

"যিনি উঠিতে বসিতে পরিবারের কাছে গঞ্জনা খান। সাধু সত্তম—অক্রোধী—উদার প্রাণ।"

৬২

কোন কোন দিন বিশ্বকর্ম্মার অনুসন্ধিৎসু স্পৃহা জাগে।

—'রাত্রে কি রান্না হবে ?'

'মচ্ছি'—

'ওবেলার সেই রুই ? হাওড়ার কই মাছে অরুচি ধরে দিলে'—

'রুইযের নাম এ দেশে পোনা। আধমণ হলেও পোনা।'—

'ও চলবেনা—মাংস নিয়ে আয়—'

নীহাব বলিল—'আটটা বাজে এখন এনে চাপাতে গেলে অনেক রাত হবে, আপনি কি দেবি করবেন ?'

'তা করবো।'

সুরুচি সত্রাসে বলিলেন 'না না, শেষে সব্বাব খাওয়া বন্ধ।—'

'তবে ভাল মাছ নিযে আয়—আমি বান্না কববো—'

ঠাকুর জানিতে আসিল—'বাবু কি সব রান্না কববেন ?'

নীহার বলিল—'হ্যা—হঁ্যা—বাবুব কাজ নেই—তোমাদেব বেঁধে খাওয়াবে। তুমি খাটিয়ায ঘুমোওগে।'

তার পরে নীহার বাজাব হইতে ফিরিল। ততক্ষণ বিশ্বকম্মার স্নানাদি শেষ।

'কি মাছ ?

—'শোল।'

'শোল ? আব কিছু পেলিনে ?

'না। বড শোল—দু'সের হবে।'

'আচ্ছা—কাট্।'

মাছ কাটা না হইতে বিশ্বকম্মা নিম্নতলে অবতরণ করিলেন—এবং চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন 'এ সব জঙ্গল কে করেছে ?'

বিশ্বর্ম্মার লক্ষ্য শয়ন গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। বারান্দার ধারে ধারে সর্ব্ব জয়া ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছিল, এখন সেগুলি বাড়িয়া লম্বা লম্বা পাতা বারান্দায় হেলিয়া পড়িয়াছে।

উপর হইতে সুরুচি বলিলেন 'আমি। দেখতে কেমন কুঞ্জবনের মত ?'

'কবিত্ব! বড্ড জঙ্গলী গাছ, বিছে হয়, এর পর নাকে কানে ঢুক্‌বে।'

পাতাগুলি আঁটিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

'তুমি নাম্‌ছো না যে?'

আমি হিসাব লিখ্‌বো এখন'

'ঢের হয়েছে! এসো এসো, রান্না দেখ্‌বে-শিখ্‌বে-জান্‌বে! খেলে জন্মে ভুল্‌তে পারবে না'।

'না আমি শিখতে চাইনে'।

'আমি শেখাব। শীগ্‌গীর এসো, নইলে রইলো সব পড়ে'—

সুরুচি তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন।

'কৈ কিছু যোগাড দিস্‌নি? তোরা বড্ড ঢিলে! কখন রান্না হবে?'

'সব দিচ্ছি, এখুনি হয়ে যাবে।'

জ্বলন্ত উনান এবং সমুদয় সরঞ্জাম আসিল। সুরুচির উপর আলু কাটিবার হুকুম।

'অমন করে নয়. বড বড় করে কাট, ভাল করে খোসা ছাড়াও'—

'খোসা থাক্‌ একটু, ভিটামিন'—

'ভিটামিনের কিছু বলেছি! আর কিছুদিন পর জল থেকে মাটি থেকে ভিটামিন আবিষ্কার হবে।'

সকলে মিলিয়া প্রাণ পণে যোগাড দিতেছে, কালিয়া না কারী না কোর্ম্মা এখনো বুঝিতে পারা যায় নাই।

মশলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক—এটা কি মসলা?

ও সব নয়, ও সব নয়, শুধু লঙ্কা আর হলুদ চাই। ঐ জন্যেই তোদের রান্না খারাপ হয়। পেয়াজ বাটা নিংড়ে রসটা দে। গরম মশলা আস্ত কিস্‌মিস? দই কোথা?'

মহা ধূমধামে রন্ধন সুরু হইল। পাড়া পড়শীরা বুঝিতে পারিল একটা ব্যাপার হইতেছে বটে।

'লঙ্কা বাটা, আদা কই ? দে আমার কাছে'—বিশ্বকর্ম্মা খন্তি ধরিলেন এবং ফুটন্ত তেলে মাছ ছাড়িবামাত্র দু'হাত পিছাইয়া গেলেন।

'চেয়ারে সুবিধে নেই, মোড়া আন্, ঘন ঘন মাছ উলটাইতে উলটাইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন আঁচ নেই কেন' ?

'নরম আঁচ তো ভাল'—

'যেমন বুদ্ধি ! মাছ ভেঙ্গে যাবে'—

'যা ওল্টানো হচ্ছে, ভেঙ্গে গুঁড়ো হবে'।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'আনাড়ী রাঁধুনি পেয়েছ ? আঁচ জোর করে দে'।

নীহার উনান ঝাড়িয়া হাওয়া দিয়া অগ্নিতেজ বৃদ্ধি করিয়া দিল।

'—আর কি হবে ? অনেক কাটা রইলো যে ?'

নীহার বলিল 'চচ্চড়ি ভাল হয়'।

'ঠিক বলেছিস, পালং শাক আছে কি ?'

'ভাল পালং দু'রকম আছে, শুধু পাতা, আর শীষ শীষ, শীষটা ভাল। তা বলে খুব শক্ত শীষ নয়, সে ভাল না ! আন্—আছে তো ?"

না।'

'সে জানি। দিন আনা দিন খাওয়া বেদের দলের মতন'—সুরুচি বলিলেন 'সব সময় সব জিনিস থাকে নাকি ?'

'ভাল গিন্নি হলে থাকে ; যখন যা চাইবে পাবে। শাক আন্তে পাঠিয়ে দে'।

সুরুচি অনিচ্ছুক ভাবে বলিলেন 'পালং শাক একটু তেতো।'

'তুমি একটি অদ্ভুত ! পালং শাক তেতো ? অমন ভিটামিন কিসে আছে ? এর পরে পালং শাক ভরি হিসেবে সোণার দরে বিক্রী হবে জানো ? অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী ! কোন জ্ঞান নেই—শুধু পণ্ডিতি !'

—'নিম পাতায় যদি ভিটামিন থাকে তাও মিষ্টি হবে? মুক্তোর দরে বিক্রী হলেও পালং শাক আমি ভাল বাস্‌ছিনে'—

'তবে এনে কি হবে? থাক্‌'।

'আমার জন্যে না কি? সবাই ভালবাসে।'

নীহার বলিল 'এবার জল দিই?'

'থাম্ থাম্, কষা হয়নি; লাইটটা বড্ড ডিম, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—'

এই সময় ফণী বেড়াইয়া ফিরিল। এবং তৎক্ষণাৎ বারান্দার দ্বিতীয় আলোটা জ্বালিয়া দিয়া জুতা খুলিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া জায়গা করিয়া লইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

'—হ্যাঁ এবার বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আলু রং ধরেছে নয়? তোমার আলু এমন সোণার রং হয়?'

—'তা কি করবো? সবার কি সব গুণ থাকে?'

'স্বীকার কর! ভাগ্যে আমার হাতে পড়েছ, আর ভাগ্যে জিভ্‌খানিতে ধার আছে—'

বার বার দেখিয়া শুনিয়া নিঃসন্দেহ হইয়া কারী কোর্ম্মা যা হোক নামিবার অনুমতি হইল। সতী ফণী ঠাকুর সর্ব্বশেষ নীহারকে দিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্বাদ পরীক্ষা করিলেন।

'শাক ধোয়া হয়েছে? ক'বার ধুয়েছিস? আটদশবার না ধুলে শাক ঠিক হয় না। লঙ্কা কই? শুক্‌নো কাঁচা দুই দে, সরষে বেটেছিস? না—কি দিবি? কালজীরে আন্—মেথি কই? মৌরী? কিসে কি দিতে হয় কিচ্ছু জানিসনে'—

সুরুচি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'তুমি এত সব জান্‌লে কি করে? কলেজে শেখাত না কি?'

সগর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কমনসেন্স যাকে বলে, সেইটে একটু থাকলে জানা যায়—যা তোমার নেই।'

বহুক্ষণ চারিদিকে খাড়া পাহারা দাঁড়াইয়া এবং যোগাড় দিয়া শ্রান্ত হইয়া একে একে সকলে সরিয়া পড়িয়াছে। শুধু নীহার আছে—শ্রীকৃষ্ণের দারুক সারথির মত।

অবশেষে রন্ধন শেষ হইল। বিশ্বকর্ম্মা সকলকে লইয়া আহারে বসিলেন।

একটা কথা—পরম শত্রুকেও অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে—বিশ্বকর্ম্মার রন্ধন অতি উত্তম—তা তিনি যে ফোড়ন বা যে মশলা দেননা কেন। গর্ব্ব তাঁহার সাজে।

৬৩

কলেজপাঠী দুজন বন্ধুর সঙ্গে সারা সন্ধ্যাটা হট্টগোল করিয়া বিশ্বকর্ম্মা ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত তাঁহাদের আগাইয়া দিতে গিয়াছেন। নীহার সবে নিজের ঘরে গিয়া আরাম করিয়া একটা ছবির বই দেখিতেছে—অকস্মাৎ বাড়ীর সমস্ত আলো নিভিয়া গেল।

ফণীর অভ্যাস—মাঝে মাঝে বাড়ীর মেন সুইচ বন্ধ করিয়া দিয়া মজা দেখা। আজ সে নির্দ্দোষী। বেড়াইয়া আসিয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছো। 'একি রে? সব অন্ধকার কেন?'

রান্নাঘর হইতে ঠাকুর বিষম কোলাহল করিয়া উঠিল। উপর হইতে সতী ডাকাডাকি বাধাইয়াছে। ভীষণ অন্ধকার! একে কৃষ্ণপক্ষ—তায় বিদ্যুৎ বিলাসী চক্ষু। যে যেখানে আছে—চলৎশক্তি হীন।

নীহার চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিল 'নিজে এই কাণ্ড করে ভালমানুষি হচ্ছে! যেই বাবু বাড়ী থেকে বেরুলো—অমনি চালাকি! যাক্‌না রান্না পুড়ে—আমার কি?'

'কি বক্‌ছিস পাগলের মত—আমি কি জানি ?'

কোথায় কেরোসিন, কোথায় অব্যবহার্য্য লণ্ঠনাদি—খুঁজিয়া বাহির করা বিপদ। দিয়াশেলাই জ্বালিয়া জ্বালিয়া ফণী একটা ক্ষুদ্র মোমবাতি বাহির করিল—সেইটা ধরাইয়া একটা লণ্ঠন ও একটা মব্‌চে পড়া কুপী পাওয়া গেল। ষ্টোভ হইতে কুপীটাতে কেরোসিন ঢালিয়া ঠাকুর সেটা রান্নাঘরে লইয়া গেল। ফণী লণ্ঠনটা জ্বালিয়া নিজের টেবিলে রাখিয়া জামা খুলিতেছে—নীহার ছোঁ দিয়া লণ্ঠনটা লইয়া উপব হইতে হ্যাচাকটা আনিল। সেটা ধরাইয়া উপরে সিঁডির মাথায় রাখিয়া এবং লণ্ঠনটা নীচের বারান্দায় রাখিয়া পাহারায় বসিয়া রহিল।

সুরুচি উপরে ঘরে ঘবে দুটি প্রদীপ জ্বালাইয়া লইলেন। ফণী ঠায় নিজের ঘরে অন্ধকারে দাঁডাইয়া আছে,, রুষ্ট হইয়া বলিল—'তোর আক্কেল কি ?'

'আপনার আক্কেল কি ? বাতি নিবিযে মজা করুন না ?'

'তবু বল্‌বি আমি করেছি ? আমি এই তো এলাম—'

'চুপি চুপি এসে নিবিয়ে দিয়ে তারপরে জানিয়ে আসা—'

ইত্যবসরে ঠাকুর আসিয়া লণ্ঠনটা লইয়া গেল, ফণী বলিল—'তোমার কটা লাগবে ?'

'কুপীতে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, সেটা উনানের ধাবে রেখেছি। ঘরের মেজেতে লণ্ঠন না হলে যোগাড কববো কি করে ?'

নীহার পরম খুসী হইয়া বলিল—হ্যা—হ্যাঁ—নিযে যাও, পোকা পড়ে যদি ? তখন কি ফণী বাবু তোমায় বাঁচাবে ?'

আবার ঘোর অন্ধকার। নীহাব উল্লসিত হইযা হাসিতেছে।

ফণী বলিল—'তুই ভারি কুটিল—কেবল তোর দুষ্টবুদ্ধি—'

'বাবু আসুক না, গুণের কথা এতদিন কিছু বলিনি—'

সুরুচি ফণীর ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। বলিলেন 'সত্যিকার বাঘ এলেও রাখালের কথা কেউ বিশ্বাস করেনা।'

'আচ্ছা দেখি।'

তখন দেখা গেল—পাশের বাড়ীগুলি অন্ধকার এবং রাস্তার একদিককার একসারি ল্যাম্প পোষ্ট নিভিয়া রহিয়াছে।

—'এখন ? পাড়াশুদ্ধ আলো আমি নিভিয়েছি ?'

'হ্যাঁ—সব আপনার কর্ম্ম—আপনি সব পারেন।'

'দেখেছিস তুই আমার কর্ম্ম ?'

'আপনি ছাড়া কেউ না—আমি জানি।"

—'তুই নিজে যেমন মন্দ তেমনি পরকে ভাবিস্।'

নীহারের অন্ধকার ভীতি দারুণ, ভয়ে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া আছে। ফণী আর একটা বাতি খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—'তুই একটা কাপুরুষ, যেমন ভীরু, তেমনি আল্‌সে, উঠে একটু দেখ্‌বি, না জড় হয়ে বসে রইলি !'

'বেশ বেশ, তুমি তো সুপুরুষ ! একা পথে বেরোও না রাত্তিরে ! উঠ্‌বনা আমি কিছুতে, বাবু এলে বল্‌বো আমার জ্বর হয়েছে।'

এমন সময় বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন—' এ কিরে ? আলো কি হলো ?'

ফণী বলিল 'এদিককার লাইট খারাপ হয়ে গেছে, ফোন করে দিয়েছি, মিস্ত্রি আস্‌ছে।'

বিশ্বকর্ম্মা উপরে উঠিতে লাগিলেন। নীহার ত্বরিৎ বেগে দাঁড়াইয়া বক্ বক্ করিতে করিতে এবং হাতড়াইতে হাতড়াইতে সন্তর্পণে তাঁহার পিছনে চলিয়াছে। সিঁড়ির মোড় ঘুরিলে হ্যাচাকের আলো পাওয়া যাইবে। কিন্তু দু'এক সিঁড়ি উঠিয়াই পাশের দেওয়ালে সজোর ধাক্কা খাইল। বিশ্বকর্ম্মা মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেলেন 'তোর আসবার দরকার নেই, রান্না হয়েছে ? আমার একটু দেরী হবে আজ—'

যেদিন বিশ্বকর্ম্মার দেরী থাকে, সুরুচি ছাড়া সকলে আগে খায়। নীহার ফিরিয়া আসিয়া সরোষে বলিতেছে 'কি দুগ্‌গতি করি'

আপনার দেখেন না, আঁদারে পড়ে গিয়ে আমায় হাত কেটে গেল। এমন বেয়াক্কেলে কাম করে মানুষ ?'

তারপর ঠাকুরের রান্না শেষ হইলে নীহার সেই তেল ময়লা ভরা কুপীটা চাহিয়া লইয়া নানাস্থানে খুঁজিয়া পাতিয়া কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা ছিঁড়িল। হাত ঠিক নয়—যতটা ছেঁড়া দরকার অনেকটা বেশী ছিঁড়িয়া যায়, টান দেয় বেহিসাবী,কাজেই এলো মেলো ভাবে ছেঁড়ে। বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া অন্যটা ছেঁড়ে। শেষে পছন্দ মত হইলে পা ছড়াইয়া বসিয়া মেয়েদের মত অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে অত্যন্ত সরু সলিতা পাকাইতে আরম্ভ করিল। সুরুচি বলিলেন 'ওটা পেলে কোথা ? যতটুকু আলো তার দশগুণ ধোঁয়া আর ময়লা। কোথাকার কুপি ওটা ?—'

সলিতা খুব মোটা হইয়া গেল। সেটা ছিঁড়িয়া দুভাগ করিতে করিতে নীহার ক্রূদ্ধ স্বরে বলিল "এই নম্পো দিয়ে ফণী বাবুকে খাওয়াবো আজ, ওনার জন্যি আমার হাতখান কেটে গেছে। একটু তিন চার দিন ত্থাও ফণী বাবু ভাল চাও তো—'

'তুই আমায় নম্পো দিয়ে খাওয়াবি—তোকে আমি টিংচার আইডিন দেবো কেন ? পাজি কোথাকার !—'

'না ত্থাও ভালই, সিপ্‌তিক' হয়ে আমার জ্বর আসুক—ডাক্তারের খরচ দিও—'

ফণী নীহারের হাতে আইডিন লাগাইয়া দিল, বলিল, 'যত দুর্ব্বুদ্ধি কর্‌না কেন—আমার সঙ্গে পারবিনে—'

নীহার খুব ঘটা করিয়া ফণীর খাবার জায়গা করিল। (খাবার ঠাঁই করা তার কাজ নয়) এবং একটা ঘটি উপুড় করিয়া তার উপর সেই ময়লা, মরচে পড়া সরু সলিতার অতি ক্ষীণালোক কুপীটা বসাইয়া সোৎসাহে ও সাগ্রহে ডাকিল—'ফণী বাবু শীগগীর খাবেন আসুন, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল !'

আলো কিছু দেখা যায়না, শুধু কেরোসিনের বিশ্রী গন্ধে ও প্রচুর ধূমে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে, তিষ্টিবার সাধ্য নাই সেখানে।

'দাঁড়া' বলিয়া ফণী বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরে আসিয়া একটা বড মোমবাতি জ্বালিয়া বলিল—'এখন.? তোর ভরসায় থাকবো না-কি ?'

''ওটা কতক্ষণ ? নিবলো বলে—'

'আবার কিনবো। আমাব ঘবে জ্বালবো, পড়ে মরিস অন্ধকারে পাজি ! ভেবেছিস্ দেবো তোকে ? লম্প দিয়ে তোকে খাওয়াবো দেখিস্—'

উপর হইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'তোরা আবস্ত কবলি কি ?'

নীহার উচ্চ ও ক্ষিপ্র জবাব দিল 'কিছু না, এই ফণীবাবুব সঙ্গে কথাবাত্রা কচ্ছি—'

এমন সময় সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল। মিস্ত্রী আসিয়াছে।

'ফণী বাবু মোমবাতিটা স্থান আমার কাছে ?'

'কি কব্‌বি ?'

''ঘরে রেখেদি, বড ভাল বাতিটা—'

'মোমবাতির তুই বুঝবি কি ছাতু ?'

''তোমার থেকে ভাল বুঝি। দ্যাও—বাবুর জন্যে রাখবো।'

'তোকে দেবো কেন ? এক কাজ কর, রেড়ির তেল কিনে ঘরে রাখ সময় অসময়ের জন্যে, ইলেকট্রীকের বিশ্বাস কি—'

'একবার ইলেকটির খরচ দেবো মাসে মাসে, আবার পয়সা দিয়ে নেড়ির তেল কিনবো ? কিছুতেই না। নেড়ির তেলের দাম আছে জানো ?'

'যা ইচ্ছে করগে পাজি, থাকিস অন্ধকারে।'

৬৪

'ফুল্লরা দেখবে চল—'

'ভাল হয়নি ফুল্লরা—'

'কে বল্‌লে ?'

'ছবিটা যারা করেছে—কেউ ভাল পারে না !'

'ফুল্লরা বিষয়টা কি ? সেই বানিজ্য যাত্রা, বড় সতীনের অত্যাচার, আমার কিছু কিছু মনে আছে—'

'যা হোক্‌ খুল্লনা ফুল্লরা এক করে ফেল্‌লে—'

'ও দুইই এক। তবে কপাল কুণ্ডলা—'

'সে পুরাণো ছবি দেখা আছে—'

'দেখেছি না কি ? কৈ মনে পড়ে না ?'

'হ্যাঁ দেখেছ, ভাল হয়নি। অমন ভাল বই কিন্তু কি ছবিই হয়েছে ! শুধু গান আর গান !'

'বল দেখি—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সমুদ্রতীর, কাপালিক ! হ্যাঁ সব মনে আছে ; থাক্‌বেনা ? লুকিয়ে এক জামিনের পড়া ফেলে পড়েছি—'

'মনে আছে ? বল মনোরমা পশুপতির কে ?'

'মনোরমা বঙ্কিম বাবুর বইতে নেই, অমন সাধারণ নাম তাঁর পছন্দ ছিল না। শ্রী, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ভাল ভাল নাম—'

'আয়েষা কে ?'

'আয়েষা জগৎসিংহের স্ত্রী।'

'স্ত্রী ? তিলোত্তমা কে ?'

'কে জানে তিলোত্তমা কে ! তুমি বলতে চাও কি ? খুব পড়েছ ! খুব মনে আছে ! গড মান্দারণে জগৎসিংহের সঙ্গে দেখা—আয়েষা বললেন—'তুমি আমার প্রাণেশ্বর' স্বামী না হলে প্রাণেশ্বর বলে ? কি ? কথা নেই যে ? পড়িনি আমি ?'

'বিশ্বকর্ম্মা আবার দুষ্ট ভ্রু তুলিয়া ফেলিতে মন দিলেন।

'তবে চল প্রভাস মিলন। দেখা হয়নি ছবিটা—'

'ওটায় ও তেমন ভাল কেউ নেই—'

'তা বলে কি হবে? চল দেখে আসি—'

'তোমায় অফিস?'

'ঠিক পাঁচটায় আস্‌বো তৈরী থেকো।'

'পাঁচটায় তুমি আসতে পারবে?'

'পাঁচটার আগেই আস্‌বো।'

ফোন করিয়া সিট রিজার্ভ হইল।

বেলা পাঁচটার সময় বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। ঠিক সেই সময় সুরুচি বাথরুম হইতে উপরে যাইতেছেন, বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিলেন 'এতক্ষণে কাপড় কাচা এরি নাম তৈরী? আমি গাধার মত খেটে ছুটে আস্‌ছি—শুয়ে বসে তোমরা সময় পাওনা? তোমাদের নিয়ে যে কোথাও যায় তার মত গরু আর নেই—'

বলিয়া খটাখট্ শব্দে সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া উঠিয়া গেলেন।

মিনিট কয়েক পরে 'সতী তোর খুড়ীমা কোথা?'

'ও ঘরে—'

বিশ্বকর্ম্মা অফিসের শর্ট ড্রেসে যাইবেন। সুতরাং বেশী হাঙ্গাম নাই। শুধু সাবান ছ্যাজলীন এবং আয়না। আয়না টি ছাড়িয়া সেই ঘরের সামনে গেলেন—' ঐ কাপড়টা? ছাড় ছাড়, খুব ভাল কাপড় পর, কাণে কিছু পরবেনা? ভাল চুড়ি কই?'

'দেরি হয়ে যাবে—'

'কিসের দেরি? যেতে মোট কুড়ি মিনিট—'

'কলকাতা কি এখানে? পথে পথে সামনে গাড়ী পড়ে আট্‌কে থাক্‌তে হয়—'

এগুলি বিশ্বকর্ম্মার কথার প্রতিধ্বনি।

—'তা হোক্—সবে পাঁচটা বারো—ও কাপড় নয়— ভাল কাপড় পর—'

'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট তুষ্টরুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে—'

—'তার অর্থ?'

—'অর্থ এই যে অব্যবস্থিত চিত্ত লোকের প্রসাদ এবং বিরাগ দুই-ই ভয়ঙ্কর!—'

'নাও—নাও, শীগ্‌গীর কর, কেবল বাক্ বিন্যাস—'

'তুমি চা খেয়ে নাও না—'

'—নেহি নেহি, সময় হবে না। তুমি এত দেরি করলে কেন? এত ঢিলে যে তার দু'ঘণ্টা আগে তৈরি থাকা উচিত—'

—তৈরি হয়েছি, এখনো পাঁচটা পনের মোটে,—খাও চা খাও, শেষে যে সিনেমা হলে যা দেখ্‌বে মুখে পূরবে, ভারি লজ্জার কথা—,

অগত্যা বিশ্বকর্ম্মা পেয়ালাটা একবার স্পর্শ করিয়া এবং প্লেটটা ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন।—'হনুমানটা কই?' হনুমান ফণী।

উত্তর কলিকাতা পৌঁছিতে আধঘণ্টা সময় লাগিল; নানা জায়গায় বাধা পড়িয়া আটক থাকিতে হয়।

বহুপূর্ব্বে সিট্ রিজার্ভ করার দরুণ প্রথম সারিতে চেয়ার পাওয়া গিয়াছে। পিছনে দেওয়াল—সম্মুখে দর্শকগণ। ভিড় আদৌ নাই।

ফণী সুরুচির হাতে তাঁহাদের টিকেট দিয়া নিজে বহুদূরে গিয়া বসিল।

'দাও—দাও আমায় দাও—তুমি হারিয়ে ফেল্‌বে—'

মিলিটারী কায়দায় চলিতে চলিতে এবং গম্ভীর মুখে চারিদিক দেখিতে দেখিতে 'শো রুমে' প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিতে গিয়া বিশ্বকর্ম্মা টিকেট হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—'কি হবে?'

'হবে আর কি—যাক্‌গে—'

'দাঁড়াও একটু—টিকেট খুঁজি—'

'টিকেট আর দরকার কি ?'

'আছে বই কি ? হঠাৎ দেখ্‌তে চায় যদি—'

সুরুচি বিশ্বকর্ম্মার কোপন ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া খুঁজিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার একটা দুর্ব্বলতা আছে, প্রকাশ্য স্থানে বা লোকচক্ষুর সমক্ষে মহিলাদিগকে কোন কাজ করিতে দেন না অত্যন্ত সম্মান করেন। চেয়ার সরানো, জায়গা করিয়া দেওয়া, ট্রেণ ষ্টীমারে উঠা নামার সাহায্য করা—বিছানা পাতা—জিনিস পত্র গোছ গাছ—খাবার পরিবেশন সব নিজে করেন। মহিলারা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ—এ-সব করিলে নাকি মর্য্যাদা হানি হয়।

টিকিট পাওয়া গেল না। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'যাঃ—মন খারাপ হয়ে গেল।' ভগ্নচিত্তে টুপি খুলিয়া বসিতে গিয়া দেখেন নীচে বাঁদিকে চেয়ারের কোণে দু'খানা কাগজ পড়িয়া আছে।

মহামূল্য সম্পত্তির মত সযত্নে সে দু'টিকে প্যাণ্টের পকেটে পূরিয়া এবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

'শো আরম্ভ হইল। একে আঁধার আঁধার ঘর—তায় বিশ্বকর্ম্মা বেশীক্ষণ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার লোক নন। আসেন ঝোঁকের মাথায় এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য—'আমরা সিনেমা গিয়েছিলাম!' লোকের কাছে গল্প করিবার বিষয়। এক্ষণে দু'তিনটা দৃশ্যের পরই উস্ খুস্ আরম্ভ করিলেন। পুনঃ পুনঃ সিগারেট ধরান এবং বলেন 'চল যাই—আবার একদিন এসে বাকীটা দেখ্‌বো।'

সুরুচি মৃদুস্বরে বলিলেন—'একটা ছবি দু'বার কেউ টিকেট করে দেখে ?'

'কে কি করে না করে—সে কথা কেন ? তুলনা কিসের অত ?'

ইণ্টারভ্যালে আলো জ্বলিল। সঙ্গে সঙ্গে ফেরীওয়ালার বিকট

চীৎকার। একটি বাদামওয়ালা একটা করিয়া ভাজা বাদাম শুদ্ধ ঠোঙ্গা নমুনা স্বরূপ দিয়া গেল।

'ভেরি নাইস্। কটা নেবো ?'

'ও সব ভাল নয়—'

'খেয়ে দেখনা, সল্টেড বাদাম, এই সোডা।—'

সোডা পান করিতে করিতে বাদামওয়ালা এবার আসিয়া দুই ঠোঙ্গা বাদাম দিয়া গেল,—দু'আনা দাম। 'তুমি খাবে না ? সত্যি খাবে না ? তবে আমি দু'টো খেয়ে ফেলি—'

'দুটো পারবে ?'

'পাঁচ ছ'টা করে মোটে। এই আইস ক্রীম !'

'আমার জন্য কিনোনা'—

'ভাল—এ সব ভাল, চানাচুর ডাক্‌বো ?'

চানাচুর কেনা হইল। তারপর চায়েব জন্য এদিক ওদিক করিতে করিতে চা ওয়ালা আসিয়া হাজির।

'দু' পেয়ালা—'

আমি নয়।'

'আচ্ছা এক পেয়ালা। (নিম্ন স্বরে) পতিব্রতা স্বামীর প্রসাদ বাঞ্ছা করেন। এই মিঠে পান ! ইধার।—'

মিঠে পান কিনিয়া খুচরা পয়সা ফুরাইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা চা ওয়ালাকে একটা আধুলি দিলেন।

একটা ছোট্ট এটাচি কেস সঙ্গে থাকে,কিন্তু সেটা খালি পডিয়া আছে, মাণিব্যাগ সিগারেট কেস দেশলাই সব বাহিরে কোলের উপর, একটা সামলাইতে আর একটা পডিয়া যায়। রুমালটা বার তিনেক অদৃশ্য হইল। কতক কতক সুরুচিহাতে করিয়া রাখিয়াছেন। এক একবার বিশ্বকর্ম্মা এক একটা জিনিষ নেন আবার সেটা ফিরাইয়া দিয়া আর একটা ধরেন। একটা

করিয়া নিখোঁজ হয়—আবার পাওয়া যায়। 'কোথা রাখলাম ? কোথা গেল ! কি বিপদ,' শেষে বাহির হয় চেয়ারের কোণ বা পকেট হইতে।

সামান্য একটু চা পিরিচে ঢালিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা পেয়ালাটা সুরুচিকে দিলেন।

'না—সহস্র লোকের উচ্ছিষ্ট পাত্রে আমি খাইনা—'

'ওঃ আগে বলা হয়নি—নতুন কিনে আনতো। আমার প্রসাদ দোষ নেই—ধব।—ধর।'

'শুষ্ক পর্য্যুষিতং বা পি নীতং বা দূর দেশতঃ—

প্রাপ্তি মাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা।'

—'না।'

'হ্যা—'

সুরুচি পেযালাটা লইযা একদিকে নামাইয়া রাখিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'আমাব প্রসাদের অপমান ?'

হঠাৎ আলো নিভিল। ফেরীওয়ালাবা বিদায় হইল, কোলাহল থামিয়া ঘর ঠাণ্ডা হইল, এবং ছবি সুরু হইল। বিশ্বকর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন 'পযসা দিয়ে গেলনা ব্যাটা—পালালো নাকি ?'

ইহার পর ছবিতে আব মন লাগিল না। পযসাব জন্য বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পডিলেন।

—'ব্যাটা আমায় ঠকালে! একটা চা ওয়ালাব কাছে ঠক্‌বো ? কি অন্যায়! দেশলাইটা কোথা গেল ? এতগুলো সিগারেট এনেছ কেন ? দেখ—দেখ, ঐ মেয়েটি ঠিক পদ্মার মত দেখতে—তেমনি করে হাসে। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ ? ঠিক তেমনি নয় ? বাঃ একেবারে অবিকল। আর ঐ বৌটিকে দেখেছ ?—দেখনি ? ঐ যে এদিক ফিরে দেখলো। এখনো দেখতে পাওনি ? তুমি কি ? ঠিক বৌমার মত—না ? ঐ যে মাথায় কাপড দিলে। আজকাল মেয়েদেব একটা বোগ—বার বার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখা—মানে লোককে দেখানো—'

'চুপ করনা, লোকে বলবে কি ? কেউ তো কথা বল্‌ছে না তোমার মতন ?'

বিশ্বকর্ম্মা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন 'কে কি বলবে ? কার কি ধারি ? টাকা দিয়ে আসিনি ? সভ্য সেজে বোবার মতন চুপ করে বসে থাকবো কাব ভয়ে ? যার যা খুসী ভাবুকনা ?'

"এসব জায়গায় চুপ করে থাকাই ভাল।"

হ্যাঁঃ—ভাল ! দরকার নেই আমাব ভাল।'

বেগতিক দেখিয়া সুরুচি নিঃশব্দ রহিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া একটা সিগাবেট ধরাইলেন। তার পর শান্ত ভাবে বলিলেন—'আচ্ছা পারিজাত হরণ করার জন্যে এত যুদ্ধ বিগ্রহ কেন ? স্বর্গে আসবার বা কি দরকার ? একটা ডাল চেয়ে নিয়ে দ্বারকার বাগানে লাগালে ত বেশ হ'তো'—

প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গে উপাখ্যানটি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিয়া দিতে হয় —নতুবা তিনি কিছু বুঝিতে পারেন না। এবং আগে বলিয়া দিলে মনে থাকেনা।

'তোমার সঙ্গে আমি আসবোনা আর'—

'তা আসবে কেন ? আমায় পছন্দ নয় সে জানি, যাকে পছন্দ তার সঙ্গে এসো—'

'ছি—ছি, সবাই শুন্‌ছে—'

'বয়ে গেল ! আর কতটা বাকী আছে বল্‌তে পার ? নাঃ এতক্ষণ বসে থাকা ! ঘরে তালা দিয়ে এসেছিলে ? আলো নিবিয়ে এসেছিলে ? না আলো জ্বলছে ?'

'তুমি তো পরে বেরুলে ঘর থেকে—'

'পরে বেরিয়েছ তুমি—আমি কি তোমার মতন ঢিলে ? আমি

গাড়ীতে উঠেছি আগে। কি রান্না করতে দিয়েছ? না কিছু বলে আসনি?'

'নীহার রয়েছে—ভাবনা কেন তোমার?'

অবশেষে ছবি শেষ হইল। টুপি মাথায় দিয়া জিনিসপত্র ক্ষুদ্র এটাচিকেসে ভরিযা সেটা হাতে—আর একটা সিগারেট ধরাইয়া চা ওয়ালার জন্য চতুর্দ্দিকে সার্চ্চলাইটের মত তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে চলিলেন।

'অত খুঁজে কাজনেই,—ছ'টাকা দিলে তিনটাকা ভুলে যাও—ক'আনা পয়সার জন্যে এত?'

'ব্যাটা ফাঁকি দিয়ে নেবে?'

'না গো বাবু—ফাঁকি দিই'নে। এই নাও তোমার পয়সা—'

ঠিক দবজার পাশ হইতে চা ওয়ালা হাত বাড়াইল, 'এইখানে দাঁড়িয়ে আছি তোমাব পয়সা দেবো বলে। ভাঙ্গানী নিযে দেখি দোব বন্ধ হয়ে গেছে,—তাই—'

অপ্রস্তুত বিশ্বকর্ম্মা পয়সাগুলি পকেটে ফেলিলেন।

সারি সারি গাড়ীব মধ্যে নিজেব গাড়ী তিনি কোন দিন বাহির করিতে পাবেননা। পাশ হইতে ফণী বলিল—'ওদিকে নয়—এই যে।'

হাওড়া পুলের উপর উঠিয়া বলিলেন—'বাঁচা গেল।'

স্থরুচি বলিলেন—'ছবিটি ভাল হয়নি মোটে—'

'তবু তো উঠলেনা, কিছুতে না। ভাল ছবি হলে দেখতে পারা যায়। এ কি ছবি না ছেলে খেলা? একমাসের মধ্যে আর নয়।'

ঘরের চাবি সবদিন নীহাব রাখেনা। চাবি না রাখিলে নির্ভাবনায সে একটু বেড়াইতে পারে। সুতরাং এক একদিন ঘরে আলো জ্বলিতে থাকে।

সাত দিন পব আবার—"বাঃ সিনেমা দেখবোনা? খারাপ হোক, ভাল হোক, এর একটা গুণ আছে।'

'কি গুণ ?'

"সময়টা কাটে মন্দনা।"

সময় কাটাবার জন্য ভাল বই পড়তে হয়—না হয় অন্য কোথাও যাও।'

'না—সিনেমা।'

৬৫

বিশ্বকর্ম্মার জীবনে আসিল—গুরুতর কর্ম্মভার—ভয়ানক পরিশ্রম। মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছু হয়না। বিশাল সৌর জগতের গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশের ফলে মানুষের সুখ ও দুঃখের আবর্ত্তন। দৈনিক জীবন যাত্রা পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে বাঁধা। বিশ্বাস করি বা অবিশ্বাস করি—দুইয়েরই এক গতি।

কেসের উপর কেস্—মামলা মোকর্দ্দমা। অবিশ্রান্ত কাজ—কাজ। ভোর পাঁচটায় কাগজ লইয়া বসেন। এগারোটায় উঠিয়া অফিস যান। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আবার কাগজ পত্র—রাত্রি দশ—এগারো—বারোটা। উপর নীচে বাহিরে সর্ব্বত্র আলো জ্বলে। সরকারী লোক জনের গতিবিধি। কত রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকে মশার কামড় সহিয়া নিশি জাগে। ইলেক্‌ট্রিক চার্জ্জ সীমা ছাড়া। নিতান্ত কাজের কথা ছাড়া আলাপ গল্প হাস্য পরিহাস—আমোদ আহ্লাদ—সবই সকলে ভুলিয়া গিয়াছে।

কোথায়ও এক পা যাইবার অবসর নাই,—আত্মীয় জন আসিলে অনেক সময় দেখা হয়না। একটি চিঠি লিখিবার কিম্বা একখানা চিঠি পড়িবার সময় নাই। কারো দিকে চাহিয়া দেখিবার বা দুটি কথা বলিবার অবসর তো একেবারেই নাই।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস—প্রায় বৎসর ঘুরিল। কার্য্যভার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিল। এবং বিশ্বকর্ম্মার সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইল।

বৎসরের শেষে একদিন অফিস হইতে ফিরিয়া টুপিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া (সব রাগ টুপির উপর) হাতের ডাণ্ডাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সতেজে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'কি ঠিক করেছি জান?'

'না।'

'জাননা? জান কি তবে?'

'তুমি কি করেছ জানবো কি করে? বললে তো?'

'তবে শোন।'

সুরুচি ডাণ্ডা হইতে একটু নিরাপদ স্থানে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'কি?'

'চাকরী আর করবোনা।'

'কেন?'

'সন্ন্যাস নেবো। আমার সন্ন্যাস যোগ আছে জাননা?'

'জানি।'

'তবে স্বীকার করনা কেন? সন্ন্যাস মানে শুধু কি লোটা কম্বল? কারো ধার ধারবোনা—কারো সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবোনা—স্বাধীন হব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ—জীবনটা বিষময় করে লাভ কি? জীবনের উদ্দেশ্য শুধু কাগজ কলম নয়। নির্ম্মল আনন্দ—যা আমরা পাইনা দাসত্বের চাপে। হেলায় কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি? কাল ছুটির জন্য এ্যাপ্লাই করবো। চারমাসের ছুটি, এক সঙ্গে একেবারে চারমাস—বুঝতে পেরেছ?'

বুঝিতে পারা বিশেষ কঠিন নয়। শুনিবামাত্র এক মুহূর্ত্তে সুরুচির চিন্তা বহুদূর ছড়াইয়া গেল,—ছুটী!—ছুটী! বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম জীবনে ছুটী দুর্লভ পদার্থ। চাকরীওয়ালা সাধ মিটাইয়া চাকরী করেন—এবং তাঁহাদের

সমস্ত চাহিদা যোগাইতে হয় পরিজন বর্গকে। দাসত্বের মর্ম্ম তারাই ভাল রকম বোঝে।

সুতরাং সুরুচি অনেক ভাবনা ভাবিয়া ফেলিলেন সেই মুহূর্ত্তে! রান্না হইতে এক মিনিট দেরি হইলে বিশ্বকর্ম্মা অনাহারে অফিস ধাবিত হইবেন না।—খাবার কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিলে তৎক্ষণাৎ টেবিল পরিত্যাগ করিয়া উঠিবেন না। তাড়াতাড়িতে ভালরকম যোগাড় না রাখিতে পারিলে সেদিনও অনাহার প্রায়। এক কথা একবার ছাড়া দু'বার বলিতে হইলে শ্রোতার রক্ষা নাই। টিফিন পাঠাইতে দু'মিনিট দেরী হইলে টিফিন বাস্কেট অস্পর্শিত ফেরৎ আসিবে। ঠিক্ সন্ধ্যায় চায়ের জল না যদি দৈবাৎ ফোটে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বাড়ী প্রকম্পিত থাকবে। এবং এ সব যদি না ঘটে তবে ভাল লাগিবে কিনা! তবু মনে হইল বিশ্বকর্ম্মার সুমতি যেন আগামী কাল পর্য্যন্ত থাকে।

পরদিন বিশ্বকর্ম্মা ছুটির দরখাস্ত ঝাড়িয়া যথাকালে ফিরিলেন। ভাবটা কিছু শান্ত—টুপিটার উপর তত আক্রোশ নাই। শুধু বলিলেন—'ছাদে চেয়ার দে—'

নির্ম্মেঘ নিশ্চিন্ত মন কিঞ্চিৎ উদাস—বৈরাগ্য ভাবাপন্ন। অনেক চিন্তা অনেক বিগত কথা ধীরে ধীরে একে একে মনে পড়ে। অনেক দিন পূর্ব্বে নদীর ধারে ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ। আঙ্গুলে তার দাঁতের দাগ আজও আছে। জেলের মধ্যে সে বলিয়াছিল—'বাবু এত জোর গায়ে রাখেন?'

আর একবার মফঃস্বল হইতে ফিরিবার পথে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়াছেন—নির্জ্জন চষা মাঠে হঠাৎ ঘোড়া পা বাধিয়া উল্‌টিয়া পড়িল এবং বিশ্বকর্ম্মা দশহাত দূরে গিয়া পড়িলেন। জ্ঞান হইলে দেখেন—চারিপাশে চাষীরা। ঘোড়াটিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেবার তিন চারমাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

আর একবার—বন্যার বিপুল বেগে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে,—

সন্ধ্যাকালে ট্রেণ ষ্টেশন পৌছিল। সেদিন যাওয়া অসম্ভব। চতুর্দ্দিক জলে জলময়। নৌকায় কিছুদূর গিয়া ভীষণ বৃষ্টি নামিল। সমস্ত দিন অনাহার—কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। শেষে বহুকষ্টে সাত মাইল গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া একটি ঘরে আশ্রয় লইতে হইল। ঘরটি ছিল বড রাস্তার উপর—কিন্তু তখন দ্বীপ তুল্য। যেমন বৃষ্টি তেমনি অন্ধকার। মূহূর্ত্তে মূহুর্ত্তে জলরাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রি তখন এগারটা। সমস্ত দিন পরে সেইখানে সকলের স্নান। এবং সম্মুখের ভাসমান বাজার হইতে চাল ডাল আনিয়া রন্ধন। সেই ঘরের মালিক ঘরে যাহা ছিল সবশুদ্ধ সমস্ত বাডীখানি একেবারে ইঁহাদিগকে ধরিযা দিয়া কৃতার্থ ভাবে বারান্দাবাসী হইলেন। এই সব উপকাবী বন্ধুদের সঙ্গে আর ফিরিয়া দেখা হয় না—এ বড দুঃখ। এমনি কত শত ঘটনা। কতক মনে পডে—কতক মনের গহনে সুপ্ত ; কিন্তু একদিন মনে পডিবেই।

কঠিন কর্ম্মজীবন। প্রাণপণে খাটিয়াছেন। নিজের সুখ সুবিধা সংসাব—দূরে রাখিয়া একমাত্র লক্ষ্য ছিল কর্ম্ম। প্রয়োজন হইলে বহু-বহুবার রৌদ্র বা বৃষ্টিতে দশ বিশ মাইল জলসিক্ত ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়া অথবা শুষ্ক রুক্ষ মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া মফঃস্বল গিয়াছেন,—যান বাহনের অপেক্ষা রাখেন নাই। খডগপুরে যখন দাঙ্গা বাধে, অকুতোভয় বিশ্বকর্ম্মা একা অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত সহরটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছেন। কাহাবো কথা মানেন নাই। কাহাকেও ভয় করেন নাই। কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে সেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর কিছুই না।

বিবেক তাঁহার গর্ব্বিত। প্রবঞ্চনা বা মিথ্য ব্যবহার তাঁহার নাই। অন্যায়কে কখনো মার্জ্জনা করেন নাই।

এই কর্ম্মময় জীবন—এই ঘটনা বহুল কর্ম্মভার—ইহার ফলে কত অভিজ্ঞতা লাভ, কত রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা—মানুষের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা

যে পাপ আছে—হিংস্র পশুর মধ্যে তা' নাই। তাদের স্বভাব তারা গোপন করে না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যত রকম মহাপাপ আছে সে সবই মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে—যে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তবু তো এই পৃথিবী মানুষের অধিকৃত। মানুষের ভয়ে জীবজন্তু ঘোর জঙ্গলে—জলের তলে—পাহাড়ে—গাছে—মাটীর নীচে—কোথায় না পালাইয়াছে? নিতান্ত শিশু ও মানুষের মনের ভাব বোঝে। রাগের সময় পালিত জন্তুও কাছ ঘেঁসে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও তাই। বেশীর ভাগ স্বার্থের জন্য। মাতা কন্যায়—পিতা পুত্রে পর্য্যন্ত স্বার্থ সম্বন্ধ। সব বুঝিয়াও লোক চোখ বুজিয়া দিন কাটায়—দেখিতে চায় না।

জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য আছে—সুনির্দ্দিষ্ট পথ আছে,—ইচ্ছা করিয়া অন্ধ সাজিয়া থাকিয়া লাভ কি? সুখ শান্তি কাকে বলে—পক্ষীরাও বুঝিতে পারে। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা এবার সুখের চেষ্টা করিবেন। অপরে যে যা খুসী করুক—বিশ্বকর্ম্মা সে পথের পথিক নন।

ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। সংবাদটা তবে সত্য।

—'আমার গরদের কাপড়টা গেরুয়া রং করেছ?—'

—'তীর্থে যাবে?—'

—'তীর্থ? যত ভণ্ড আর মহাপাপী যায় তীর্থে! আমি ও দুয়ের একটাও নই। ভেবেছ কি? চিনতে পাবনা? এখন বিশ্রাম, কিছুদিন বিশ্রাম। দেখছো আমার স্বাস্থ্য? তা দেখবে কেন? সেদিকে তোমার লক্ষ্য আছে?'

'কোথাও যাবে না?'

—'দাঁড়াও—ভেবে চিন্তে দেখি। স্বেচ্ছায় কঠিন কারাপাশ ছিন্ন করে ফেলেছি—আপাততঃ এই কি যথেষ্ট নয়?'

শুভাকাঙ্ক্ষীর দল ভিড় করিয়া আসিল—'এ করলেন কি?'

ঈষৎ হাস্য বিশ্বকর্ম্মার—'ঠিক করেছি।'

ক্ষুণ্ণ মিত্রগণের উপর বিশ্বকর্ম্মার দয়ার সঞ্চার হইল,—আহা নিতান্তই জালবদ্ধ জীব এরা! জাল ছিঁড়িয়া যে বাহির হয়—সে ইহাদের করুণার পাত্র। বিবেক বুদ্ধি চিন্তা জীবন সবই এরা সঁপিয়া দিয়াছে দাসত্বের মধ্যে! দাসত্ব ভিন্ন পৃথিবীতে আর যে কিছু আছে সে ধারণাই নাই। অবোধ উর্ণনাভের দল!—

সমস্ত হিতোপদেশ সমস্ত পরামর্শ বিশ্বকর্ম্মা অতি সহিষ্ণুভাবে সহাস্য মুখে শ্রবণ করিলেন। প্রতিবাদ করিয়া বাধা দিলেন না। তিনি জানেন এদের বুঝানো বৃথা। যার যা খুসী বলিয়া যদি সুখী হয়—বলুক।

'কোথায় যাই—বল দেখি—'

'মুঙ্গের কষ্ট হারিণীর ঘাটে বাড়ী নিয়ে, খুব ভাল হবে; বাবা ছিলেন অনেক দিন—'

"বেশ। মিষ্টি পান আছে আমার?"

'নতুন এলে না কি? জাননা?'

'ও এই যে—তা অত ঝঙ্কার কেন?—মিষ্টি পান তো?'

'বলবো না'

'নীহার, জুতোটা দে—পামসু—ধূলো ঝেড়ে, যা করে রেখেছিস'—

'সব বক্সো করেছি আজ—'

'ছড়িটা কোথা?—ওটা নয়—ঐটে'—তাম্বুল সেবনান্তর বিশ্বকর্ম্মার প্রস্থান।

নীহার সোৎসাহে 'বলিল রোজ আমি বাড়ী থেকে জিনিস পত্তর আনবো—'

'সে কি করে?—কতদূর—'

'সাইকেল নিয়ে যাব, খুব কাছে তো'—নীহারের বাড়ী খাগড়িয়ার নিকট।

ফণী বলিল—'তুই বাড়ী থাকবি এখন—আরাম করবি—'

'বাড়ী থাকতে গেলাম কোন্ দুঃখে? এতকাল কষ্ট কল্লুম এখন তীর্থি করবো না?'

'বাড়ী থাকা দুঃখের কথা হলো?'

"ওদের সঙ্গে আমার বনে কিনা, দেখে শুনে আসবো বাস্—থাকছে কে?"

—'তাহলে বোঝ তুই কত বড় পাজি। তারা সারা বছর বেশ থাকে—তুই গেলেই করিস ঝগড়া সব্বার সঙ্গে—'

নীহারেরা একান্ন পরিবার। তিন ভাই। মেজ বৌ দর্জ্জাল, সুতরাং মেজভাই পৃথক। বড়ভাই উদার ক্ষমাশীল স্নেহময়। ক্ষেত খামার গরু বাছুর বাড়ী ঘর ভাল গৃহস্থের মত। বড় ভাইয়ের ছেলেরা নীহারের সমবয়সী। বড় বৌ বাড়ীর গৃহিনী, এক সময়ে নীহারকে মানুষ করিয়াছিল এখন নীহারের ছেলেপিলে মানুষ করে। যেমন সংসার বুদ্ধি তার—তেমনি পরিশ্রমী। নীহারের স্ত্রী দিবারাত্রি খাটিয়ায় অধিষ্ঠান, বৌয়েরা ছোট শাশুড়ীর সব হাতে হাতে যোগায়। নীহার বড় বৌকে বলে—'একি অন্যায়! ছেলে মানুষ বৌরা কত করবে?"

'করবে বৈকি, বৌয়েরা কাজ করবে না? করবে শাশুড়ী? চিরকাল ও খাটবে কেন? আরাম করুক এখন, বৌ ঘরে এয়েছে—'

'কবেই বা ও কাজ করেছে—দেখিনি তো কোন দিন—'

'না করুক—সবই কি সমান হয়?'

'তবে তুমি এত খাট কেন?'

'আমার কথা ছেড়ে দে—আমি না খাটলে চলে?—'

নীহার বিদেশে থাকে। ভাইপোরা কিছু ঈর্ষ্যান্বিত। ইচ্ছা করিয়া অপব্যয় করে। নীহার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল 'এত টাকা পাঠাই—একটা পয়সা আমি নিজের জন্য খরচ করিনে—তবু বাড়ীতে একটা ভাল কাজ

হয় না, যখনি যাই, কেবলি কর্জ্জ কেবলি কর্জ্জ! পাওনাদার এসে ধরে। আমি ভেন্ন হবো ওদের সঙ্গে, একখানা ঘরের দরকার, লোক বেড়েছে, তা আজ পর্য্যন্ত হলো না।'

গাঁয়ের লোক বলে 'খরচ তোমার সব চেয়ে কম, টাকাও পাঠাও, তবু দেনা—নিজের আখের আছে তো?'

নীহারের স্ত্রী বলে 'তোমার যা মেজাজ, যা গতিক, ভেন্ন হবে তুমি হও—আমি ওদের ছাড়া থাকতে পারবো না'—

বৌকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া নীহার চলিয়া আসিল। শুনিয়া সুরুচি বলিলেন 'বৌ ত বেশ?'

'ওটা যে কুড়ে মা—ভেন্ন হলে কাম করতে হবেনা? সেই ভয়।' —বৌয়ের উপর রাগ করিয়া দু-বছর নীহার আর বাড়ী গেলনা।

ফণী জিজ্ঞাসা করে—'তুই গেলে তোর সেবা যত্ন করে তো?'

"কে ওদের সেবার ধার ধারে? আমি নিজে সব করি! আমার পছন্দ হয়না কিছু ওদের,—'বলি এমনি করে রান্না কর' দেখিয়ে দি—তা বড়বৌ বলে বাংলা দেশে থেকে বড্ড বাবু বনে গেছিস্।'

'তোর বৌ দিলে পারে তোর পছন্দ মত'—

"হুঁ সে আমায় দেবে! এক নম্বর কুড়ে—খাটিয়া ছেড়ে উঠবে? রোজ বড় বৌ রাত্তিরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে খাওয়ায়—এতটুকু ছেলেরা পড়ে কত রাত—সে ঘুমোয়।'

বাড়ী যাইবার সময় নীহার চা চিনি লইয়া যায়। ষ্টোভ একটা বহু পূর্ব্বে রাখিয়া আসিয়াছে—যাহাতে বৌদের জল গরমের ছুতায় না পড়ে। বাড়ীতে ক্ষেতের গুড়—চিনির চলন নাই। চিনি একটা দুর্লভ বস্তু সবার কাছে। নীহার গুড় পছন্দ করেনা।

'চা খাব কি? এক পাল ছেলেপিলে বাড়ী ভরা—চা করতে দেখলে ঘটি বাটী থালা যা পায় এনে বস্‌বে—না দিলে হয়? আমার সাতদিনে

সব ফুরিয়ে দেয়! আবার করে কি—দু'বেলা খেতে বসে—হুঁ—হুঁ—হুঁ'—

'তার মানে কি ?'

'চিনি দাও। এক বেলা ছাতু এক বেলা রুটি তো? রাত্তিরে রুটির সঙ্গে ডাল কি তরকারী—না হয় শাক একটা হয়। আবার দুধ গুড়—তবু চিনি চাই—না দিলে কান্না।'

'তুই ধম্‌কাস বুঝি ?'

'ধম্‌কালে বড়বৌ বকে—সেই তো দিযে দিযে আস্কারা দিয়েছে।'

গত কার্ত্তিক মাসে নীহাব বাড়ী যাইবার সময় একটা বড় দুধের কৌটা লইয়া গিয়াছিল, একদিন পবে নীহারের সাত বছরের ছেলেটী বাসী রুটির সঙ্গে সেই কৌটাটি শেষ করিয়া স্কুলে চলিয়া গিয়াছে! মাকে বলিয়া গিয়াছে 'বাবুজীর দুধ কি বঢ়িয়া! ঘরকা দুধ এইসা নেহি'—বিকালে চায়ের সময় টিন খালি!

সুকাচ বলিলেন, 'কতটা দুধ থাকে কৌটায় ?'

ফণী বলিল—'জমাট দুধ অতবড় কৌটায় দু'সের খুব হবে।

বাপরে! বাঙ্গালীর ছেলে হলে একমাস ভুগতো! ডাক্তার ওষুধের খরচ—আর কত কি—'

'কিছু হলোনা তার ?'

"না ঃ—ইস্কুল থেকে এসে ছাতু খেলে"—

'স্বাস্থ্য বলি ওদের। বাংলায় এলেই নষ্ট হয়, যেমন তুই একটী খাঁটী বাঙ্গাল হয়ে গেছিস। পাবিস ছাতু রুটি খেয়ে থাকতে ?'

'ছাতু আমি ছুইনা।'

বাড়ী যাইবার এবং আসিবার সময় খাবার লইতে হয় সঙ্গে। বাড়ী হইতে দিয়াছে খাবার—পথে খুলিয়া দেখিয়া সব শুদ্ধ ফেলিয়া দিয়া গোমো ষ্টেশনে চাল ডাল কিনিয়া তিনজনের রান্না রাঁধিয়াছে।

আন্দাজ নাই ! স্বভাবতঃই নাগারের হাত দরাজ। হাতে আর এমন পয়সা নাই যে এক খুরি চা কিনিবে ! একদিন সম্পূর্ণ উপবাসের পর আসিয়া পৌছিল।

'পুরী ফেলতে গেলি কেন ? চাল ডাল হাঁড়ির পয়সা কম লেগেছে ? ওতে চা হতো পাঁচ দিন—ভূত একটা !'

'ফেলবোনা ? আক্কেল কি ? হিং দেওয়া বড়ির তরকারী—ঐ খাই আমি ?'

'বলে দিসনে কেন ?'

'অ ঃ—বলে দেবো ? কেন ? আন্দাজ নেই ? বেয়াক্কেলে লক্ষিছাড়া-গুলো'—

কেন মিষ্টি কিনে পুরী খেলে হতো ? পুরীতে তো হিং দেয়নি ? তা ফেল্লি কেন ?'

'রাগ হয়ে গেল দেখে, সব দিলাম ফেলে !'

'কাকার কাছে থেকে কাকার মতন শিখেছ ? তাদের তো বড় ক্ষতি হলো। নিজেই উপোষ করে আমচুর !—কেমন আক্কেল ?''

৬৬

বিশ্বকর্ম্মা আবিষ্কার করিলেন—বহু দিন একস্থানে আছেন—কোথাও যাওয়া হয় নাই। ইহা দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। (এত বড আবিষ্কার আর কেহ করিয়াছে কিনা সন্দেহ)।

সুতরাং ভ্রমণ। ভ্রমণ তো বটে, যাইবেন কোথায় ? সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব চলিবেনা।

দার্জিলিং ?—কার্শিয়াং ? কালিম্পং ? তবে তিব্বত নয় কেন ? পুরী ওয়াল টেয়ার ? তবে সাগর পারে নয় কেন ? ওদিকে সমুদ্র পাড়ি

দিয়া শ্বেত রাজ্য—এদিকে পাহাড় লঙ্ঘন করিয়া গোলাপী রাজ্য, বাকী থাকে কেন? তারও ওপারে আরও ওদিকে কত শত অদ্ভুত অজানা দেশ,—সমস্ত পৃথিবী তো ভ্রমণ করা যায় ইচ্ছা হইলে। কিন্তু সে ইচ্ছা কি সব সময় হয়? না ইচ্ছা পূরণ করিবার সুবিধাই হয় যখন তখন?

ভ্রমণ অর্থ বেড়ানো। সে যেখানে খুসী হোক, এক বেলা এক ঘণ্টার জন্যও যদি হয় তার নামও বেড়ানো। বেড়ানোর অর্থ কি বছর সারা দেশে দেশে ঘোরা? আসল কথা একটু পরিবর্ত্তন (স্থান), মনটার একটু আনন্দ; যে যেখানে ইচ্ছা হোক্‌না মূল্যঠিক সমান সমান। কলিকাতা হইতে সোনারপুর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া যদি আনন্দ পাওয়া যায়, পণ্ডিচেরী নাই বা গেলাম। দেশের মধ্যে কি স্থান নাই? আর বঙ্গদেশের মধ্যে কি উত্তর ভাল নয় সবচেয়ে? সব দিক হইতে? যে দিক হইতেই বিবেচনা করা যাকনা কেন?

'অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্।' (ইহার একটু ইতিহাস আছে। শ্বশুরালয় হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকখানা চিঠি পাইয়া এই সঙ্কল্প। মাস ছয়েক হইল দেখা সাক্ষাৎ নাই)।

সুতরাং ভ্রমণ। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে উত্তর বঙ্গের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান পর্য্যন্ত।

যাঁহারা এই পর্য্যন্ত পড়িয়া বলিবেন 'মোটে দু'শো মাইল? এ-ও একটা ভ্রমণ? ইহারই আবার কাহিনী?' তাঁহাদের জন্য এ আখ্যায়িকা নয়। তাঁহারা মনের সাধে 'নরওয়ে ভ্রমণ' 'সুইডেনে দুইদিন' পাঠ করুন।

তবে একটি কথা বলিবার আছে। দু'শো আড়াইশো মাইল কম হইল? আজই শ্রীচরণ দু'খানার সদ্ব্যবহার নাই ইংরেজ রাজের দৌলতে। কিন্তু সে দিন পর্য্যন্তও চিড়া বাঁধা পুঁট্‌লী কাঁধে ফেলিয়া একখানি লাঠি হাতে (একটা গামছা একটা কাপড় একটা ঘটি চিড়ার পুঁট্‌লীর অপর প্রান্তে বাঁধা) পথ চলিতে হইয়াছে। ক্রোশের পর

ক্রোশ, গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা ; গাছতলায় বিশ্রাম, পুকুর বা নদী দেখিয়া স্নান, বাড়ী দেখিয়া অতিথি হওয়া—সেখানে রাত্রিবাস সকালে আবার পথে চলা, পথে কত খেয়া নৌকায় পার—কত জঙ্গল মাঠ শস্যের ক্ষেত—রাজ প্রাসাদ, গরীবের কুটীর—নানা দেশের লোকজনের সঙ্গে পরিচয়, অভিজ্ঞতা, কত রমন্যাস নবন্যাস রহোন্যাস সেই ভ্রমণে ; আড়াইশো মাইল পঁচিশ দিনের ধাক্কা। সে সব কথা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে ভাল নয়। রেল লাইন ক'দিনের ? কে বা জানে সে কথা। যে ইউরোপ ভ্রমণের নাম ডাক, গর্ব্ব অহঙ্কার—আজ বিলাত হইতে এরোপ্লেনে আসিতে মাত্র ছ'দিন। আসল কথা পথে পথে যত দেরী হইবে ততই বৈচিত্র্য এবং আনন্দ।

—"বড্ড শীত—এখন যাওয়া কেন ? শীতকাল এখানেই ভাল, ওখানে এর চার গুণ শীত—"

—"নেশা ধরে গেছে সহরের ? শীত ?—শীত কোথা ? বেড়াবার সময়ই এই—"

—'তুমি যাওনা'—

—'তুমি থাকতে পারবে ?'—

'খুব পারবো'—

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'তোমাকে যেতেই হবে—'

'কেন ?'

—'তুমি না গেলে সেখানে আমার মূল্য কি ? মেয়ের জন্য জামাইয়ের আদর। ভাববেন 'মেয়েটাকে ফেলে এ ব্যাটা কেন এলো ? কে চায় ওকে ?'

'তা কখনো ভাবতে পারেন ?'

'নিশ্চয় পারেন,—এবং ভাববেন !'

—'তবে যেয়োনা—থাক। দরকার কি যাবার ?'

'আছে দরকার—বিশেষ দরকার। কি রকম করে লিখছেন, না গেলে হয় ? যেতেই হবে—'

'তবে যাও—'

'তুমিও—'

'না—'

'না—কি ? খেলা—খেলা ? দিনকাল ভাল নয়, শেষে একটা কিছু হোক—'

'অত ভাবলে চলেনা। যখন যা হবার হবে—মানুষে ঠেকাতে পারে ?'

'যেতে তোমার আপত্তি কি ?'

'কে যায় তোমার সঙ্গে ? উঠ্‌তে দোষ—বস্‌তে দোষ, এক মিনিট সবুর সয়না, খালি ছুটো পাটি ! আমি যাবনা যাও—'

বিশ্বকর্ম্মা অতি মনোযোগ সহ গুম্ফের প্রান্ত ছাঁটিতেছেন—শ্বশুরালয়ে যাইবেন, চেহারাটি বেশ কাট্‌ ছাঁট হওয়া চাই। নিজে যতদূর পারিবেন সারা হইলে পরে নাপিত আসিবে। ক্ষুদ্র কাঁচিটা চালাইতে চালাইতে শান্তভাবে বলিলেন 'চল—আমি কিছু বলবোনা—'

—'ও করেছ কি ?—ছাঁট্‌তে ছাঁট্‌তে একদিক তো নেই—চার্লি চ্যাপলিন হবার ইচ্ছে ?'—

'তাই নাকি ? বল কি ? আয়নায় বোঝা যায়না ঠিক, আয়নাটাই খারাপ,—ভারি মুস্কিল তো ? খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে ? এবার ? এবার ? ঠিক হয়েছে ? হয়নি ? ভাল করে দেখ—দেখনা ? ঠাট্টা নয়—শীগ্‌গীর দেখ—'

—'কাঁচিটা হারিয়ে যায় তো বাঁচা যায়। তা হারাবেনা।'

'এর আগের দুটোই হারিয়ে গেছলো—তুমিই হারিয়েছিলে। সে দুটো খুব ভাল ছিল, এটা ভাল নয়—'

—'কেন—তোমায় দেখাইনি ? তখন তো বললে খুব ভাল কাঁচি—'

'যাক্‌গে—তুমি দেখ ঠিক হয়েছে কিনা—'

'বাঁ দিকে আর একটু ছাঁট্‌তে হবে—'

'তবে তো বাটাব ফ্লাই হয়ে উঠ্‌বে—'

—'তুমি তো তাই চাও—'

'কখনো না—কি ভীষণ গোঁফ ছিল আমার, কি জোরালো—ঠিক বাঘের মত, সত্যি—এখন আর কিছু নেই। আগের ফটোগুলি দেখ দেখি—'

'দোষ কার ? কেটে কেটে এখন বাটার ফ্লাই—তারপর ফ্রাই, শেষে মক্ষুইটো ! তার চেয়ে একেবারে নির্ম্মূল করে দাও, উৎপাত যাক—'

ইস্‌—মেয়েদের মত মুখ করবো আমি ? শর্ম্মা তেমন নন্‌, তুমি দেখ এবার—'

'আমি অতসব বুঝিনে—তুমি যা হয় কব।' সুরুচি উঠিয়া গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মা সচিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। বারবাব দেখিযা বার বার কাঁচি চালনা করিয়াও মন প্রসন্ন হইলনা। কিন্তু অনিচ্ছা সত্বেও উঠিলেন—নাপিত আসিয়াছে। সে বেটাকে আবার সবসময় পাওয়া যায়না।

আয়োজন হইতেছে—যেন কি একটা বৃহৎ ব্যাপার। যেন বছর খানেকের মত বিদেশ যাত্রা। অন্যান্য জিনিসের দরকার কিছুই নাই। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার নিজস্ব যা, যা না হইলেই নয়—সেই এক বিপুল ব্যাপার।

হোল্ডঅলে এক প্রস্থ বিছানা বাঁধাই থাকে। তোষকটি ছাড়া আর সবই যাইবে। সবশুদ্ধ দু'খানা রাগ, দুটি মোটা বড কম্বল, সতরঞ্চি, খান পাঁচছয় মোটা এবং পাতলা চাদর—তোয়ালে—মশারী বালিশ। তোষক বাদ দেওয়ায় বিছানা খুব বড় হইলনা।

নীহার বিছানা লইলনা। 'দিনের গাড়ী, বিছানা নেব কি মা—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'সারাটা দিন বসে থাকবি না কি ?'

'দেখতে দেখতে কেটে যাবে—সন্ধ্যের পরই তো পৌঁছাবো।'

শিলং মেল—বেলা দশটা হু'মিনিট। সুরুচির ইচ্ছা নয় শিলং মেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'রাত্রের গাড়ী আজকাল আর সুবিধে নয়। একে যা শীত, হু'ঘণ্টা রাত থাকতে নামিয়ে দেবে প্লাট ফরমে, দাঁড়ায় তো হু'মিনিট, তুমি নামতেই পারবেনা। তাই নিয়ে হৈ হৈ করি আর কি ? তায় না গাড়ীতে আলো, না প্লাট ফরমে।' (ব্ল্যাক আউট)

এই সব কারণেই সুরুচি যাইতে চাননা। কিন্তু সে আপত্তি টিকিলনা। শেষপর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মার মতই বজায় রহিল।

থার্ম্মোফ্লাস্কটার মুখের ঢাকনা খোলা গেলনা। বিষম আঁটিয়া গিয়াছে। জলের এলুমিনিয়ামের পাত্রটায়ও একটা বড রকম ছিদ্র। থার্ম্মোফ্লাস্কটা লইয়া নীহার বিস্তর চেষ্টা করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া ফেলিয়া রাখিল। সুরুচি সেটাকে একটা জলভরা বালতীর মধ্যে উল্টা ভাবে ডুবাইয়া রাখিলেন—'খোলে খুলবে না খোলে না খুলবে। শীতকাল—জলের কি এত ? সারা পথেই সোডা লেমনেড চা পাওয়া যায়—'

বিশ্বকর্ম্মা না জানিলে কথা ছিল না। তিনি শুনিয়াছেন,—'পানীয় জল ছাড়া চলে ? সে নিতেই হবে। কেন ফাম্মোফ্লোস্কের এ দশা ? অমন ভাল জিনিসটা অত দাম দিয়া কেনা ? দেখা শোনা হয় না কেন ? এত অবহেলা কেন ? জিনিস পত্রের ওপর এত অশ্রদ্ধা ? সেই জন্যই তো এমন দুর্গতি। পয়সার ওপর বিন্দুমাত্র মায়া দয়া নেই। কপালের দোষ ! পথে যা-তা জল খাব শেষে ? জলের পিপাসা কি চা সোডায় মেটে ? সমস্তটা দিন এই বিড়ম্বনা সহ্যকরা অদৃষ্টের ভোগ ! সুখ কোন দিন হলো না—আজ কি নূতন করে হবে ?—'

কথাগুলিতে বেশীর ভাগ দুঃখ ও বিরক্তি—ক্রোধের পরিমাণ কম। রাগ করিয়া সুরুচিকে চটানো—তার মানে বিমুখ করা এখন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শেষ রাত্রে বিশ্বকর্ম্মার উত্থান। রান্নাঘরে তখন জোর আলো এবং সশব্দ কাজকর্ম্ম। বিশ্বকর্ম্মার তাগাদা আরম্ভ হইল। সুরুচি উঠিযাই বালতীর মধ্য হইতে ফ্লাস্কটা তুলিলেন—ঢাকনা খুলিয়া রহিযাছে। ঘরে বারান্দায় সর্ব্বত্র আলো জ্বালা।

'তুমি যাও বাথরুমে, দেরি করোনা। গরম জল নেবে?'

'না আমার গরম জল চাইনা। তুমি কেন সেরে নাওনা আগে—'

'তাহলে গাড়ী ফেল হবে। তোমার হোক তো আগে—আমার তো দশ মিনিট—' "তা কি করবে'—পারিনে আমি অত তাড়াতাড়ি, যে শীত—' ঘণ্টা দুইএর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার স্নানাহার এবং নিখুঁত ভাবে পোষাক পরা। এখন চড়ি ঘুরাইয়া গাড়ীতে ওঠা। কিন্তু আর সকলের কিছুতেই হয় না কেন? এত সকালে যাইবার কোন দরকার নাই সে কথা বিশ্বকর্ম্মাকে বুঝায়কে? দারুণ শীত, তায় ভোর হইতে জোর উত্তুরে হাওয়া ছাড়িয়াছে।

পরিচ্ছদ সমস্যা। বিশ্বকর্ম্মার নয—সুরুচির। সোযেটার ফারকোট, কোট, ওভার কোট স্কার্ফ ইত্যাদি বিশ্বকর্ম্মার ভয়ানক পছন্দ। ওভার কোটটা আগেই বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। সেটা পরিবার জন্য পীড়াপীড়ি বাধাইয়া দিলেন।

'দিনের বেলা ওভার কোট কি?'

'শীতের পোষাক পরবে—তার দিন রাত্রি কিসের?'

'দিনের বেলা আমি কিছুতেই পরবো না ওটা—'

ওভার কোট রাত্রিকালে সুরুচির পরিতে তত আপত্তি নাই। কিন্তু সোয়েটার ফর কোট এ তিনটির মধ্যে কোট এবং স্কার্ফ বাড়ীতে কদাচ

কখনো—কিন্তু বাড়ীর বাহিরে কস্মিন কালেও নয়। সোয়েটার না বাড়ীতে না বাহিবে। ওটা সুরুচির দু' চক্ষের বিষ। এবং এই লইয়া মতভেদ।

"কোট সোয়েটার পরে কি বিশ্রী দেখায় পেছন থেকে, দেখতে পাওনা? অদ্ভূত একটা জন্তুর মতন, বাড়ীতে পরলাম সে আলাদা, পথে বেরুনো যায় ঐ পরে ?'

'না, ও-পরে জঙ্গলে যেতে হবে—'

'তাই উচিত। সে রূপ মানুষকে না দেখানোই ভাল।'

'সোয়েটার তো তুমি বাড়ীতেও পর না—'

'ঐ জিনিসটা সত্যিই যাচ্ছে তাই। ওর মতন খারাপ পোষাক নেই আর—ও পরলে গাউন পরতে হয়। শাড়ীর ওপর পরা মানে নিজেকে সং সাজানো।'

'দুনিয়া শুদ্ধ পরছে—তোমার যত উদ্ভট্টি কথা! তাহলে আঁচল গায়ে উঠো—'

'আমার আমি রেখেছি ঠিক করে, তোমার ভাবতে হবে না—'

ইহার পর শাল, সেও আছে কতকগুলি। কিন্তু সবই পাড—কল্কা দেওয়া, সে সুরুচি পরিবেন না। পাড হীন একটা আলোয়ান তাঁর সঙ্গে থাকে সব সময় পথে ঘাটে। গায়ে দিয়া ওঠা নামার জন্য নয়। যদি দরকার হয় সেই কারণে।

'শাল তো দেশী জিনিস তা পরবে না কেন ?—'

'আমার হিজি বিজি লাগে—এক শাড়ী পড়া আর এক শাড়ী গায়ে!'

'সরু পাডও তো আছে তাই নাও—'

'নাঃ গায়ে দিয়ে চলা ফেরার মানেটা কি ? কাপড জড়ানো পুঁটুলি! এত শীত পড়ে না বাংলা দেশে যে পার্শ্বেল হয়ে চলতে হবে—'

'যা খুসী কর, তোমার সঙ্গে পারা বিপদ—শীতে হি-হি করবে যখন দেখো—'

যথার্থই দারুণ শীত। বলিবার যো নাই! তখনি বিশ্বকর্ম্মা ওভার কোটটা চাপাইয়া দিবেন। সেটা বিশ্বকর্ম্মার হাতে, তিনিই বহন করেন। যুগধর্ম্ম অনুযায়ী নিয়ম সেটা।

ইহার পর রাণীর কান্না, 'মা অমনি যাবেন? একটু দুধ সেবা করুন'— তারপর গলবস্ত্র প্রণাম, বিশ্বকর্ম্মা পরে সুরুচিকে, প্রণাম করিয়া শতধারে রাণীর কান্না ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'আমি কি করে থাকবো— কি করে খালি বাড়ীতে?'

রাণীকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন। দেশ হইতে বহুদূর বলিয়া রাণী রাজি হয় নাই। বাড়ীতে তার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসুবিধার কারণ নাই,—কান্নাটা মায়ার জন্য।

একে শীত তায় তাগাদা, তায় এই কান্না, সুরুচি অত্যন্ত বিব্রত! বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কান্না কেন? বেশ থাকবে সুখ স্বচ্ছন্দে—আমরা দেরি করবো না বেশি—দুপুর বেলা তোমার বোনেদের বাড়ী গিয়ে বেড়িয়ে এসো—' বিশ্বকর্ম্মার শান্তনায় রাণী শান্ত হইল। উলের কলার ফুল ব্লাউজ গায়ে সুরুচি নিঃশব্দে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। শীত যে অত্যন্ত বেশী সে কথা বলিবার যো নাই—বলিলেই বিশ্বকর্ম্মা ওভার কোটটা চাপাইবেন।

কোন্ সুকৃতির জোরে গাড়ী মিলিল ষ্টেশনে পৌঁছিবা মাত্র, মিলিল অর্থে—গাড়ী দেওয়া আছে—ছাড়িবে ঘণ্টা দুই পরে ঠিক দশটায়। এ অঘটন বোধ হয় মিলটারীর জন্য। গাড়ী বোম্বাই! যখন ইচ্ছা ছাড়ুক— গাড়ীতে বসিতে পাইলেই নিশ্চিন্ত। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার বিরক্তি সহিতে হইল না এই ঢের।

সিট রিজার্ভ করা আছে আগের দিন। অসম্ভব ভিড় গাড়ীতে, নির্দ্দিষ্ট কামরা খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরাই শেষে আবিষ্কার করিয়া দিল অনেক চেষ্টার পর। মিলিটারীর জন্য সব নিয়ম

আইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটা ছোট কামরায় তিনটা বার্থ, একটায় দুই পাঞ্জাবী সৈন্য, একটায় এক বাঙ্গালী সৈন্য, তৃতীয়টায় এক ভদ্রলোক —তিনি দরজার কাছে সরিয়া বসিলেন—বাকী স্থানটিতে বিশ্বকর্ম্মা সস্ত্রীক। ভদ্রলোকের বিছানা বাঙ্কের উপর বাঁধা আছে, খালি বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা একটা মোটা চাদর পাতিয়া লইলেন। সারাদিনের জন্য এই আশ্রয়—যেমন তেমন করিয়া কতক্ষণ কাটানো যায়?

নীহার পাশের গাড়ীতে উঠিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—সেটা বোম্বাই গুর্খা সৈন্য, কয়েকজন শিখ পাঞ্জাবীও আছে। বিশ্বকর্ম্মা এবং এক রেল কর্মচারী গিয়া নীহারের স্থান করিয়া দিলেন। উভয় কামরার মধ্যের দরজাটি খোলা, তাহা দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইয়া তবে নীহার বসিল। নচেৎ এক গাড়ী ভিন্ন দেশীয় সৈন্যের মধ্যে একলা ভয় না হয় কার? সৈনিককে সকলেই পরিহার করিয়া চলে। নীহার তো তেমন সাহসী নয়। বিক্রম যা তার বাড়ীর ভিতরে। বিশ্বকর্ম্মা বলেন—'ও চিরকালকার কাপুরুষ—'

ঠিক সময়েরও কিছু পরে গাড়ী ছাড়িল। বাঙ্গালী সৈনিকটি উঠিয়া বসিল, হাতে একখানা নভেল। বেশ আলাপ পরিচয় করিয়া লইতে জানে। স্বভাবটি এখনো কোমল আছে বাঙ্গালীর মতই। বলিল—'খাবার জল আছে?'

সুরুচি থার্ম্মোফ্লাস্কটা বাহির করিয়া দিলেন। সেটার মুখের নীল ঢাকনীতে জল ঢালিয়া সে পাঁচ ছয় বার পান করিল। যেন বহুকাল জলের সঙ্গে দেখা নাই। সুরুচি কিছু অবাক, কিছু দুঃখিত, বলিলেন—'এত পিপাসা চেপে ছিলেন কি করে?'

'খেয়াল করিনি। দিন কেটে যাচ্ছে কেমন করে' একটু হাসিয়া বলিল 'আমি মায়ের ছোট ছেলে, আমার নিজের কখন কি চাই নিজে ভাবতে ও শিখিনি—মা-ই সব দেখতেন।'

আজ কি মা দেখিতেছেন কোথায় তাঁর কোলের ছেলেটি কি ভাবে আছে ! বহুদূরের এক গৃহ কোণে দুশ্চিন্তায় দিন কাটে তাঁর।

—নভেল খানি বিশ্বকর্ম্মার পাশের ভদ্রলোকটি অধিকার করিয়াছেন, —বইখানির লেখা মন্দ নয়, সুরুচি এক ফাঁকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ইচ্ছা ছিল পড়িবেন। কিন্তু যে ভাবে ভদ্রলোক আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন —তাহাতে সে আশা দুরাশা। সৈনিকটি বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ক আলাপ করিতেছে।'

'বোমার ভয়ে কলকাতার লোক পালাচ্ছে—কি আশ্চর্য্য !'

'আমরা কিন্তু পালাচ্ছিনা—ক'দিন পরেই ফিরবো।'

'এবার অনেক দিন পরে কলকাতা এলাম। অর্দ্ধেকের বেশী লোক নেই, পালাবার মানে কি ? এত ভয় কিসের ? আমরা তো সর্ব্বদা বোমার মধ্যে থেকেছি, আশে পাশে পড়ছে—প্লেন জ্বলছে— তবু তো ভয় হয়নি—'

সুরুচি বলিলেন—'চারদিকে পড়েছে ? মাথায় পড়েনি ?'

সৈনিক হাসিয়া বলিল—'না তা পড়েনি।'

'মাথায় পড়লে বুঝতে পারতেন—'

ট্রেনের গতি বেশ জোর। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাড়ীর ভিতর যেন হিম ! একে ছোট কামরা—তায় অন্ধকার অন্ধকার ভাব। দুই কামরার মধ্যবর্ত্তী দুয়ার পথে ও গাড়ীর হাওয়া অবাধে ঢুকিয়া এ গাড়ীর যাত্রীকে কাঁপাইয়া তুলিল। ও গাড়ীটা একেবারে বোঝাই, অনেকগুলি জানালা, সবই খোলা, মনের সাধে উত্তরে হাওয়া ঢুকিতেছে। পাঞ্জাবী সৈনিকদের ভারি ভা'র জবরজং পোষাক—শীত কাহিল হইবার কথা নয়। বাঙ্গালী সৈনিক বলিল—'কত দিন স্নান করিনি !' যেরূপ জল পিপাসা তার এই শীতের দিনে—ঠাণ্ডা হাওয়াটা ভালই লাগিবে। ভদ্রলোকটি একে উপন্যাসে তন্ময়—তায় দরজার আড়াল,

—হাওয়া তাঁহাকে তেমন স্পর্শ করেনা। সোজা ভাবে সমস্তটা বাতাস পাইতেছেন সুরুচি এবং বিশ্বকর্ম্মা। অবশেষে দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি উঠিল। দরজার কি একটি দোষ আছে, কবাটের পাল্লাটি' একেবারে খোলা,—যতবার বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বন্ধ করিয়া দেন—এক মিনিট পরেই খুলিয়া যায়। নীহার দেখিল, কিন্তু সে বসিয়াছে মাঝখানে, সম্মুখের অত লোক ডিঙ্গাইয়া আসা অসম্ভব।

সুরুচি পাড়হীন আলোয়ানটা গায়ে দিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কোটটা গায়ে দিয়ে বসোনা—'

'তুমিও তো কাঁপছো,—পরেছ তো অত গরম পোষাক'—

'ভয়ানক ঠাণ্ডা', বিশ্বকর্ম্মার পোষাক যথেষ্ট গরম নয়। উৎকৃষ্ট একটা সুট পরিয়াছেন সিল্ক পশম মেশানো। শ্বশুর বাড়ী যাইতেছেন—বেশভূষা চাই নিখুঁত। গাড়ীর ভিতরে এত শীত—কে জানিত? অথর্ব্ব কুড়ে এবং জড ব্যক্তিরা শীতে কাতর—জবুথবু। বিশ্বকর্ম্মা কি তাই? গট্ গট্ করিয়া তিনি নামেন উঠেন, পদব্রজে স্বাভাবিক ভ্রমণেও তাঁহাকে ফেল করিতে পারেনা কেউ,—চিরদিনকার বীরপুরুষ—আজ ক্ষুদ্র একটা অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে শীতে তাঁর পরাজয়!

উভয়ের কথাবার্ত্তা ভদ্রলোকের কানে গিয়াছে, ভদ্রলোক সুট পরা, মাথায় বাটি টুপী,—তিনি চাহিয়া দেখিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'ভয়ঙ্কর শীত—অসহ্য'—

সুরুচি—'গাড়ীর ভিতর এত শীত—বাবাঃ—'

ভদ্রলোক উঠিয়া দুয়ারটা বন্ধ করিলেন। আবার খুলিয়া গেল—বার কয়েক দেখিয়া খবরের কাগজটা—যেটা শিয়ালদহে কেনা এবং নভেল পাইয়া ত্যাগ করা—সেইটাকে ভাঁজে ভাঁজে পুরু এবং ছোট করিলেন,—দুয়ার টানিয়া বন্ধ করিয়া দুয়ারের তলার ফাঁকে আঁটিয়া দিলেন।

তিন মিনিটে গাড়ী উষ্ণ হইয়া উঠিল। নীহার পড়িয়াছে দৃষ্টির আড়ালে, সুরুচি বলিলেন—'নীহার ভয় পাবে'—

'দিনের বেলা ভয় কি ?—স্ত্রীলোক না কি ও ?'—

রাণাঘাট। রাশীকৃত পুরী মিঠাই কিনিয়া বেঞ্চের উপর রাখিয়া পাঞ্জাবীদ্বয় জলযোগে বসিয়াছে। বাঙ্গালী সৈনিকটিও সেই ফেরী-ওয়ালার নিকট হইতে কতকগুলি সিঙ্গাড়া মিঠাই কিনিল। পানি পাঁড়ে জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'তুমি তো কিছুই খাওনি—খাবারটা খুললে হয়—'

সুরুচি বলিলেন—'এই খানে ? নাঃ—'

এই ট্রেনটা বিশ্বকর্ম্মার শ্বশুরালয়ের ষ্টেশনে দাড়ায়না। শান্তাহারে নামিয়া শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ধরিতে হইবে। সেটা আগে পৌছিত রাত্রি এগারটায়—এখন সন্ধ্যার পরেই। রেলের নিয়ম কানুন কতক উল্টাইয়া গিয়াছে—কতক একেবারে বদল। যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা আর আগের মত নাই—এত সব অব্যবস্থা অসুবিধা সেই জন্যই।

ঈশ্বরদী ষ্টেশনে সব সংবাদ ভালরূপ জানিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা নামিয়া গেলেন। বেলা দুটা-আড়াইটা—সৈন্যেরা নামিয়া কেহ পদচারণা করিতেছে—কেহ যাহা ইচ্ছা কিনিতেছে। ফেরীওয়ালার সংখ্যা ঈশ্বরদীতে খুব বেশী। ভদ্রলোকটি এই ষ্টেশনেই নামিবেন, সঙ্গে জিনিসপত্র নাই—তাগাদাও নাই। ট্রেন দাঁড়াইবে অনেকক্ষণ,—তিনি প্রাণপণে নভেলটি শেষ করিবার চেষ্টায় আছেন। আর সুরুচি আশায় আছেন এবার বইটি লইয়া একটু শয়ন করা যাইবে।

কিছু ব্যস্ত ভাবে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ,—নীহারকে ডাক দিলেন। দুপুর বেলা ঘুমানো চাই-ই নীহারের। স্থানের অভাবে জানালায় মাথা রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছে,—ডাক শুনিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে নামিয়া আসিল। দুই'টি কুলী ডাকিয়া বিশ্বকর্ম্মা গাড়ীতে উঠিলেন, বলিলেন—'চল—'

'কোথায় ?'

'এই খানে গাড়ী বদল করবো'—

'শান্তাহার নয় ?'

'না—পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জারের কোন ঠিক্ ঠিকানা নেই—পার্শ্বেল ট্রেনে যাব—'

'কতক্ষণ ওয়েটিং রুমে বসতে হবে কে জানে।'

"ওয়েটিং রুমে নয়, গাড়ী দিয়ে রেখেছে,—'

হঠাৎ গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভদ্রলোক চমকিত হইয়া হাতের প্রায় সমাপ্ত বইটি সৈনিকের বেঞ্চে ফেলিয়া রাখিয়া একটু হাসিয়া কিছু ক্ষুন্ন মনে দ্রুত নামিয়া পড়িয়া ছুটিলেন।

উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া সুরুচি বলিলেন "বাঁচা গেল।"

বিপরীত দিকের লাইনে পার্শ্বেল ট্রেণ। একটি সেকেণ্ড ক্লাশও খালি নাই। কষ্টে সৃষ্টে হয়তো বসিবার স্থান মিলিতে পাবে কিন্তু সে ভাবে কি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাটে ? দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কষ্ট সহ্য করা মাত্র। তার চেয়ে ইণ্টার ঢের ভাল। সারি সারি শূন্য কামরা। ইহার একটায় বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া পড়িলেন।

বেশ প্রশস্ত এবং খুবদীর্ঘ এক কম্পার্টমেণ্ট—তিন সারিতে অসংখ্য বেঞ্চ পাতা। একেবারে কোণের দিকে বেঞ্চের উপর এক সুটপরা ভদ্রলোক নিদ্রামগ্ন। অপর আরোহী আর একটিও নাই। এতক্ষণ পরে স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিতে পারা যাইবে। গাড়ীর ভিতরে প্রচুর রৌদ্র। অপর দিকটায় ঘাসে ঢাকা জমি, গাছপালা, ছোট বড ডোবা, পুকুর, ধারে ধারে টিনের খড়ের ছোট বড় বাড়ীঘর—পল্লী গ্রামের মত। গাড়ীটা দাঁড়াইয়াছে ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূরে।

গাড়ীর পার্টিশন ঘেঁসিয়া বিছানা করাই নিরাপদ, প্লাটফরমের দিকের বেঞ্চের কোণে সেই ভদ্রলোক আছেন—মাঝের বেঞ্চে বিশ্বকর্মার এবং অপর দিকের বেঞ্চে সুরুচির বিছানা—যে দিকের জানালায় তিনি দাঁড়াইয়া আছেন—বিছানা পাতা না হইলে ট্রেনের বেঞ্চে তিনি কদাচ বসেননা।

শয্যা রচনায় বিশ্বকর্মার বেশ ঔদার্যের পরিচয়—ভাল ভাল সুদৃশ্য কম্বল চাদর তোয়ালে দ্বারা স্বহস্তে সুরুচির শয্যা পাতিয়া দেন। নীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কি পাতবি ?'

'এখন কিছু পাতবো কেন'

'অত রাত বসে থাকবি ? বোকা! বিছানা আনিস্‌নি কেন ? এইখানে থেকে একটা নিয়ে যা—বেঁধেছিস তো কম নয় ?'

'এখন থাক্—রাত্তির হলে নেবো ?'

সম্মুখে জলের কল। নীহার হাত মুখ ধুইয়া থার্মোফ্লাস্ক ঘটি বালতী সব জলে ভরিয়া লইল। টিফিন বাস্কেট খুলিল—ছুরি কাটা চামচ প্লেট বাহির করিয়া সাজাইল। বিশ্বকর্মা বলিলেন 'তুই খেয়ে নে—চা আনবি পরে—'

নীহারের ইচ্ছা নিজের গাড়ীতে গিয়া খাইবে। কিন্তু আপত্তি টিকিলনা। তখন একেবারে দূরতম বেঞ্চের কোণে দরজার কাছে গিয়া বসিল। সুরুচি বলিলেন 'যা কিছু আছে কাউকে দিয়ে সব ধুয়ে রেখো—ডিম টিম কিছুনা থাকে—'

'আগেই ধুয়ে রাখবে কেন ? কত রাত হয় পৌঁছতে ঠিক কি ? শেষে ষ্টেশনের খাবার কিনতে হবে ?'

নীহার বলিল 'ওখানে ইষ্টিশানে নেমে ধুয়ে নেবো। এখনো অনেক জিনিস আছে আমাদেরই লাগবে আবার—দিতে যাব কেন পরকে ?'

'তোমাদের মনে থাকবেনা—তাই আগে থেকে বলি—'

'ডিম থাকবেনা কেন? তোমার বাপের বাড়ী—তুমি যত খুসী আচার করো—তা বলে আমি নয়—আমি কেন করতে যাব?'

পাত্রাদি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া নীহার নামিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—'যাস্ কোথা?'

'একটু ঘুরে দেখি—'

'তুমিও তো বেশ—কি দরকার এখন? পান টান খাবেনা?'

'ও—আচ্ছা। তবে যাক—'

সিগারেট ধরাইয়া বেঞ্চের পিঠে হেলান দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'কেমন'—ভাল নয় এ গাড়ী?

'এক ভাবে সেই সকাল থেকে বসে থেকে যা বিশ্রী লেগেছিল—রাগ হচ্ছিল শুধু—আসতে চাইনি সাধে—'

'এবার শুয়ে পড—মনেব সাধে ঘুমোও'—

—'খালি থাকবেনা গাড়ী এরকম—'

'এতক্ষণ কেউ এলোনা—আর আসবেনা।'

শিলংমেল ছাড়িয়া গেল।

'নীহার ফিরিয়াছে—বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'চা কৈ দিলেনা?'

'আসছে'—বলিয়া পেয়ালা পিরিচ বাহিব করিল।

ভদ্রলোকটি উঠিয়া বসিলেন। ঠিক বিশ্বকর্ম্মার পিঠের কাছেই তিনি। প্রশ্ন কবিলেন—'ওর কি ইন্টাবের টিকেট?'

'না। গাড়ী ছাডবাব সময় ও নেমে যাবে—'প্রশ্নের অর্থ বুঝিয়া বিশ্বকর্ম্মা উত্তর দিলেন।

'—আপনি তো শেয়াল দা থেকে উঠেছেন—'

'হ্যাঁ—আপনি?'

'আমি?—সব ষ্টেশন থেকেই বললে হয—'

'যে রকম ঘুম দিয়েছেন—মনে হচ্ছে লং জার্ণি'—

'শুয়েছিলাম—ঘুমোইনি—'

উভয়ে লজ্জিত হইলেন। বিশেষ সুরুচি। ভদ্র লোককে ঘুমন্ত ভাবিয়া তাঁহারা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। একে অচেনা তায় আবার নিদ্রিত,—মনেই ছিলনা তাঁর কথা। গাড়ীটাকে নিজের ঘর হিসাবে একেবারে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভাবে কথাবার্ত্তা চলা ফেরা। আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল। চায়ের পেয়ালা লইয়া সুরুচি জানালার দিকে ফিরিলেন—প্রথম সঙ্কোচটা এড়াইবার জন্য। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা এবং ভদ্রলোকের আলাপ জমিয়া উঠিল। ভদ্রলোক সুমিত্র বাবু রেলের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, তিনি একটা স্পেশাল কাজের জন্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে নিযুক্ত। শান্তাহার হইতে শিলিগুড়ী তাঁহার কর্ম্মভূমি, সুতরাং ট্রেণ শান্তাহার না পৌছা পর্য্যন্ত তাঁর বিশ্রাম।

ট্রেণের আলাপ যেমন অতি সহজে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে—এমন আর কোথাও নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের পরিচয় পরিণত হইল বন্ধুত্বে, কি বন্ধুত্বের চেয়েও বেশী অন্তরঙ্গ আত্মীয়। সুমিত্র বাবু রেলের কল্যাণে বহু স্থান বহু দেশ ঘুরিয়াছেন—চাকরীর কল্যাণে বিশ্বকর্ম্মা! সুমিত্রবাবু উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিকের যে কোন ষ্টেশন জেলা মহকুমা বা গ্রামের কথা কথাচ্ছলে উল্লেখ করেন—বিশ্বকর্ম্মা সেই সেই স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা এবং অধিবাসীদের কথা জিজ্ঞাসা করেন অতি পরিচিত স্থানের ন্যায়। সুমিত্রবাবুর বিস্ময় সীমা ছাড়াইল প্রায়। ভদ্রলোকের জানা শোনা একটি স্থানও বিশ্বকর্ম্মার অজানা নয়। কতক ভ্রমণচ্ছলে, কতক চাকরী হিসাবে। দার্জ্জিলিং হইতে পুরী (মাঝখানে কুচবিহার জয়ন্তী পাহাড় ও ধরিতে হইবে) কাশী হইতে ঢাকা, ময়মনসিং সবই বেশ ভাল ভাবে চেনা। এই সব ষ্টেশন বাড়ী ঘরের মত পরিচিত। এই ঈশ্বরদীতে এমন কে আছে যাকে

জানেন না? দুই ষ্টেশন পূর্ব্বে পাকশীতে উচ্চ পদ্মার পাড়ে ক্ষুদ্র এক খানি ঘর এখনো কি আছে? চারিদিকে বালুর চর—ঝড়ের মতন হাওয়া—ঘরখানির মধ্যে একটা তক্তাপোষ—টেবিল চেয়ার। একবার সুরুচিও এইঘরে একদিন কাটাইয়াছিলেন। পরিদর্শনে আসিয়া থাকিবার ঠাঁই নাই—সুতরাং ঐ ঘরটা তৈরি হইয়াছিল। অনেক দূরে জেলেপাড়া। অমন পদ্মার উপর বাস! সকালে বৈকালে ষ্টীমারের সময় লোকজন জুটিত। তা ছাড়া সব সময় নির্জ্জন নীরব। বিশ্বকন্যা এখন সে দেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে, তাহার যত্নে উদ্যোগে নির্ম্মিত সেই ঘরটিতে কত অফসার আসে যায়—বাস করে।

এই সব পূর্ব্বস্মৃতির উল্লেখে সুরুচি যোগ দেন—অন্য সময় বহু ব বহিদৃশ্য দেখা। আলাপে আরও জানা গেল সুমিত্রবাবুর বহু আত্মীয় জনকে বিশ্বকন্যা জানেন। পক্ষান্তরে সুরুচির পিত্রালয়ের দেশই সুমিত্রবাবুর কর্ম্মস্থান। সুরুচির পিতার নাম তিনি শুনিয়াছেন—সেই ষ্টেশন পার হইয়াই নিত্য তাঁহার যাতায়াত।

নীহার নিজ পছন্দ মত স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এবার যাইতে চায়। সুরুচি বলিলেন—'যাক নীহার? গাড়ী ছাড়বে এখুনি—'

'আচ্ছা—যা—সিগারেট দিয়ে যা' নিজে যতবার ধরান—সুমিত্র বাবুকেও দেন। —'পান আছে আর?' 'আছে—' '—দে—'

সুমিত্রবাবু বলিলেন—'ও যাবে কেন? থাকনা এই গাড়ীতে—' একটু হাসিয়া বলিলেন—' ও না হলে আপনার অচল—থাক তুমি—' সূক্ষ্মদর্শী মানুষ ইহারই মধ্যে বুঝিয়া লইয়াছেন।'

—'ওর তো ইণ্টারের টিকেট নয়?'

'না হোক—'

'সেটা উচিত হয়না।'

'আমি বল্‌ছি। তুমি থাক এই গাড়ীতে।'

এখানে কি থাকা চলে দীর্ঘপথ বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখে? ইচ্ছামত শয়ন উপবেশন, সমযোগ্য যাত্রীর সঙ্গে আলাপ—পান, ধূমপানাদি কোনটা চলে? নীহার কুণ্ঠিতভাবে মৃদুস্বরে সুরুচিকে আপত্তি জানাইল। সুরুচি বলিলেন—'যাকনা ও গাড়ীতে—একটু স্বাধীনভাবে থাকুক গে'—

—'তা যাক—' অনুমতি পাইবা মাত্র নীহার প্রস্থান করিল। নীহার সম্বন্ধে সুমিত্রবাবু ভারি উৎসুক,—বিশ্বকর্ম্মা নীহারের অসংখ্য গুণাবলী বিবৃত করিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। একটি যাত্রীও উঠে নাই। এমন আরামের যাত্রা বড় ঘটে না। পার্শ্বেল ট্রেণ বটে—চলে কিন্তু বেশ। 'ঈশ্বরদা নেমে খবর না নিলে এতক্ষণ তো সেই শিলং মেলে,—রাত্রে চেঞ্জ করতে হতো শান্তাহারে, বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'একটা জঞ্জাল এড়ানো গেছে,—সুন্দর চল্‌ছে গাড়ী'—

'চলছে বটে—কিন্তু পৌঁছতে পারলে হয়—' সুমিত্রবাবু বলিলেন।

'তার মানে?'

—'মানে এই—এটা শান্তাহার গিয়ে এমন বোঝাই হতে থাকে—পাঁচ ছ'ঘণ্টা লেট তো হয়-ই—কোন কোন দিন সারারাতই পড়ে থাকে শান্তাহারে—

'বলেন কি? কি এত বোঝাই হয়?'

'বহু রকম মালপত্র—সে সব না বলাই ভাল।'

'তবে কি শান্তাহার নেমে পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জার ধরতে হবে আবার?'

'পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জারের কোন ঠিক্ ঠিকানা নেই—হয়তো আগেই চলে যাবে—নয়তো খুব দেরীতে। ফল একই।'

বিশ্বকর্ম্মা অবাক হইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে

জোর করিয়া ভাবনা ঠেলিয়া দিয়া সজোরে কেস্‌টার উপর সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন—'না হয় শান্তাহার থাকবো। সকালে গাড়ী ছাড়বে তো?'

'তা ছাড়বে—'

'তবে আর কি—অত ভাবলে গাড়ীতে ওঠা চলেনা।'

পার্শ্বেল ট্রেনের নামে যতটা ভয়। আসলে তত নয়। নাটোর ষ্টেশনে উঠিল মাত্র তিনটি যাত্রী। নিবীহ গ্রামবাসীর মত আকার প্রকার। তাহাদের কথা বার্ত্তা এদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একজন পুলিশের অ্যাসিষ্টেণ্ট সাব ইন্‌সস্পেক্টর। বক্তা তিনিই—শ্রোতা অপর দুইজন। গ্রামে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে—ডাকাতেরা চেনা লোক—,কিন্তু কেহই কিছু প্রকাশ করিতে চায় না—চুপ করিয়া আছে—এরূপ হইলে পুলিশের দোষ কি? অথচ উপর হইতে তাগাদা আসে নিত্য। পুলিশকর্ম্মচারী সক্ষোভে গ্রামবাসীদের আচরণ বিবৃত করিতেছেন—'বলুন তো মশাই? যাদের ভালর জন্যে খাটি—তাদের এই ব্যবহার—সাহেবেরা তো বুঝবেনা।'

সুমিত্র বাবু প্রশ্ন করিলেন 'জেনে শুনেও বলে না?'

'না মশাই—ওপর থেকে কড়া হুকুম আস্‌ছে,—তা করবো কি? এই সব লোকের জন্যে চোর ডাকাত আস্কারা পাচ্ছে দিন দিন, তা কি কেউ বুঝবে? চাকরী বজায় রাখি কি করে বলুন তো?—'

সুরুচি বলিলেন—'তারা ধরিয়ে দেয়না ভয়ে, আজ ধরিয়ে দিলে—কাল ডবল করে অত্যাচার করবে—বাঁচাবে কে তখন? থানায় খবর দিলে নিজেদের দফা সারা। আপনারা ডাকাত নিয়ে মামলা নিয়ে ব্যস্ত—তাদের দিকে কি মন দেন্ তেমন করে?'

পুলিশটি কিছু উৎসাহহীন হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন—'তাই

বলে দোষীকে আস্কারা দেওয়া খুব বেশী অন্যায়—সেই জন্যেই চোর ডাকাত বাড়ছে।'

সুরুচি বলিলেন—"প্রাণের দায়ে। তাদের সর্ব্বস্ব হয়তো লুট হয়ে গেছে—তবু ডাকাত কে চটাতে চায়না। থানার পুলিশ যদি সত্যি সত্যি চেষ্টা করে—হতে পারে এত ডাকাতি? অনেক সময় দারোগা এজেহারই নেননা—কতদূর থেকে আসে, বেশী রাত্তিরে যদি এলো ত দারোগার দেখা মিলবেনা ভোর না হলে। না খেয়ে—না বিছানা—সারা রাত কাটায় থানায় বসে—'

কেহই আর কিছু বলিলনা। সাব দারোগা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া সাথীদ্বয়ের সঙ্গে অন্য বিষয় তুলিলেন।

বেলা যায়—যায়। শীতের বেলা। ঈশ্বরদীর পর হইতে দেশের রূপ বদলিয়া গিয়াছে। শিয়ালদহ হইতে সাঁড়ার আশ্চর্য্য পুল পর্য্যন্ত প্রায় একই চেহারা—বিশেষ তফাৎ নাই। কিন্তু পুল পার হইবার পর হইতেই ভিন্ন দেশীয় পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। জঙ্গল—গাছপালা—মাঠ—রবিশস্য ভরা ক্ষেত—পল্লী চাষীর ঘর—গৃহস্থ বাড়ী—বাঁশঝাড—বাংলার মধ্যে সবদেশেরই একরূপ। কিন্তু তবুও যেন এক নয়। বেশ প্রভেদ—সে ধরা পড়ে দৃষ্টিতে। উভয় দেশের সীমার উত্তরাভিমুখে যত বেশী অগ্রসর হওয়া যায়—পার্থক্য ক্রমেই বাড়ে,—ভূমি উচ্চ—কিছু রুক্ষ রুক্ষ রূপ—অথচ ঘোর সবুজ সতেজ গাছ পালা—কিছু বেশী গম্ভীর—একটু বেশী উদার।

গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া উঠিল—শান্তাহার ষ্টেশন। সুমিত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বকর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন—'এইবার?'

সুমিত্রও হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ—আরম্ভ—'

'আপনি ত চললেন—আমরা রাত্রের মত নিশ্চিন্ত—'

—'দেখা যাক না—' টুপিটা লইয়া নমস্কারান্তে সুমিত্রবাবু নামিয়া

গেলেন। বেলা দুটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অখণ্ড আলাপের পর হঠাৎ এই বিচ্ছেদ সত্যে সত্যই মনে বাজে। বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন 'গাড়ী যদি ছাড়ে রাত একটার আগে নয়। নেমে বেড়াবে ?' তারপর বলিলেন—'বাস্তবিক এমন ভদ্রলোক- '

দুইটি যুবক একটি অবগুণ্ঠনা সহ উঠিল এবং বসিল ঠিক দরজার কাছে মাঝের বেঞ্চটার শেষ প্রান্তে। সঙ্গে বড় বড় সুটকেশ এবং বিছানা, সবই বেশ নূতন ভাল ভাল জিনিস।

ষ্টেশনে আলো জ্বলিয়াছে, অনেকদূর হইতে শান্তাহারের আলো দেখা যাইত, এখন আর তা নয়। তবু জ্বলিল। নীহার আসিয়া আবার টিফিন বাস্কটা খুলিল। দ্বিতীয় বার চা আনিল। আর নিজের গাড়ীতে গেল না। প্ল্যাটফরমে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। বিশ্বকর্ম্মাও নামিয়া একবার এক চক্র দিলেন। একে একে যাত্রী উঠিতেছে গাড়ীতে। তাড়াতাড়ি নাই ব্যস্ততাও নাই। এ গাড়ীর দশা এদিককার লোক ভালই জানে। জানিয়া শুনিয়াই উঠে। না উঠিলে গাড়ী কই আর ?

কামরার আলো জ্বলিলে যাত্রীদের দেখা গেল এবার ভালভাবে। বউটি একবারে বেঞ্চের শেষ প্রান্তে। সাথী দুইটির ভাব ভঙ্গীতে বোঝা গেল একটি স্বামী, অপরটি দেবর—দেবরটি মাঝখানে, ও'দিকে বউ—এদিকে স্বামী। দেবর মাঝে মাঝে ঘোমটার কাছে মুখ লইয়া কি জিজ্ঞাসা করে—বউ মাথা নাড়িয়া হাঁ কিম্বা না জানায়, হয়তো কথাও বলে—কিন্তু অতদূর হইতে কিছুই শোনা যায় না।

যাত্রীরা যার যেখানে খুসী বসিয়া পড়ে। অবাধ স্থান। অনেকের সঙ্গেই পণ্যদ্রব্য। এক একদল ওঠে, সুরুচি ভাবেন এই শেষ—আর উঠিবে না। এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী প্রায় ভরিয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, নীহার খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া তৃতীয়বার চা আনিল,

এবার স্বচ্ছন্দ ভাবে যাতায়াত নয়। গাড়ী বোঝাই। এতক্ষণকার সুবিধার শোধ।

অধিকাংশ যাত্রীই পল্লী গৃহস্থ—বড় নিরীহ আকৃতি শান্ত স্বভাব। প্রত্যেকের সঙ্গেই বড় বড় ঝাঁকা—মোট পুঁটুলি বস্তা—ক্রয় বিক্রয়ের বাণিজ্য ব্যাপার। কাহারও নিজ ক্ষেত্রজাত পণ্য—কাহারও বা হাটে কেনা। হাটের দশা দেখ—শান্তাহারের হাট—হিলির হাট। অনেক গ্রামের নামও হাট সংযুক্ত। তিন চার মাইলের মধ্যে সপ্তাহে চোদ্দ পনেরটি হাট। এক এক হাট এক এক পণ্যের জন্য বিখ্যাত।

নবযাত্রীরা সুটকেশ লইয়া চটাপট বাঙ্ক চড়িয়া বসিল। সুমন্ত্র বাবুর বেঞ্চটা আগাগোড়া বেদখল। সেই বেঞ্চে একটি বহুদর্শী বুদ্ধিমান যাত্রী সুন্দর শান্তভাবে কথা বলিতেছে,—এমন আকর্ষক ভাবের সুর—সকলেই তার শোনে।

আবার আর একদল উঠিল—বিশ্বকর্ম্মা নিজের বিছানা গুটাইয়া পার্টিশন ঘেঁসিয়া স্থান ছাড়িয়া দিলেন। কেহ কেহ এদিকে আসিল না—একটু সঙ্কোচের সহিত চাহিয়া দেখিল। সেই বধূটি এবার দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়াছে, স্বামী দেবর ইতিমধ্যে নামিয়া গিয়াছিল বোধহয় চায়ের জন্য—ফিরিয়া দেখে বেদখল। বৌটির কাছে অপর এক প্রবীণ ব্যক্তি। নিজেরা অন্যত্র বসিল। দেবরটি তবু কথাবার্ত্তা বলে দু' একটা, কিন্তু স্বামীটি অত্যন্ত লাজুক। ভাল মানুষ দেখাইতে প্রথম হইতেই বৌয়ের সঙ্গে একটা দূরত্ব রাখিয়া চলিয়াছে—কথা বলা দূরে থাক একবার চাহিয়াও দেখে নাই। অথচ মুখে সলজ্জ সঙ্কোচ সহ আনন্দের ভাব। এবার বেশ হইল।

নানারূপ কথাবার্ত্তা গাড়ীর ভিতরে, কেহ বলিল—'ভোরবেলা গাড়ী ছাড়বে—' কেহ বলিল 'কাল লটায়' এই গাড়ীরই প্যাসেঞ্জার এরা—গতি বড় জোর দু' চার ষ্টেশন। মেল বা এক্সপ্রেস সব ষ্টেশনে দাঁড়ায়

না—কাজেই এই সব গাড়ীতেই যাওয়া আসা করে। যার যেমন অভিজ্ঞতা সে তেমন বলে। গাড়ীর সমালোচনার পরে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা ঘরোয়া ভাষায়—ইহাদের ভাষায় সুরের টান দেওয়া, বেশ সুন্দর শুনিতে। কথাবার্ত্তায় জানা যায়—গরীব নয় কেহ! উঠিয়াছে ইণ্টারে। খাটো কাপড় চাষীর বেশ হোক্ না। উর্ব্বরা দেশ এইসব,—শস্য বহুল। জমি জমা—মহাজনী লেন দেন, চালানী কারবার একটা না একটা সবারই আছে।

আবার কয়েকজন—একদল নয়. একে একে—একের পর এক—কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই—চেঁচামেচি নাই। গাড়ীর ভিতরের যাত্রীও আপাত্ত করে না—যারা উঠিতেছে তারাও জোর করে না—স্বাভাবিক সহজ আচরণ।—'ভাইরে সাম্‌লে—' —"ও ভাই একটু আগে দাঁড়াও—"

'ধরতো ভাই এটা—'

"তুমি এদিক পানে এসো—"

"বসে পড়না ঐখানে—"

'দেখতো ভাই আমার টিন্‌টা—ঐযে—ঐ।'

'ভাঁড়টা রাখ এখানে—'

জায়গা থাকিলেও কেহ ঠেলাঠেলি করিয়া বসিতে চায় না। অনেকে নিজ নিজ মোট পুঁটুলীর উপর বসিয়াছে। বহুদর্শী ব্যক্তিটি মুরুব্বির মত বেশ শৃঙ্খলা করিয়া দিতেছিল। তাহাকে মানিয়া লইয়াছে সব যাত্রীরাই। সুখ দুঃখের কথায় সকলেই সকলকে সায় দিতেছে। যেন একটা একান্ন পরিবার। কাহারও কথায় কেহ বাধা দেয় না।

আবার আলোচনা গাড়ী সম্বন্ধে—আগে কত সুবিধা ছিল—যখন ইচ্ছা গাড়ীতে ওঠো—দিনে কতবার গাড়ী যাওয়া আসা করিত—কি দশা হইল এখন দেখ! যাওয়া আসা একটা মুস্কিলের ব্যাপার—গিরস্তের দিন চলে কেমন করিয়া—রেল কম্পানী কি সে কথা ভাবে?—টাকাগুলি লইয়া খালাস!

'আজকাল দিন চলা বড় কঠিন, বড কঠিন !'

'মুসুরীব ডাল চার আনা সের ? শুনেছ ?'

অপর শ্রোতা অবাক হইয়া বলিল—বল কি ?'

'হ্যাঁ—কাল দেখলাম হাটে, আমাব অবিশ্যি কিনতে হয়নি এখনো—কিন্তু গরীবের দশাটা বোঝ ? চাব আনা সেব ? ডবল দাম !'

পার্টিশনে ঠেস দিয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা কখনো সিগারেট ধরান; কখনো গুণ গুণ গান ধরেন—কখনো বা উঠিযা দাঁড়ান। চলন্ত গাডীতে স্থির ভাবে থাকা যায—অচল গাডীতে কি সম্ভব ? এত ভিড না হইলে কতবার প্লাটফরমে নামিতেন। এখন দরজাব কাছেও যাইবার যো নাই। গাডীব সব জানালা খোলা—তবু রীতিমত গরম। সুরুচিব সুবিধা আছে—জানালার ধাবেই তাঁব বেঞ্চি, মাঝে মাঝে বিশ্বকর্ম্মা সুরুচিব বিছানায় বসেন। গাডী ছাডিবেনা সে জানা কথা। কি করা যায় এখন ? বিশ্বকর্ম্মার চাঞ্চল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। সম্মুখে সুরুচির দিকটা খোলা—আবার সেই জানালায় দেহের উদ্ধাংশ বাহির করিয়া দুইদিকে ডাইনে বাঁয়ে যতদূর সম্ভব দেখিলেন—ট্রেনেব দীর্ঘদেহ অন্ধকাবে মিশিয়া আছে। কোনরূপ আশ্বাস বা ভরসার চিহ্ন মাত্র নাই।

'নীহারকেও দেখছিনে—'

'কত ঘুরবে বাইরে—নিজেব গাডীতে গেছে—'

'বিছানা কিছু নিযে গেল না ?'

'নেবে দরকার হলে—'

'কি করা যায় বল তো—'

'চুপচাপ বসে থাকা—নয় শুয়ে পডা—'

'কি বিপদ—'

'এখন কি ? সারাটা রাত—শ্বশুর বাড়ীর মজা—

একটা তির্য্যক দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল সুরুচির প্রতি। এক চা ওয়ালা কিছু দূরে—'ঐ চা—পেয়ালা দাও।

'একটা ? তোমার ?'

'উঃ,—ঐ চা ;—'

'তবে থাক ও—'

চা ওয়ালা দাঁড়াইয়াছে—সাদা পোষাক, ট্রের উপর চায়ের শ্বেত সরঞ্জাম। পর পর তিনটি চা ওয়ালা গেল— কেহ বিজাতীয়—কেহ অতিশয় অপরিচ্ছন্ন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'পথে ঘাটে অত হিন্দুয়ানী করলে চলেনা—'

'কেন চল্‌বেনা ? বেশতো চলে। তুমি নাওনা যা খুশী—'

'আবার আমার একজন—তোমার একজন ! গাড়ীতে হয় এ সব ?'

'না—গাড়ীতে উঠলেই যা-তা খেতে হয় ! আমি তো চাইনি—'

শেষে একজন পাওয়া গেল পছন্দ মত। 'দাও এবার—দাও পেয়ালা—'

চা সব অসুবিধা হরণ না করিলেও কিছু কিছু করে। অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মনে নিজ বেঞ্চে বসিতে গিয়া বিশ্বকর্ম্মা দৃষ্টি পড়িল অপর দিকে। বধুটির চারিদিকে যাত্রী—কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া। তিনটিই তাহারা দৃষ্টিপথ হইতে একেবারে অদৃশ্য। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'দেখেছ ওদের কাণ্ড ? বৌটাকে বসিয়েছে কোথা ? এতটুকু জ্ঞান যদি থাকে ! ঘিরে ধরেছে একবারে—এই সব অর্ব্বাচীনের সঙ্গে বৌ ঝি —'

'আমি নিয়ে আসি' বৌ স্থির ভাবে বসিয়া, কোলের উপর হাত দুটি, মুখে ঘোমটা—স্বামী কিছু দূরে। সুরুচিকে দেখিয়া সে চাহিল—সুরুচি বলিলেন 'বৌকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

তৎক্ষণাৎ দুই ভাই উঠিয়া দাঁড়াইল—যাত্রীরা সরিয়া পথ করিয়া

দিল। বৌ উঠিয়া আসিল। পিছন হইতে বহুদর্শী বলিল—'যাও মা তুমি ওনাদের কাছে যাও—ভাল থাকবে—বড্ড কষ্ট হচ্ছিল তোমার।' সুরুচি বৌয়েব হাত ধরিযা আনিয়া বিছানায বসাইলেন।

বিশ্বকর্মা নিশ্চিন্ত হইযা সিগারেট ধবাইয়া স্বামীটিকে জিজ্ঞাসা কবিলেন— আপনারা নামবেন কোথা ?'—

সলজ্জভাবে সে জবাব দিল 'আক্কেলপুবে—'

'আক্কেলপুব বাড়ী ?'

'না—দশক্রোশ দূরে—'

'কি গ্রাম ?'

'গযেশপুব।'

'কোন বাড়ী আপনাদেব ? সান্যাল বাড়ী না মজুমদার বাড়ী ?'

'সান্যাল বাড়ী—'

—'গাড়ী না ছাড়ে ভাল—দিনের বেলা পৌঁছাবেন কাল। কিন্তু যদিই আজ ছাড়ে—অত বাত্রে বাড়ী যাবেন কি করে ?

'বাড়ী থেকে গাড়ী ববকন্দাজ এসে থাকবে ষ্টেশনে—'

তখনো বিশ্বকর্মা ও ভাইদ্ব'যব মধ্যে অনেকটা ব্যবধান ছিল—সেই স্থানটি কযেকটি নূতন যাত্রী দখল কবিযা লইল। ভ্রাতৃদ্বয পড়িল দূরে এবং আড়ালে।

সুরুচিব ইচ্ছা বৌটিব সঙ্গে আলাপ কবেন। ঘোমটাটি ঠিক আধ হাত। ডারপাড মিহি সাদা সাড়ীব ঘোমটাব মধ্যে মুখেব চেহাবা স্পষ্ট দেখা যায়—সুন্দব সুশ্রী মুখ। কানে বড বড ইয়াবিং —মাথায় বেণী জড়ানো খোঁপায সোনার কাঁটা এবং ফুল—হাতে অনেকগুলি চুড়বালা আংটি—গহনা সবই আন কোরা নূতন। গায়ে ফুল হাতা পশমী বাদামী বং ব্লাউজ—একখানা পাতলা সবুজে শাল ভাঁজকরা ভাবে পিঠ ঘেবিযা কোলের উপর ফেলা। সেই যে মাথাটী

একটু নীচু, হাতদুখানি কোলের উপর—একই ভাবে এতক্ষণ বসিয়া আছে—চোখের পল্লবটি তুলিতেও দেখা গেলনা—আশ্চর্য্য !

'তুমি কথা বল আমার সঙ্গে, কিচ্ছু দোষ নেই—' বৌ নীরব! বিশ্বকর্ম্মা আর একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলেন ভ্রাতৃদ্বয় যেখানে বসিয়াছিল—সেখানে অপর লোক বসিয়াছে, তাহারা নাই।—'আচ্ছা লোক তো, এদিকে এসে বসতে পারলে না, কোথায় রইলো ভিড়ের ভেতরে—বৌ মানুষকে একলা ফেলে—'

'আমাদের কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে—'

'তা হলেও দেখতে হয়—' বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধরাইতেছেন। হেলান দিলেন, সুরুচি বলিলেন—'সব সিগারেট নাশ করলে গাড়ীতেই ? ওখানে এই সিগারেট পাওয়া যায় না জানোনা ? ছুট্‌তে হবে এই শান্তাহারে—'

'নাওনি কেন বেশী করে ?'

'কত বেশী ? এক বস্তা তো নেওয়া যায় না ?'

'খুব যায়'—গম্ভীর মুখে কথাটা বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ীর ভিতর ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'কই ভদ্রলোকেরা তো নেই ! গেল কোথা ?—'

একটি যাত্রী বলিল 'নেমে গেছেন—'

সুরুচি বলিলেন—'যে ভীড়—টিক্‌তে পারে গাড়ীর ভেতর !—'

পূর্ণ একটি ঘণ্টা শান্তাহারে। হঠাৎ ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা পড়িল এক—দুই—তিনবার। এ গাড়ীর ঘণ্টা নয়। তবু সে কথা ভুলিয়া সকলে চমকিত হইল—বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন 'কি রকম লোক ! বৌকে ফেলে পালালো কোথা ?'

সুরুচি বলিলেন 'পালাবে কেন ?'

অপর যাত্রী বলিল—'তাঁদের মাল পত্তর সবই তো আছে'—বৌ কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

শব্দ করিতে করিতে অপর লাইনের একটা গাড়ী ছাড়িয়া গেল। যাত্রীরা আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; এবার নিশ্চিন্ত হইল। অসম্ভবকেও সম্ভব মনে হয় এমনি ভ্রান্তি। গাড়ীশুদ্ধ সহানুভূতি বধূটির উপর। বিশ্বকর্ম্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'এমন দায়িত্ববোধশূন্য মানুষ দেখিনি তো—'

আবার যাত্রী!—একটি অর্দ্ধবাবু একটি লুঙ্গীপরা—আর প্রকাণ্ড এক বাঁক কাঁধে তৃতীয় জন, কিছুতেই সে উঠিতে পারে না—ঠেলাঠেলি ধরাধরি করিয়া তাহাকে উঠানো হইল, বাঁকের দুইদিকে বড় বড় ঝুড়ি—তাহার একটার মধ্যে প্রকাণ্ড এক কলার কাঁদি!—বাঁকশুদ্ধ তাহাকে দরজার কাছে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সেখানকার যাত্রীরা এদিক ওদিক সরিয়া গেল। এবার দরজা আটক। গাড়ী যদি আজ না ছাড়ে—সারারাত এই ভাবেই ইহাদের কাটিবে? তার চেয়ে ষ্টেশনের প্লাটফরমে গাড়ীর সম্মুখে থাকিবার স্থান করিয়া থাকিলে অনেক ভাল ভাবেই থাকিতে পারে। সে বুদ্ধি নাই কেন? বুদ্ধি যথেষ্টই আছে, কিন্তু এদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এদের উঠিবার সময় দিয়া কি গাড়ী ছাড়িবে? তায় যে দুরন্ত শীত,—কাজেই আগে হইতে উঠিয়া থাক।

বিশ্বকর্ম্মার উৎকণ্ঠা গাড়ীর মধ্যে ছড়াইয়াছে। কেহ বলিল 'সত্যি, বাবুরা গেল কোথা—'

'আর আসবেনা বোধ হচ্ছে—' অন্যে উত্তর দিল।

'কই বাইরেও নেই—' জানালা পথে এদিক ওদিক দেখা হইয়াছে।

চতুর্থ ব্যক্তি—'আসবে না কেন?'

পঞ্চম—'কি জানি, এতক্ষণ কি বাইরে থাকে?—'

সুরুচি বলিলেন—'তুমি যেন ভয় পেয়ো না, ভয় নেই কিছু। আমাকে ঠিকানা দিও, আমরা কাল পৌঁছে দেব তোমায়—' বৌ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক

অচল। সুরুচি চমৎকৃত! সুধীরাদের ন্যায় এ স্নেহের পাত্রী। কিন্তু এত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অবিচল স্বভাব? অসাধারণ বটে! নব বিবাহিতা বধূ দ্বিরা গমনে শ্বশুর গৃহে চলিয়াছে সম্ভব। এ সময়ের পরিচ্ছদের বর্ণ লাল-গোলাপী-বাসন্তী। বিশেষতঃ ভ্রমণ পথে উগ্র বর্ণ রেশমী পোষাক পরা চাই-ই। কিন্তু এ-তেমন নয়। সাধাসিধা অথচ সম্ভ্রান্ত সুরুচিপূর্ণ প্রচ্ছদ। স্বভাবেও সে জড ভাবাপন্ন নির্ব্বোধ বা নিরীহ নয়, বুদ্ধি দীপ্ত সতেজ মুখ—উজ্জ্বল চোখ মসৃন কপাল—নীরব বদ্ধ ওষ্ঠাধরের সুকুমার রেখা—এ মেয়ে ঘোমটা ফেলিয়া খোলা মাথায় কলিকাতায় বালীগঞ্জের পথে যদি বেডাইতে বাহির হয়—চেহারায় সাজ সজ্জায় বহু বহু আধুনিক রূপসীকে ফেল করিয়া দিবে—ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু এই মুখের একটি কথা শুনিবার ভাগ্য হইলনা। এত টুকু কৌতূহল নাই?—ঘোমটার মধ্যে চোখ তুলিয়া এদিক ওদিক চায় না কেউ একবারও?—একভাবে দৃষ্টি নিজের হাত দুটির উপর। এমন একটি চরিত্র—যা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। স্বামী দেবর বহুক্ষণ অনুপস্থিত, অথচ সে নির্ব্বাক, নিরুদ্বিগ্ন অবিচল!—আশ্চর্য্য!

'সত্যি সিগারেট আনো-নি বেশী করে?—'

'আনলে কি হবে? মাস খানেক থাক্‌লে—'

'মাস খানেক তোমায় বাপের বাডী থাকতে বয়ে গেছে আমার—'

লুঙ্গীধারী বিশ্বকর্ম্মার বাঙ্কের শিকল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—অপর জন কয়েক উঠিয়া বসিল। আবার গাড়ীর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে নিতান্ত সুখ দুঃখের আলাপ,—ইহারা অনেকেই অনেককে চেনে। যাহারা চেনেনা—পরিচয় পাইয়া চিনিল। এই অঞ্চলেরই সকলে—চারিদিকের গ্রামের। হাট বাজারে পথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। চাক্ষুষ দেখা না থাকিলেও নাম জানা থাকে। বহুদর্শী সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; অনেকেই উৎসুক ভাবে তাহাকে নানা প্রশ্ন

করিতেছিল। ভবিষ্যৎ সমস্যা, বাজার দর, জীবিকার উপায়—সব বিষয়েই মানুষটির বেশ জ্ঞান আছে। স্থান লইয়া কলহ নাই ইহাদের মধ্যে। যে যেমন পায় অন্যকে সুবিধা করিয়া দেয়।

আবার ঘণ্টা পড়িল, এবার কেহই মনোযোগ করিলনা। মিনিট কয়েক পরে আবার,—সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝাঁকানি—যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কায় গাড়ী একটু সরিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মার সিগারেটের আগুন পড়িল উত্তম পশমীসিল্ক প্যাণ্টের উপরে, ডান হাতে পিঠের বেড়া চাপিয়া ধরিলেন। অসতর্ক সুরুচি জানালায় দারুণ এক ধাক্কা খাইয়াছেন। বধূটি একটু হেলিল দুলিল মাত্র—কিন্তু টলিল না। যাত্রীরা সকলেই অল্প বিস্তর ধাক্কা খাইয়াছে। লুঙ্গীধারী পড়িতে পড়িতে অপর হাতে বেঞ্চ চাপিয়া ধরিল। বাঙ্কের আরোহীরাও শিকল ধরিযা সামলাইয়া লইয়াছে।

'কাণ্ডটা কি রে ভাই? গাড়ী ছাড়িবে না কি?'

'আরে না—না—সরিয়ে দিয়ে পথ করিচ্ছে।—'

'সইন্য গাড়ীর জন্যে?'

'না তোমার গাড়ীর জন্যে!—'

'কি জবর ধাক্কা মারিছে রে—পেটের পিলে চম্‌কে উঠিছে—'

'আর কি হয় তাই বা দেখ—'

আবার এক ঝাঁকানী, পূর্ব্বের ন্যায় অত জোরে নয়—গাড়ী দুলিতেছে, যেন চলিতে চায় কিম্বা ধাক্কার ঝাঁকানীতে এইরূপ মনে হয়। যাই হোক সকলে উচ্চকিত হইয়া আছে ব্যাপারটা কি? না—একটু যেন আগাইয়া গিয়াছে, ঐ ষ্টেশন ঘরের একটা দরজা ছিল ঠিক এই কামরাটার সামনা সামনি—কিছু পিছাইয়া গেল না? না গাড়ীই পিছাইল? দরজাটা আরো সামনে আসিল?

'চল্‌লো রে ভাই—চললো'!—উল্লাস কলকণ্ঠ!—

'না! কই চললো? যেমন বসিচ্ছি তেমনি আছি। পড়িও নাই খরিও নাই—'

'দেখ্ দেখ্ ঠাহর কর—'

'নড়িচ্ছে কিনা দেখ্—'

'সত্যিই রে—সত্যিই তো চলিচ্ছে—এই দেখ না কাপড় কাঁপিচ্ছে আমার—'

'চলিচ্ছে চলিচ্ছে!—'

সহসা সুমিত্রবাবুর আবির্ভাব সুরুচির জানালায়,—বিশ্বকর্ম্মার সামনা সামনি দাঁড়াইয়া সহাস্য সম্ভাষণ—'কেমন? চললেন তো?'

'আপনি? বাঃ—'

'হ্যাঁ—নির্ব্বিঘ্নে চলে যান—গুড্ নাইট!—'

গুড্ নাইট—গুড্ নাইট—' বিশ্বকর্ম্মা জানালায়; কিন্তু গতি বিশিষ্ট গাড়ীর জোর বাড়িতেছে, সুমিত্রবাবু অদৃশ্য হইলেন।

'এ সুমিত্র বাবুর কাজ—'

'কি?'

'এই গাড়ী ছাড়া—'

'ওঁর হাত আছে?—পারেন উনি?'

'খুব—'

'সত্যিকার বন্ধু—'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ আর মিলিল কই? বিশ্বকর্ম্মা হাতের ঘড়ি দেখিলেন সাড়ে ছয়টা। ঠিক এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট শান্তাহারে।—

হঠাৎ বিশ্বকর্ম্মা চকিত হইয়া উঠিলেন—'তারা তো কই ওঠেনি?' গাড়ীর হাঙ্গামায় মনে ছিলনা এতক্ষণ। সুরুচি বলিলেন—'না উঠেছে না উঠুক বেশ, কাল আমরা সবাই মিলে দিয়ে আসবো,—দেখেও আসবো ওদিকটা—'

সুরুচি নির্ভাবনা ; কি বুঝিবেন তিনি বিশ্বকর্ম্মার মনোভাব ? অত্যন্ত চিন্তিত মুখ অন্ধকার, শুধু চিন্তিত নয়—রীতিমত উদ্বিগ্ন ! দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত ভ্রু বিশ্বকর্ম্মা—হাতের দু আঙ্গুলের মধ্যে সিগারেট পুড়িতেছে—কার এ অল্প বয়সী নূতন বৌ চাপিল ঘাড়ে ? বৌ ফেলিয়া ভাই দুইটি এভাবে সরিয়া পড়িল কেন ? সত্যই কি উহারা স্বামী দেবর ?—বহুবিধ কূট প্রশ্নের সমস্যায় বিশ্বকর্ম্মা একেবারে স্তব্ধ ! যাত্রাটা খুবই অযাত্রা হইয়াছে এবার। নানা দুর্ভোগ যত ! এইটি সর্ব্বোপরি ! এই একটা দারুণ জঞ্জালের মধ্যে জড়ানো গেল শেষ কালটায় ! এ বৌ লইয়া এখন কি করা যায় ?—কি করা উচিত ? সাধ করিয়া নিজেরাই ইহাকে কাছে আনিয়াছেন, সেই সুযোগে যুবকদ্বয় পলাইয়াছে।

সুরুচি মাঝে মাঝে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলেন—'তোমায় ভয় হচ্ছেনা তো ?' বৌ মাথা নাড়িল।

'শান্তাহারেই উঠ্‌লে বুঝি তোমরা ?'

বৌ মাথা হেলাইল।

'শ্বশুর বাড়ীতে আছেন কে কে ?'

বৌ অনড়। এ কথার উত্তর মাথা ঝাঁকানিতে হয়না—কথায় দিতে হয়।

লুঙ্গীধারী শিকল ধরিয়া দাঁড়াইয়া—দাঁড়ানো দৃঢ় নয়, সেই জন্য গাড়ীর গতি বেগে দুলিতেছে ; শিকলটা ধরিয়া আছে খুব আলগাভাবে। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন "তুমি উপরে উঠে বসোনা, দাঁড়িয়ে কষ্ট পাও কেন ?"

সুরুচি বলিলেন, ও কি পারবে উঠতে ?'

'পারবেনা কেন ? ওঠো, যে রকম দুল্‌ছো—পড়ে যাবে হঠাৎ, তার চেয়ে উপরে উঠে ভাল করে বোসো—'

পিছন হইতে বহুদর্শী বলিল—'উঠ্‌তে পারবে, তবে নামতে পারবেনা ।'

সুরুচি বলিলেন 'কেন ?'

'নামতে নামতে গাড়ী ছেড়ে দেবে—ওর কি অভ্যাস আছে ঐটায় চড়ে বসা ? না চড়তেই জানে ? যদি চড়েও কোনরকমে, নামতে আর পারবেনা—তার চেয়ে থাক বাবা একটু দাঁড়িয়েই—'

সুরুচি হাসিয়া ফেলিয়াছেন। সেই হাসি গাড়ীর মধ্যে সংক্রামিত হইল এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত। প্রত্যেকেই হাসিতেছে—বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যন্ত। বহুদর্শীর মুখেও ক্ষমাশীল স্নেহের হাসি। কিন্তু লুঙ্গীধারী নির্ব্বিকার। সে একই ভাবে দাঁড়াইয়া। আর বৌয়ের অধর দুটি তেমনি স্থির—হাসির এতটুকু আভাস সে মুখে নাই।

গাড়ীর গতি বাড়িতে বাড়িতে আবার মন্দ হইয়া থামিয়া গেল মিনিট কয়েকের মধ্যে।—তিলক পুর ষ্টেশন।

প্রায় অর্দ্ধেক যাত্রী নামিয়া গেল। বহুদর্শী ও। গাড়ীর ভিতর ফাকা হইল। দুশ্চিন্তা গ্রস্ত বিশ্বকর্ম্মার উৎসুক দৃষ্টি দরজা পথে, হঠাৎ দেখা গেল ভাই দুইটি পূর্ব্বস্থানেই উপবিষ্ট। কোন্ দিক হইতে কোথা হইতে কখন আসিয়া বসিয়াছে।

"আচ্ছা লোক আপনারা! একে একা ফেলে উধাও হয়েছিলেন কোথা ?' বিশ্বকর্ম্মার স্বর কিছু উগ্র।

ছোট ভাই লজ্জিত মুখ নিচু করিল। বড় ভাই সলজ্জ বিনীত হাস্যে বলিল—'আপনারা আছেন—'

'আপনারা আছেন' বটে, কিন্তু এঁদের যে দশা ঘটিয়াছিল—সেটুকু জানিলে এমন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতনা। এত বিশ্বাসের কারণ বা কি ? চেনা নয়—জানা নয়—পথের যাত্রী মাত্র। এদের আচরণই অদ্ভুত।

মিনিট কয়েক পরেই আক্কেল পুর। সুরুচি বলিলেন, 'তুমি তো একটি কথাও বললেনা। কিন্তু চিঠি দিও—দেবে তো ?'

বৌ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

স্বামী দেবর উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বকর্ম্মা সকৌতুহলে বলিলেন 'চিঠি দেবে, ঠিকানা জানে?'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন 'সে ও বুঝবে—কথা বললেনা কেন?'

গাড়ী থামিবা মাত্র ইহাদের লোকজন গাড়ীতে উঠিয়া ক্ষিপ্র হস্তে মাল পত্র নামাইল। দু মিনিট মাত্র সময়। বৌ উঠিয়া স্বামী দেবরের কাছে গেল। পায়ে জরির কাজ করা নূতন ভাল জুতা। স্বচ্ছন্দ চলন ভঙ্গী, এতক্ষণ একভাবে বসিয়া আছে—কিন্তু গতি একটুও আড়ষ্ট নয়। দুই ভাই বিশ্বকর্ম্মাকে নমস্কার করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'দশ মাইল পথ রাত্রে না যাওয়াই ভাল। ষ্টেশনে থাকুন—লোকজন তো আছে। সকালে যাবেন।'

তাহারা নামিয়া গেল। অপর যাত্রীরা ও নামিল। রহিল শুধু পিছনের বাঙ্কে এক হিন্দুস্থানী বাবু এবং তাহার নীচের বেঞ্চে একটি মাত্র যাত্রী।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'তুমি ঠিকানা দিয়েছ বৌকে?'

'না—'

'তবে দিয়েছে চিঠি—'

'চিঠি দিক না দিক—নিরাপদে বাড়ী গেলেই ভাল।'

এইবার ফাঁকা গাড়ীতে হু হু শব্দে বাতাস ঢুকিতেছে। কিন্তু সে বাতাস বেশ সুন্দর।

কিছুক্ষণ পরেই যথাস্থানে গাড়ী পৌছিল। নীহার ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। এখানেও তিন মিনিট মাত্র। তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িতে হয়। ষ্টেশনে কেহ আসিয়াছে কিনা—সেটা পরে দ্রষ্টব্য।

বিশ্বকর্ম্মা চারিদিকে দেখিতেছেন—কিন্তু কাহাকেও দেখা গেলনা। কোন ট্রেণের ই সময় এটা নয়। যাত্রী সংখ্যা এই ট্রেণ হইতে নামিল খুব কম—উঠিল ও তেমনি। দু'চার জন মাত্র।

সাধারণতঃ ষ্টেশনে গাড়ী পাওয়া যায়না। অদৃষ্ট ভাল হইলে হয়তো কোন যাত্রী এই গাড়ীতে যাইবে তাহার টা পাওয়া যাইতে পারে। কিম্বা কাহারও জন্য যদি আসিয়া থাকে, হয়তো সে আসে নাই। এ ভিন্ন ষ্টেশনের ও পারে গাড়ীর একটা আড্ডা আছে—সেখানেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ কাছাকাছি হাটবার থাকে যদি তবে নিশ্চয় না।

ঢাকা দেওয়া সব আলো,—প্রায় অন্ধকার প্লাট ফরম। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'চিঠি দিয়েছি—গাড়ী না আসার মানে?' 'চিঠি পায়নি হয়তো—'

'চিঠি পাবেনা কেন? বাজে কথা!' চিঠি পত্র হারায় এ কথা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাস করেননা।

'তবে পাঠাবে ঠিক সময়। আমরা যে পার্শ্বেল ট্রেণে পার্শ্বেল হয়ে এলাম—ভুলেও ভাবেনি কেউ—'

'পার্শ্বেল ট্রেণে এসেছি বলেই এত শীগগীর, না হলে রাত এগারটা।'

'সেই ভেবেই গাড়ী আসবে—'

'ওয়েটিং রুমে চল—দেখা যাক—'

কিছুদূরে একটি লোক গায়ের কাপড়ে কান মাথা ঢাকা—দেখিয়া নীহার জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?'

'আমি গাড়োয়ান—'

'গাড়ী আছে?'

'আছে।'

ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল—বাঁশী বাজিল। ট্রেণ হইতে নামিয়া ট্রেণের কাছেই বিশ্বকর্ম্মা, কিন্তু নিজেদের চিন্তায় তন্ময়। এবার লক্ষ্য হইল—'গাড়ীটা এখনো দাঁড়িয়ে? এতক্ষণ? মোটে তো তিন মিনিট থাকে—'

পিছন হইতে সুমিত্র বাবুর কণ্ঠস্বর—'এসে গেছেন তো?'

—'আপনি ?—এই গাড়ীতেই ?'—

'হ্যাঁ—শিলিগুড়ী। গুড নাইট—'

'গুড নাইট—'

পাশ কাটাইয়া সুমিত্র বাবু দ্রুতবেগে চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কতটুকু পরিচয় ? কি আশ্চর্য্য !—আজ শান্তাহার থাকিবার কথা। শুধু সুমিত্র বাবুর জন্যই। মানব মনের ইতিহাসে অসামান্য দান, যার তুলনা হয়না।

ষ্টেশনের বাহিরে একখানি গাড়ী। সুরুচির বাপের বাড়ীর কাছেরই এক ভদ্রলোক এই ট্রেনে গেলেন, তিনিই আসিয়াছেন এই গাড়ীতে। গাড়ীতে খড় খুব কম—সুতরাং বিছানা খুলিয়া পাতা হইল। নীহার বসিল পিছনে।

বরাবর ভোর বেলা সাইকেল এবং গাড়ী দুই-আসে—বিশ্বকর্ম্মা সাইকেল চড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইতেন। সুরুচি আসিতেন অনেক পরে—তখন বিশ্বকর্ম্মার চায়ের পালা শেষ ! গাড়ীর অদল বদলের জন্য আজই এই দুর্ভোগ ! একে শীত কাল তায় রাত্রি। গাড়ী ভিন্ন সুবিধা নাই। নচেৎ সাইকেল এই পাড়া হইতেই যোগাড় হয়। গাড়ীর লণ্ঠন আছে—সে আলো কতটুকু ? কৃষ্ণপক্ষ—তবে ঘুট ঘুটে আঁধার নয়। ষ্টেশন বাজার ইত্যাদি ছাড়াইবার পর দুই দিকে খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল—বাড়ী ঘর। ঠাণ্ডা হিম হাওয়া—তবে দীর্ঘদিনটা ট্রেনে ভ্রমণের ফলে সে হাওয়া বেশ প্রীতিকর।

বিছানায় তোষক নাই। গাড়ীতে নাই খড় ! বাঁশের পাটাতন, খুব ফাঁক ফাঁক, কম্বল সেই ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। সুটকেশের উপর বালিশ—তদুপরি ভর রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা—পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত, প্যাণ্ট্যালুনের উত্তম ইস্ত্রি না ভাঙ্গে, কোথাও ভাঁজ না পড়ে—সে বিষয়ে অত্যধিক সতর্ক। সুতরাং শারীরিক আরাম বিশেষ নাই। পথের

উচু নীচু পথে গাড়ীর চাকা উঠা নামার সময় জোর ঝাঁকানীতে বিশ্বকর্ম্মা ক্রমে চটিতেছিলেন। আল্‌গা উচক্কাভাবে থাকিবার দরুণ ঝাঁকিটা লাগে বেশী। যদি ভালভাবে শোন বা বসেন তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা ও আরাম পান।

সুরুচি বলিলেন—'ভাল করে শোওনা—'

'শোব কি ?—সুটটার কিছু থাকবে ?'

'তবে উঠে বোসো—আমি যেমন বসেছি—'

'তাহলে ট্রাউজারটা একেবারেই যাবে—'

সত্য বটে। কিন্তু ওয়েটিং রুমে পোষাকটা ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া গাড়ীতে উঠিলে কি ক্ষতি হইত? সুরুচি চুপ করিয়াই রহিলেন। একেই বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া আছেন—উপদেশ বাণী শুনিলে আরো চটিবেন।

'এমন দুর্ভোগ জানলে কে আসতো ? হাতের ওপর ভর রেখে হাত ব্যথা হয়ে গেল'—

শয়নেরও প্রকার আছে। যদি বিশ্বকর্ম্মা বালিশে মাথা রাখিযা সোজা ভাবে শোন—ইস্ত্রিও নষ্ট হয়না—আরামও হয়। তা নয়, এক পাশ ফেরা —হাতের উপর মাথা রাখা—জুতা শুদ্ধ পা দুটি সটান—সেও আল্‌গা ভাবে, তার উপর ঝাঁকানী! কষ্ট হইবে বৈকি? গরুর গাড়ীতে চড়া অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া বসিলে বা শুইলে অবশ্য সুবিধা হইত—পোষাকের মায়ায় এবং মেজাজ অত্যধিক উষ্ণ হইবার ফলে তাও গেল। সুটকেশের ওদিকে গাড়ীর পিছনে অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার মাথার দিকে নীহার একেবারে নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

'গাড়ী পাঠালেনা কেন বুঝতে পারছিনে, এমন জরুরি চিঠি দিলাম।'

'তুমি কি লিখেছিলে পার্শ্বেল ট্রেণে আসছো ?'

'তা লিখিনি—তবে আটটার মধ্যে পৌঁছবো তা লিখেছি।'

'আটটার মধ্যে আসবে লিখলে কি করে? পার্ব্বতীপুর প্যাসেঞ্জার কি আটটার সময় আসে?'

জবাব দিল গাড়োয়ান 'না—সেটা রাত্তিরে বারোটায়ও আসে—দুটোয়ও আসে—'

'আর পার্শ্বেল ট্রেণ?'

'সেও ঐ রকম—বেশীর ভাগ সকালে আসে—'

বিশ্বকর্ম্মা গাড়োয়ানের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন; ধান কিরূপ হইল—দর কি? হাটে জিনিষ পত্র উঠে কেমন।—' গাড়োয়ান আলাপের মধ্যে বলিল—'ময়েজের গাড়ী ঠিক করেছে আপনার জন্যে —'

'কোথায় ময়েজ কোথায় কিঃ—তুই এত শীগগীর ষ্টেশনে এলি কেন?'

'বাবুর খুব জরুরি কাজ—বললো 'ইষ্টিশনে থাকবো সারারাত, গাড়ী ধরতেই হবে।'

'গাড়ীতে খড় দিস্‌নি কেন?—'

'দিয়েছিলাম বাবু—গরু খেয়ে ফেললে—'

'মেরামত করতে পারিসনে গাড়ীটা? এত ফাঁক কেনরে? আমার কম্বল রাগ শুদ্ধ বিছানা ঢুকে যাচ্ছে দেখ্‌তো? বেশ সমান করে পাটাতন দিবি—'

'করবো করবো করি—গাড়ীর ফুরসৎ নেই—আমারো না, তাই হয় না—'

'এলাম কতদূর?—' অন্ধকারে সুরুচি বুঝিতে পারিতেছেন না।

'এখনো দেড় মাইল'—

'আধ মাইল এলাম মোটে?'

'ইচ্ছে হচ্ছে—ষ্টেশনে ফিরে যাই—'

'তাতে লাভ কি?'

'ওয়েটিং রুমে থাকবো—যে গাড়ী পাই ওঠা যাবে—'

'সে কি হয় ?'

সুরুচি ভীত কণ্ঠে বিশ্বকর্ম্মা জোর পাইলেন—'হয় না ? কেন হয়না ? মানুষ নই আমি ? এই চোরের শাস্তি আমার কপালে ! ইচ্ছে নেই ফিরে গেলাম তার আবার কৈফিয়ৎ কি ?—'

সুরুচি নির্ব্বাক। বাড়ী হইতে ভাল গাড়ী আসে—পুরু খড় পাতা—তার উপর পুরু তোষকে চাদরে জামাতার যোগ্য বিছানা লেপ শুদ্ধ। সেই জামাতার এই দুর্গতি—বলিবার আছে কি ?

'পেছনের কাপড়টা দেওয়া নেই না কি ?' বিশ্বকর্ম্মা মাথা ঘুরাইয়া দেখিলেন। সুরুচি বলিলেন— 'কাপড় দেওয়া হয়নি—তখন গরম লাগছিল—'

'তখন গরম লাগছিল বলে এখনো লাগবে ? কি কট্‌কটে হিম হাওয়া আসছে—আক্কেলটা তোমার কি ? মাথা ধরবেনা আমার ? এই নীহার—'

নীহার নাই গাড়ীতে—প্রভুর মতি গতি বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।—'নেই ? গেল কোথা ? জ্বালালে !—এই নীহার !'

গাড়োয়ান বলিল 'হেঁটে যাচ্ছে। শোন গো,—বাবু ডাকে—'

নীহার কাছে আসিল।

'নেমেছিস কেন ?'

'গাড়ীর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল—'

'আমিও হেঁটে গেলে ভাল করতাম—এতক্ষণ পৌছে যেতাম—'

'যাবে হেঁটে ?—নাম্‌বে ?'

'নামবো বই কি ! হাঁটু সমান ধূলোর মধ্যে হেঁটে যাব ? যত কুযুক্তি ! যেমন বাহের দেশ—তেমনি ধূলো ! জুতো ডুবে যাক—সুটটা নষ্ট হোক—নাকে মুখে ধুলো ঢুকুক—'

'বল্‌লে নিজে—'

'বলেছি বলেই নামতে হবে ? বলে ভারি অপরাধ করেছি ! তোমার বাপের বাড়ীর পথে আমি শালা ধূলোয় ভূত হয়ে গিয়ে উঠি—না ?'

সুরুচি মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। দরকারের সময় বুদ্ধি জোটেনা। বিশ্বকর্ম্মা তপ্ত লৌহবৎ জ্বলন্ত—দারুণ একটি বিবাদ বাধাইবার ইচ্ছা তাঁহার।

পথ প্রায় মাঝামাঝি। সম্মুখে কিছুদূরে একটা গাড়ী দেখা গেল। কাছা কাছি আসিলে গাড়োয়ান গাড়োয়ানী উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

'কুন্‌ঠে যাছু ?'

'তেমনি স্বরে উত্তর হইল 'ইষ্টিশনে—'

'কার গাড়ী ?'

'রহিম চাচা ? আমি ময়েজ—'

'ঐ তো আমাদের গাড়ী—তিন লাফে নীহার গিয়া সেই গাড়ী সোল্লাসে ধরিল। গাড়ীর সঙ্গে বরকন্দাজ পদব্রজে।

দুই গাড়ী তখন পাশাপাশি। ময়েজ গাড়ী থামাইল। নীহার আবার দুই লাফে এ গাড়ীর কাছে আসিয়া বলিল—'নামাও গাড়ী—'

গাড়োয়ান ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল—আমার গাড়ীতে যাবেন না বাবু ?'

'বাবুর কষ্ট হচ্ছে তোমার গাড়ীতে—যে বিচ্ছিরি গাড়ী ! ভাড়া তুমি পাবেই—'

ভাড়া সম্বন্ধে গাড়োয়ান সন্দিহান নয়। অনেকবার সে বিশ্বকর্ম্মার চালক হইয়াছে। ইচ্ছাটা এই—নিজেই পৌছাইয়া দেয়।

'নামাও গাড়ী—আর দেরি করোনা—'

'আচ্ছা—হট্—হট্—'

বিশ্বকর্ম্মা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—'তুই চালা গাড়ী—চল্ শীগগীর—'

সুরুচি বলিলেন—'নামবেনা ?'

'নামবো ? এটা থেকে নামি—ওটায় উঠি—সারারাত এই করি। এতটা পথ যদি থাকতে পেরেছি বাকীটাও পারবো। গাড়ী আসছেন এতক্ষণে ! তুই চালিয়ে যা—'

'ও গাড়ীতে ভাল বিছানা রয়েছে—ক হচ্ছে তোমার—'

'কষ্টের কপাল—সুখ হবে কি করে ? যাবনা ও গাড়ীতে—দরকার নেই আমার ভাল বিছানার—ও আমার জন্যে নয়।'

ময়েজকে পিছনে ফেলিয়া রহিম চলিল। নীহার ও বরকন্দাজ এবার গাড়ীর পিছনে—সম্মুখে চলিতে সাহস নাই—তাহাদের মৃদু কথাবার্ত্তা শোনা যায়। বিশ্বকর্ম্মা আবার হেলান দিয়া রুদ্ধ রোষে তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—'উঃ পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল ! কি পাপের শাস্তি ! আগে জানলে কোন শালা আসতে ?'

এতক্ষণে সুরুচির শুভ বুদ্ধির উদয় ! তৎক্ষণাৎ বলিলেন 'সত্যি, ফিরে গেলে ভাল করতে—'

পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'একশো বার।'

'গাড়ী ফেরাক না ? এত কষ্ট সয়ে যাওয়া কেন ? সেই গাড়ী পাঠানো—একটু আগে পাঠাতে হয়েছিল কি ? তুমি আবার তাদেরই জন্যে সারাদিনটা এই কষ্ট সয়ে ছুটে এলে ! এই যে কষ্ট পাচ্ছো—দেখছে কেউ ? মজা করে লেপের নীচে শুয়ে আছে। কার কষ্ট কে দেখে ? কার জন্যে কেইবা ভাবে। তুমিই শুধু বোঝনা।'

'হুঁ'—

'ফিরে গেলে খুব ভাল হয়। ওয়েটিংরুমে থাকবো, সত্যি, আমার ইচ্ছে হচ্ছেনা আর যাই—'

'দেশলাইটা দাও তো'—

'আর কোন দিনও এসোনা. কোন দিনও না, বুঝলে তো এবার ভাল করে ? এই শীত; চারদিক নিঝুম—আর তোমার এই দুর্ভোগ—'

'শীত খুব বেশী নয়—ভালই লাগছে হাওয়া। গরম কাপড়ের জন্যে বোধ হয়। নাক কান কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়েছে—দেখ তো'—

'টের পাবে! জ্বর হয় যদি—মাথা ধরে! এখনো কত দূর—'

'দূর কই—এসে গেছি—' সহজ প্রফুল্ল কণ্ঠ।

গাড়ী ঘুরিয়া মোড় ফিরিয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

'হোক্‌গে—যা রাগ হচ্ছে আমার! কিছুই খাবনা বুঝলে? তুমিওনা, কালই কিন্তু চলে যাওয়া চাই—একটা দিনও থেকোনা—কিছুতেই না—'

ফুলবাগানের কাছে বেল তলায় আগুন জ্বালাইয়া বাড়ীর পূজারী পাচক, পরিচারক পাঁচ ছয়জন ঘিরিয়া বসিয়া নৈশালাপে মগ্ন। গাড়ী দাঁড়াইল। একলম্ফে গাড়ী হইতে নামিয়া মস্‌মস্ শব্দে প্রাঙ্গণ পার হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বারান্দায় উঠিলেন। সুরুচির দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিলেন না। পরিচয় দূরে থাক—সুরুচিকে যেন কোনকালে জানেন না। সুরুচি তখনো গাড়ীতে—গাড়ী ভালরূপে নামাইয়া বলদ সরাইয়া পথ করিলে তবে নামিবেন।

ঘরের দরজা খুলিয়া গিয়াছে। সবাই জাগিয়া আছে—ভাই ভগিনী ভ্রাতৃবধূ। বিশ্বকর্ম্মা আর সে মানুষ নন। এখন অতি প্রফুল্ল—মহদাশয়।—অপর ঘরে সুরুচির পিতা নিদ্রিত। তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে সকালে।

সুরুচি বলিলেন—'আমায় বক্‌শিশ দাও তোমরা, ঠাণ্ডা রেখেছি আমি।—উল্টো সুর ধরলে উনি কেবল বাড়েন—কেবলি চটেন। ওঁর সুরে সুর মেশালে তবে থামেন। এই করেছি সারাটা পথ! আর কোথাও যাব না ওঁর সঙ্গে, ওঁর সঙ্গে যে থাকে—বিশ আনা বিপদ তার—'

তাচ্ছিল্য ভরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'তুমি না এলেই পারতে?'

'আসতে তো চাইনি—তুমিই কত বলে কয়ে—'

'আমি ? কি যে বল ? আসা না আসা যার যার খুশী—তার জন্যে আমি বলতে যাব কেন ? আমি কি সেই রকম লোক ? তুমিই বললে—অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই কে কেমন আছেন—একবার গেলে হয় ঃ তাই তো গরজ করে আসা—আমার ইচ্ছে ছিল বড় দিনের পর—'

শ্রোতৃবর্গ উভয়ের কথাই শুনিলেন। কার কথা বিশ্বাস করিলেন বলা যায়না। তবে বিশ্বকর্ম্মার সরস প্রাঞ্জল ভাষার ভঙ্গিমা যে অধিকতর বিশ্বাস্য সেটা সহজে বোঝা যায়। বেগতিক দেখিয়া সুরুচি প্রতিবাদ করিলেন না।

সুরুচিকে নীরব দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা আরো জোর পাইলেন—'তুমি এসে লাভের মধ্যে এই কোটটা টানতে টানতে এলাম সারা পথ !—ষ্টেশনে নেমে বললাম গায়ে দিতে,—'না'। আমি ওঁর তলপী বয়ে বেড়াবো।'

'সারা পথ তুমি টানবে কেন ? আমরা কি হেঁটে এলাম সারা পথ ?'

'কম ওঠা নামা ? বাড়ী থেকে গাড়ী—গাড়ী থেকে ট্রেণ—ঈশ্বরদী বদলী,—এখানে ষ্টেশনে ঃ আর এই ঘরে—দেখ হিসেব করে—'

দিদি বলিলেন 'আপনি ওটা বইতে গেলেন কেন ?'

অপর শ্রোতা—'ও যে ইংরেজী নিয়ম—'

'কি নিয়ম ? বৌয়ের মোট মাট স্বামী বয়ে বেড়ায় ? কি কপালের লেখ।!'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'বোনটি কে চিনতে পারেন নি ! জিদ কি ? একটা কথা শোনেন না মানেন ? স্বামী বলে একটু গ্রাহ্য আছে ? ওঁর সঙ্গে যাতায়াত একটা বিষম ঝকমারি।—দাও জল—আনো জল—সারা পথ কেবল বালতী বালতী জল। একটু দেরি হলেই রাগ।"

বিশ্বকর্ম্মার লীলা কথা এই পর্য্যন্ত থাক্। যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে তবে দেখা যাইবে পরে।

— লেখিকার অন্যান্য বই —

শালবন—২৲

(অরণ্যের উপন্যাস)



বীর কন্যা—১॥০

(সামাজিক নাটক)



শ্রীসরযূবালা নিয়োগী প্রণীত

ভারত তীর্থ—১৲

(তীর্থ ভ্রমণ)

— লেখিকার অন্যান্য বই —

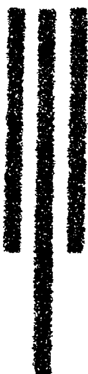
শালবন — ২৲

(অরণ্যের উপন্যাস)



বীরাঙ্গনা — ১।০

(সামাজিক নাটক)



শ্রীমমযূবালা নিয়োগী প্রণীত

ভারত তীর্থ — ১৲

(তীর্থ ভ্রমণ)